লাভমী কিসমী

বিক্রমাদিত্য

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৫৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০১এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মিণ্টি এবং বিশ্বজিৎ রায়কে
আদরের সঙ্গে

লাভমী কিসমী

কাহিনী ও চরিত্র কাল্পনিক

বোম্বাই

টেলিফোনের তীব্র আর্তনাদে বায়রন ঘাউসের ঘুম ভাঙল। সকাল এগারটা।

বায়রন কোনদিনই রাত একটা-দুটোর আগে ঘুমুতে যায় না।

ঘুম থেকে ওঠেও দেরি করে।

খুব জরুরি দরকার না হলে দপ্তরের কেউ তাকে ঘুম থেকে তোলে না। সেক্রেটারি মিরিয়াম বলে, স্যারকে ঘুম থেকে তুললেই উনি মেজাজ খারাপ করেন। আমাকে বলেন বিকেলের আগে আমাকে ঘুম থেকে তুলবে না। অবশ্যি জরুরি কাজ থাকলে ভিন্ন কথা। সাধারণত বায়রন বিকেল থেকে তার দপ্তরের তদন্তের কাজ শুরু করে। তাই আজ সকালে বায়রন ঘুম থেকে উঠবার পর তার মনের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সহজেই অনুমান করা যায়।

হ্যালো? বায়রন প্রায় চিৎকার করেই জিজ্ঞেস করল। কে বলছ?

আমি স্যার। আমি কিষেণচাঁদ। আপনাকে কাম্বালা হিলের জাভেরী মহল থেকে পর পর পাঁচবার টেলিফোন করেছিল। স্বয়ং জমনাদাস টেলিফোনে আপনাকে চাইছিলেন। উনি জানতে চাইলেন ওর ছেলে অরুণদাস জাভেরীর তদন্ত কতদূর এগোল। এছাড়া বিলমোরিয়া অ্যান্ড বিলমোরিয়া সলিসিটর্স ফার্মের রতন বিলমোরিয়া বিশেষ জরুরি ছাপ দিয়ে আপনার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিখানা পড়ব স্যার?

দরকার নেই কিষেণচাঁদ। আমি আধঘণ্টার মধ্যে দপ্তরে এসে হাজির হব। বায়রন এবার ইতিমধ্যে বিছানা থেকে উঠল। তারপর হুইস্কির গ্লাসে একটি ডবল স্কচ ঢেলে নিল। ভোরবেলা তিন চার পেগ নীট হুইস্কি না খেলে বায়রনের মন ও মাথা পরিষ্কার হয় না।

হুইস্কি খাবার পর বায়রন অনেক সুস্থ বোধ করল।

তারপর তার ফ্ল্যাট নরিম্যান পয়েন্ট থেকে হেঁটে চার্চগেট স্টেশন অবধি গেল।

চার্চগেটের পাশেই বায়রনের দপ্তর।

হ্যালো, মিরিয়াম গুড মর্নিং। কী খবর? বায়রন দপ্তরের খবর জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল। মিরিয়াম তার সেক্রেটারি।

মিরিয়াম তাড়াতাড়ি বায়রনের কাছে ছুটে এল। বলল, অনেক খবর আছে। প্রথমত জাভেরী মহল বেশ কয়েকবার আপনাকে টেলিফোনে চাইছিল। জমনাদাস জাভেরী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। বললেন, বিশেষ জরুরি। ওর গলার স্বর শুনে মনে হল উনি বেশ রেগে গেছেন। বলছেন বায়রন ঘাউস, প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সী একেবারে অপদার্থ। কোন কাজ করতে পারে না। ওকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে ভুল করেছি।

বায়রন একথা শুনে মনে মনে হাসল। সবাই তদন্তের আগে একথা বলে থাকে। তদন্তের পর ওরা বায়রন ঘাউস ডিটেক্টিভ এজেন্সীর সুখ্যাতি করে। এবং বলে বায়রনের মত দক্ষ ডিটেক্টিভ আর হয়নি।

আর কিছু খবর আছে? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

মিরিয়াম বলল, হ্যাঁ স্যার। বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া সলিসিটর্স ফার্মের বড়কর্তা রতন বিলমোরিয়া আপনাকে একটি চিঠি লিখেছেন। বায়রন বলল, বেশ চিঠিখানা দাও, আমি সময় মত পড়ে দেখব। ওর, কী জবাব দিতে হয় ভেবে দেখব। এছাড়া জমনাদাস জাভেরী যদি টেলিফোন করেন, তাহলে বল, আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। এছাড়া আর কিছু বলবার আছে? এই প্রশ্ন করে বায়রন মিরিয়ামের মুখের দিকে তাকাল। সে দেখতে পেল মিরিয়াম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত কিছু বলতে চায়।

মনে হচ্ছে তুমি আমাকে কিছু বলতে চাইছ। কিন্তু লজ্জায় কথাগুলি বলতে পারছ না। ব্যাপারটি কী খুলে বলো তো? বায়রন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

এবার মিরিয়াম তার মুখ খুলল। মিরিয়াম লাজুক প্রকৃতির মেয়ে। অনুমতি না পেলে সে তার মুখ খোলে না। স্যর শবনম, আলবেলা, লাভলি সেন, তিনজনেই আপনাকে টেলিফোন করেছিল। ওরা জিজ্ঞেস করছিল আপনি আজ কার সঙ্গে কোথায় লাঞ্চ খাবেন, বা ড্রিঙ্ক করবেন?

কিষেণচাঁদ মিরিয়ামের কথায় বাধা দিল, বলল, স্যর আমার একটা কথা আছে। আপনি আমাকে শিরীন ভাটের ওপর নজর রাখতে বলেছিলেন। বড্ডো সেয়ানা চতুরা মেয়ে। ওর ওপর নজর রাখা বড্ডো কঠিন ব্যাপার।

আমি জানতে চাই শিরীন মেয়েটি মুখ খুলবে কিনা? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

মনে হয় না। বললাম তো চালাক মেয়ে। এমন কী মেয়েটি বোম্বাই'র

কোন পাড়ায় যে থাকে তারও কোন খবর পাইনি কিষেণচাঁদ বলল।

বায়রন হাসল। মেয়েদের চরিত্র তার ভাল করেই জানা ছিল। মেয়েরা পাখির মত বক্‌বকম করবে নতুবা বোবা হয়ে বসে থাকবে। স্পষ্ট করে কিছুই বলবে না।

মেয়েটির কাছ থেকে বিশেষ কোন খবর পাব বলে আশা করি না—কিষেণ-চাঁদ নিরাশার কণ্ঠে জবাব দিল।

তাহলে মেয়েটি যেন তার মুখ খোলে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। বায়রন কিষেণচাঁদকে এই কথা বলে তার সেক্রেটারির মুখের দিকে তাকাল। পরে বলল, মিরিয়াম, আমার আজকের রুটিন শোন। আজ মহালক্ষ্মী রেস, ট্রিবুল টোটের রেস খেলা আছে। তাই প্রথমে আমি ঐখানে যাব। তারপর তুমি যদি আমাকে চাও তাহলে শেরটনের বার রুমে পাবে। পরে কোথায় থাকব এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছি না। আর একটা কথা, তুমি বলছিলে জাভেরী মহল থেকে স্বয়ং জমনাদাস জাভেরী আমাকে বহুবার টেলিফোন করেছিলেন। হয়ত আমার কোন টেলিফোন না পেয়ে উনি বিশেষ চিন্তিত হয়েছেন। ভাবছেন আমাকে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পুষছেন অথচ ওরা কোন ফল পাচ্ছেন না। কিন্তু মিরিয়াম আমি যে কেসটি হাতে নিয়েছি সেই কেসটি সামান্য ব্ল্যাকমেলের কেস নয়। এ হল এক জটিল, রহস্যজনক ঘটনা। তাই আমার তদন্ত করতে সময় লাগছে। অতএব আমার দেরি দেখে ওরা যদি রাগ করেন তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। তাই ওদের বুঝিয়ে বলতে হবে তদন্ত শেষ করতে কেন দেরি হচ্ছে।

এবার কিষেণচাঁদ বলল, এই কেসের একটা সমস্যা সমাধান করা দরকার।

বায়রন কিষেণচাঁদের পানে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, বেশ বল কী করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। উঁহু জাভেরী পরিবারের এই সমস্যা এত সহজ, সরল নয়। কিন্তু আমি জানি জাভেরী পরিবার সমস্যা সমাধানের জন্যে আমার ওপর নির্ভর করে বসে আছে।

মিরিয়াম বায়রনকে বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়ার সিনিয়র পার্টনার রতন বিলমোরিয়া যে চিঠিখানা লিখে ছিল সেই চিঠি বায়রনের হাতে তুলে দিল।

বায়রন রতন বিলমোরিয়ার চিঠিখানা পড়ল।

রতন বিলমোরিয়া লিখেছেন ঃ

প্রিয় মিঃ ঘাউস,

জাভেরী মহল থেকে প্রায় প্রতিদিনই জমনাদাস জাভেরী জানতে চাইছেন তার ছেলে অরুণদাস কোথায়? তাকে কী কিডন্যাপ করা হয়েছে? বৃদ্ধ জমনাদাস জিজ্ঞেস করছিলেন এই কেসের তদন্ত কতদূর এগোল। কী জবাব দেব ভেবে পাচ্ছি না। কারণ আপনি এখনও বলেননি কেস কতদূর এগোল?

আপনি জানেন যে জমনাদাস জাভেরী গুরুতররূপে অসুস্থ এবং তার ছেলে নিখোঁজ হবার পর তার এই অসুস্থতা ক্রমেই বাড়ছে।

আজ প্রায় পনের সপ্তাহ হল বিখ্যাত ধনকুবের, শেয়ার মার্কেট এবং বোম্বাইয়ের বহু মিলের মালিক ও মার্চেণ্ট জমনাদাস জাভেরীর একমাত্র সন্তান অরুণদাস জাভেরী হঠাৎ নিখোঁজ হয়েছেন। জমনাদাস জাভেরী আপনাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ছেলে অরুণ কোথায়, কী করছে, কার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে এবং তাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করবেন এবং তাকে সেই খবরগুলি দেবেন। এ ছাড়া গত তিনমাসে অরুণ তার বাবার কাছ থেকে বিভিন্ন কারণ ও অজুহাত দিয়ে প্রায় দশ লাখ টাকা নিয়েছে।

জমনাদাস জাভেরী জানতে চান অরুণ কী ভাবে এই টাকা খরচ করছে, না কেউ তাকে ব্ল্যাকমেল করে কিংবা তার নাম ব্যবহার করে টাকা নিচ্ছে। জমনাদাস আপনাকে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন শুধু এক শর্তে যে আপনি অবিলম্বে অরুণের কিছু খোঁজ খবর, তার জীবনযাত্রা, তার বন্ধুবান্ধব এবং তিনি কার খপ্পরে পড়েছেন এবং কী ভাবে টাকা খরচ করছেন তার একটা বিশেষ বিবরণী দেবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। আশা করি আপনি এই তদন্তের ব্যাপারে আর একটু তৎপর হবেন। কারণ কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেয়া অল্প টাকা নয়।

ইতি
রতন বিলমোরিয়া
সিনিয়র সলিসিটর্স

বায়রন চিঠিখানা দুবার পড়ল। মিরিয়ামকে ডাকল। বলল, চিঠির জবাব দাও। রতন বিলমোরিয়াকে বল যদি আমার কাজকর্ম তাদের পছন্দ না হয় তাহলে তারা এই কাজের জন্যে অন্য কাউকে নিয়োগ করতে পারেন। এ দেশে প্রাইভেট ডিটেকটিভের অভাব নেই, তবে বায়রন ঘাউস একজনই আছে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মিরিয়াম বলল, স্যর আজ শবনমের সঙ্গে আপনার ডিনার খাবার কথা ছিল। যদি আপনি ডিনার ক্যানসেল করতে চান, তাহলে আমি শবনমকে টেলিফোন করে বলে দিতে পারি।

সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না মিরিয়াম। তুমি শুধু বিলমোরিয়া কোম্পানীতে এই চিঠির জবাব পাঠিয়ে দাও। আমি পরে শবনমের সঙ্গে কথা বলব।

মিরিয়াম তবু চলে যাবার কোন লক্ষণ দেখাল না।

কী ব্যাপার? বায়রন একটু উষ্ণ সুরেই এই প্রশ্ন করল।

স্যর, কিছুক্ষণ আগে ডলি জাভেরী মানে জমনাদাস জাভেরীর স্ত্রী টেলিফোন করেছিলেন। আজ রাত্রে তিনি বোম্বাইতে তাজ হোটেলে থাকবেন। মিসেস জাভেরীর কণ্ঠস্বর বেশ রুক্ষ ছিল। তার গলার স্বর শুনে মনে হল তিনি আপনার উপর বেশ রেগে গেছেন। আমার সঙ্গে বেশ কর্কশ গলায় কথা বললেন। তিনি আজ রাত ন'টার পর তার হোটেলের রুমে ফিরে আসবেন এবং

আপনাকে ঐ সময়ে তিনি টেলিফোন করতে বলেছেন।

বেশ তুমি ওর টেলিফোন নম্বর এবং রুম নম্বর রেখে যাও। আমি সুবিধা মত ওকে টেলিফোন করব।

মিরিয়াম চলে যাবার পর বায়রন শবনমকে টেলিফোন করল।

বায়রন জানত যদি সে একবার শবনমকে টেলিফোনে কথা বলবার সুযোগ দেয় তাহলে বায়রন নিজে আর কথা বলবার কোন সুযোগ পাবেনা।

হ্যালো ডার্লিং, সুইট হার্ট—শবনম বায়রনের গলা শুনে বলল।

বায়রন এর জবাবে বলল, না ডার্লিং আজ আমার হাতে প্রচুর কাজ পড়েছে। আজ আমি তোমার সঙ্গে ডিনার খেতে পারব না। রাগ করনা ডার্লিং। নিশ্চয় আর একদিন ডিনার খাব আমি কথা দিচ্ছি। এই বলে বায়রন টেলিফোনের রিসিভার ছেড়ে দিল। শবনম 'হ্যাঁ' কী 'না' বলবার সুযোগ পেল না।

বায়রন এবার ডানদিকের ড্রয়ার খুলে ছোট একটি 'সামথিং' স্পেশালের বিলেতি মদের বোতল বের করল। বায়রন দপ্তরে কিছু মদ রাখত। এবার সে বেশ কিছুটা মদ গলায় ঢেলে মহালক্ষ্মী রেস কোর্সের দিকে রওনা দিল। বায়রন জানত যে শেষের রেস খুবই ইন্টারেস্টিং হবে। কারণ ট্রিপল টোটের খেলা, অনেক টাকার ডিল। আগের সপ্তাহের দুটো রেসের ডিভিডেণ্ডও এই রেসের টাকার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে। এই রেসে কোন প্রকারে বাজি জিততে পারলে প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা পকেটে আসবে। পকেটে রেসের টাকা থাকলে সে উত্তেজনা বোধ করে। এছাড়া কিছুদিন হল বায়রনের টাকা পয়সার টানাটানি চলছিল। এমতাবস্থায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া কম কথা নয়।

মেরিন ড্রাইভের কাছে এসে সে একটি ট্যাক্সি নিল। বলল, মহালক্ষ্মী রেস কোর্স।

আজ মহালক্ষ্মী রেস কোর্সে বেশ লোক হয়েছিল। মেম্বরস গ্যালারি প্রায় ভর্তি ছিল। বায়রন মেম্বরস গ্যালারির দিকে আর গেল না। তার এক পরিচিত বুকির কাছে দাঁড়াল।

আজ কার উপর বাজি রাখবেন মিঃ ঘাউস? বুকি জিজ্ঞেস করল।

ভাবছি শেষের রেসে কিছু বাজি রাখব। বায়রন জবাব দিল।

কোন ঘোড়ার উপর?

কেন? আমার ফেভারিট জকি আলমিডার 'কুইন মেরীর' উপর।

বুকির মুখ গম্ভীর হল। বলল, আপনি রেস কোর্সের হালচাল জানেন না। আলমিডার ভাগ্য খারাপ। 'কুইন মেরী' বাজি জিতবে না। বাজি জিতবে আর একটি পৃথক ঘোড়া—'লাকি স্ট্রাইক'। তারপর গলার স্বর নিচু করে বলল, আপনি 'অস্কার বারগাঞ্জা'র নাম জানেন? আজকাল উনিই হলেন রেস ময়দানের রাজা! তিনি প্রতি শনিবার ঠিক করবেন কোন রেসে কোন ঘোড়া বাজি জিতবে। তার আদেশানুযায়ী জকিরা রেসে দৌড়ায়।

এই সংবাদে বায়রন একটু অবাক হল। কারণ গতকাল অবধি 'কুইন মেরী'র জকি আলমিডা তাকে বলেছে, স্যর আপনি চোখ বুজে আমার ঘোড়ার উপর বাজি রাখুন, 'কুইন মেরীর' জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু গত বারো ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতির এমন কী পরিবর্তন হল যে 'কুইন মেরী' ঘোড়ার পরিবর্তে 'লাকি স্ট্রাইক' শেষ রেস জিতবার চেষ্টা করছে। শেষ রেস, অনেক টাকার ডিল ছিল, ট্রিপল টোটের খেলা। রেসের ঘোড়া পরিবর্তনের পেছনে নিশ্চয় কোন কারসাজি কিংবা শয়তানি কিংবা বাইরের অন্য কার হাত আছে। বাইরের মানে অসৃকার বারগাঞ্জা। বায়রন শুনেছে লোকটা শয়তান, স্মাগলার। কেন রেসে ঘোড়ার অদলবদল করা হল তার কারণ জানা দরকার। বায়রন 'কুইন মেরীর' জকি আলমিডা এবং ঘোড়ার মালিক সুরিটাকে ভাল করে চেনে। প্রায়ই তারা এসে বলত, স্যর অমুক ঘোড়ার উপর বাজি রাখুন। আপনি নিশ্চয় রেসে বাজি জিতবেন।

বায়রন আলমিডার টিপসের উপর বিশ্বাস করে কোন রেসে বাজি হারেনি। কিন্তু কাল তাকে আলমিডা বলল, স্যার কুইন মেরীর উপর বাজি রাখুন অনেক টাকার ডিল এবং ট্রিপল টোটের খেলা। আমি ঐ ঘোড়ায় চড়ব। ঘোড়া বাজি জিতবেই। কিন্তু হঠাৎ রেসে ঘোড়ার নামের অদলবদল শুনে বায়রন অবাক হল। সাধারণত রেসে এরকম অদলবদল হয় না। আজ পরিবর্তনের নিশ্চয় কোন নেপথ্য কারণ আছে।

বায়রন ঠিক করল এই বিষয়টি নিয়ে ঘোড়ার মালিক সুরিটার সঙ্গে আলোচনা করবে। কার নির্দেশে শেষ মুহূর্তে ঘোড়ার অদল বদল করা হল? এর পেছনে কারণ আছে। কেন 'লাকি স্ট্রাইক' বাজি জিতবে?

কিন্তু জকিদের ঘরে যাবার আগে দীপচাঁদ অরোরার সঙ্গে তার দেখা হল। দীপচাঁদ রেস এবং জুয়ো খেলায় নাম করেছে। কোনদিন রেসে কিংবা তাসের বাজিতে হেরেছে বলে বায়রন শোনেনি। লোকটি দেখতে ভারি সুন্দর। সত্যি মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। তবে মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে দীপচাঁদের বাঁধা কোন মেয়ে নেই। বলা যায় এ ব্যাপারে তিনি 'ফ্রী লান্স'। অর্থাৎ যে মেয়ে তাকে আকর্ষণ করবে দীপচাঁদ তাকে পাকড়াও করবেই। এবং যতদিন তাকে ভাল লাগবে ততদিন দীপচাঁদ তাকে তার বান্ধবী করে রাখবে। কিন্তু বায়রন জানত যে দীপচাঁদের মিডনাইট নাইট ক্লাবে একটি মেয়ে শবনমের উপর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। শবনম শুধু সুন্দরী নয়, 'সেক্সে' ভরপুর। দেহের প্রতি অঙ্গে 'সেক্স' আছে। কিন্তু শবনম দীপচাঁদের উপর কোন আকর্ষণ দেখায়নি। কারণ তার দৃষ্টি হল বায়রনের উপর এবং সদা সর্বদাই তার মুখে শোনা যেত, বায়রন লাভ মী, কিস মী।

সুন্দর সুপুরুষ ব্যক্তি বলতে গেলে বোম্বাই'র সমাজে বিবাহিতা, অবিবাহিতা সব মেয়েরাই বায়রনের কাছে ছুটেই আসে। তবে দীপচাঁদকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করা যায়।

এই যে দীপচাঁদ, অনেকদিন তোমার দেখা পাইনি। আমি তোমার খবর

রাখি। রেসকোর্সের সবাই বলছে তুমি হলে জুয়ো খেলার বাদশা। ঘোড়া কিংবা তাস হোক তোমার জুড়িদার জুয়াড়ি এই তল্লাটে আর কেউ নেই। এছাড়া বোম্বাই দিল্লীর বড় বড় সামাজিক মহলে তুমি বেশ আসর জমিয়ে নিয়েছ। পয়সাও বানিয়েছ···আমি তোমাকে হিংসা করি দীপচাঁদ, বায়রন বলল।

হয়ত তোমার কথায় কিছু যুক্তি আছে। তবে আমার খবর যা শুনেছ সব সত্যি নয়। কিন্তু ভাই বায়রন, জান যারা 'লাকি ইন রেস অর মানি দে আর আনলাকি ইন গার্লস'। আর তোমার কথা ভেবে দেখ। কত মেয়ে তোমার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমি একেবারে ভাগ্যহীন···

দীপচাঁদকে দেখলেই মনে হয় লোকটার টাকা আছে, পাকা রইস আদমী। তার দুই হাতে ছিল দামি দামি ডায়মণ্ডের আংটি, গলায় সোনার চেনের হার, পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি এবং পায়জামা, কপালে তিলক। দীপচাঁদ বলল বায়রন, রেসের দিন আমি পুজো করি। এছাড়া প্রতি শনিবার শনি পুজোও করি। পরে ঠাকুরের প্রসাদ, গঙ্গার জল এবং কপালে তিলক কেটে আমি রেসে আসি। তাইতো আমার সব ঘোড়া বাজি জেতে। শুধু মেয়েদের ব্যাপারে আমার ভাগ্য খারাপ। তারা আমাকে দেখলেই দূরে সরে যায় কেন জানি না! আমি কী অপরাধ করেছি ?

বায়রন প্রতিবাদ করল। বলল, কী যে বল দীপচাঁদ! আমি তো শুনেছি তোমার অনেক মেয়ে বান্ধবী আছে। বায়রনের এই কথায় ব্যঙ্গের সুর ছিল।

না বায়রন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি আমি যাকে চাই তাকে পাচ্ছি না।

তোমার কোন মেয়েকে দরকার ? বায়রন বিদ্রূপের গলায় জিজ্ঞেস করল।

আমি এই প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই। বোম্বাই'র সুন্দরী মেয়েরা তো তোমারই ভক্ত। তুমি বললে ওরা সবাই তোমার কথা শুনবে।

নিশ্চয় করব ব্রাদার। তবে তার আগে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। বায়রন হেসেই বলল।

কী কাজ বল ? সে কাজ যদি আমার সাধ্যির মধ্যে হয় তাহলে তোমার কাজ করব না এমন কী হতে পারে ? দীপচাঁদের হাসি ছিল ভারী মিষ্টি।

আমি একটা খবর চাই। বায়রন গলার স্বর নিচু করে বলল। প্রয়োজনীয় খবর। কারণ আমি জানি তোমার কাছে বোম্বাই শহরের আনাচে-কানাচের অনেক খবর আছে।

এই খবরের জন্যে এত নাটক করছ কেন। শুধু খবর চাও। অন্য কিছু নয় ? কী খবর চাও ?

দীপচাঁদের গলার স্বর উঁচু ছিল।

বায়রন দেখতে পেল দীপচাঁদের মনের উত্তেজনা কমেছে। সাধারণত বায়রনকে দেখলে তার মনের উত্তেজনা বেড়ে যায়।

শোন বোম্বাই'র বিখ্যাত ব্যবসাদার, শেয়ার মার্কেটের রাজা জমনাদাস

জাভেরীর একটি ছেলে আছে। তার নাম হল অরুণদাস জাভেরী। বয়স প্রায় আঠাশ। দেখতে সুন্দর বলা চলে। আজ প্রায় পনেরো কুড়ি সপ্তাহ যাবৎ এই অরুণদাস জাভেরীকে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। মারা গেছে না কেউ তাকে কিডন্যাপ করেছে কে জানে? মারা যায়নি কারণ প্রায় প্রতি সপ্তাহে বৃদ্ধ জমনাদাস ছেলের কাছ থেকে একটি ছোট চিরকুট পান। ঐ চিরকুটে শুধু লেখা থাকে আমার আজ এক লাখ টাকা চাই, কিংবা আজ তিন লাখ ইত্যাদি। এই করে অরুণদাস তার বাবার কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করেছে। এই টাকা দিয়ে ছেলে কি করছে? জমনাদাস জানেন না। শুধু তাই নয়। জমনাদাস জাভেরীর সলিসিটর্স ফার্ম বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়ার সিনিয়র পার্টনার রতনদাস বিলমোরিয়া এবং জমনাদাস আমাকে ডেকে তার ছেলেকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব দিয়েছেন। তারা জানতে চান ছেলে বেঁচে আছে না মারা গেছে। কে টাকা নিচ্ছে? অবশ্যি এই কাজের জন্যে আমাকে তারা প্রতি সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছেন। আজ প্রায় একমাস হয়ে গেল, আমি এই ছেলের টিকিরও সন্ধান পাইনি। সব জায়গায় খুঁজেছি, তাসের আড্ডায়, সিনেমা মহলে এবং রেসকোর্সে। কিন্তু কোথায় অরুণদাস জাভেরী? এদিকে বুড়ো জাভেরী রেগে কাই হয়ে আছেন। তিনি আমাকে প্রতিদিন গালিগালাজ করছেন। বলছেন শিগগির ছেলেকে খুঁজে বার কর। নইলে কণ্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করব। ভাই দীপচাঁদ, তোমার অনেক মহলের সঙ্গে পরিচয় আছে। তুমি হয়ত এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পার। বৃদ্ধ জমনাদাস সন্দেহ করছেন তার ছেলে জীবিত নেই। কেউ তার ছেলের নাম ভাড়িয়ে এই টাকাগুলি নিচ্ছে কিংবা ব্ল্যাকমেল করছে। নইলে তার ছেলে কোন মেয়ের খপ্পরে পড়েছে যার হাত থেকে সহজে বেরুতে পারছে না। তুমি একটু চেষ্টা করলে অরুণদাস জাভেরীর খবর আমাকে দিতে পার!

দীপচাঁদ অন্যমনস্ক হয়ে কী জানি কি ভাবল। অরুণদাস জাভেরীর নামটি তার কাছে অজানা নয়। কোথায়, কোন আড্ডায় সে এই নামটি শুনেছে? দীপচাঁদ তার স্মৃতিশক্তি প্রখর করবার চেষ্টা করল। পরে বলল, ভাই বায়রন, আজ পর্যন্ত কোন জুয়োর কিংবা মেয়ের আড্ডায় আমি ছেলেটিকে দেখিনি বা তার নাম শুনিনি। তাই কোন মেয়ের খপ্পরে আছে জানি না···দীপচাঁদ বলল।

তাহলে বলতে হবে সে কোন শক্ত গুণ্ডাদলের পাল্লায় পড়েছে যারা ওকে ভাঙিয়ে বাপের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। ওরা অরুণদাস জাভেরীকে খুন করবে না। টাকা পাবার জন্যে ওরা অরুণদাস জাভেরীকে শুধু জিইয়ে রাখবে। জিইয়ে রাখলে ওরা টাকা পাবে। মনে রেখ জমনাদাসের প্রচুর সম্পত্তি। ওকে হাতের মুঠোয় রাখলে ওর নাম করে বুড়ো জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করা যাবে, বায়রন জবাব দিল।

এবার দীপচাঁদ কী জানি ভাবল। বলল, একটা লোকের কথা তোমাকে বলতে পারি। ওর কাছে কিছু খবর পেতে পার। কিন্তু খবরদার লোকটা যেন

জানতে না পারে যে আমি তোমাকে তার নাম বলেছি। এই লোকটা শয়তান এবং গুণ্ডা।

কী নাম তার? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

অস্কার বারগাঞ্জার নাম শুনেছ? শোননি। বোম্বাই'র শয়তান মহলের রাজা। লোকটা চার পাঁচ বছর আগে গোয়া থেকে বোম্বাইতে এসেছিল ভাগ্যের অন্বেষণে। কিন্তু লোকটার মাথায় প্রচুর বুদ্ধি ছিল, আর ছিল সাহস। আজ সে হয়েছে বোম্বাই'র সবচাইতে বড় মস্তান, স্মাগলার, কাটথ্রোট। এক কথায় বলতে পার লোকটি হল বোম্বাই'র মাফিয়া দলের সর্দার। হেরোন, হাসিস, কোকেন এবং মেয়ে বেচাকেনার ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছে। লোককে ব্ল্যাকমেল করা ওর একটা পেশা। তার আড্ডায় সবরকম পাপ কাজ হয়। নেশা, জুয়ো মেয়েমানুষের বেচাকিনি। কিন্তু আজ অবধি পুলিশ অস্কার বারগাঞ্জাকে গ্রেপ্তার করেনি কারণ বাজারের গুজব লোকটা টাকা দিয়ে পুলিসের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। আমরা খবর পেয়েছি অস্কার বারগাঞ্জা বোম্বাই'র কোন হোটেলে কিংবা বাড়িতে থাকে না। শুনেছি 'থানার' পর ভিয়াণ্ডি বলে একটা গ্রাম আছে। ওখানে একটি শৌখীন লাক্সারি বোট আছে। ওখানেই অস্কার বারগাঞ্জা থাকে, জুয়ো খেলে, দলের আড্ডাও ঐখানে বসে। ওখানে আছে বিলেতি স্মাগল্ড্ হুইস্কি, হেরোন, কোকেন, মেয়েদের নোংরা ছবি। সেইখানে চোরাই মাল রাখে। তবে শুনেছি ঐ ভিয়াণ্ডিতে তার একটা বড় গুদামঘর আছে। ভিয়াণ্ডি হল জেলেদের গ্রাম।

বায়রন দীপচাঁদকে ধন্যবাদ জানাল। অসম্ভব ধন্যবাদ!

না, না এতে ধন্যবাদ দেবার কী আছে। তবে অস্কার বারগাঞ্জার দেখা সহজে পাবে না। হয় কোন জুয়োর আড্ডায়, রেসকোর্সে কিংবা ঐ মোটর বোটে। ঐসব জায়গায় খোঁজ কর।

বায়রন দীপচাঁদকে আবার ধন্যবাদ জানাল। তুমি যে আমাকে এত মূল্যবান খবর দিলে এর প্রতিদান একদিন আমি দেবই।

দীপচাঁদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, অরুণদাসকে আমার আবছা মনে পড়ছে। ওর সঙ্গে আমার 'থ্রী মাস্কেটিয়াস' ক্লাবের জুয়োর আড্ডায় দেখা হয়েছিল। লোকটি আনাড়ী, জুয়ো খেলতে জানে না। প্রতি খেলায় সে প্রচুর টাকা বাজি হারত। আমি তাকে কোনদিন বাজি জিততে দেখিনি। আর বায়রন তুমি তো জান এসব বড় বড় তাসের আড্ডায় কী হয়? জোচ্চুরি, এবং তাস খেলা হল লোক ঠকানোর ব্যবসা। সাধারণত 'থ্রী মাস্কেটিয়াস' কিংবা 'মিডনাইট ক্লাব বারে' যারা জুয়ো খেলে তারা পাকা জুয়ারী।

দীপচাঁদ এই বোম্বাই শহরের অনেক ক্লাবের, এবং নাইট ক্লাবের মালিকদের ভাল করে চিনত এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনের খবর রাখত। অতএব তার খবরগুলি মূল্যবান।

দীপচাঁদ বলল, এবার ভাই আমার একটা কাজ তোমার করতে হবে। শোন, আমি এই বোম্বাইতে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছি। সুন্দরী মেয়ে, দুধে-আলতায় রং, সেক্সী। ওর প্রেমে আমি দগ্ধ হচ্ছি। শুধু যদি তুমি সাহায্য কর তা হলেই হয়ত আমি মেয়েটিকে আমার নিজের করতে পারব, দীপচাঁদ অরোরা অনুরোধের কণ্ঠে বলল

বায়রন হাসল। তার এই মিষ্টি হাসি অনেককে মুগ্ধ করে। দীপচাঁদ বলল—বোম্বাই শহরের যে কোন মেয়েকে তুমি তোমার প্রেমবন্ধনে আটকাতে পার। তোমার চেহারা আছে, পয়সা আছে, এবং তুমি হলে এক সুপুরুষ। মেয়েরা তোমার মত পুরুষ চায়।

তোমার প্রেমের ফাঁদ পাতবার জন্যে আমার দরকার হবে কেন! এবার তুমি বল আমায় কী করতে হবে? কোন মেয়ের কাছে সুপারিশ করতে হবে? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

আমি কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছি জান? মেয়েটির নাম শবনম। ঐ 'থ্রী মাস্কেটিয়াস" ক্লাবের ড্যান্সর। শবনমকে পেলে আমার জীবনের ভাগ্য খুলে যাবে। আমি ওকে পাবার জন্যে পাগল হয়েছি। ওর জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি। 'আই ওয়াণ্ট হার' দীপচাঁদ বলল।

খুব ভাল আইডিয়া দীপচাঁদ। শবনমের চাইতে ভাল মেয়ে তুমি বোম্বাইতে পাবে না। তুমি শবনমের কাছে ভালবাসার প্রস্তাব কর না কেন? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

তুমি কী ভাবছ বায়রন! আমি ওর কাছে প্রেম নিবেদন করিনি। কতবার ওকে বলেছি শবনম আমি তোমাকে চাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে রানী করে রাখব। কিন্তু এর জবাবে শবনম আমাকে কী বলেছে জান?

কী? বায়রন উৎসুকী, কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করল। সে শবনমের মনের কথা জানতে চায়।

বলেছে, দীপচাঁদ তুমি বেহায়া, আমি জীবনে শুধু বায়রনকে ভালোবাসি। বায়রন হল আমার চোখের মণি। আমি বায়রনকে ছাড়া আর কাউকে চাই না। আমি ওর মত পরিবর্তন করবার বহু চেষ্টা করেছি। ফুল পাঠিয়েছি, প্রেজেণ্ট পাঠিয়েছি, সিনেমায় নিয়ে গেছি···আরো কত কী? আমার এত চেষ্টার পর শবনম আমাকে কী বলল জান? বলল, তুমি যতই আমাকে পাবার চেষ্টা কর না, আমি বায়রনকে চাই। বায়রন ইজ মাই ডার্লিং, সুইট হার্ট। বায়রন এবার তোমার সাহায্য ছাড়া আমি যে শবনমের সঙ্গে প্রেম জমাতে পারছি না।

বায়রন বাধা দিল। বলল, দীপচাঁদ তুমি অন্যর সাহায্য নিয়ে প্রেম করবে কী করে? তারপর আর একটু চিন্তা করে বলল, তুমি কোন চিন্তা-ভাবনা কর না দীপচাঁদ। শবনম অতি সুইট গার্ল। তুমি চেষ্টা করে যাও একদিন তোমার কাছে ধরা দেবেই। আসলে মেয়েটি হল মুডি। সে সবকিছুই মুডের মাথায় করে বসে এবং বলে। তুমি ওর জবাবগুলিকে সিরিয়াসলি নিও না। চেষ্টা

করে যাও। যাইহোক এই অস্কার বারগাঞ্জা এবং তার নাইট ক্লাব সম্বন্ধে আমাকে যে খবর দিয়েছ তার জন্যে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দীপচাঁদ হাসল। বলল, জানো বায়রন তোমাকে অস্কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে অনেক কিছু বললাম বটে তবে একটু দেখেশুনে কাজ কর। ওর সঙ্গে একটু সাবধানে কথা বল। বারগাঞ্জা যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে খুন করতে পারে। অর্থাৎ যে কোন নোংরা কাজ করতে লোকটা ভয় পায় না। পরে গলার স্বর নিচু করে বলল, আজকের শেষ রেসের খবর তুমি নিশ্চয় বুকির কাছ থেকে শুনেছ। সকাল অবধি জানতাম যে স্নুরিটার ঘোড়া এই ট্রিপল টোটের বাজি জিতবে। বড় টাকার ডিল। কিন্তু এখন শুনছি যে অন্য ঘোড়া বাজি জিতবে। কারণ কী জান? এর পেছনে রয়েছে অস্কার বারগাঞ্জার হাত। বারগাঞ্জা চেষ্টা করছে যেন স্নুরিটার ঘোড়ার পরিবর্তে লাকি স্ট্রাইক নামে আর একটি অজানা ঘোড়া রেস জেতে। তাহলে সমস্ত ব্যাপারটি হবে সারপ্রাইজ। এবং অস্কার অনেকগুলি টাকা বাজি জিতবে।

স্নুরিটা ও আলমিডা এই অদলবদলকে স্বীকার করে নিল কেন? বায়রন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

কারণ সহজ। লাকি স্ট্রাইক হল অস্কার বারগাঞ্জার ঘোড়া। এছাড়া আলমিডাকে বলা হয়েছে প্রায় তিন ফার্লং অবধি আলমিডার ঘোড়া রেসের আগে থাকবে। তারপর আলমিডা ঘোড়ার লাগাম যেন চেপে ধরে। তাহলে আলমিডার ঘোড়া পেছনে পড়বে এবং অস্কার বারগাঞ্জার ঘোড়া এগিয়ে যাবে। এইভাবে বাজি জিতবার আয়োজন করা হয়েছে।

আচ্ছা বলতো এই অস্কার বারগাঞ্জা এখন কোথায় আছে! একবার ওর দেখা পেলে খুশি হতাম। লোকটি কী প্রকৃতির বুঝতে পারতাম।

দীপচাঁদ বলল, সাধারণতঃ তুমি কখনও কোন ঘটনাস্থলে অস্কার বারগাঞ্জাকে দেখতে পাবে না। যদি কোথাও কোন গোলমাল হাঙ্গামা হয় এবং অস্কারের যাবার প্রয়োজন হয় তাহলে অস্কার বারগাঞ্জা সদলবলে সেখানে চলে যাবে।

বায়রন দলীয় জকিদের ঘরের দিকে গেল। সেখানে তার কুইন মেরীর জকি আলমিডার সঙ্গে দেখা হল। বায়রন আলমিডার ঘরে ঢুকল। আলমিডা বেশ অখুশি ছিল। মুখ ব্যাজার করে বসে ছিল। বায়রন এই গোমড়া মুখের কারণ জানত। পরে জিজ্ঞেস করল, আলমিডা, শুনলাম শেষ রেসে তুমি ঘোড়ার মুখের লাগাম চেপে ধরবে যেন তোমার ঘোড়া বাজি না জেতে। তুমি মহালক্ষ্মীর একজন পাকা জকি। এ ধরনের অন্যায় কাজ তুমি কেন করবে?

আলমিডা বায়রনকে দেখে যেন মনে সাহসও পেল।

স্যার, আপনি তাহলে সব শুনেছেন। কিন্তু উপায় নেই স্যার। আজকাল রেসকোর্সে প্রায়ই এরকম হয়ে থাকে। অস্কার বারগাঞ্জা ঠিক করেছেন এ রেসে তার ঘোড়া বাজি জিতবে। মোটা টাকার ডিভিডেণ্ট থাকলে রেসে এইরকম ওলট-পালট হয়। আগে রেসে কখনও এইরকম জোচ্চুরি

হত না। পরিষ্কার খেলা ছিল, খেলার ভেতর কোন নোংরামি ছিল না। আজকাল ঐ হারামজাদা কর্তা যা বলবেন তার অদেশানুযায়ী আমাদের রেসে দৌড়ুতে হবে। পরিষ্কার খেলা বলে কিছু নেই আর। সবই জোচ্চুরি, ঠগবাজি।

বায়রন চুপ করে আলমিডার কথাগুলি শুনল। জকি হলে কী হবে? আলমিডা বেশ একটু উঁচুদরের জকি ছিল। নোংরা কাজকর্ম বিশেষ পছন্দ করত না। এজন্যে সে ছিল বায়রনের প্রিয় জকি।

আলমিডা তোমাদের এই কর্তা মানে অস্‌কার বারগাঞ্জা ব্যক্তিটি কে? বায়রন প্রশ্ন করল—যার কথায় তোমরা রেসে দৌড়াও।

রেসের মাঠে সবাই তার নাম জানে। শুনেছি এই বারগাঞ্জা হল গোয়ার লোক। বাজারে গুজবে আরো শুনেছি লোকটির অনেক গুণ আছে। লোকটি খুন করা থেকে মেয়ে বিক্রী করা অবধি সব কাজ করে। তবে এখনও জেলে যায়নি, হয়ত যাবে। খুন করবার অপরাধে কোর্টে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পুলিশ কিংবা কোর্ট তাকে সাজা দিতে পারেনি। পারবে কী করে? কেউ যদি অস্‌কার বারগাঞ্জার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় তাহলে পরের দিন সেই লোকটির মৃতদেহ রাস্তায় পাওয়া যাবে। এদিকে অস্‌কার বারগাঞ্জার পাত্তা খুনের ধারে কাছেও পাবেন না। সব ব্যাপারে অস্‌কার বারগাঞ্জা খুনের আগেই 'অ্যালিবাই' তৈরি করে রাখে। রোজ শনিবার সকালে ময়দানে এসে অস্‌কার বারগাঞ্জা ঠিক করে দেবে কোন ঘোড়া বাজি জিতবে ইত্যাদি। তার নির্দেশানুযায়ী রেস খেলা হবে। বলতে পারেন সে মহালক্ষ্মী রেস কোর্সের জকিদের কিনে রেখেছে কিংবা বশ করেছে।

বায়রন চুপ করে সব শুনল। তার মনে হল অস্‌কার বারগাঞ্জা বিচিত্র, অভিনব লোক। তারপর মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন ধরল, ধর কেউ যদি এই অস্‌কার বারগাঞ্জার নির্দেশানুযায়ী কাজ না করে তাহলে তার কী হবে?

বললাম তো সে আর বেঁচে থাকবে না। হয় মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট নয় অন্য কোন উপায়ে তাকে খুন করা হবে। শহরের চারদিকে অস্‌কার বারগাঞ্জার অনুচরেরা ঘুরছে। এদের বিভিন্ন সাজ। কেউ ফেরিওয়ালা, কেউ লুকিয়ে হেরোন বিক্রী করছে। কিন্তু কেউ যদি কথার অমান্য করল কিংবা অবৈধ কিছু করল তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবেই। তাই সকালে এসে বারগাঞ্জা আমাকে বলল, আলমিডা, আজ শেষ রেসে তোর ঘোড়ার মুখের লাগাম চেপে রাখবি। কারণ আমি চাই লাকি স্ট্রাইক এই রেসে বাজী জিতবে। ব্যস ঐ হল তার নির্দেশ।

আমি বললাম। বলেন কী বারগাঞ্জা সাহেব! এই রেসে আমার জয় ছিল সুনিশ্চিত। এ রেসের সব বুকিরা জানে। এ হল অনেক টাকার ডিল, ট্রিপল টোটের খেলা।

অস্‌কার বারগাঞ্জা এবার ধমক দিয়ে বললেন, যা বলছি তাই কর আলমিডা।

আমার মুখের উপর কোন জবাব দিস না। তাহলে তোর পিঠের চামড়া আর আস্ত থাকবে না।

বায়রন আলমিডাকে বোঝাতে লাগল, তুই কোন চিন্তা করিসনে আলমিডা। তোর এই রেসে জিততে হবে। ঘোড়ার মুখের লাগাম চেপে দেবার কোন কারণ নেই। তুই নিয়ম মাফিক রেসে খেলে যা। অস্‌কার বারগাঞ্জা তোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবার থেকে আমি ওর সঙ্গে লড়াই করব। বায়রন বেশ দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে বলল। এবার আলমিডার হাতে একটা পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, আজ রেসে জিতলে তোকে আরো টাকা দেব।

শেষ রেসে আলমিডার 'কুইন মেরী' ঘোড়া জিতল। লাকি স্ট্রাইক 'কুইন মেরীর' অনেক পিছনে ছিল। যদিও বাইরে থেকে অস্‌কার বারগাঞ্জার বন্ধুরা লাকি স্ট্রাইক' জেতাবার জন্যে খুব চিৎকার হল্লা করছিল কিন্তু রেসের শেষে দেখা গেল 'কুইন মেরী' বাজি জিতেছে।

রেসের শেষে বায়রন আলমিডার হাতে আরো পাঁচশো টাকা গুঁজে দিল। পরে ট্রেনারকে বলল, তুমি আলমিডার উপর কড়া নজর রেখ। দেখো ওর যেন কোন বিপদ কিংবা ক্ষতি না হয়। আলমিডার উপর নজর রাখবার জন্যে কাল থেকে আমার নিজের লোক রাখব। অস্‌কার বারগাঞ্জা ওর গায়ে হাতও দিতে পারবে না।

সেদিন ট্রিপল টোটে বায়রনের টাকার অংশ ছিল প্রায় ষাট হাজার।

বুকির কাছ থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় একটি গুণ্ডার মত দেখতে লোক এসে বায়রনের পথ রুখে দাঁড়াল। বলল, আপনি বায়রন ঘাউস এবং জকি আলমিডাকে এই রেস জিতবার কুপরামর্শ দিয়েছিলেন।

কুপরামর্শ কিনা জানিনে কিন্তু তার জবাবদিহি আমি তোমাকে কেন করব ?

কারণ আমি অস্‌কার বারগাঞ্জার লোক। তিনি আপনার জন্যেই এই রেস হেরেছেন। আপনি তাকে অপমান করেছেন। তিনি সহজে একথা ভুলবেন না। এর জন্যে আপনাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

চমৎকার, কার শাস্তি পাওয়া উচিৎ সেই নিয়ে আমি অস্‌কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আলোচনা করব। ওকে বল আজ সন্ধ্যায় রাত আটটার সময় আমি 'লাভারস্ গ্রীলে' উপস্থিত থাকব। লাভারস্ গ্রীল কোথায় জানোতো। তাজের পাশেই ঐ গ্রীল। অস্‌কার বারগাঞ্জাও জানে সন্ধ্যার পর কোথায় আমার দেখা পাবে।'

লোকটি আর কিছু বলল না। হন্‌হন্ করে চলে গেল।

ঠিক রাত আটটার সময় বায়রন 'লাভারস গ্রীলে' গিয়ে উপস্থিত হল।

'লাভারস গ্রীলের' মালিকের নাম হল লাট্টু—লাট্টু ওস্তাদ। 'সে খুনের দায়ে দুই তিনবার জেলও খেটেছে। কিন্তু শেষের বার যখন পুলিশ তাকে আবার গ্রেপ্তার করল, তখন বায়রন তদন্ত করে প্রমাণ করল লাট্টু নির্দোষ। সেই থেকে লাট্টু বায়রনের কাছে কৃতজ্ঞ আছে। বায়রনও সময় অসময়ে তাকে মোটা

টাকা বকশিস দিয়ে থাকে এবং তাকে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার করে। কারণ 'লাভারস গ্রীলে' প্রায়ই খদ্দেররা মদ খেয়ে মারপিট করে এবং পুলিস লাট্টুর গ্রীলে এসে হানা দেয়।

অস্‌কার বারগাঞ্জা বারের একপ্রান্তে বসে মদ গিলছিল। একা নয়। তার সঙ্গে আরো দু'চারজন লোক ছিল। বেশ গুন্ডার মত চেহারা, জুলপি অনেকদূর পর্যন্ত নেমে গেছে। এদের কাছে অস্‌কার বারগাঞ্জা নিজের বড়াই করছিল।

তুমিই অস্‌কার বারগাঞ্জা? বায়রন তার টেবিলের সামনে গিয়ে বলল।

অস্‌কার বারগাঞ্জা বেশ অবাক হয়ে বায়রনের মুখের দিকে তাকাল। তার চাউনিতে অবিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। সে ভাবতেই পারেনি এমন ভাবে কেউ তার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারে। অস্‌কার বারগাঞ্জা হেসে উঠল। ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করল তোমার নাম কী ভাই?

বায়রন ঘাউস। পেশা ডিটেক্টিভ, প্রাইভেট 'ইনভেস্টিগেটর'।

এবার অস্‌কার বারগাঞ্জা বলল, অস্‌কার বারগাঞ্জা কখনও কারোর কাছে নিজের পরিচয় দেয় না। কারণ বোম্বাই'র সবাই তাকে চেনে কিংবা তার নাম শুনেছে। সবাই জানে অস্‌কার বারগাঞ্জা কে এবং কী তার পেশা?

বায়রন এবার লাট্টুকে ডেকে বলল, আমার জন্যে একটা ডবল ডবল স্কচ নিয়ে এস। বায়রন লাট্টুর হাতে হুইস্কির পয়সা দিয়ে দিল।

ব্রাভো। নিজের পয়সা দিয়ে হুইস্কি কিনে খাচ্ছো? অর্থাৎ নিজে সাধু এবং সৎ সাজবার চেষ্টা করছ।

বায়রন এই শেষের মন্তব্যের কোন জবাব দিল না। বায়রন অস্‌কার বারগাঞ্জার পোশাকের দিকে তাকাল। বেশ দামি পোশাক পরেছে অস্‌কার। স্যুটের ভাল কাপড় এবং নিশ্চয় নাম করা কোন দর্জিকে দিয়ে সেলাই করা হয়েছে। হাতে তিন চারটে আংটি। তার পাথরগুলি বিভিন্ন রঙের। চুলগুলি কদমছাঁট, নেই বললেই চলে।

অস্‌কার বারগাঞ্জা বলতে লাগল, আমিও তোমার নাম শুনেছি। বায়রন, এই তল্লাটে অনেকে তোমার কথা বলেছে এবং তারিফ করছে। বলছে, তুমি কাজকর্মে ভাল এবং খুব ভাল ডিটেক্টিভ। স্মার্ট। শোন বায়রন, ডিটেক্টিভের কাজ করে পয়সা নেই। শুধু শুধু অনাহারে মরবে। যাক তোমাকে একটা লোভনীয় কাজের অফার দিচ্ছি। কাজ করবে আমার সঙ্গে? বেশি কিছু নয়, দু'চারটে খবর সংগ্রহ করবে? ভাল পয়সা দেব। এই বলে অস্‌কার বারগাঞ্জা এক চুমুকে তার 'রামের' গ্লাস শেষ করল। তারপর আবার চিৎকার করে বলল, লাট্টু আর এক বোতল 'রাম' নিয়ে এসো, আমার টেবিলে।

লাট্টু এসে অস্‌কার বারগাঞ্জার টেবিলে এক বোতল 'রাম' রেখে গেল অস্‌কার কিছু রাম তার গ্লাসে ঢালল। পরে জিজ্ঞেস করল, ব্রাদার এবার তোমার কথা বল। তুমি কী বলতে এসেছ? আজ রেসকোর্সে ঐ ছোকর

জকি আলমিডাকে উস্কে দিলে কেন? আমি হুকুম দিয়েছিলাম রেসে ও জিতবে না। সবাই আমার হুকুম মেনে কাজ করেছে। রেসকোর্সের কোন জকি আজ অবধি আমার অবাধ্য হয়নি। মহালক্ষ্মীর বড় বড় বুকিরা সবাই আমার হাতের মুঠোয়। ওরা বিগড়ে গেলে সবার ক্ষতি হবে। তাই টিকটিকিবাবু তুমি জকি এবং বুকিদের বিগড়ে দিও না। নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না।

বায়রন কিছুক্ষণ চুপ করে অস্কার বারগাঞ্জার দম্ভ শুনল। পরে চুপ করে থেকে বলল, আজ তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল। বলতে পার দেখা হয়ে ভালই হল। কারণ তোমাকে কয়েকটি কথা বলবার ছিল। প্রথমত আমি গোলমাল, হাঙ্গামা পছন্দ করি না এবং অন্য কেউ গোলমাল করুক সেইটেও অপছন্দ। কেউ যদি আমার কথা না শোনে তাহলে আমাকে কঠোর হতেই হবে। কি বল, তুমি কী চাও? গোলমাল না শান্তি?

অস্কার বারগাঞ্জা জোরে হেসে উঠল। প্রথমে কোন জবাব দিল না। কী জানি ভাবল! তারপর বলল, না, ব্রাদার তোমার সঙ্গে আমার বনবে না। কারণ আমি তোমার মতের সঙ্গে একমত নই। আমাকে যে কাজে বাধা দেবে কিংবা যে আমার পথের কাঁটা হবে আমি তাকে উচিৎ শিক্ষা দেব। আর সেই শিক্ষা কী জান? হয় পিঠের চামড়া তুলে দেব—নইলে ওর মৃত্যু হবে।

অস্কার, তোমাকে একটা ভাল কথা বলছি। আমার কথার অবাধ্য হয়ো না। তোমার অমঙ্গল হবে। জেনে রাখ আমি তোমার শনি—বায়রন বলল।

ওঃ এ হল তোমার উপদেশ। বই'র উপদেশ শুনতে আমার ভাল লাগে না··· অস্কার বারগাঞ্জা ইজ দি কিং অব গ্যাম্বলিং। আমার কাজে যে বাধা দেবে সে মরবেই।

বায়রন চুপ করে শুনল। প্রথমে কিছু বলল না। পরে বলল, অস্কার তুমি বোম্বাই'র আইন-কানুন, পুলিশকে জান। এদের আইন-কানুন কঠিন। তাই কোন প্রাইভেট ডিটেক্টিভ কোন গোলমাল করতে পারে না। যদি কোন প্রাইভেট ডিটেক্টিভ গোলমাল করে তবে তার কাজের লাইসেন্স কাটা যায়। তাই প্রথমে আমি কোন হাঙ্গামা শুরু করতে চাইনি। কিন্তু আজ যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তখন খোলাখুলি কয়েকটা কথা বলা দরকার। আমি শান্তিপ্রিয়, গোলমাল পছন্দ করি না। তবে কেউ যদি গোলমাল করে তাহলে গোলমাল শুরু করতে ভয় পাই না।

এবার অস্কার শোন আমার কথা। আমি তোমার কাছ থেকে কী চাই? জমনাদাস জাভেরী, শেয়ার মার্কেটে রাজা তার নাম শুনেছ? তার ছেলে অরুণদাস জাভেরী। আজ প্রায় বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কেউ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। তবে জমনাদাস প্রায়ই ছেলের কাছ থেকে চিঠি পান, চিঠিতে লেখা থাকে টাকা পাঠাও। এইভাবে বাপ ছেলের কাছে টাকা পাঠান। ছেলে বাপের টাকা পেয়েছে কিনা বাপ জানেন না। প্রায় আট দশ লাখ টাকা সে এ পর্যন্ত নিয়েছে। ছেলে বেঁচে আছে কিনা তার খবরও তিনি জানেন না। জমনাদাসের ধারণা তার

ছেলেকে কেউ কিডন্যাপ করেছে এবং তাকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা নিচ্ছে। এই ছেলেকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আমাকে জানতে হবে কে তার ছেলের নাম করে এ আট দশ লাখ টাকা নিয়েছে।

আমার মনে হয় অস্কার, যে লোকটি অরুণদাসকে 'কিডন্যাপ' করেছে সে অতি ধুরন্ধর। হয়ত সে ঐ ছেলেকে নেশা করিয়ে এমন করেছে যে ছেলেটির নিজস্ব সত্ত্বা কিংবা কোন কিছু বলবার স্বাধীনতা তার নেই। তাই আমি জানতে চাই এই ধুরন্ধর চালাক লোকটি কে ?

একটু চুপ করে থেকে বায়রন বলতে লাগল—অনেক খোঁজাখুজির পর আমি আজ একটা খবর পেলাম যে ঐ ধুরন্ধর লোকটি হল তুমি। কারণ সবাই বলে অস্কার বারগাঞ্জা শয়তানের রাজা। অতএব এই ধরনের নোংরা কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

এবার অস্কার বারগাঞ্জা জোরে হেসে উঠল। তার মুখের চুরুট থেকে ধোঁয়া বের করতে লাগল। অস্কার বারগাঞ্জা হাভানা সিগার খাচ্ছিল। এবার সে বেশ হুকুম সর্দারী চালে জিজ্ঞেস করল, জাভেরীর ছেলেকে আমি কিডন্যাপ করেছি এই খবর তোমাকে কে দিল ?

বললাম তো আমি ! আজই এই মূল্যবান খবরটি পেলাম।

যে লোকটা এই খবর তোমাকে দিয়েছে তার আস্পর্ধা কম নয়। নাম জানতে পারলে পিঠের চামড়া তুলে দিতে পারতাম। আমার নামে যে মিথ্যে কথা বলবে আমি তাকে আস্ত রাখব না। অস্কার বারগাঞ্জা মুখ থেকে আর একরাশ ধোঁয়া বের করল।

আমাকে কে খবর দিয়েছে তার নাম জানবার দরকার তোমার নেই। আমি তোমাকে বলছি যে অরুণদাস জাভেরীকে কে কিডন্যাপ করেছে তা তুমি জান কিংবা নিজেই করেছ। আর একটা কথা তোমাকে বলব। বলছিলে যে মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে তোমার বিরোধিতা করে এমন হিম্মৎ কারু নেই। আমার ছিল। তাই আলমিডাকে হাজার টাকা ঘুষ দিলাম এবং বললাম, যদি আজকের রেসে বাজি জেতে তাহলে তাকে ভাল 'ইনাম' দেব। তাকে আরো বললাম কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তার ওপর নজর রাখবার জন্যে আমি কিছু লোক মোতায়েন করেছি। কারণ আমার মন বলছে তুমি হয় আলমিডার দেহের কোন ক্ষতি করবে কিংবা ওর ঘোড়ার চার ঠ্যাং কেটে দেবে। আস্তাবলে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। তুমি সব পার। এই ধরনের কাজ আগে করেছ। কিন্তু ভবিষ্যতে করতে পারবে না। কারণ তোমার কাজে আমি বাধা দেব। বায়রন ঘাউস হেসে-খেলে কথা বলে না।

অবশ্য আজকের রেসে বাজি হারবার পর তুমি আমার ওপর রেগে গিয়েছিলে এবং আমার কথামত 'লাভার্স গ্রীলে' এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। আমি একবার তোমার চেহারা দেখতে চেয়েছিলাম, তুমিও আমাকে দেখতে চেয়েছিলে ! যাচাই করতে চাও বায়রন ঘাউস লোকটা কী রকম !

ঠিক বলেছ। আজ পর্যন্ত লড়াইতে কেউ অস্‌কার বারগাঞ্জাকে টেক্কা দিতে পারেনি এবং পারবে না—

বেশ তাহলে মনে রেখো আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থাৎ তোমার রাইভাল। এবার থেকে তোমার মনে কিছুটা ভয় ঢোকা উচিৎ। কারন বায়রন ঘাউস কী রকম শক্ত লোক হতে পারে তুমি যদি না জানো, তাহলে ভবিষ্যতে জানবে। আমি খবর পেয়েছি তোমার জুয়োর আসরে অরুণদাস জাভেরী নিয়মিত ভাবে যায় এবং একজন বড় খেলোয়াড়। সেখানে তাকে ঠকান হচ্ছে। অর্থাৎ তোমার পাল্লায় পড়ে অরুণদাস তার বাপের সম্পত্তি ওড়াচ্ছে। এবার তোমাকে আর একটা কথা বলব। আমার জানা দরকার কি করে তুমি অরুণদাস জাভেরীকে তোমার জুয়োর আসরে টেনে নিয়ে গিয়েছ। অস্‌কার বারগাঞ্জা উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু করে না। ওর সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ হয়েছিল? মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে হয়ত এই বন্ধুত্ব হয়েছিল। তারপর শুরু হল রুটিন-মাফিক কাজকর্ম। নেশা, জুয়ো এবং সুন্দরী, সুন্দরী মেয়েমানুষ…

অরুণদাস জাভেরী তারপর হেরোন খেতে শুরু করল। নেশাটা যখন ভালো করে তার রক্তে ঢুকল, তখন ওর সঙ্গে এক সুন্দরী রমণীকে ভিড়িয়ে দিলে। এই মেয়েটি কে আমার জানা দরকার। আসলে ঐ মেয়েটিকে অরুণদাসের সঙ্গীও বলতে পার, প্রহরীও। পাছে অরুণকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাই মেয়েটিকে তুমি ওর সঙ্গে রেখেছ। তুমিও ঐ মেয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে, এখনও রাখো। এরপর শুরু হল 'হেরোন' দেয়া। এদের সঙ্গে রইল প্রতিদিন তাসের জুয়োর আড্ডা। এত নেশা করবার পর অরুণদাস জাভেরী কখনই জুয়ো খেলার জন্যে সুস্থ থাকতে পারে না। এমন কী কাগজে সই করবার শক্তিও তার নেই। বল অসকার, আমার এই সব আন্দাজ অনুমান কী মিথ্যে? ধর এই কাহিনীর যদি একটি পুরো ফিরিস্তি জমনাদাস জাভেরীকে দিই এবং তিনি যদি এ নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে ব্যাপারটি পুলিশের হাতে তুলে দেন তাহলে কী হবে? শুনেছি গোয়ার পুলিশের খাতায় তোমার নাম লেখা আছে। এছাড়া পুলিশের ঝঞ্ঝাটও তুমি চাও না।

অর্থাৎ তোমরা পুলিশের সাহায্য নিতে চাও? অস্‌কার বারগাঞ্জা মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বের করে নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল। পুলিশ আমার বাপ না ঠাকুর্দা যে আমার কিছু করবে।

ঠিক বলেছ। জমনাদাসের সলিসিটর যদি জানতে পারেন যে অস্‌কার বারগাঞ্জা তার ছেলেকে 'ব্ল্যাকমেল' করছে তাহলে তারা নিশ্চয় পুলিশকে খবর দিতেন। কিন্তু দেননি। কেন? একটা কথা জেনে রাখ অস্‌কার। বোম্বাই শহরে জাভেরী পরিবার বেশ সুপরিচিত এবং বড় বড় মহলে এদের বেশ প্রতিপত্তি আছে। অতএব এই পরিবারের কোন ছেলের যদি সর্বনাশ করবার চেষ্টা কর তুমি বিপদে পড়বে।

অস্‌কার বারগাঞ্জা চুপ করে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না।

বোঝা গেল বায়রনের কথাগুলি নিয়ে সে চিন্তা ভাবনা করছে।

ভাববার কিছু নেই অস্কার। সময় থাকতে ঐ ছেলেটিকে ছেড়ে দাও। নইলে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনবে। আর সময় থাকতে থাকতে বোম্বাই ছেড়ে যাওয়া ভাল। অবশ্য গোয়াতে ফিরে গেলে পুলিশ তোমাকে নিয়ে বিস্তর টানা হ্যাঁচড়া করবে—কিন্তু ভারতবর্ষ বড় দেশ। এখানে লুকিয়ে থাকবার এবং তোমার শয়তানি করবার অনেক জায়গা আছে। ঐ রকম একটা জায়গা খুঁজে নাও।

অস্কার বারগাঞ্জা হাসল। পরে বলল, আচ্ছা, তুমি যখন আমার সম্বন্ধে এত কিছু জানো, তাহলে গোয়ার পুলিশের কাছে আমাকে ধরিয়ে দিচ্ছ না কেন? তোমরা আমাকে ভয় দেখিয়ে বোম্বাই থেকে সরাবার চেষ্টা করছ। তবে মহালক্ষ্মী রেস কোর্সে তুমি আমার বিরোধিতা করেছ এবং জকি ও বুকিদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছ। ও কাজ করনা। সুবিধে করতে পারবেনা। জকি এবং বুকিদের ভয় দেখিয়ে আমি মহালক্ষ্মী রেসকোর্স থেকে কিছু রোজগার করতাম। সেইটে তুমি বন্ধ করবার চেষ্টা করছ। অস্কার বারগাঞ্জা এত সহজে ভয় পায় না।

এবার বায়রন জবাব দিল। কণ্ঠস্বর রুক্ষ্ম করল। বুঝতে পারল অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে লাভ নেই। এরা মিষ্টি কথার মানুষ নয়। শোন অস্কার, আমি তোমাকে শেষবারের মত বলছি অরুণদাসকে ছেড়ে দাও। ওকে বেশিদিন ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না। ও তোমার তাসের জুয়োর আড্ডায় আদৌ হারছে কিনা জানিনে। ব্ল্যাকমেল করা বন্ধ কর। আর তুমি জিজ্ঞেস করছ আমরা তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছিনা কেন? কারণ সহজ। তুমি হেরোন, কোকেন স্মাগল করে এই শহরের কোথাও লুকিয়ে রাখছ। আমরা জানতে চাই সেই মাদক দ্রব্য কোথায় রাখা হয়। তোমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে আমরা আরও তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করছি। এছাড়া এই তদন্তে আমারও ব্যক্তিগত একটা সুবিধা আছে। যতদিন এই কেস চলবে ততোদিন আমি জাভেরীর কাছ থেকে সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা পাব। এ কেস পুলিশের হাতে না তুলে দেবার আর একটি কারণও আছে। তুমি বিলক্ষণ জান যে জাভেরী পরিবার বোম্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবার। তাদের ঘরোয়া কেচ্ছা পুলিশ টানা হ্যাঁচড়া করুক জমনাদাস জাভেরী চান না। তাই এই কেসটি তদন্ত করবার জন্যে তিনি একজন প্রাইভেট ডিটেক্টিভ রেখেছেন। আর সেই ডিটেকটিভ হলাম আমি। আমার কাজ হল সমস্ত ঘটনার তদন্ত করে তার রিপোর্ট জমনাদাস জাভেরীকে দেয়া। মিঃ জাভেরী তার সলিসিটর্স ফার্ম রতন বিলমোরিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে এ কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছেন।

অসকার বারগাঞ্জা কোন জবাব দিল না। মদের গ্লাসটি নিয়ে দু একবার চুমুক দিল। পরে বলল, তুমি হয়ত জানো না যে অস্কার বারগাঞ্জা কারু তাঁবেদার নয় এবং অন্য কারু হুকুম মেনে চলে না। ভবিষ্যতে সে কী করবে না করবে তারও

জবাবদিহি সে কারু কাছে দেয় না। সে যাক তুমি তোমার চরকায় তেল দাও, আমি আমার পথ দেখব। আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করনা। বিপদ হবে বলে দিচ্ছি—গুডবাই। এই বলে অস্কার বারগাঞ্জা চলে গেল।

বায়রণ এবার তার হুইস্কির দাম চুকিয়ে দিয়ে বাইরে চলে এল। একটু পরে তাজমহল হোটেলের কাছে এসে বায়রন কিছুক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল। আটটা বাজেনি। অতএব হোটেলের সামনে পায়চারি করা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না। এদিকে মিসেস ডলি জাভেরি রাত আটটার সময় বায়রনকে টেলিফোন করতে বলেছিলেন, হোটেলে এসে দেখা করতে বলেননি। টেলিফোন করার চাইতে মিসেস জাভেরীর সঙ্গে দেখা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বায়রন মনে করল। তাই সে হোটেলে এল। একবার মিসেস জাভেরীকে নিজের চোখে দেখতে চায়।

বায়রন এবার মিসেস জাভেরী সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবতে শুরু করল। বায়রনের জানা ছিল এই মিসেস জাভেরী হলেন জমনাদাস জাভেরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ। জমনাদাসের বয়স প্রায় পঁয়ষট্টির কাছে। অতএব তার বউয়ের বয়স চল্লিশ পঞ্চাশের বেশি হবেই এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

আর একটা জিনিস বায়রন কোনদিনই পছন্দ করেনি। তার কাছে রমণী হল অলঙ্কার। সুন্দরী, সুন্দরী রমণীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে বায়রনের কোন আপত্তি নেই, ভালও লাগে। কিন্তু কঠিন, জটিল সমস্যা সমাধান করতে মহিলাদের সাহায্য নেওয়া কিংবা পরামর্শ করা বায়রন একেবারেই পছন্দ করে না। বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া ফার্মের সিনিয়র পার্টনার বায়রনকে ডেকে যখন এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং বললেন জমনাদাসের ছেলেকে খুঁজে বার করতে হবে তখন বায়রন আদৌ কল্পনা করেনি যে এই কেসে জাভেরী পরিবারের মেয়েরাও এসে নাক গলাবে। মিসেস ডলি জাভেরী এই পরামর্শদাতাদের মধ্যে প্রধান। এইসব চিন্তা ভাবনা করবার পর ঠিক আটটার সময় বায়রন হোটেলের নিচে রিসেপশন রুম থেকে তিনতলায় ডলি জাভেরীকে টেলিফোন করল।

আমার নাম বায়রন ঘাউস। প্রাইভেট ডিটেকটিভ—শেষের কথাগুলি বায়রন বেশ পরিষ্কার করে এবং জোর দিয়েই বলেছিল।

আমার কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভের প্রয়োজন নেই—বেশ রুক্ষস্বরে ডলি জাভেরী জবাব দিলেন। বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়ার সিনিয়র পার্টনার বায়রনকে সতর্ক করে বলে দিয়েছিলেন, মিসেস জাভেরী মেজাজী এবং ওর সঙ্গে সতর্ক হয়ে কথা বলবে। নইলে উনি তোমাকে অপমান করতে সংকোচবোধ করবেন না।

বায়রন বলল, আপনি আমাকে রাত আটটার সময় টেলিফোন করতে বলেছিলেন—বায়রন তার কথা শেষ করবার আগেই ডলি জাভেরী বলে উঠলেন, আপনাকে টেলিফোন করতে বলেছিলাম, আসতে বলিনি। সাধারণত আমি

বোম্বাইতে বড় আসি না। এখানে এলে নিজের ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এই পরিস্থিতিতে ছেলের নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপার নিয়ে আদৌ কারও সঙ্গে, বিশেষ করে, একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার কিনা ভেবে চিন্তে দেখতে হবে।

কিন্তু পরে কিছুক্ষণ কি জানি ভেবে ডলি জাভেরী বললেন, আচ্ছা আপনি ওপরে চলে আসুন। ৩০১ নম্বর রুম। বেশি সময় দিতে পারব না।

বায়রন লিফটে করে তিনতলায় গেল। দেখতে পেল ৩০১ নম্বর ঘরের সামনে একটি অপূর্ব সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। বায়রন জীবনে অনেক সুন্দরী, স্মার্ট মেয়ে দেখেছে। কিন্তু এত সুন্দরী মেয়ে সে আর দেখেনি এবং তার দেহের প্রতি অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেক্স, যৌবন, এবং রূপ।

আমার নাম বায়রন ঘাউস। প্রাইভেট ডিটেকটিভ···আমি মিসেস ডলি জাভেরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আপনি বায়রন ঘাউস আমি জানি। আর আপনি ডলি জাভেরীর সঙ্গে কথা বলছেন। আমার নাম ডলি জাভেরী।

আপনিই ডলি জাভেরী ? বায়রনের কণ্ঠস্বরে ছিল বিস্ময় ও উত্তেজনার সুর।

আমার কথা শুনে আপনি অবাক হয়েছেন মিঃ ঘাউস। কী ভাবছেন ?

এবার বায়রন কথা বলবার কোন ভাষা খুঁজে পেল না। ডলি জাভেরী যে এত অল্পবয়স্কা হবে সে ভাবেনি। কারণ তিন মাস আগে বায়রন নিজে গিয়ে জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে এই কেসের ইতিবৃত্তান্ত জেনে নিয়েছিল। ঐ সময়ে জমনাদাস জাভেরীর বয়স ছিল পঁয়ষট্টির ওপর। তার স্ত্রী যে এত অল্পবয়স্কা একজন মেয়ে হবে এটা বায়রন কল্পনা করেননি।

বায়রন সুন্দরী, স্মার্ট মেয়ে ভালোবাসে। বায়রনের কথা হল সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে দু'চারটে মিষ্টি কথা বলা যায়! বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি আধুনিকা এবং স্মার্ট হন। আজ ডলি জাভেরীকে দেখে বায়রনের মনে হল ডলি জাভেরী শৌখিন প্রকৃতির মেয়ে। স্মার্ট এবং সেক্সী।

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে দেখে বেশ অবাক হয়েছেন? কি ব্যাপার মিঃ ঘাউস ? ডলি জাভেরী জিজ্ঞেস করলেন।

বায়রন জবাব দিল, মিসেস জাভেরী, আপনাকে দেখে অবাক হয়েছি। এখানে আসবার আগে ভেবেছিলাম মিসেস জাভেরী হবেন একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা। কিন্তু আপনার মত একজন তরুণীকে মিসেস জাভেরী হিসেবে দেখতে পাব, আশা করিনি। আমি যতদূর জানি যে আপনার স্বামীর বয়স পঁয়ষট্টি কিংবা ছেষট্টি। কিন্তু তার স্ত্রী যে এত অল্পবয়স্কা, সুন্দরী হবেন কল্পনা করিনি।

ডলি জাভেরী হাসলেন। মিষ্টি হাসি কিন্তু বায়রনের মনে হল অর্থপূর্ণ হাসি। একটু পরে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ ঘাউস আশা করি আপনার

মনের সন্দেহ দূর হয়েছে। আমিই যে জমনাদাস জাভেরীর স্ত্রী আশা করি এই বিষয়ে নিশ্চয় আপনার মনে কোন সন্দেহ নেই। আমি অবিশ্যি এই হোটেলে আপনাকে দেখতে পাব আশা করিনি। ভেবেছিলাম আপনি আমাকে টেলিফোন করবেন। যাক্ আপনি যখন এখানে এসেছেন তখন মন খুলেই সব কথা বলা যেতে পারে।

মিসেস জাভেরী, যদি কিছু না মনে করেন তাহলে আমি সিগারেট খেতে পারি? বায়রন অনুরোধের কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

না, আমার কোন আপত্তি নেই। ডলি জাভেরীর গলার স্বর একটু নরম হল।

ধন্যবাদ। আমি দাঁড়িয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলব। কারণ আপনি না বসলে আমার যে বসবার অধিকার নেই।

বসুন! এবার ডলি জাভেরী একটু জোর গলায় বললেন, মিঃ ঘাউস, আমরা বৃথা আলোচনা করে সময় নষ্ট করছি। আপনাকে বলেছি আমি হলাম জমনাদাস জাভেরীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, এবং অরুণদাস জাভেরী হল আমার সতীনের ছেলে। আমি স্বামীর চাইতে বয়েসে ছোট এবং হয়ত আমার সতীনের সন্তানের থেকে প্রায় দু বছরের ছোট। এই ছেলেকে খুঁজে বার করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

কিছুদিন যাবৎ আমার স্বামী গুরুতর রূপে অসুস্থ। তাই আমরা সবাই চিন্তিত। অসুখের প্রধান কারণ তার একমাত্র সন্তান নিখোঁজ। নিখোঁজ ছেলের কথা চিন্তা করেই প্রতিদিনই তার শরীর খারাপ হচ্ছে।

এইখানে মিসেস ডলি জাভেরী থামলেন না। তিনি একটানা কথা বলতে লাগলেন। এতদিন অরুণদাস নিখোঁজ হওয়া নিয়ে আমি কোন উৎসাহ কিংবা 'ইণ্টারেস্ট' দেখাইনি। তার প্রধান কারণ ছিল আমার স্বামীর সলিসিটর্স ফার্ম, বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া খুবই দক্ষ এবং উপযুক্ত। তাদের কাজকর্মের ওপর আমাদের পুরো বিশ্বাস আছে। শুধু তাই নয় বিলমোরিয়া অ্যান্ড বিলমোরিয়া এই কেসের তদন্তের ভাব যার ওপর দিয়েছেন তিনিও যে দক্ষ এবং কর্মঠ হবেন এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। অতএব এতদিন আপনার যোগ্যতার ওপর আমার পুরো বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গত চার সপ্তাহের মধ্যে অরুণদাস আমার স্বামীর কাছ থেকে চিঠি লিখে বেশ কয়েক লাখ টাকা নিয়েছে। কোথায় গেল এই টাকা? কে নিল এই টাকা। অরুণ কী এই টাকা জুয়ো খেলে উড়িয়েছে? না মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করেছে। এছাড়া অরুণ কোথায়? আমরা প্রতিদিন এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবছি। অতএব মিঃ ঘাউস, এই সমস্ত ঘটনার অবস্থা চিন্তা করলে আপনি দেখতে পাবেন যে এই ব্যাপারটি অতি গুরুতর। খুব দুর্বল চরিত্রের কিংবা মাথা না বিগড়ালে কেউ এত টাকা খরচ করতে পারে না। বলুন, আমার এইসব প্রশ্নের কী জবাব দেবেন?

বায়রন কোন জবাব দিল না। ভাবতে লাগল কী জবাব দেবে? পরে বলতে লাগল, আপনি যে অভিযোগ করেছেন তার কোন সঠিক জবাব আমি দিতে

পারব না। একথা সত্যি আমরা আজ পর্যন্ত অরুণদাস জাভেরীর কোন সন্ধান পাইনি। তিনি কোথায় আছেন, কী করছেন এবং এত টাকা কী করে খরচ করছেন, তার কোন আভাস আমরা পাইনি। কিন্তু মিসেস জাভেরী আপনি যেভাবে, যে গলার সুরে আমার কাছে এই নালিশগুলি করলেন তার ভাষা আপত্তিকর। অন্তত এই ধরনের ভাষা শুনতে আমি প্রস্তুত নই।

ডলি জাভেরী এর জবাবে বললেন, অবশ্য আপনার এই কথার জবাবে আমি অনেক কিছু বলতে পারতাম। আপনি যদি নিজেকে একজন বড় প্রাইভেট ডিটেকটিভ কিংবা দক্ষ ইনভেস্টিগেটর বলে মনে করেন তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। নিজের মনের অহঙ্কার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। আমার মনে হয় আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কিংবা এই ধরনের তদন্তের কাজের কিছুই জানেন না বা বোঝেন না কিংবা করবার উপযুক্ত নন। আমার স্বামী জমনাদাস জাভেরী এবং আমাদের সলিসিটর্স ফার্ম যদি আপনার কাজকর্ম সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারনা পোষণ করেন তাহলে তারা ভুল করেছেন।

এবার বায়রনের জবাব দেবার পালা। বলল, আমি যদি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই তাহলে আমার বলবার অনেক কিছু ছিল। আমার প্রথম কথা হল আপনি যদি এই ধরনের তদন্ত সম্বন্ধে এত ভাল বোঝেন তাহলে এই কাজটি আপনি নিজেই করুন, কিংবা আপনার বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়াকে এই কাজের জন্যে নিযুক্ত করুন। এই কাজটি আপনি যত সহজ, সরল বলে মনে করছেন এই কাজ অত সহজ সরল নয়। এই বোম্বাই শহরে আপনার সতীনের ছেলে অরুণদাস জাভেরীর কাছ থেকে দশ লাখ টাকা ঠকিয়ে নেবার মত যথেষ্ট শয়তান, বদমাস লোক আছে। সহজে এইসব শয়তানদের চেনা কিংবা জানা মুস্কিল। এরা দিনে ভদ্রলোক, রাত্রের নিশাচর, বদমাশ। আর একটা কথা আপনাকে বলব। আপনি ভেবেছেন হয়ত বোম্বাই'র শয়তান বা জোচ্চোররা আপনার ছেলেকে ঠকিয়ে টাকা নিচ্ছে কিংবা তাকে তাদের হাতের মুঠোয় করেছে তাহলে ভুল করবেন। আমরা জানি যে আপনার ছেলে এক দুর্বল চরিত্রের লোক। এই শয়তানদের সঙ্গে মিলেমিশে তিনি যে অপরাধজনক কোন কাজ করছেন না তার কোন প্রমাণ নেই।

বায়রনের ধারণা হয়েছিল ডলি জাভেরী তার এই জবাব শুনে বিশেষ উত্তেজিত হবেন কিংবা বেশ রাগ করে জবাব দেবেন। কিন্তু তিনি দুটোর কিছুই করলেন না। ডলি জাভেরী শুধু একদৃষ্টে বায়রনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হয়ত তার মনে কোন প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি ভাষায় তা প্রকাশ করলেন না।

আর একটা কথা শুনুন, বায়রন বলতে লাগল। আমাকে সলিসিটর্স ফার্ম, বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা ভাল করেই আমার যোগ্যতা জানেন। আর সারা দেশে আমার যথেষ্ট সুনাম আছে। এবার বলুন এই সলিসিটর্স ফার্ম পুলিশের হাতে এই তদন্তের দায়িত্ব

না তুলে দিয়ে আমার হাতে তুলে দিলেন কেন? আপনারা পুলিশের কাছে যেতে চান না কেন? নিশ্চয় কোন কারণ আছে। প্রথম কারণ হল জাভেরী পরিবারের বোম্বাই'র ব্যবসায়ী, সামাজিক মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং সুনাম আছে। আপনারা পুলিশের কাছে গিয়ে ঘরের কেচ্ছার ঢাক পেটাতে চান না। তাই নয় কি? দুই, আপনারা আজ অবধি এই ঘটনার কিছুই জানেন না। তাই আপনারা পুলিশের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন। আপনি জানেন না যে আপনার সতীনের ছেলে নাইট ক্লাবে, বারে কি বা জুয়ো খেলার আড্ডায় অথবা হাসিস, হেরোনের আড্ডায় কী ধরনের অন্যায় কাজ করে বেড়াচ্ছে। সবশেষে আর একটা কথা বলব। মিসেস জাভেরী এ পর্যন্ত আপনার ছেলের জন্যে দশ লাখ টাকা জলে ঢেলেছেন। আর আমাকে দিচ্ছেন কত? সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা। দশ লাখের কাছে এ টাকা হল নস্যি। আপনারা আরও কিছুদিন দেরি করুন। সব খবরই পাবেন।

না। আমার মনে হয় না আপনি এ কাজের যোগ্য। একথা আমার স্বামীকে বলব—ডলি জাভেরী তার মুখ খুললেন। তিনি বেশ রুক্ষ স্বরেই এই কথাগুলি বললেন। আপনাকে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই টাকা জলে ঢালা হচ্ছে। বিশেষ করে আজ অবধি আপনি কোন ফল দেখাতে পারেননি। এই বলে ডলি জাভেরী রাশভারী চালে ঘরের কোণে গিয়ে একটা সোফা সেটে বসলেন। পরে আবার বলতে লাগলেন, আপনি জানেন মিঃ ঘাউস···আমার স্বামী অসুস্থ। শিগ্‌গিরই যে উনি ভাল হয়ে উঠবেন তার কোন আশা ডাক্তার দিতে পারছেন না। এছাড়া আর একটা কথা আপনাকে বলব। আমার সতীনের ছেলে, অর্থাৎ অরুণদাস জাভেরীর বয়স অল্প, মাত্র আটাশ। সে আমার চাইতে মাত্র দু'বছরের বড়। আর একটা কথা জেনে রাখুন, যখন তার বয়স ত্রিশ হবে তখন সে তার দাদা-মশায়ের প্রচুর সম্পত্তি পাবে। সেই সম্পত্তির মূল্য কত জানেন? ক্যাশ, এবং বাড়ি, জমি জমা মিলিয়ে প্রায় দশ কোটি টাকা। বর্তমানে তার বাবা হলেন এই সম্পত্তির ট্রাস্টি। এইসব টাকা পয়সার হিসেব আমার স্বামীই রাখেন। এই সম্পত্তির ওপর অনেকেরই নজর আছে। কিছুদিন আগে, অর্থাৎ আমার স্বামীর অসুখের আগে তিনি আমাকে এই সম্পত্তির ট্রাস্টি নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। না অন্য কাউকে ট্রাস্টি করবার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। আমাকে সম্পত্তির ট্রাস্টি করবার তার বহু কারণ ছিল। প্রথমত আমার স্বামী বুঝতে পেরেছিলেন যে তার আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। দুই, তিনি তার ছেলের ভবিষ্যৎ এবং জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বেশ সন্দিহান হয়েছেন। তার বদ্ধ ধারণা হল যদি তার ছেলের হাতে এই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি তুলে দেয়া হয়, তাহলে দুদিনেই এই সম্পত্তি উড়ে যাবে। সে হয়ত জুয়ো খেলে, রেসে কিংবা মেয়েমানুষের পেছনে টাকা খরচ করবে। টাকা ওড়াবার আরো অনেক উপায় আছে—

কথা বলতে বলতে ডলি জাভেরী কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। বায়রন ডলি

জাভেরীর মুখের দিকে তাকাল। ডলি কী সত্যি কথা বলছে ? না মনগড়া কথা বলছে। না শুধু শুধু বায়রনকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করছে। তার মনে হল ডলি জাভেরী সত্যি কথাই বলছে।

মি: বায়রন, আমার এই সম্পত্তির ট্রাস্টি হবার কোন ইচ্ছেই ছিল না। ইচ্ছে না থাকবার প্রধান কারণ হল আমি হলাম অরুণদাসের সৎমা। লোকে এ নিয়ে কথা বলতে পারে। আপনি জানেন আমার নিজেরও কিছু সম্পত্তি আছে। অতএব কোন সৎমা যদি সতীনের ছেলের সম্পত্তির ট্রাস্টি হয়, তাহলে বাজারে দুর্নাম হবে। আর আমার ঐ সম্পত্তির উপর কোন লোভ কিংবা আকর্ষণ নেই। নিজেরই যে টাকা আছে যথেষ্ট। এইসব কারণে আমি অরুণদাস জাভেরীকে ভাল 'সুস্থ' অবস্থায় ঘরে ফিরিয়ে আনতে চাই। আপনাকে বলা হয়েছে অরুণদাস জাভেরী কোথায় সেই খবর আপনি অবিলম্বে সংগ্রহ করবেন। আমার স্বামী জীবিত থাকাকালীন যদি এই খবর এনে দিতে পারেন তাহলে উনি মনে শান্তি পাবেন। এছাড়া ছেলের সন্ধান পেলে উনি তার বিষয়সম্পত্তি ভাল করে ভাগ-বাটোয়ারা করতে পারবেন। আর একটা কথা বলব। গত চারদিন ধরে আমরা সবাই এবং সলিসিটর্স ফার্ম আপনার দপ্তরে বহুবার টেলিফোন করেছি। সব সময়েই একই জবাব পেয়েছি, বায়রন ঘাউস দপ্তরে নেই। কখন ফিরবেন জানি না। আপনাকে সব কথাই খুলে বলা হল। বলুন এবার আপনি এর কী জবাব দেবেন ?

বায়রন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মিসেস জাভেরী আপনার এই স্পষ্ট কথাগুলির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি সমস্ত ঘটনার একটি ভাল বিবরণী দিয়েছেন। আমি দুঃখিত যে গত চারদিন আপনি কিংবা আপনার সলিসিটর্স ফার্ম আমার কাছ থেকে কোন জবাব পাননি। সরি। আসলে পেশায় আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কখন কোথায় থাকি জানি না। নিজের খবর প্রায় নিজেই রাখি না। তাই হয়ত আমাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ হয়নি। যোগাযোগ না হবার আর একটা কারণ থাকতে পারে। গত চারদিন যাবৎ আমি একটা কাজের জন্যে বোম্বাই শহরের বাইরে ছিলাম।

এই বলে বায়রন কিছুক্ষণের জন্য চুপ করল। তারপর একবার মিসেস ডলি জাভেরীর মুখের দিকে তাকাল। তার মনে হল ডলি জাভেরী তরুণী এবং সুন্দরী। পুরুষকে কথায় এবং রূপ দিয়ে আকর্ষণ করবার শক্তি তার আছে। তার মনে হিংসেও হল এই মেয়েটি কেন এক বুড়োকে বিয়ে করতে গেল। কাঁচা বয়সের কোন যুবক পেল না ? শুধু কী পয়সার লোভে ? না জমনাদাসকে বিয়ে করবার তার অন্য কোন কারণ ছিল ? তলিয়ে দেখতে হবে।

বায়রন আবার দৃঢ়স্বরে বলল, মিসেস জাভেরী আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে একেবারে পছন্দ করেন না এবং বিশ্বাস করেন না। বলতে পারি আমি হলাম আপনার দুচোখের বিষ। তাই নয় কী ? আমারও আপনার সঙ্গে কথা বলবার পর আপনার প্রতি একটা বিরূপভাব হয়েছে।

আর একটা কথা বলব। যতদিন আমি এই কেসের তদন্ত করব ততোদিন এই কেস সংক্রান্ত কোন নির্দেশ কিংবা আদেশ আপনার পরিবর্তে আপনার স্বামী কিংবা আপনার সলিসিটর্স ফার্ম দেন তাহলে আমার কাজের সুবিধে হবে ··

বায়রনের এই জবাব শুনে মিসেস ডলি জাভেরীর মুখ রক্তিম হয়ে গেল। হয়ত তিনি অপমানিত বোধ করলেন। রাগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।

বেশ মিঃ ঘাউস, আমি আপনার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আর কোন কথা বলতে চাই না। হয় আমার স্বামী কিংবা আমাদের সলিসিটর্স ফার্ম এই ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন। বর্তমানে আপনাকে আমাদের দরকার নেই।

বায়রন মিসেস ডলি জাভেরীর কথা শুনে একটুও বিচলিত হল না। বরং মৃদু হেসে বলল, আপনি আমাকে এ কাজ থেকে সরাতে পারবেন না। আপনার যদি এই হারানো ছেলেকে খুঁজে বার করতে হয় তাহলে সেই কাজ করবার জন্যে আমিই হলাম সবচাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি। একথা আপনার স্বামী কিংবা আপনার সলিসিটর্স ফার্ম বেশ ভাল করে জানেন। আমার কাজ সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান নেই। তাই আর কথা বলে সময় নষ্ট করব না। গুড নাইট। এই বলে বায়রন ঘরের বাইরে চলে গেল।

বাইরে এসে বায়রন ভাবতে লাগল, অরুণদাস জাভেরীর নিরুদ্দেশ হবার পেছনে নিশ্চয় আর কোন গুপ্ত রহস্য আছে। আজ তার সৎমার সঙ্গে কথা বলে এই কথা মনে হল। কী সেই রহস্য? এই ঘটনা প্রথমে যত সহজ মনে হয়েছিল অতো সহজ নয়।

বাইরে এসে বায়রন একটা সিগারেট ধরাল, তারপর সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল। সমুদ্রের এই দিকটা বড় নোংরা। চারদিকে নৌকো, ডিঙ্গি, বড় বড় মোটর বোট। এবার তার প্রথম চিন্তা হল মিসেস জাভেরীকে নিয়ে। কোন সুন্দরী মেয়ে যে বিপদের বাইরে থাকতে পারে ভাবতেই পারল না। বায়রনের বহু সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। তবে সুন্দরী মেয়েদের বুদ্ধি সম্বন্ধে তার কোন ভাল ধারণা নেই। তাদের বুদ্ধি আছে বলে সে কোনদিন স্বীকার করেনি। আজও মিসেস ডলি জাভেরীকে দেখে সে বুদ্ধিমতী বলে ভাবতে পারল না। তবে মেয়েটির কথাবার্তা, চালচলন দেখে তার মনে হল এর জীবনে অন্য কোন রহস্য আছে।

আজ মিসেস জাভেরী বায়রনের সঙ্গে বেশ রূঢ় ভাষায় কথা বলেছেন। হয়ত রাগ করেই এত গালিগালাজ করেছেন।

একথা ভেবে বায়রন বেশ একটু বিরক্ত বোধ করল। সাধারণত সুন্দরী মেয়েদের কাছ থেকে গালমন্দ শুনবার কোন ইচ্ছা তার নেই।

বায়রনের হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল মিসেস ডলি জাভেরীর আজ তার সঙ্গে কথা বলবার কী অন্য কোন কারণ ছিল। বায়রনকে হোটেলে দেখে তিনি রেগে গেলেন

কেন ? ডলি জাভেরীর সঙ্গে কথা বলে তার মনে হল তিনি তার কাছ থেকে অনেক কথা গোপন করে গেছেন। তাই তাকে রহস্যময়ী বলে মনে হয়েছে। ডলি জাভেরী খুব সহজ পাত্রী নয়। ডলি জাভেরী অরুণকে খুঁজে পাবার জন্যে এত চিন্তিত হয়েছেন কেন ? অরুণ না থাকলে স্বামীর এবং অরুণের সব টাকাই তো ডলি জাভেরী পাবেন। তবে ?

বায়রন এরপর অস্কার বারগাঞ্জাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল। প্রথমত অস্কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে তার আর কিছু খবর নেয়া দরকার। লোকটি কে ? এছাড়া অস্কার বারগাঞ্জা কী সহজে অরুণকে ছেড়ে দেবে ? অসম্ভব ? কখনই না। এই ধরনের শয়তান ব্ল্যাকমেলাররা কখনই তাদের হাতের শিকার ছেড়ে দেয় না। তবে তার মনে হল আজকের এই আলোচনার পর অস্কার বারগাঞ্জা আরো সাবধান হবে। এই ধরনের হাজার কথা চিন্তা করতে করতে বায়রন তার নরীম্যান পয়েণ্টের ফ্ল্যাটে গিয়ে বেশ রাত্রে পেঁছিল। ঘুমুবার আগে তার একটা 'ডবল স্কচ' খাওয়া দরকার। ঘরে ঢুকে সে গ্লাসে একটা ডবল স্কচ ঢালল। সাধারণতঃ, দু চার পেগ হুইস্কি পেটে না গেলে তার মন এবং মাথা কিছুই পরিষ্কার হয় না। বুদ্ধি খোলেনা। এমনি সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিল দীপচাঁদ অরোরা। এত রাত্রে ? বায়রন অবাক হল।

কী খবর দীপচাঁদ ? এই রাত্রে তুমি আমাকে টেলিফোন করছ কেন ?

খবর একটা আছে। আজ থ্রী-মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে বারে অস্কার বারগাঞ্জা তার সাগরেদদের নিয়ে তোমার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছিল। বলছিল কী করে তোমাকে শাস্তি দেয়া যায়। তুমি আজ রেসকোর্সে ওর বাজি নষ্ট করে দিয়েছ। শুধু তাই নয়। পরে 'লাভার্স গ্রীলে' গিয়ে তুমি নাকি ওকে ধমকে দিয়েছ এবং বলেছ, যদি কয়েকদিনের মধ্যে অস্কার বারগাঞ্জা অরুণ জাভেরীকে ফিরিয়ে না দেয় এবং বোম্বাই শহর থেকে বেরিয়ে না যায় তাহলে তার বিপদ হবে এবং তুমি তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। সবাই জানে গোয়ার পুলিশ অস্কার বারগাঞ্জাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আজ অবধি কেউ বারগাঞ্জার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বোম্বাইয়ের পুলিশকে সে টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে।

বায়রন মন দিয়ে দীপচাঁদের কথাগুলি শুনল। পরে নিচু গলায় বলল, এসব খবরের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। আজ বিকেলে লাভার্স গ্রীলে অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছে বটে, তবে ভয় পাবার কিছু হয়নি।

দীপচাঁদ আবার বলল, ব্রাদার তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। সবাই জানে অস্কার বারগাঞ্জা যার পেছু নেয় তাকে সহজে ছাড়ে না। দেখো ও যেন তোমার বিপদ না ঘটায়। ওর লোকগুলি হল শয়তান, বদমাশ। মানুষ খুন করতে ওরা ভয় পায়না।

আমিও ওদের একেবারে ভয় পাই না দীপচাঁদ। আজ বিকেলেই আমি অসৃকারকে স্পষ্ট করে বলেছি এবং তাকে সাবধান করে দিয়েছি। বলেছি, আমার কথা শোন, নইলে তোমার বিপদ হবে। আমার হাত থেকে সহজে কেউ রেহাই পায় না। অসৃকার জানে আমার সঙ্গে শয়তানি, বদমাইশি করে সুবিধে করে উঠতে পারবে না। যাক তুমি এবার বল কী চাও? বায়রন সোজা প্রশ্ন করল।

বললাম তো তোমাকে সাবধান করে দিলাম। সন্ধ্যার পরে রাস্তার বাইরে যেওনা। লোকটা যখন ক্ষেপে আছে তখন একটু সাবধান হওয়া ভাল। কিছুদিন আগে মেরিন লাইনে একটা ছেলেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ছেলেটার মুখ একেবারে 'ব্লেড' দিয়ে কাটা ছিল। এর পেছনে কার হাত ছিল জানো? অসৃকার বারগাঞ্জার।

আর কিছু বলবে দীপচাঁদ? বায়রনের কণ্ঠস্বর এমন ছিল যেন সে তাঁকে এড়াতে চায়। এত রাত্রে এইসব কথা কে শুনতে চায়?

হ্যাঁ, তোমাকে শবনমের কথা বলেছিলাম। তুমি কী শবনমকে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছ? দীপচাঁদ প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠে ছিল আগ্রহের সুর। তুমি জানো আমি শবনমকে ভালোবাসি। শবনমকে ছাড়া আমি বাঁচব না। কিন্তু আমার প্রেমের কোন সাড়াই শবনম দিচ্ছে না। শবনম সব সময়ে শুধু তোমার কথা বলে। বলছে তোমাকে না পেলে ও আত্মহত্যা করবে। এবার তুমি যদি শবনমকে আমার কথা বল আমি তাকে ভালোবাসি এবং তাকে বিয়ে করতে চাই, তাহলে শবনম হয়ত তার মত পরিবর্তন করতে পারে।

শবনমকে নিয়ে তুমি কোন চিন্তা ভাবনা করনা দীপচাঁদ। আমি থাকতে তোমার শবনমকে নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করতে হবে না।

টেলিফোনের পর বায়রন বাথরুমে গিয়ে স্নান করল। তারপর গায়ে 'জয়' সেন্ট মাখল। পরে গায়ে একটা কোট চাপিয়ে মেরিন ড্রাইভ দিয়ে হাঁটতে লাগল। রাত্রের মেরিন ড্রাইভ নির্জন, নীরব। হাঁটতে হাঁটতে মেরিন লাইনের কাছে এসে সে একটি অস্পষ্ট চেহারা দেখতে পেল। তার চেহারা এলোমেলো। ছেঁড়া সার্ট, ময়লা ট্রাউজার। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় লোকটা মাতাল কিংবা নেশাখোর। লোকটা কী খেয়ে নেশা করেছে? মদ না ড্রাগস। লোকটা মেরিন লাইনের কাছে একটা রেলিং-এ বসেছিল। তার হাত পা কাঁপছিল। দাঁড়াতে পারছিল না।

বায়রন লোকটির কাছে এল। লোকটিকে চিনতে তার কোন অসুবিধা হল না। জমনাদাস জাভেরী এবং তার সিলিসিটর্স রতন বিলমোরিয়া বহুবার এই লোকটির ছবি তাকে দেখিয়েছেন। এই লোকটি হল অরুণদাস জাভেরী, যার অনুসন্ধানে বায়রন শহরের অলি গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। হঠাৎ এত রাত্রে আকস্মিক ভাবে মেরিন লাইনে বায়রন অরুণদাস জাভেরীর দেখা পাবার আশা করেনি।

অরুণদাস তুমি মেরিন লাইনে কী করছ ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

অরুণদাস বায়রনের মুখের দিকে তাকাল। বায়রনকে চিনতে পারল না। তার চোখ দুটি ঘোলাটে ছিল। তাকে দেখলে মনে হয় বেশ নেশা করেছে। কারণ তার মুখ থেকে হাসিসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

আপনি কে মশায় ? আপনি কেন আমার খোঁজ করছেন ? জানেন আমি কে ? অরুণদাস জাভেরী, সন অব দি গ্রেট বিজনেসম্যান জমনাদাস জাভেরী, দি কিং অব দি শেয়ার মার্কেট। অরুণদাস কথাগুলি বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল।

আমার নাম বায়রন ঘাউস। আপনি এখানে কী করছেন ? আপনার বাবা বলেছিলেন—

বায়রণ তার কথা শেষ করবার সুযোগ পেল না। কারণ অরুণদাস তার আগেই প্রায় চিৎকরে করে বলে উঠল, ড্যাম ইউ বায়রন ঘাউস। আপনি আমার সৎমার স্পাই। উনি তো আমাকে খুঁজে বার করবার জন্যে লোক লাগিয়েছেন। আর আমার বাবা এবং সৎমা আপনাকে আমার পেছনে স্পাইং করতে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ আমি কী করি মিঃ জেমসবন্ড আপনি জানতে চান। আপনাকে বলছি আপনি ঐ চৌপট্টির মেয়েদের পেছনে গিয়ে ঘুরুন—এখানে আমার ধারে কাছে আসবেন না। সুবিধে হবে না। এই বলে অরুণদাস টলতে টলতে রাস্তা দিয়ে ক্রফোর্ড মার্কেটের দিকে হাঁটতে লাগল। বায়রন ইচ্ছে করে পুলিশকে ডাকল না। তাহলে বিপদ হবে। আজ অরুণদাসের পা এত বেসামাল ছিল যে সে কোন প্রকারেই হাঁটতে পারছিল না।

বায়রন এবার একটি ট্যাক্সী ডাকল। ড্রাইভারের হাতে একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, এই সাহেব যেখানে যেতে চান নিয়ে যাও। বাকী টাকাটা তুমি রেখে দিও। ট্যাক্সী ড্রাইভার চলে গেল।

বায়রন ট্যাক্সী ড্রাইভারের নম্বর রেখে দিল। এটা তার অতি পুরাতন নিয়ম। কাল সকালে পুলিশের মাধ্যমে ট্যাক্সীওয়ালাকে ডেকে জেনে নেবে অরুণদাস কোথায় গিয়েছিল ?

বায়রন একটু বাদে 'মিডনাইট ক্লাব বারে' গিয়ে ঢুকল। রাত প্রায় বারোটা।

বারের প্রোপ্রাইটর করিমভাই জিজিভাই বারের কাছে বসেছিল। তার হাতে ছিল হুইস্কীর গ্লাস।

বায়রনকে দেখে করিমভাই জিজিভাই প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল মিঃ বায়রন বহুদিন আপনি আমার ক্লাবে আসেননি। শবনম তো আপনাকে দেখার জন্যে পাগল। যাক যাবেন নাকি রুলেটের ঘরে ? দুজন আরব শেখ প্রচুর টাকা বাজি রাখছেন। খেলুন না দু তিন ঢিল।

আজ নয়, করিমভাই। আজ জুয়ো খেলবার মন কিংবা ইচ্ছে আমার নেই।

করিমভাই অবশ্যি বায়রনের জবাব শুনে নিরাশ হল। কারণ বায়রন তার জুয়োর আসরের একজন বড় খেলোয়াড়। তাস, রুলেট এবং বিভিন্ন রকমের

জুয়ো কিংবা ব্ল্যাকজ্যাক খেলায় তার পাকা হাত। বায়রন করিমভাইকে জিজ্ঞেস করল শবনম কোথায় ?

তার ড্রেসিং রুমে। একটু বাদে নাচ শুরু হবে। আজ বেশ ভাল দর্শক হয়েছে। কারণ সবাই শবনমের স্প্যানিস ড্যান্স দেখতে এসেছে। করিমভাই জিজিভাই নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

বায়রন শবনমের ঘরে গেল।

শবনম্ তার নাচের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। নাচের ড্রেস পরেনি। শুধু ব্রেসিয়ার ও প্যাণ্টি পরে ছিল।

বায়রন দরজায় টোকা দিল।

ঘরের ভেতর থেকে শবনম চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও, আমি কাপড় পড়ে নিই।

পরে শবনম ড্রেসিং গাউন পরে বায়রনের কাছে এসে দাঁড়াল। ওঃ তুমি ডার্লিং। এই বলে সে বায়রনকে এক লম্বা চুমু খেল। যাক আমি আর তোমার সঙ্গে কোন কথা বলব না। সেদিন শেরটনের সুইমিং পুলের কাছে আমাকে কতক্ষণ দেরী করিয়ে রাখলে। বললে আমাকে নিয়ে লাঞ্চ খাবে। পরে কে জানি এসে আমাকে বলল, তুমি বুলবুলকে নিয়ে তাজে লাঞ্চ খেতে গেছ।

পাগল হয়েছ ? আমি বুলবুলকে নিয়ে যাইনি। কী করে যাব, আলবেলা যে আমার সঙ্গে ছিল।

শবনম বায়রনকে ভালোবাসে। একথা সবার কাছে জোর করে জাহির করে বলতে তার লজ্জা নেই। শবনম প্রেম নিয়ে কোন লুকোচুরি করে না। এ ছাড়া শবনম একজন উঁচু দরের ড্যান্সার। বোম্বাইতে তার নাম আছে। বিশেষ করে স্প্যানিস কারমান ডান্সে তার জুড়িদার নেই। কিন্তু শবনমের সব চাইতে আকর্ষণীয় হল তার সেক্সী দেহ। নর্তকী, নরম তুলতুলে দেহ। এই কারণে সে প্রায় একটানা একঘণ্টা ধরে নেচেও ক্লান্ত হয় না।

আজ শবনম ভারী চমৎকার সেজেছিল। কিন্তু শবনমের নগ্ন দেহের পানে তাকাবার সময় বায়রনের ছিল না। বায়রনের কথায় শবনমের মন তুষ্ট হল না। সেদিনকার শেরটনের ঘটনা শবনম সহজে ভুলতে পারেনি। শবনম আবার রাগ করে বলল, এ পর্যন্ত তুমি আমাকে বহুবার ডিনারে নিয়ে যাবার জন্যে প্রোগ্রাম করেছ কিন্তু তুমি কোনদিনও আমাকে নিয়ে ডিনার, লাঞ্চে যাওনি। খালি মুখেই নেমন্তন্ন কর। অথচ আলবেলা, বুলবুল সবাই তোমার সঙ্গে বেড়াতে যায়, ডিনার খায়, সাঁতার কাটে। কেন বলোতো ? আমাকে কী তোমার আর পছন্দ হয় না ?

পাগল হয়েছ, তুমি হলে আমার প্রিয়তমা। তোমাকে সত্যি কথা বলছি, তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে নিয়ে ডিনার, ড্যান্সে যাই না। আসলে আমি এক কঠিন, জটিল কেস নিয়ে আটকে পড়েছি। বায়রন একবার করুণ দৃষ্টিতে শবনমের মুখের দিকে তাকাল। তার মনে হল, সত্যি শবনম দেখতে ভারী সুন্দরী।

চোখ দুটি আকর্ষণীয়। বায়রন শবনমকে খুশি করতে গিয়ে বলল, ডার্লিং, তুমি হলে আইডিয়াল পার্টনার, এ্যাণ্ড এক্সলেন্ট বেডমেট। বায়রন জানত শবনম্ কী ধরনের কথা বললে খুশি হয়। কিন্তু আজ বায়রনের কথাগুলি শুনে শবনম্ খুব খুশি হল না।

বলল, আমার দেহ যদি এত সুন্দর এবং তুলতুলে হয়ে থাকে তাহলে তুমি এর দিকে একবার ঝোঁক দিচ্ছ না কেন? একবারও মুখ ফুটে বল না, 'ডার্লিং আই ওয়াণ্ট ইউ'।

এখনও ঐ কথা বলবার সময় পাচ্ছি কোথায়? তবে তুমি জেনে রাখ তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে ভালবাসি না।

শবনম্ বলল, আজ আমি একটি স্প্যানিশ ড্যান্স নাচব। নাচের নাম হল, 'কারমান'। ভাল এক্সসাইটিং মিউজিক আছে। নাচ দেখে পরে বল, কেমন লাগল।

আরে এই নাচ দেখবার জন্যেই তো আজ আমি পাগল হয়ে ছুটে এসেছি। জানো শবনম্ তোমাকে মিথ্যে কথা বলব না। সত্যিই আই লাভ ইউ ডার্লিং—বায়রন এই কথা বলবার সময় গলার স্বর মিষ্টি করল এবং হাসল। বায়রনের এই মিষ্টি হাসি অনেক মেয়ের মনকে মুগ্ধ করে।

ওসব বাজে কথা ছাড়। এবার তুমি পরিষ্কার করে বল তুমি আমাকে ভালবাসো এবং আমাকে চাও কিনা? আমি ঐ পুরান বাসি কথার চাইতে 'অ্যাকশন' চাই—শবনম্ বলল।

বায়রন এই কথার কোন জবাব দিল না। নিরুত্তর রইল। চুপ করে থাকা অনেক সময় বুদ্ধিমানের কাজ।

শবনম্ জিজ্ঞেস করল, এত সহজ ছোট জবাব দিতে এত সময় নিচ্ছ কেন বায়রন?

বায়রন গম্ভীর গলায় বলল, শবনম্ তোমাকে একটা কথা বলব। আমি প্রেমের কাজকারবারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে চাইনে। আমি জানি, তোমার একজন প্রেমিক আছে। সে তোমাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে। তোমার জন্যে পাগল।

আমার প্রেমিক। তুমি কী বলছ বায়রন? আমার কোন প্রেমিক নেই—শবনমের গলায় বিস্ময়ের সুর ছিল।

আচ্ছা এবার তোমার প্রেমিকের নাম বলি। নাম শুনলে রাগ কর না। দীপচাঁদ অরোরা—ঐ লোকটি তোমাকে ভালোবাসেন, এবং তোমাকে বিয়ে করতে চান!

শবনম্ বিদ্রূপের হাসি হাসল। বলল, দীপচাঁদ অরোরা। লোকটার টাকা এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ছাড়া আর কী কিছু আছে? বুদ্ধি নেই। ঐ লোকটাকে দেখলে আমার কী মনে হয় জান? মনে হয় লোকটা এক আইসবার্গ অর্থাৎ বরফের টুকরো। দেখতে সুন্দর হতে পারে বাট 'নট এ গুড

পার্টনার'। ওর সঙ্গে প্রেম করা অসম্ভব। আমার মন বলছে বায়রন তুমি আমাকে চাও না কিংবা পছন্দ কর না। নইলে আমার কাছে ঐ আইসবার্গের কথা কী করে বলতে পারলে?

বায়রন শবনমের কথা শুনে হাসল। রেগে গেলে শবনম্‌কে আরো সুন্দরী দেখায়।

তুমি ওকে আইসবার্গ বলছ কিন্তু আমি বলছি লোকটি ধনী। আজ দীপচাঁদ আমাকে বলছিল, ও তোমাকে ভালোবাসে। তোমার জন্যে জীবন দিতে পারে। বলছে তোমাকে না পেলে পাগল হয়ে যাবে। হয়ত আত্মহত্যা করবে।

বায়রনের মুখের হাসি দেখে শবনম্‌ কী জানি ভাবল। বলল, স্বীকার করি, দীপচাঁদ আমাকে পাবার জন্যে পাগল। কিন্তু তুমি আমার 'ডার্লিং'। 'লাভ মি, কিস মি'। তোমাকে কাছে পেলে আর কাউকে চাই না।

বায়রন বলল, জানো শবনম্‌ আমি দীপচাঁদের কথা ভাবছিলাম। লোকটাকে তুমি যে নীরস, আইসবার্গ ভাবছ কিন্তু লোকটা অত নীরস নয়। যার টাকা আছে তারা অত নীরস হতে পারে না। ওর হৃদয়ে আছে প্রেমের সাগর। ঐ প্রেমের সাগরে তুমি ডুব দেবেই। ওকে তোমার ভাল লাগবে—লাগতেই হবে। লোকটা মেয়েদের সমীহ করে কথা বলে। মেয়েরা গাড়িতে উঠতে গেলে নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। দীপচাঁদ অরোরা হল লেডীজ ম্যান।

এর পালটা জবাবে শবনম্‌ বলল, ড্রাইভারেরা মেয়েদের জন্যে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। তার জন্যে কী গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম করব নাকি? ওর কথা তুমি আমাকে আর বলো না। এছাড়া লোকটা জুয়ারী। সব রকমের জুয়ো খেলে। এছাড়া ওর অসংখ্য বান্ধবী আছে। ওকে রোজই নতুন নতুন মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে দেখি। না বাপু আমি অতো বড় জুয়ারী, মেয়েবাজ, সেক্স 'ম্যানিয়াক' লোকদের একদম পছন্দ করি না।

বায়রন আবার শবনম্‌কে বোঝাবার চেষ্টা করল। দীপচাঁদ লোকটা সত্যি তোমাকে ভালবাসে—বায়রন বলল। আবার আজ রাত্রে দীপচাঁদ আমাকে বলল আই লাভ শবনম্‌। সী ইজ মাই সুইট হার্ট। ওর জন্যে আমি নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারি।

উঁহু ওকে দিয়ে আমার চলবে না। শবনম্‌ জবাব দিল। আমার কী ধরনের পুরুষ চাই আমি জানি। আমি এমন পুরুষ চাই যার পৌরুষ আছে। অর্থাৎ হি ইজ এ ম্যান। শুধু টাকার গর্ব দেখায় না। আমি চাই যারা জীবন নিয়ে জুয়ো খেলা করে, অ্যাডভেঞ্চার্স করে, অর্থাৎ বলতে পার এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ, ইনভেস্টিগেটর লাইক বায়রন ঘাউস—এই বলে শবনম্‌ চুপ করে গেল। হঠাৎ জানি তার কী মনে হল। বলল, বায়রন তুমি কোনদিন উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কথা বল না। আজ দীপচাঁদকে আমার কাছে সুপারিশ করছিলে কেন? কোন অন্য কারণ আছে। তবে আজ এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করবার সময় আমার নেই। আমার নাচের সময় হয়ে গেছে। নাচ হয়ে গেলে আমি তোমার সঙ্গে অনেক কথা

বলব। বলতে পার সারা রাত্রি। আমার ড্রেসিংরুমে এসো—

বায়রন জবাব দিল, সে আবার শবনমের কাছে ফিরে আসবে।

একটু বাদে নাচের ব্যাণ্ড বেজে উঠল। স্প্যানিশ নাচের সুর। ঘোষক বললেন, এবার সিনোরিতা শবনম্ স্প্যানিশ ড্যান্স 'কারমান' নাচবেন।

বায়রন প্রথমে স্টেজের কাছে একটি টেবিলে গিয়ে বসল। টেবিলে আরো দুজন বসেছিল। দেখলেই মনে হয় ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা। লোকটি মোটা কিন্তু মেয়েটি খুবই সুন্দরী, মুখের এবং দেহের জৌলুষ আছে। দেখে ভুলবার মত তার চেহারা।

এখানে বসতে পারি? বায়রন ওদের জিজ্ঞেস করল।

বায়রনের প্রশ্ন শুনে মোটা লোকটি একটু রুক্ষ্ম স্বরে জবাব দিল। বলল, এখানে বসতে চান. আপত্তি করব না। তবে নাচের হলঘরে আরো খালি টেবিল পড়ে আছে। ওখানে বসছেন না কেন? আমাদের টেবিলে বসবার ইচ্ছে কেন?

হ্যাঁ আমি স্টেজের কাছে বসতে চাই। কারণ এখান থেকে ড্যান্সারকে ভাল করে দেখা যায়। ড্যান্সার আমার বান্ধবী—বায়রন জবাব দিল।

বায়রন আর কোন কথা না বলে ঐ টেবিলে গিয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরাল। পরে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কী ড্রিঙ্ক অফার করব?

জবাব মোটা লোকটা দিল। বেশ রুক্ষ্ম গলায়। বলল, ভদ্রতা জানেন না। একজন অপরিচিতা মেয়েকে ড্রিঙ্ক অফার করছেন।

মেয়েটি অবশ্যি বায়রনের কথার কোন জবাব দিল না। শুধু একবার আড় চোখে বায়রনের দিকে তাকাল। মেয়েদের এই দৃষ্টির অর্থ কী বায়রন জানে? লাভ, প্রেম, সেক্স।

বায়রন ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, অ্যানাদার রাউণ্ড শেরী? মেয়েটি আপত্তি করল না। বায়রনের প্রস্তাব গ্রহণ করল। কিন্তু বায়রন আর একবার বাঁকা চোখে তার মোটা সঙ্গীর দিকে তাকাল। তার সঙ্গীর দৃষ্টিতে ছিল বিরক্তির চিহ্ন।

দেখুন মশায় আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আমরা দুজনে বসে নিরিবিলিতে একটু প্রেমের কথা বলছি। আপনি কেন এসে এর মধ্যে বাধা দিচ্ছেন। আপনি অপরিচিত। আমাদের ব্যাপারে এত মাথা গলাচ্ছেন কেন? আপনি যদি আমাদের আলাপ আলোচনায় বাধা দেন তাহলে আমাকে আরো কঠোর হতে হবে। মোটা লোকটি বলল।

কী করবেন শুনি? বায়রন প্রশ্ন করল।

একবার এই ক্লাবের বাইরে এসে দেখুন—মোটা লোকটি জবাব দিল।

মেয়েটিকে দেখে মনে হল সে একটু ভয় পেয়ে গেছে।

বেশ চলুন! বায়রন লোকটির সঙ্গে লড়াই করবার প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার করে নিল। একটি সুন্দরীর মেয়ের জন্যে ঝগড়া বিবাদ করতে তার কোন আপত্তি ছিল না। ইতিমধ্যে হলঘরের বাতি নিভে গেল। সুন্দরী নর্তকী শবনম্ নাচতে স্টেজে এল।

চলুন, রাস্তায়। এই বলে লোকটি এবং মেয়েটি দুজনে বাইরে রাস্তায় চলে এল।

বাইরে এসে বায়রন মোটা লোকটিকে খুব জোরে ধাক্কা দিল। লোকটি গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও ধাক্কা খেল। তারপর মেয়েটির ভ্যানিটিব্যাগ ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল। রাস্তায় জিনিস গড়িয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে মোটা লোকটি ভ্যানিটিব্যাগের জিনিসগুলি কুড়োবার চেষ্টা করল। অন্ধকার রাত, রাস্তায় কী পড়ে গেছে ভালো করে দেখা যায় না। তাই মোটা লোকটি যা কিছু কুড়িয়ে পেল মেয়েটির ভ্যানিটিব্যাগে ভরে দিল। পরে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি কোন চিন্তা করো না ডার্লিং। ব্যাগের কোন জিনিসই হারায়নি। আমি লোকটাকে দু'চার ঘা দিয়ে নিই। পরে রাস্তায় ভাল করে খুঁজে দেখব। এছাড়া কাল এখানে এসে দেখব বাইরে কোন জিনিস পড়ে আছে কিনা! তাহলে সব জিনিস কালই ফেরত দেব। মোটা লোকটি মেয়েটিকে বলল। মেয়েটি এত ভয় পেয়েছিল কোন কথা বলতে পারল না। এবার মোটা লোকটি একটা ট্যাক্সি ডাকল। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, মেয়েটিকে এর বাড়িতে পেঁছে দাও। এই নাও পঞ্চাশ টাকা। বাকী টাকা তুমি রেখে দিও। মেয়েটি ট্যাক্সি করে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাবার পর বায়রন এসে মোটা লোকটাকে বলল, কনগ্র্যাচুলেশন, কিষেণচাঁদ। তুমি যে এত ভাল অভিনয় করতে পারবে আশা করিনি। আমার মনে হয় না মেয়েটি তোমাকে সন্দেহ করেছে। কী নাম মেয়েটির?

ঐ মোটা লোকটি হল বায়রনের সহকারী, অর্থাৎ সেকেণ্ড ইন কম্যাণ্ড, কিষেণচাঁদ। সে জবাব দিল, মেয়েটির নাম শিরীন। শিরীন ভাট। অতি ধূর্ত, বুদ্ধিমতী সেক্সী। মনে হয় অনেকদিন বিদেশে কাটিয়েছে। জীবন সম্বন্ধে তার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। প্রথমে আমার সঙ্গে এই ক্লাবে আসতে চায়নি। আপত্তির সুর তুলেছিল।

কিছু পেলে ওর কাছে? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, ঐ ভ্যানিটি ব্যাগ রাস্তায় পড়ে যাবার পর ভ্যানিটিব্যাগ থেকে কিছু নেম কার্ড রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল। দু'চারটে নেম কার্ড আমি জোগাড় করেছি। আপনি নিশ্চয় নজর করেছিলেন যে আমি যখন ঐ নেম কার্ডগুলি গুছিয়ে ভ্যানিটিব্যাগে ভরে রাখছিলাম মেয়েটি তখন আমার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। বলেছি তো মেয়েটি বুদ্ধিমতী। এরকম বড় দেখা যায় না। যাইহোক ওর ঐ ভ্যানিটিব্যাগ থেকে যেসব নেম কার্ড পেয়েছি তা আমাদের কাজে দেবে।

পরে শেরটনের বারে বসে বায়রনওকিষেণচাঁদ শিরীনের ব্যাগ থেকে যে জিনিস গুলি পেয়েছিল সেইগুলি নিয়ে পরীক্ষা করছিল। এর মধ্যে ছিল দু'চারটে বড় বড় দোকানের জিনিস কিনবার ক্যাশমেমো, দু'একটা বিজ্ঞাপনের কাগজ এবং রেলওয়ের একটি রিটার্ন টিকিটের অংশ।

বেয়ারা দুটি ডবল স্কচ টেবিলে রেখে গেল।

শিরীন সম্বন্ধে কিছু খবর বল। বায়রন জিজ্ঞেস করল। তুমি ঠিক বলেছ মেয়েটি বুদ্ধিমতী।

ওর সম্বন্ধে এখনও বলবার মত কোন খবর পাইনি। তবে আরো খোঁজ করতে হবে। মেয়েটির আসল কী রূপ জানা দরকার। আজ আমি 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে' বসে মদ গিলছিলাম এবং আমার সঙ্গে দু'চারজন মেয়েও ছিল। ওদের জিজ্ঞেস করেছিলাম ওরা অরুণদাস জাভেরীর নাম শুনেছে কি না? হাজার হোক অরুণ হল 'ইয়ং ব্যাচেলর'—এবং হালে নেশা করতে শুরু করেছে। অতএব এসব মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। এর মধ্যে দু'একজন বলল, নামটি একেবারে অপরিচিত নয়। কারণ শিরীনের কাছে ওরা অরুণের নাম শুনেছে। অরুণ শিরীনের বন্ধু।

তারপর কী হল? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

কী আর হবে? কিছুক্ষণ বাদে শিরীন আমাদের টেবিলে এল—কিষেনচাঁদ বলতে লাগল। দু'চারটে কথা বলবার পর বুঝতে পারলাম শিরীন বেশ ধূর্ত মেয়ে বিদেশি চালচলনে চলে, কথাবার্তা হালফ্যাসানে বলে। আমার মনে হল মেয়েটি বেশ কিছু দিন লণ্ডনে ছিল। এছাড়া চোখ মুখ দেখে মনে হল হেরোন কোকেনের নেশাও করে। তবে মেয়েটি দেখতে স্মার্ট চোখে মুখে কথা বলে। কী করে মানুষের মন ভোলাতে হয় তার কায়দাকানুন জানে। তার আসল রূপ কী এবং কী কাজ করে জানবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মেয়েটি আমার সব প্রশ্নকে এড়িয়ে গেল। বিয়ে করেছে বলে কোন খবর পাইনি। তবে বিবাহিত জীবন কী বেশ ভালো করে জানে। তবে মেয়েটির সঙ্গে 'থ্রী মাস্কেটিয়াস'' ক্লাবের দুই মালিক লোটন ও মজিলের বেশ ভালো সম্পর্ক আছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, (কিষেণচাঁদ বলল) অরুণদাসকে সে চেনে কি না? স্বীকার করল চেনে—তবে অরুণ সম্বন্ধে বেশি কোন কথা বলতে চাইল না।

কিষেণচাঁদ আরো বলল প্রথমে শিরীন আমার সঙ্গে আলাপ করতে অনিচ্ছুক ছিল। হয়ত তাকে আমি অনেক অপ্রিয় প্রশ্ন করেছিলাম যার জবাব দিতে সে প্রস্তুত ছিল না। তবে দু'চার মিনিটের মধ্যে সে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে লাগল।

শিরীন স্বীকার করল অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তবে তাদের বন্ধুত্ব কতটা গভীর জানি না। কারণ শিরীন অস্কার বারগাঞ্জাকে নিয়ে আমার সঙ্গে বেশি আলাপ করতে চাইল না। তবু আমি যেসব খবর চেয়েছিলাম সেই খবর পেলাম। দুই তিনটে 'ব্লাডি মেরী' খাবার পর শিরীনের মুখ আলগা হল। এবার নিজের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে লাগল। বিচিত্র জীবন। জীবনের প্রথম ভাগ কেটেছে লণ্ডনে এবং ফ্রান্সে একজনকে বিয়ে করেছিল তবে বিয়ে টেকেনি। এখন জুয়ো আর তাস খেলে সে তার রোজগার করে। বোম্বাই'র সব নাম-করা জুয়োর আড্ডার নাম সে জানে। বন্ধু ও বান্ধবী তার কিছু আছে।

শিরীন যখন এইসব কথা কিষেণচাঁদকে বলছিল তখন বায়রন এসে তাদের বাধা দিল। এরপর আর যদি কখনও তার কিষেণচাঁদের সঙ্গে দেখা হয় তবে শিরীন মুখ খুলবে না, কিষেণচাঁদ বলল।

বায়রন মন দিয়ে তার কথাগুলি শুনল। কোন মন্তব্য করল না। চুপ করে রইল। পরে শিরীনের ব্যাগ থেকে যেসব পুরানো কাগজ পাওয়া গিয়েছিল সেইগুলির মধ্যে থেকে একটি পুরানো রেলওয়ের রিটার্ন টিকিট বার করল। টিকিটখানা দেখিয়ে বায়রন বলল, বোম্বাই থেকে ভিয়াণ্ডির একখানা রিটার্ন টিকিট। টিকিটের এক অংশ ব্যবহার করা হয়নি। কেন? নিশ্চয় মেয়েটি ট্রেনে করে ভিয়াণ্ডি গিয়েছিল, ফিরবার সময় মোটরগাড়ি করে ফিরে এসেছে। আসলে একটা গুজব শুনেছি যে ভিয়াণ্ডির কাছে সমুদ্রের ধারে অস্‌কার বারগাঞ্জার একটি 'লাক্সারি' মোটরবোট আছে। ভিয়াণ্ডি হল জেলেদের শহর। ওখানে অস্‌কার বারগাঞ্জা ঐ লাক্সারি মোটরবোট দিয়ে কী করে? শুনেছি ঐ মোটরবোট হল অস্‌কার বারগাঞ্জার থাকবার জায়গা কিংবা বলা যায় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দেবার জায়গা। মাঝে মাঝে এই মোটরবোট সমুদ্রের বুকের ভেতর চলে যায়। জেলেদের মুখে শুনেছি ঐ মোটরবোটে অনেক নাচ-গান হয় এবং মদ ও অন্যান্য নেশাও করা হয়। কখনও বা মোটরবোট বোম্বাইর গা ঘেঁষে গোয়ার দিকে যায়। সাধারণত মোটরবোট ভিয়াণ্ডিতেই থাকে। ঐ মোটরবোটে বারগাঞ্জা সব শয়তানি করে এবং ড্রাগস স্মাগলিং-এর প্ল্যান করে।

বায়রন শিরীনের ট্রেনের হাফ টিকিট কিষেণচাঁদকে দেখিয়ে বলল, শিরীন আজ সকালে ট্রেনে করে ভিয়াণ্ডিতে গিয়েছিল। হঠাৎ বোম্বাই শহরে তার কাজ পড়বার দরুন সে নিশ্চয় কারু মোটরগাড়ি করে বোম্বাইতে ফিরে আসে। কেন ফিরে এল, কী তার কাজ ছিল, আমি এইটে নিয়ে ভাবছি—

কিষেণচাঁদ চুপ করে শুনল। কিছুক্ষণ ভাববার পর বলল, আপনি কী বলেন স্যার?

আমার কী মনে হয় জান কিষেণচাঁদ? আজ শিরীনকে নিয়ে রাস্তায় যে কাণ্ড ঘটে গেল সেই খবর আজই অস্‌কার বারগাঞ্জার কানে পেঁছে যাবে। আমার মনে হয় শিরীনের বারগাঞ্জার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। বোম্বাইয়ের চারদিকে বারগাঞ্জার লোকেরা ঘোরাফেরা করছে। এবার অস্‌কার বারগাঞ্জা জানবে আমরা ওদের খবর নিতে শুরু করেছি, পিছু নিয়েছি। অতএব অস্‌কার তার সাগরেদদের সতর্ক করবে। না, অস্‌কার সহজে পুলিশের মুখোমুখি হবে না। কারণ দেশের অনেক শহরেই বিশেষ করে পানাজিমের পুলিশ অস্‌কার বারগাঞ্জাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এরপর থেকে শিরীন আরও সাবধানী হবে। সতর্ক হয়ে কাজ করবে এবং তোমাকে সে এড়িয়ে চলবে। হয়ত ইতিমধ্যে অস্‌কার বারগাঞ্জা শিরীনকে আমাদের পরিচয় দিয়েছে। বলেছে আমরা হলাম ওদের শত্রু।

কিষেণচাঁদ বলল, তাহলে আমরা যে শিরীনের সঙ্গে যে অভিনয় করেছিলাম,

শিরীন সেই কথা জানতে পারবে ?

বায়রন ভাবল। বলল, শিরীন হয়ত তোমার সঙ্গে মেলামেশা করবার আগেই জানত তুমি কে ? এবং তুমি ওর কাছ থেকে কী চাও ? এবং আজকের রাস্তায় যে ঘটনা ঘটে গেল সেই ঘটনার গোপন কাহিনী কী বুঝতে তার কিংবা অসৃকার বারগাঞ্জার কোন অসুবিধে হবে না।

বায়রন কিষেণচাঁদকে ছোট একটি কাগজে ভিয়াণ্ডির ছোট একটি নকসা এঁকে দিল। বলল, যদি তুমি ট্রেনে করে যাও তাহলে তোমাকে ভিয়াণ্ডি স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে সমুদ্রের ধারে কোথায় বারগাঞ্জার মোটরবোট আছে বের করতে অসুবিধে হবে না। ঐ মোটরবোটের কথা জেলেরা সবাই জানে। শুনেছি ঐখানে ঐ লাক্সারি মোটরবোট কাম হাউসবোট সব সময়েই বাঁধা থাকে। তোমার খুঁজে নিতে কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ঐ লাক্সারি মোটর বোট কাম হাউসবোট খুঁজে বার করা এবং ওর ভেতর কী কাজ কারবার হয় সেইটে জানা।

কিষেণচাঁদ মাথা নেড়ে বলল, আপনি কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না। আমি এই জুয়ো খেলার মোটরবোট কাম হাউসবোট খুঁজে বার করবই।

বায়রন বলল, কিষেণচাঁদ আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। কারণ জাভেরী পরিবার বিশেষ অস্থির হয়ে পড়েছেন। আজ সন্ধ্যায় অরুণদাস জাভেরীর সৎমা ডলি জাভেরী আমাকে হোটেলে বেশ বকাবকি করলেন। বললেন, আমরা অপদার্থ। এবং জিজ্ঞেস করলেন, এখন পর্যন্ত আমরা কেন অরুণদাসকে খুঁজে বার করতে পারিনি। ওরা বলছেন বাপ বুড়ো জাভেরী ছেলের কোন সংবাদ না পেয়ে দিন দিন অস্থির হয়ে পড়ছেন এবং তার স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। এবার তোমাকে সত্যি কথা বলব, সৎমা, সুন্দরী, বয়স ছাব্বিশের মত, বিচিত্র জীবন, এডভেঞ্চার ভালোবাসেন। কী করে তিনি এই পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োর সঙ্গে জীবন কাটাতে পারেন ভেবে পাই না।

এই বিয়ের রহস্য আমি এখনও জানতে পারিনি। তবে জানতে হবে। কারণ এ লাভ ম্যারেজ নয়। এদিকে সৎমা ও ছেলের মধ্যে বয়েসের পার্থক্য হল দুই। সতীনের এই অল্পবয়স্ক ছেলেকে খুঁজে বার করবার ব্যাপারে বিমাতার কী উদ্দেশ্য সেইটে জানা দরকার।

বায়রন কিষেণচাঁদকে বলল, তুমি বাড়ি গিয়ে আজ রাত্রে ঘুমিয়ে নাও। কাল সকাল ছ'টার সময় ট্রেনে করে ভিয়াণ্ডি যাবে। সমস্ত জায়গা ঘুরবে। কোথায় এই লাক্সারি হাউস কাম মোটরবোট আছে খুঁজে বের করবে। যেখানে এই মোটরবোট আছে সেই জায়গাটা একটু ভাল করে নজর দিয়ে দেখবে। ঐ মোটরবোট খুঁজে বের করতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

কিষেণচাঁদ চলে গেল।

এবার বায়রন ভাবতে লাগল।

সাধারণত বায়রন নিজের মনে মনে ভাবতে ভালোবাসে। আজ ভাবতে

গিয়ে মনে হল সমস্ত ঘটনার মধ্যে কেমন একটু অসামঞ্জস্য আছে। তার যুক্তির হিসেবের সঙ্গে কিছুতেই মিলছে না। প্রথমত তার জানবার ইচ্ছে হল আজ রেসকোর্সে দীপচাঁদ কেন তাকে সাবধান করে দিল? দীপচাঁদ কী অস্কারের শত্রু না বন্ধু? দীপচাঁদের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। শুধু কী শবনমকে পাবার তার একান্ত ইচ্ছে? না এর ভেতর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, অরুণদাসের খবরও দীপচাঁদ জানে। নইলে সে কী করে তাকে অস্কার বারগাঞ্জার খবর দিল। নিশ্চয় অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে তার কোন মৈত্রী বন্ধন আছে? এর আগে দীপচাঁদ তো কোনদিনই তার কাছে অস্কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে কিছু বলেনি। আজ বলল কেন? তাহলে কী ওদের ঝগড়া হয়েছে? এ ছাড়া দীপচাঁদ তাকে যে খবরগুলি দিয়েছিল তার কিছু খবর সে আগেই পেয়েছিল। তার স্মাগলার বন্ধু জিজিভাই করিমভাই তাকে অস্কার বারগাঞ্জা এবং ভিয়াণ্ডির মোটরবোট সম্বন্ধে কিছু কিছু উড়ো খবর তাকে দিয়েছিল। হয়ত সত্যি খবরই জিজিভাই দিয়েছিল কিন্তু সেই খবর সত্যি না মিথ্যে বায়রন যাচাই করতে চায়নি। দীপচাঁদ নিজেও জুয়াড়ী। অতএব এক জুয়াড়ী নিশ্চয় অন্য জুয়াড়ীকে ভাল করে চিনবে?

অবশ্যি এই সব রহস্য, ধাধার মধ্যে একটি জবাব আছে। সেই জবাব হল দীপচাঁদ একেবারে আনাড়ী মূর্খ, জুয়াড়ী নয়। শুধু জুয়ো খেলার ব্যাপারে দীপচাঁদের জুড়িদার বোম্বাইতে নেই বললেই চলে। দীপচাঁদ নিজে যখন অরুণদাস জাভেরীর নিরুদ্দেশ হবার কথা বলেছিল তখনই সে একটা বিপদের আশংকা করেছিল। কিন্তু দীপচাঁদ জানত যে অস্কার বারগাঞ্জা অতি ধূর্ত। অতএব অরুণদাস জাভেরীকে নিয়ে যদি কোন গোলমাল হয় তাহলে পুলিশ আইনের মারপ্যাঁচে অস্কার বারগাঞ্জাকে আটকাতে পারবে না।

অস্কার বারগাঞ্জা পুলিশের আইনের জাল থেকে বেরিয়ে যাবে। অস্কার বারগাঞ্জা হল গভীর জলের মাছ। সহজে তাকে ধরা সম্ভব নয়। গোয়ার পুলিশ পারেনি। তাই দীপচাঁদ বায়রনকে বলেছিল, আপনি অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। শুনছি সে হল জুয়ো খেলার এবং শয়তানীর সর্দার এবং এই মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে জকি থেকে আরম্ভ করে পকেটমারেরাও অস্কার বারগাঞ্জার নাম শুনলে সেলাম করে। এক বড় জোচ্চোর, বদমায়েশের ট্রেড য়ুনিয়ন করেছে। এছাড়া মনে রাখবেন, যদি অস্কার বারগাঞ্জা বিপদের একটু গন্ধ পায় তাহলে সে বোম্বাই থেকে পালিয়ে যাবে। অস্কার বারগাঞ্জা বোম্বাই থেকে পালিয়ে গেলে আর তদন্ত করা যাবে না। দীপচাঁদের কথায় যুক্তি ছিল। বায়রনও মনে মনে স্বীকার করল যে অস্কার বারগাঞ্জা পালিয়ে গেলে তার নাগাল পাওয়া অতি শক্ত হবে।

অনেক ভেবেচিন্তে বায়রন ঠিক করল সে অন্য আর একটা উপায়ে অস্কার বারগাঞ্জার খবর বার করবার চেষ্টা করবে। দীপচাঁদ এই অস্কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। শবনম দীপচাঁদের কাছ থেকে খবর বার করবে। আর একটা ব্যাপারে বায়রন বেশ অবাক হয়েছিল। গতকাল চৌপাট্টি মেরিন লাইনের কাছে

আকস্মিক বায়রনের অরুণদাস জাভেরীর সঙ্গে দেখা হল। তার চেহারার কী ছিরি হয়েছে। দেখলে চেনা যায় না। বায়রন অরুণের ব্যবহারে বেশ অবাক হয়েছিল। অরুণদাস চায়নি যে কেউ তার পেছনে পেছনে থাকুক কিংবা তার জীবনযাত্রার কোন অনুসন্ধান করুক। হঠাৎ বায়রনের মনে হল যে ট্যাক্সি করে বায়রন অরুণদাসকে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়েছিল সেই ট্যাক্সির নম্বর সে টুকে রেখেছিল। এবার ট্যাক্সী ড্রাইভারকে খুঁজে বার করতে হবে এবং ট্যাক্সী ড্রাইভার থেকে জানা যাবে যে কোথায় কোন জায়গায় অরুণদাস জাভেরীকে নিয়ে সে গিয়েছিল। খবরটা জরুরী এবং প্রয়োজনীয়। বায়রন এবার তার সেক্রেটারী মিরিয়ামকে ছোট একটি চিঠি লিখল।

মিরিয়াম, তুমি বোম্বাইর ট্রাফিক পুলিশের কাছ থেকে খবর নেবে বি এম এস ৬৬৬ গাড়ির ড্রাইভার কে? কোথায় থাকে। সেই ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করবে কাল বিকেলে মেরিন লাইন থেকে সে এক নেশাখোর লোককে গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে একশো টাকা ট্যাক্সী ভাড়া দিয়েছিলাম। আমি জানতে চাই সেই নেশাখোর লোকটি কোথায় গিয়েছিল। কোন পাড়ায়, কোন বাড়িতে। তার কাছে সব খবর পাবে। এই সব খবর পাবার পর ড্রাইভারকে তুমি আরও কুড়ি টাকা দিও।

বায়রন চিঠিখানা মিরিয়ামের টেবিলের উপর রেখে এল।

দপ্তর থেকে বায়রন মিডনাইট ক্লাব বারের প্রোপাইটর করিমভাই জিজিভাইয়ের কাছে টেলিফোন করল।

করিমভাই, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি জরুরী, প্রয়োজনীয় কথা আছে। তুমি বারে বসে থেকো। আমি এক্ষুনি আসছি। রাত তখন প্রায় বারোটা।

মিডনাইট ক্লাব বারের মালিক করিমভাই জিজিভাই বায়রনের বন্ধু। বিভিন্ন তদন্তের কাজের জন্যে মধ্যে মধ্যে বায়রনকে প্রায়ই মিডনাইট ক্লাব বারে আসতে হয়।

বলুন বায়রন সাহেব, আমাকে কী করতে হবে বলুন। করিমভাইয়ের কণ্ঠস্বর বেশ আন্তরিক ছিল।

কিছু মনে করনা করিমভাই। আজ রাত দশটার সময় তোমার ক্লাবের এক ক্লায়েণ্টের সঙ্গে আমার একটু বচসা হয়েছে। সামান্য ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে। আশাকরি এতে তোমার ক্লাবের কোন লোকসান হবে না।

না এমন কোন লোকসান কিংবা ক্ষতি হয়নি। তবে ঐ সময়ে শবনম্ একটা নতুন স্প্যানিস 'কারমান' ড্যান্স শুরু করেছিল। ঐ ঝগড়া বিবাদের জন্যে নাচটি বন্ধ করতে হয়েছে। এছাড়া শবনম ও আপনার উপর বেশ রেগে গেছে। বলেছে বায়রন আমাকে অপমান করেছে। এছাড়া আপনি জানেন মিঃ বায়রন, কোন খদ্দের আমার নাইট ক্লাব বারে গোলমাল, মারপিট করুক এ আমি হতে দিতে চাইনে কারণ তাহলে পুলিশ পরে এসে বড্ডো ঝকমারি করে। অবশ্য আপনি

আমার পুরান খদ্দের। পুলিশ মহলকে চেনেন। এই গোলমালের জন্যে কিছু হবে না। শুধু শবনমকে আপনার বোঝাতে হবে। বড়ো অভিমানী মেয়ে।

তুমি কোন চিন্তা কর না করিমভাই। আজ নাইট ক্লাবে যে লোকটি আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, লোকটি আমারই একজন পুরাতন সাগরেদ। বলতে পার আমার ডানহাত। তার নাম হল কিষেণচাঁদ। তার সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল তার নাম হল শিরীন ভাট। তুমি শিরীনকে চেন করিমভাই ?

আমি এসবের কিছুই জানি না স্যার। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। কোন ঝগড়া বিবাদের মধ্যে নেই। আমাকে শুধু শুধু বিপদে ফেলবেন না।

বায়রন করিমভাইয়ের জবাব শুনে হাসল। কারণ করিমভাই লোকটির পেশা সব বায়রনের নখদর্পণে। বিনয় হল তার ব্যবসার একটি বড় অঙ্গ। তবে করিমভাইও ছোট স্মাগলার, মেয়ে বেচাকেনা এবং জুয়ো খেলার মালিক এবং সর্দার।

করিমভাই, একটু শিরীন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করব যদিও তুমি বলছ শিরীনকে তুমি চেন না। আমার প্রশ্নর সত্যি জবাব দাও। নইলে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের পুলিশ ইন্সপেক্টর চৌগুলেকে তোমার গোপন কাজকারবারের সব কথা খুলে বলতে হবে···

এই কথায় করিমভাই জিজিভাইয়ের মনের প্রতিক্রিয়া কী স্পষ্ট বোঝা গেল না।

তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করছি তুমি শিরীনকে চেন ?

না, করিমভাইয়ের জবাব ছিল স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন।

মিছে কথা। তুমি কেন মিছে কথা বলছ তার কারণও বলছি। আজ বিকেলে অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আমার লাভার্স গ্রীল ক্লাবে দেখা হয়েছিল। অনেক কথা হল, এবং তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা হল। সে স্মাগলার, তুমিও স্মাগলার। তারপরেই মেরিন লাইনের কাছে হঠাৎ আমার অরুণদাস জাভেরীর সঙ্গে দেখা হল। লোকটি বড্ডো নেশা করেছিল। তার মুখে হাসিসের গন্ধ পেলাম। বুঝতে পারলাম কিছুদিন হল অরুণদাস এই হেরোন, কোকেন হাসিস খেতে শুরু করেছে আর তার বাপের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা লুটছে। আমাকে দেখে অরুণ রাগ করল। বলল আমি তার সৎমা'র স্পাই। তার জীবনে বাধা দেবার চেষ্টা করছি। আমাকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করল। পরে বেশ জোর করে আমি তাকে তার বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়েছি। আশাকরি নিরাপদে গিয়েই পেঁচেছে। এবার করিমভাই তুমি বল আজ ক'-দিন ধরে অরুণদাস এই অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করেছে। এবং বিভিন্ন ধরনের নেশা করছে।

আমি এর কিছুই জানি না মিস্টার বায়রন। করিমভাই গলার স্বর মিষ্টি করবার চেষ্টা করল।

বায়রন সহজে দমল না। বরং করিমভাই জিজিভাই একটু অস্বস্তি বোধ

করতে লাগল। তার মনে হল বায়রন তাকে বড় কঠিন বিপদে ফেলেছে।

ঠিক আছে করিমভাই। হয়ত এবার থেকে এই অস্‌কার বারগাঞ্জা এবং শিরীনের সম্বন্ধে তুমি কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে। আর একটা কথা বলব। যদি না শোন, তাহলে তুমি বিপদে পড়বে। বিপদ কী তার আভাস দিচ্ছি।

তোমার নানাভাতী পরিবারকে মনে আছে? বোম্বাইর বিখ্যাত ব্যবসায়ী, ধনকুবের। প্রায় এক বছর আগে নানাভাতীর মেয়ে সুলেখা নিখোঁজ হল। কোথায় গেল কেউ জানে না। পুলিশ আজ অবধি তার কোন খবর পায়নি। কারণ তারা জানে না যে সুলেখা হারিয়ে যাবার পেছনে তোমার হাত আছে। কিন্তু আমি জানি তুমি কত টাকায় কার কাছে সুলেখাকে বিক্রী করেছ। আর যখন সুলেখাকে বিক্রী করলে তখন সুলেখা হেরোনের নেশায় বেহুঁশ ছিল। অবশ্যি নানাভাতীরা রক্ষণশীল জাত। তারা মেয়েটিকে আর তাদের ঘরে নেবে না। অস্বীকার কর না, কারণ এই বেচাকেনার কাগজপত্র আমার কাছে আছে। মেয়েটির লেখা একটা চিঠি। এই চিঠি পুলিশের হাতে পড়লে তুমি ছাড়া পাবে না। আর একটা কথা তোমাকে বলব। আজকাল দুবাই থেকে এদেশে প্রচুর জিনিস স্মাগল করা হচ্ছে। এর পরিবর্তে তুমি দুবাইতে হাসিস স্মাগল করে পাঠাচ্ছ। এই স্মাগলিংয়ের পেছনে তোমার হাত আছে। তোমার স্মাগলিংয়ের সহকারী হলেন এক শেখ, তোমার জুয়ো খেলার আড্ডার একজন সহকর্মী, বলা যায় এই স্মাগলিংয়ের প্রধান নায়ক। তুমি যদি এই স্মাগলিংয়ের কথা অস্বীকার কর তাহলে এই স্মাগলিংয়ের একটি ভিডিও ছবি তোমাকে দেখাব।

কিষেণচাঁদ এই ছবি তুলেছে। ছবি চমৎকার উঠেছে। যদি চাও সেই ভিডিও ছবি পুলিশ ও কাস্টমসকে দেখাব। শুধু কী তাই? যে গাড়ি করে সোনাও স্মাগল করা হয়, তার ছবিও ভিডিওতে এসেছে। সব ছবি তোমাকে দেখাতে পারি এবং তোমার আরো অনেক অপকর্মের ছবি ও কাহিনী আমার ফাইলে আছে। আমি তোমার চিন্তা আর বাড়াতে চাইনা। তাহলে তোমারই বিপদ হবে। এবার বল আমার সঙ্গে সহায়তা করবে কিনা? আমি জানতে চাই এই শিরীন মেয়েটি কে? তার সঙ্গে অস্‌কার বারগাঞ্জার কী সম্পর্ক?

বায়রনের একটানা কথা শুনে করিমভাই জিজিভায়ের মুখ শুকনো হল। প্রায় জোড় হাত করে অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে জেলে পাঠাবেন না। তবে শিরীনকে আমিও জানি না। তবে শুনেছি দিল্লী ও বোম্বাইতে তার অনেক বন্ধু আছে। আরো শুনেছি যে মেয়েটি ড্রাগস খায়। কী ড্রাগস খায় সঠিক বলতে পারব না। জুয়ো খেলে। তার চালচলন, হাবভাব সবই সন্দেহজনক। কোথায়, কার সঙ্গে থাকে বলতে পারব না। মেয়েটি অস্‌কার বারগাঞ্জার পরিচিত তবে বান্ধবী কিনা জানি না।

বায়রন একটু চুপ করে থেকে বলল, শিরীন যদি ড্রাগস খায় তাহলে এই ড্রাগস সে কোথা থেকে পায়? কে তার কাছে ড্রাগস বিক্রী করে কিংবা মাল

সাপ্লাই করে? আমি তার নাম জানতে চাই। এই মাল কী তুমি সাপ্লাই কর না অন্য কেউ? অস্কার বারগাঞ্জা কী এই হেরোন ড্রাগস স্মাগলিংয়ের সঙ্গে জড়িত আছেন? সব খুলে বল করিমভাই। নইলে তোমার অতীতকে নিয়ে ঘাঁটিতে হবে। বায়রনের কণ্ঠস্বর ক্রমেই দৃঢ় এবং শক্ত হচ্ছিল।

আবার করিমভাই জিজিভাই চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলতে লাগল ওয়ারলির কাছে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' নামে একটি ক্লাব আছে। এই ক্লাব হল ফিল্মস্টার এবং রেসের জুয়াড়ীদের আড্ডাখানা। ক্লাবের তিনজন মালিক বলতে পারেন। অস্কার বারগাঞ্জা, লোটন সর্দার এবং মঞ্জিল। লোটন দোকানের কাজকর্ম দেখে মঞ্জিল ড্রাগস বাজারে বিক্রী করে। আর অস্কারের কাজ উচুস্তরের পাব্লিক রিলেশন্স। বোম্বাইতে যত স্কুল কলেজে যে সব ড্রাগস বিক্রী করা হয় তার পেছনে মঞ্জিলের হাত আছে। যদি ওদের প্রশ্ন করেন তাহলে ড্রাগস বিক্রীর এবং অস্কার বারগাঞ্জা, শিরীনের সম্বন্ধে অনেক খবর পাবেন। তবে ওরা আপনার কাছে মুখ খুলবে কিনা জানি না। কারণ এরা দুজনেই অস্কার বারগাঞ্জার প্রাণের দোস্ত এবং বিজনেস পার্টনার।

তুমি নিশ্চয়ই এদের চেন? নইলে এত খবর পেলে কোত্থেকে? অস্বীকার করনা এবং নিজের বিপদকে ডেকে এনোনা! আর একটা কথা। তুমি যদি এই ড্রাগস স্মাগলিংয়ের সঙ্গে জড়িত না থাক তাহলে তোমার ক্লাবের মেয়েরা এবং ক্লায়েণ্টরা হেরোন,হাসিসপায় কোত্থেকে? বায়রন অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করল।

করিমভাই জিজিভাই বুঝতে পারল যে এই সব প্রশ্নের জবাব তাকে দিতেই হবে। তার চোখে মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল।

দেখুন স্যার আপনাকে তো বলেছি যে আমি এই হেরোন স্মাগলিং বলুন, কী হাসিস স্মাগলিং বলুন, তার বেশি খবর জানিনা।

জান···বায়রন ধমকের সুরে বলল।

শুনেছি এই 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবের সঙ্গে দিল্লীর কিছু লোক কিছু ব্যবসায়ী কিছু পলিটিসিয়ান এবং আরো দুচারজন বড় সর্দার জড়িত আছেন। এরমধ্যে অস্কার বারগাঞ্জার নাম তো আপনাকে আগেই বলেছি। অন্যদের নাম আমার জানা নেই।

এবার বল থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাব রাত্রে কতক্ষণ খোলা থাকে? বায়রন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

আইনত রাত বারোটা পর্যন্ত। কিন্তু এদের আসল কাজ কারবার হয় রাত বারোটার পর। কারণ শুনেছি রাত দুটো তিনটের পর দুবাই থেকে বড় বড় নৌকো আসে। এই সব নৌকো অতি আধুনিক, ডিজেলে চলে। 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স" ক্লাবের একটি লাক্সারি বোট আছে। এই সব লঞ্চ মাঝ সমুদ্রে গিয়ে নৌকো থেকে মাল নিয়ে আসে। ডাঙায় মাল এনে এই সব মাল কোথায় পাচার করা হয় জানি না। আপনি খোঁজ করুন। অনেক কিছু জানতে পারবেন।

দেখো করিমভাই 'থ্রী মাস্কেটিয়াস" যখন একটি ক্লাব তখন ওদের ক্লাবের মেম্বার না হলে ওরা আমাকে ঢুকতে দেবে না। আমি ঐ ক্লাবের ভেতরে ঢুকতে চাই। ক্লাবের কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। কারণ আমি ক্লাবের ভেতরের খবর চাই। কিন্তু খবরদার আমার ওখানে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য কারও কাছে বলবে না।

একটু চুপ করে থেকে করিমভাই বলল, আপনি গিয়ে মঞ্জিলের সঙ্গে দেখা করুন। বলবেন, আপনি আমার বন্ধু, আমার এখানে নিয়মিত আসেন। তারপর ইঙ্গিতে বলবেন যে আপনিও এই 'ড্রাগস পেডলিং-এর' ব্যবসা করতে চান। আপনার জানাশোনা অনেক স্কুল কলেজ আছে। ঐ সব জায়গায় আপনি ছাত্রদের মধ্যে মাল পেঁছে দেবেন। মঞ্জিল হয়ত আপনাকে সাহায্য করবে। কারণ শুনেছি আজকাল লোটন সর্দারের সঙ্গে ওর বেশি বনিবনা হচ্ছে না। বখরা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। আপনি যদি ওকে বাগাতে পারেন তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। দেখুন মঞ্জিল আপনাকে বিশ্বাস করে কিনা!

বায়রন বুঝতে পারল এই হেরোন ও আর্মস স্মাগলিংয়ের সঙ্গে দেশের অনেক বড় বড় লোকরা জড়িত আছেন। এরা কী শুধু স্মাগলিংয়ের কাজ-কারবার করেন না আরো অনেক অবৈধ কাজ করে থাকেন? কারণ কিছু দিন আগে আই বি অর্থাৎ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা মাধবন শংকর তাকে বলেছিলেন, বায়রন আজকাল এদেশে আর্মস স্মাগল করা হচ্ছে। এর বদলে আমরা হেরোন বিদেশে পাচার করছি। শুধু তাই নয়, আমার কাছে খবর আছে যে দেশের সরকারের অনেক গুপ্ত খবরও বাইরের সরকারের কাছে বিক্রী করা হচ্ছে। এইসব স্মাগলার ও স্পাইদের 'নেটওয়ার্ক' ভাঙ্গবার কাজে আমরা তোমার সাহায্য চাই। বায়রন এর জবাবে বলেছিল, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি সরকারকে যতদূর পারি সাহায্য করব।

আজ করিমভাই জিজিভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বায়রন বুঝতে পারল এবার তাকে বেশ ভাল করে অর্থাৎ বুদ্ধি খরচ করে নতুন দাবার চাল দিতে হবে। বায়রন বুঝতে পারল যে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে গেলে সে স্মাগলিং এবং স্পাইং-এর কাজকর্মের কিছুটা আভাস পাবে। জানতে পারবে এই সব অবৈধ নোংরা কাজের সঙ্গে কারা জড়িত আছে।

ঠিক আছে করিমভাই। তোমার এই সব খবরগুলির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। করিমভাই এবার জোড়হাত করে বলল, স্যার আমাদের এই স্মাগলিং প্রফেশনের অনেক গোপন খবর আপনাকে দিলাম। এই বান্দার নাম কারু কাছে করবেন না। তাহলে আমার 'জান' যাবে। কিছু মেয়েকে নাচিয়ে-গাইয়ে দু-চার পয়সা করে খাচ্ছি। এই সব মেয়েদের নিয়ে নিত্য নতুন ঝামেলা হচ্ছে। মেয়েদের খাই, এবং এদের বয়ফ্রেণ্ডের বায়না মেটাতে গিয়ে জীবন দুর্বিসহ হচ্ছে। আমি আর বিপদ বাড়াতে চাই না। তাই আমাকে জড়াবেন না। পুলিশ রোজ রোজ ঝামেলা করছে।

তোমার কোন ভয় নেই করিমভাই। তুমি যদি আমাকে সাহায্য এবং আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর তাহলে আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। গুড নাইট।

এই বলে বায়রন কোলাবা থেকে ওয়ারলি চলে এল। ওয়ারলিতে পেঁছুতে বায়রন কিছু সময় নিয়েছিল। কারণ রাস্তায় ভীড় ছিল। বায়রন যখন 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে পেঁছুল তখন রাত পুরো দুটো বেজে গেছে। ঠিক সমুদ্রের উপরই 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাব।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাব বন্ধ। কিন্তু বায়রন কাছে গিয়ে দেখল দরজা খোলা আছে। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে। ক্লাবের সামনে সমুদ্রের বালির উপর বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা গেল ক্লাবে খদ্দের তখনও আছে।

'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাব দুটি তলায় তৈরি। দরজার সামনে একজন দারোয়ান বসে ছিল। দারোয়ান তার কাছে মেম্বরশিপ কার্ড দেখতে চাইল। বলল, এখানে শুধু ক্লাবের সদস্যরা ঢুকতে পারে।

বায়রন দারোয়ানের হাতে একটি একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, আমি করিমভাই জিজিভাইয়ের বন্ধু এবং একজন বড় খদ্দের। মাল কিনতে এসেছি। মঞ্জিলের সঙ্গে দেখা করতে চাই। দারোয়ান এরপর তাকে ঢুকতে দিতে আর কোন আপত্তি করল না। শুধু বলল, হুজুর ছোট কর্তাকে বলে একটি মেম্বারশিপ কার্ড করিয়ে নেবেন। তাহলে কাল ঢুকতে আর ঝামেলা হবে না।

বায়রন ক্লাবে ঢুকে গেল।

ক্লাব বেশ বড়। বিভিন্ন শ্রেণীর খদ্দের। কিছু বিদেশি। আরবী এবং চাইনীজ, ফিল্মি দুনিয়ার খদ্দের আছে। সবার সঙ্গে বসে আছে এক এক ঝাঁক পরীর দল। এরা চোখে এবং মুখে এত রং করে বসে আছে যে এদের আসল রূপ বোঝাই কঠিন। অনেকেরই বিগত যৌবন।

বায়রন নীচের তলায় গিয়ে বসল। নীচের তলায় বেশি খদ্দের ছিল না। সবাই উপরে ছিল। বায়রন একটা ডবল স্কচের অর্ডার দিল।

কিছুক্ষণ পরে বায়রন দেখতে পেল শিরীন দোতলাথেকে নিচে নেমে আসছে।

বায়রন শিরীনকে এখানে দেখতে পাবে আশা করেনি।

শিরীন প্রথমে অবশ্যি বায়রনকে দেখতে পায়নি।

বায়রনও ঠিক সিঁড়ির কাছেই বসেছিল। শিরীন সিঁড়ির নিচে নেমেই বায়রনকে দেখতে পেল।

হ্যালো শিরীন? বায়রন গলার স্বর মিষ্টি করে বলল।

শিরীন বায়রনকে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে দেখে বেশ অবাক হল। প্রথমে শিরীন বায়রনকে দেখে চমকে উঠেছিল। কিন্তু তার মনের বিচলতা ছিল ক্ষণিকের।

শিরীন জিজ্ঞেস করল, তুমি কে, কী চাও? আমার পেছু নিচ্ছো কেন? শিরীনের এই প্রশ্নে কিছুটা উত্তেজনা ও ভয়ের সুর ছিল।

আমার কী এই ক্লাবে আসা নিষেধ আছে নাকি?!

হ্যাঁ। কারণ শুনেছি তুমি হলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ। না, ঠিক প্রাইভেট ডিটেকটিভ বলব না, বলব প্রাইভেট 'ইনভেস্টিগেটর'। আমি অবশ্য তোমার এই পরিচয় এখনও কাউকে দিইনি। আমি শুধু জানতে চাই তুমি আমার কাছ থেকে কী চাও ?

শিরীনের কথা বলবার ভঙ্গী সুন্দর, আকর্ষণীয়। গলার স্বর 'সেক্সী'।

শিরীন আবার বলল, এখানে তুমি যদি বেশিক্ষণ থাক, তাহলে তোমার বিপদ হবে। এই ক্লাবের চারদিকে হাংগরের দল বসে আছে। এ ছাড়া একবার লোটন যদি জানতে পারে তোমার আসল পরিচয় কী তাহলে লোটনের চেলারা তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবে।

হাসল বায়রন। বলল, শিরীন তুমি খুব উঁচুদরের অভিনেত্রী। কিন্তু অভিনয় করে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কর না। কোন ফল পাবে না। তোমার হাংগর বন্ধুরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবার বল তোমার কোন হাংগর বন্ধুর সঙ্গে আমাকে লড়াই করতে হবে। তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না কিংবা সাহস করবে না।

শিরীন হয়ত ব্যাপারটি কী বুঝতে পারল। বায়রন সহজ পাত্র নয়। তাই গলার স্বর নিচু করে সে বলল, আমি তোমাকে কোন ভয় দেখাচ্ছি না। শুধু তোমার মঙ্গলের কথা ভেবেই তোমাকে সাবধান করবার চেষ্টা করছিলাম। তবে একটা কথা বলব, তুমি যদি আমার কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা কর তাহলে তোমার বিপদ হবে।

ভাল কথা শিরীন। তোমার সাবধানের কথা শুনে মনে কিছুটা সাহস ও বল পেলাম। যাক আমি তোমার শত্রু হতে চাই না। তুমি হয়ত এখানে লোটন কিংবা মঞ্জিলের সামনে তোমার প্রাণের কথা আমাকে বলতে সাহস করবে না। আমার দপ্তরে এসো। সেখানে তুমি প্রাণখুলে কথা বলতে পরেবে। আর যদি আমার দপ্তরে আসতে না চাও, তাহলে দপ্তরে টেলিফোন করো। বলব কী করতে হবে।

শিরীন কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল। তারপর ক্লাবের বাইরে যাবার চেষ্টা করল।

বায়রনও রাস্তায় বেরুল এবং শিরীনের পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল।

রাত্রি তিনটে। ওয়ারলি সমুদ্রের ধারে রাস্তা ছিল নির্জন। তাই শিরীনের হাই হিলের জুতোর শব্দ, এবং বায়রনের জুতোর আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা গেল।

হঠাৎ বায়রনের মনে হল তার পেছনে কে যেন আসছে। দ্রুত পায়ের শব্দ। একটু পরে সে দেখতে পেল এক ছায়া তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটা কে ? বায়রন পেছনে তাকাবার কোন সুযোগ পেল না। পেছনের লোকটা তাকে আক্রমণ করল।

বায়রন এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তবে সে নিজেকে সামলে

নিল। বায়রন আক্রমণকারীকে পাল্টা আক্রমণ করল। লোকটা ভীরমি খেয়ে পড়ে গেল। বায়রন এবার তার মুখ চেপে ধরল। পরে তার মুখে একটি রুমাল গুঁজে দিল যেন কোন চীৎকার করতে না পারে। বায়রন দেখতে পেল আর একটি লোক তাকে এক ধারাল ছুরি দিয়ে আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু লোকটি আক্রমণ করবার আগেই বায়রন তাকে পাল্টা আক্রমণ করল।

এবার বায়রন পেছনে তাকিয়ে দেখল নির্জন রাস্তায় আর কেউ নেই। শিরীনও তার চোখের আড়ালে চলে গেছে। বায়রন এবার একটি ট্যাক্সী ডাকল। ট্যাক্সী করে সে সোজা নরীম্যান পয়েণ্টে চলে এল।

পরের দিন বায়রন দপ্তরে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে তার সেক্রেটারী মিরিয়াম বলল, কাল বোম্বাইয়ের পুলিশ দপ্তরের ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টে গিয়েছিলাম এবং বি এম এস ৬৬৬ ট্যাক্সীর খবর নিয়েছিলাম। ট্যাক্সীর ড্রাইভারের নাম হল শান্ত সিং। পুলিশ আমার অনুরোধে শান্ত সিংকে থানায় ডেকে এনেছিল। ড্রাইভার বলল, মাতাল, নেশাখোর লোকটিকে ক্রফোর্ড মার্কেটের এক ছোট হোটেলের কাছে নামিয়েছিল। লোকটার নেশা এত প্রবল ছিল যে তার পা টলছিল এবং গাড়ি থেকে ঠিক মত নামতে পারছিল না। লোকটি অনেক চেষ্টা করে একটি হোটেলের ভেতর চলে গেল। ড্রাইভার আর বেশি কিছু খবর দিতে পারল না।

আর কোন খবর আছে? বায়রন তার সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ। মিসেস জাভেরী আপনাকে দুবার টেলিফোন করেছিলো। আপনার সঙ্গে তার বিশেষ জরুরী কথা ছিল। আমি বলেছি আপনি দপ্তরে নেই এবং কখন ফিরবেন জানি না। অবশ্যি মিসেস জাভেরী আমার জবাব শুনে বেশ রেগে গিয়েছিলেন।

বায়রন কি যেন ভাবল। পরে মিরিয়ামকে বলল, ডলি জাভেরীকে টেলিফোন কর। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু একটু বাদে সে তার মত পরিবর্তন করল। বলল, দেখো ডলি জাভেরী যদি আবার টেলিফোন করেন তাকে বল, আমি আজ দপ্তরে আসিনি। তবে আমি তোমাকে দুবার টেলিফোন করেছিলাম। তুমি আমাকে ওর টেলিফোনের খবরটা দিয়েছ। এর জবাবে আমি বলেছি যদি মিসেস জাভেরী আবার টেলিফোন করেন তাহলে বল আমি ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে ওর কাছে যাব।

এবার বায়রন শবনম্‌কে টেলিফোন করল। শবনম্ ফ্ল্যাটে ছিল না। বায়রন তার পরিচয় দিয়ে ঝিকে জিজ্ঞেস করল, বলতে পার, শবনম্‌কে কেউ টেলিফোন করেছিল?

হ্যাঁ, দীপচাঁদ অরোরা—ঝি জবাব দিল। পরে ঝি তাকে বলল, মিঃ ঘাউস আমার মেমসাহেব আপনাকে রাত্রি এগারটার সময় মিডনাইট ক্লাব বারে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা…রাস্তায় প্রচুর ভীড় ছিল। এই ভীড় ঠেলে বায়রন যখন কাম্বালা হিলে জাভেরী মহলের কাছে পেঁছিল তখন সময় প্রায় সাড়ে ছ'টা।

ডলি জাভেরীকে ডাকতে হল না। কারণ ডলি জাভেরী বৈঠকখানার পাশের ঘরে বসে ছিলেন।

আজ ডলি জাভেরীকে আরো সুন্দরী দেখাচ্ছিল। ধীর, স্থির, শান্ত…

মিসেস জাভেরী কিছুক্ষণের জন্যে বায়রনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বায়রনের মন বলতে লাগল ডলি জাভেরীর এই কঠোর দৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয় অন্য কোন অর্থ আছে। তার মনে হল আজো ডলি জাভেরী তাকে দেখে বেশি খুশি হননি।

কী ব্যাপার মশায় বলুন তো? আপনি এক বিচিত্র লোক। এর আগে আপনাকে যখন দুবার টেলিফোন করেছিলাম তখন আপনি আমার টেলিফোনের কোন জবাব দিলেন না। আর আজ আপনি কোন টেলিফোন না করে বিনা নোটিশে আমার বাড়িতে চলে এলেন। আমি ভেবেছিলাম আসবার আগে আপনি আমাকে টেলিফোন করবেন। কিন্তু নিজেই চলে আসবেন ভাবিনি… বসুন…

ডলি জাভেরীর গলার স্বর মিষ্টি হল। বায়রনও মিষ্টি হাসি হেসে বলল, আমি জানতাম আপনাকে টেলিফোন করে কোন লাভ হবে না। তারপর চিন্তা করে দেখলাম যে কয়েকটি ব্যাপার নিয়ে দুপক্ষেরই আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। তাই দুম করে চলে এলাম। আমার অনেক কিছু বলবার আছে। কথাগুলি প্রয়োজনীয় এবং জরুরি। এছাড়া আমার এই কথাগুলি আপনার ভাল লাগবে কিনা জানি না। আর জানেন আমি যে তদন্তের কাজ নিয়ে জড়িত আছি ঐ বিষয়গুলি এত গোপনীয় যে কথাগুলি টেলিফোনে আলোচনা করা যায় না। হাজার হোক এই তদন্তের কাজের জন্যে আপনারা আমাকে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছেন। মাসে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। এবার আপনি বলুন, আপনি আমাকে কেন টেলিফোন করেছিলেন। আপনি কী বলতে চান, সেইটে প্রথমে শোনা দরকার। ডলি জাভেরী এই প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বায়রনকে জিজ্ঞেস করলেন, কী খাবেন? ড্রিঙ্কস না, কফি?

'ডবল স্কচ'…বায়রন জবাব দিল। 'ডবল স্কচ' বায়রনের অতি প্রিয় ড্রিংক। ডলি জাভেরী নিজের এবং বায়রনের জন্যে দুটো 'ডবল স্কচ' বানালেন।

বরফ চাই, ডলি জাভেরী জিজ্ঞেস করলেন।

না…বায়রন জবাব দিল। স্কচ ড্রিংকসের ব্যাপারে বায়রন জল, বরফ ছাড়াই খেতে পারে।

ড্রিঙ্কসে চুমুক দিয়ে ডলি জাভেরী বললেন, দেখুন মিঃ ঘাউস একটা প্রয়োজনীয় জরুরী কথা বলবার জন্যে আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম। আপনি জানেন আমার স্বামীর অবস্থা প্রতিদিনই খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার তাকে বীচ কাণ্ডি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইছেন। বলছেন তার চিকিৎসা বাড়িতে করা

সম্ভব নয়। অনেক ঝামেলা আছে। তাই আমরা সবাই চিন্তিত।

আমার চিন্তার আর একটি বিশেষ কারণ আছে। দুদিন আগে আমার স্বামী মানে মিঃ জাভেরী একটি উইল করেছেন। এই উইলে তিনি আমাকে ট্রাস্টি করেছেন। এছাড়া সম্পত্তির বেশ মোটা অংশ তিনি আমার সতীনের ছেলে অরুণদাসকে দিয়েছেন। ঐ সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। এবার আমি ভাবছি কী করব ?

একটানা কথা বলে মিসেস জাভেরী কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, যেহেতু জাভেরী পরিবারের দেখবার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে সেই কারণবশত আপনার কাজকর্ম আমিই দেখব।

ভবিষ্যৎ-এ আপনি কী কাজ করবেন এবং কী করছেন তার জবাব আপনাকে আমার কাছেই দিতে হবে। আশা করি এই ব্যবস্থায় আপনার কোন আপত্তি নেই।

বায়রন হাসল। তারপর একটা সিগারেটের প্যাকেট খুলে একটি সিগারেট মিসেস জাভেরীকে দিয়ে বলল, সার্টেনলি ইউ স্মোক। আপনার মত সুন্দরী মেয়েরা যখন স্মোক করেন তখন তাদের আরো বেশি সুন্দরী দেখায়।

মিসেস জাভেরীর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বায়রন বলতে লাগল চমৎকার আইডিয়া। আপনার কাছ থেকে ভবিষ্যৎ কাজের নির্দেশ নিতে আমার একটুও আপত্তি কিংবা দ্বিধা নেই। অবশ্যি আপনার এইসব নির্দেশ কিংবা আদেশ বলুন সেইগুলি যদি যুক্তিসঙ্গত এবং বুদ্ধিমানের মত হয়। আমাদের প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজ করবার কায়দা-কানুন জানেন তো। আমরা কারো কাছ থেকে কোন বুদ্ধি, পরামর্শ নেবার আগে একটু সাবধান হই। আপনার বেলাও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না। অতএব আপনি যখন কোন নির্দেশ দেবেন তখন আমি বিবেচনা করে দেখব সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারব কিনা ?

মিসেস জাভেরী বায়রনের কাছ থেকে এই ধরনের জবাব আশা করেননি। মনে হল লোকটা বেয়াদপ। তাই তিনি বেশ কিছুক্ষণ বায়রনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বায়রন বুঝতে পারল মিসেস জাভেরী তার জবাবে একটুও খুশি হননি। তাই গলার স্বর পরিবর্তন করে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি বুদ্ধিমতী, আপনার কাছ থেকে নির্দেশ নিতে আমার কোন আপত্তি নেই।

তাহলে আপনাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করব। অরুণের কোন খবর পেয়েছেন ? মিসেস জাভেরীর কণ্ঠস্বরে একটু অধৈর্যের সুর ছিল।

পুরো খবর এখনও পাইনি। তবে যে খবর পেয়েছি সেই খবরকে ভিত্তি করে তদন্ত চালান যায়। তবে ঐ তদন্ত কী ধরনের হবে তার কোন আভাস এখনই দিতে পারব না। আমি জানি হাওয়া কোন দিকে বইছে। আপনি যদি একটু ধৈর্য ধরেন, তাহলে হয়ত অরুণের আরো বিস্তৃত খবর পরে আপনাকে দিতে পারব।

তবু অরুণ সম্বন্ধে কী জানতে পেরেছেন সেইটে জানবার কৌতূহল হচ্ছে, মিসেস জাভেরী জিজ্ঞেস করলেন।

মিসেস জাভেরী একটা অপ্রিয় কথা আপনাকে বলব। আমার জবাব শুনে আপনি খুশি হবেন না। আমার মনে হচ্ছে বোম্বাইর অপরাধ জগৎ সম্বন্ধে আপনি হয়ত বেশি কিছু জানেন না। তাই আপনাকে দু-চারটে কথায় এই অপরাধ জগৎ সম্বন্ধে কিছু বলব।

বোম্বাইর অপরাধ জগতের একটা বড় নেতা হলেন অস্‌কার বারগাঞ্জা। শুনেছি লোকটা গোয়ানীজ। তবে এই জনশ্রুতি সত্যি কিনা এখনও জানতে পারিনি। লোকটা সবরকম দুষ্কর্মের মধ্যে জড়িয়ে আছেন। সবাই জানে অস্‌কার বারগাঞ্জা শয়তানের শিরোমণি…স্মাগলিং, ব্ল্যাকমেলিং, এমন কী মেয়ে বেচাকেনা ও খবর সংগ্রহ করা হল তার পেশা। তবে বাজারের এইসব গুজবের কোন প্রমাণ পাইনি। তাই ওর সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছু বলতে পারব না। এই লোকটার কাজকর্মের একটি ঘাঁটি অর্থাৎ নাইট ক্লাব আছে। আমি জানতে পেরেছি অরুণদাস জাভেরী এই শয়তান অস্‌কার বারগাঞ্জার হাতের মুঠোয় আছেন এবং এর হাত থেকে মুক্তি পেতে তার মুস্কিল হবে। তাই এখনও তার মুক্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারব না।

মিসেস জাভেরী তার সিগারেটে লম্বা টান দিলেন। তারপর বললেন, আপনার কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি বলেছেন এই অস্‌কার বারগাঞ্জা বোম্বাইয়ের একজন দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা, শয়তান, স্মাগলার এবং আরো অনেক কিছু। কিন্তু অরুণের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? অস্‌কার বারগাঞ্জা কী করে অরুণের উপর এত প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

বায়রন হেসে বলল, মিসেস জাভেরী, পুরুষের উপর বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে নারী। অরুণ একটি মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং মেয়েটি তাকে চুম্বকের মত টেনে ধরেছে। এই মেয়েটি হল অস্‌কার বারগাঞ্জার পরিচিত কেউ। তবে তার সঙ্গে কোন দৈহিক সম্পর্ক আছে কিনা জানি না।

মিসেস জাভেরী আপনি হয়ত জানতে চাইবেন অরুণের সঙ্গে এই মেয়েটির আলাপ পরিচয় হল কী করে? কী করে এবং কেন এই মেয়েটি অরুণের হৃদয় জয় করল এর সঠিক কারণ আমি এখনও আপনাকে বলতে পারব না। তবে একটা কারণ বলতে পারব। একটি জুয়োর আড্ডায় অরুণের সঙ্গে এই মেয়েটির আলাপ পরিচয় হয়েছিল। অরুণ আজকাল বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস খেতে শুরু করেছে। প্রথমে হাসিস, পরে হেরোন এবং আজকাল অরুণ কোকেন খেতে শুরু করেছে। আপনি কী জানেন এই তিনটি ড্রাগসের নেশা কী মারাত্মক? কিন্তু এসব নেশার চাইতে প্রবল মারাত্মক নেশা হল নারীর। এই মেয়েটি হল সেই মারাত্মক নেশা।

বায়রন একটু থেমে আবার বলতে লাগল। বলল, কাল মেরিন লাইনের সামনে অরুণের দেখা পেয়েছিলাম। অরুণ এত নেশা করেছিল যে তার পা টলছিল। আমি ওর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু অরুণ ভাবল আমি হলাম আপনার দূত, কিংবা স্পাই। তাই সে আমার সঙ্গে প্রথমে কথা

বলতে চাইল না। পরে কথা বলবার সময় আমি ওর মুখে হাসিসের গন্ধ পেয়েছিলাম। আমাকে দেখে অরুণ জিজ্ঞেস করল, আমার পেশা কী, কী করি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, অরুণ আরো জিজ্ঞেস করল, আমি ওর পেছনে পুলিশের মত ঘোরাফেরা করছি কেন? বলল আমার পেছনে পুলিশ, ডিটেকটিভ লাগিয়ে কিছু হবে না। কারণ আমার বাবা এবং সৎমার সঙ্গে থাকবার কোন ইচ্ছে নেই। পরে আমাকে আরো স্পষ্ট করে বলল, আমি জানি সবই আমার সৎমার চক্রান্ত। আপনি নাকি ওকে পাগলা গারদে ভরে রাখতে চান এবং ওর প্রাপ্য সম্পত্তি আপনি গ্রাস করতে চান। এ ছাড়া আপনি ওকে একেবারে সুনজরে দেখতে পারেন না। যাইহোক মোদ্দা কথা হল অরুণকে কী করে এই সুন্দরী মেয়ের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়। সেইটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা দরকার। কাজটা সহজ নয়।

মিসেস জাভেরী চুপ করে বায়রনের কথাগুলি শুনলেন। প্রথমে কোন জবাব দিতে পারলেন না। কারণ বায়রন একটি কথার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিল। 'আমি হলাম সতীনের ছেলে' এবং এই কথা শুনবার পর মিসেস জাভেরীর মুখ শক্ত হয়েছিল, এবার তিনি গিয়ে ঘরের একপ্রান্তে জানলার সামনে দাঁড়ালেন। পরে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমি এই রকম একটা গুরুতর পরিস্থিতি হবে কল্পনা করিনি।

এক বছর আগেও অরুণের কোন বদদোষ ছিল না। ভাল ছেলে ছিল। ওর বাবাকে ভালবাসত, আমাদের কথা শুনত।

এই কথাগুলি বলে মিসেস জাভেরী কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন। একটু বাদে রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন, মিঃ বায়রন, আপনি কাজটি যত কঠিন মনে করছেন, আমি মনে করি না এই কাজ অত কঠিন। আপনি ইচ্ছে করে এই কাজে সময় নিচ্ছেন কারণ আমরা আপনাকে বেশ মোটা টাকা মাসোহারা দিচ্ছি। এই কুড়ি হাজার টাকা অল্প টাকা নয়। তাই সময়ের অপব্যবহার করবেন না।

এবার বায়রনের জবাব দেবার পালা। নারী চরিত্র, তাদের খামখেয়ালি মেজাজ সম্বন্ধে বায়রনের প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। আজ তার কাছে মিসেস জাভেরীর কথাবার্তা, চালচলনে বেশ দাম্ভিকতার আভাস পেল।

সে পাল্টা কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল। তার এই জবাবে অবজ্ঞার সুর ছিল। মিসেস জাভেরী আমি অবশ্যি আপনার কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহার এবং ভাষা শুনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। আপনাকে একটা খবর দেবার ছিল, সেই খবরটি দিতে এসেছিলাম। যদি আমাকে এই কেসের তদন্ত করতে হয় তাহলে আমি আরো কিছু সময় নেব। এই কথা আপনাকে প্রথমেই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে যাচ্ছি। কাজেই আপনাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

মিসেস জাভেরী চুপ করে রইলেন। কিছু বললেন না। একটা সোফা সেটে গিয়ে বসলেন।

বায়রন বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। যাবার আগে আবার সে প্রশ্ন করল, বলুন কী করবেন। যাবার আগে আর একটা কথা বলব মিসেস জাভেরী। লোককে বিশ্বাস করতে শিখুন। এই সব তদন্ত করতে বেশ কিছু সময় নেবো। সহজে ফল পাওয়া যায় না। কাজেই নিরাশ হবেন না। এ ছাড়া আপনার জানা দরকার যে এই অস্কার বারগাঞ্জার দল বেশ শক্তিশালী। এরা জানে যে অরুণ হল বিশাল সম্পত্তির মালিক। তাই ওরা আপনার সতীনের ছেলেকে অসৎ পথে নিয়ে গিয়ে নেশা করিয়ে তার কাছ থেকে টাকা লুটে নিচ্ছে। অস্কার বারগাঞ্জা জানে যে ভবিষ্যতে অরুণের কাছ থেকে আরো টাকা পাওয়া যাবে।

আচ্ছা মিঃ বায়রন আমরা তো বোম্বাই পুলিশের সাহায্য নিতে পারি। হয়ত ওরা অরুণকে অস্কার বারগাঞ্জার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে—ডলি জাভেরী গম্ভীর গলায় এই প্রস্তাব করলেন।

না, ও চেষ্টা করবেন না মিসেস জাভেরী। পুলিশ আজ অবধি অস্কার বারগাঞ্জার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি। এছাড়া আপনি যদি পুলিশের সাহায্য নেন তাহলে ঘরের কেলেঙ্কারী নিয়ে বাইরে ঢাক পেটাবেন। অস্কার বারগাঞ্জা কিংবা তার সাগরেদরা যদি জানতে পারে আপনি পুলিশে খবর দিয়েছেন তাহলে ওরা অরুণের উপর আরো অত্যাচার করবে। আপনি তো জানেন যারা হেরোন কোকেন খেতে শুরু করেছে তাদের সহজে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না। অতএব আপনি ব্যর্থ চেষ্টা করবেন না।

ডলি জাভেরী বায়রনের কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন। পরে একটি শব্দ করে বললেন, বুঝেছি…

আপনাকে আরো সাবধান করে বলব, যদি পুলিশ এই কেসের হদিস পায়, তাহলে একদিন না একদিন এই কেস বোম্বাইয়ের কোর্টে উঠবে। বাজারে সবাই আপনার পরিবারের কলঙ্ক, কেচ্ছার কথা জানতে পারবে। ব্যবসায়ের বাজারে আপনাদের নিন্দা হবে। আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে।

এবার ডলি জাভেরী বললেন, এইসব কেচ্ছা, কলঙ্কের কথা নিয়ে আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন না। ঐ দিকটা আমি দেখব। আমরা শুধু চাই, এই কেসের তদন্ত তাড়াতাড়ি শেষ হোক। নইলে আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করব এবং বৃথা পয়সা খরচ করব।

বায়রন বলল, বললাম তো শিগগির কয়েকদিনের মধ্যে কেস শেষ করতে পারব না। তাড়াহুড়ো করতে গেলে উল্টো ফল হতে পারে। ধরে নিন আরো মাস দুইয়েক এই তদন্ত চলবে।

ডলি জাভেরী এবার দৃঢ় কড়া মেজাজে বললেন, অত সময় আপনাকে দিতে পারব না। যেমন করেই হোক পনের দিনের মধ্যে আপনাকে এই তদন্ত শেষ করতে হবে। আর পনের দিনের মধ্যে যদি এই কেসের তদন্ত শেষ না করতে পারেন, বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া সন্সকে আমি বলব আপনার সঙ্গে

কেসের তদন্ত নিয়ে আমাদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি বাতিল করে দেয় এবং তদন্তের ভার অন্য কাউকে দেয়া হোক। আপনি আমাদের এই কাজের জন্যে অনুপযুক্ত।

বায়রন হাসল। বলল, মিসেস জাভেরী আপনার তদন্তের কাজ কারবারে কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাই বেশ সহজে আপনি কথাগুলি বলতে পারলেন। বলেছিতো কেস জটিল। শুধু ড্রাগস হেরোন, সোজা স্মাগলিংয়ের ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে আরো অনেক রহস্য জড়িয়ে আছে যার খবর পাওয়া দরকার।

এবার ডলি জাভেরী দুই হাত তুলে নমস্কার জানালেন। বললেন, গুড নাইট মিঃ বায়রন ঘাউস।

বায়রনও বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াল। দরজার বাইরে গিয়ে বলল, মিসেস জাভেরী আপনার দেহের সৌন্দর্য এবং মুখের ভাষা একেবারে লঙ্কার ঝাল। আপনাকে যতই দেখছি ততোই ভাল লাগছে। গুড নাইট।

* * * *

রাত আটটার সময় বায়রন তার দপ্তরে ফিরে এল। মিরিয়াম তখনও বাড়ি যায়নি। বলল, বেশ কিছু চিঠি টাইপ করবার ছিল। তাই দপ্তরে অতিরিক্ত সময় কাজ করে গেলাম। বায়রন অবশ্যি বুঝতে পারল মিরিয়াম তার বয়ফ্রেণ্ডের জন্য দেরী করছে। সে কিছু বলল না। মৃদু হাসল।

পরে মিরিয়ামকে ডেকে বলল, বেণীপ্রসাদকে টেলিফোন দাও।

কোন বেণীপ্রসাদ? মিরিয়াম জিজ্ঞেস করল। বায়রন যখনই মিরিয়ামকে কোন কাজ করতে বলে তখনই তার কথা অর্ধ সমাপ্ত রাখে। তার ধারণা মিরিয়াম তার কথার বাকী অর্থ বুঝে নিতে পারবে।

আমার ইনফরমার। ক্রফোর্ড মার্কেটের সামনে থাকে। ওর টেলিফোন নম্বর তোমার নোট বইতে লেখা আছে।

একটু বাদে বায়রন বেণীপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

বেণী আমি বায়রন বলছি। আমার কয়েকটা জরুরী খবর চাই। আমি একটা লোককে খুঁজে বের করতে চাই। ইয়ং ম্যান—বয়স বেশি নয়। আঠাশ, ত্রিশ হলেও হতে পারে। এই ইয়ং ম্যানের নাম হল অরুণদাস জাভেরী। এর পুরো পরিচয় তোমার জানবার দরকার নেই। লোকটি তোমার ক্রফোর্ড মার্কেট এলাকায় থাকে না অন্য কোথাও থাকে জানতে চাই।

গত সন্ধ্যায় এই অরুণদাস জাভেরী এক ট্যাক্সী করে ক্রফোর্ড মার্কেটের "বোম্বাই হোটেলের" কাছে যায়। লোকটি প্রচুর নেশা করেছিল। মদের নেশা নয়, ড্রাগসের নেশা। লোকটি গাড়ি থেকে ঐ বড় বাড়িটার মধ্যে উধাও হয়ে গেল। ওকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি জানতে চাই অরুণদাস ঐ এলাকার কোথায় থাকে? হয়ত অন্য কোন পাড়ায় থাকে। ওর গতিবিধি জানবার জন্যে কিছু লোক লাগিয়ে দাও। পয়সার জন্যে চিন্তা করনা।

এই বলে বায়রন কিছুক্ষণের জন্যে থামল। তারপর আবার বলতে লাগল,

আর একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। অবশ্য এ হল আমার অনুমান। ঐ অরুণদাস জাভেরীর সঙ্গে সদা সর্বদাই একটি সুন্দরী মেয়ে ঘোরাফেরা করে। অপূর্ব সুন্দরী, দেখলে মনে হবে বিদেশি। বয়স সাতাশ-আঠাশের কোঠায়। নাম শিরীন। এই মেয়েটি সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে পার এবং ওরা দুজনে কোথায় যায়, সেই খবর পাও তাহলে সেই খবর আমাকে দেবে। মনে রেখো তোমার এই কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই খবরগুলি আমার অবিলম্বে জানা দরকার।

মিরিয়াম চুপ করে বায়রনের কথাগুলি শুনছিল। টেলিফোনের কথা শেষ হবার পর মিরিয়াম বলল, স্যার আজকের 'ফেমিনা' কাগজ দেখেছেন? মিসেস ডলি জাভেরীর একটি ছবি আজকের 'ফেমিনা' কাগজের প্রথম পাতায় বেরিয়েছে। মিরিয়াম ছবিটা বায়রনকে দেখাল।

সত্যি সুন্দর আকর্ষণীয় এবং বলা যায় প্রলোভনীয় ছবি। তবে ছবি দেখবার জন্যে বায়রন বেশি আগ্রহ দেখাল না। এটা বায়রনের স্বভাব। সে সুন্দরী মেয়েদের প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাবার কিংবা আগ্রহ দেখাবার ঘোর বিরোধী। কারণ তাহলে সুন্দরী মেয়েদের নাক উঁচু হয়।

টেলিফোন বেজে উঠল। কিষেণচাঁদের টেলিফোন। কিষেণচাঁদ হল বায়রনের সহকারী এবং বলা যায় তার ডান হাত।

কিষেণচাঁদ বলল ঃ আপনি যে খবর জানতে চেয়েছিলেন সেই খবর পেয়ে গেছি।

বায়রন জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কোথা থেকে টেলিফোন করছ?

ভিয়াণ্ডি থেকে···

ভিয়াণ্ডি তো বোম্বাই শহরের বাইরে।

বলতে পারেন গ্রেটার বোম্বাইর একটা অংশ। ভিয়াণ্ডিতে আমাদের অসৃকার বারগাঞ্জার একটি লাক্সারি মোটর বোট আছে। এই মোটর বোটে জুয়ো খেলা হয় এবং অন্যান্য পাপকর্ম, যেমন হেরোন, হাসিসের একটি ডিপো। সাধারণত এই মোটরবোট 'থানে' এবং 'ভিয়াণ্ডির' মধ্যে চলাফেরা করে। মোটর বোটের নাম 'ডন জুয়ান'। যেমন তার নাম, কাজও ঐ ধরনের করা হয়। কারণ সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা ঐ মোটর বোটে বসে পুরুষদের সঙ্গে প্রেমের কাজ করবার করে। এই তল্লাটের অনেক লোকই এই 'ডন জুয়ান' মোটর বোটকে দেখেছে। তারা বলেন যে মাঝ রাত্রে ঐ ডনজুয়ান সমুদ্রের বেশ ভেতরে চলে যায়। ঐখানে আর একটা জাহাজ দুবাই, আবুধাবী থেকে কোকেন এবং স্মাগলড গুডস নিয়ে আসে। মাল ডনজুয়ানে ওঠান হয়। পরে মোটর বোট বোম্বাইর ওয়ারলির কাছে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবের কাছে গিয়ে নোঙ্গর ফেলে। ঐখানে তারা মাল নামিয়ে নেয়। পরে মোটর বোট আবার ভিয়াণ্ডিতে ফিরে আসে।

বায়রন মন দিয়ে কিষেণচাঁদের কথাগুলি শুনল। এবার সে যেন অসৃকার বারগাঞ্জা এবং 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবের ভেতর একটা সূত্র এবং সম্পর্ক খুঁজে পেল। সে ঠিক করল একদিন বেশ রাত করে সে ভিয়াণ্ডিতে যাবে এবং নিজের চোখে 'ডন জুয়ান' মোটর বোটটি দেখবে।

কিষেণচাঁদ আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন। আমি ভাবছি আমি নিজেই একবার ঐ ডন জুয়ান মোটর বোটটি দেখব। আমার মনে হচ্ছে এই মোটর বোটের গতিবিধি বেশ রহস্যজনক। তাই এই মোটর বোটকে একবার আমাকে দেখতেই হবে। বায়রন বলল।

আপনি কবে আসবেন ? কিষেণচাঁদ জিজ্ঞেস করল।

কবে এলে সুবিধে হবে—বায়রন বলল।

আমি তো বলছি পারলে আজকেই চলে আসুন। কারণ ভিয়াণ্ডিতে কবে, কখন এই মোটরবোট থাকবে বলা যায় না। আজ এই মোটরবোটে বিশেষ লোকজনও নেই। ভাল করে মোটরবোট দেখা যাবে।

বেশ ঘণ্টা চারেকের মধ্যে আমি আসছি। ধরে নাও, রাত সাড়ে এগারটা কিংবা বারোটা।

বেশ সাবধানে এবং সতর্ক হয়ে আসবেন। কারণ এই ভিয়াণ্ডিতে আসবার পথে অনেক চোলাই মদের আড়ত দেখতে পাবেন। ঐসব আড়তে অস্কার বারগাঞ্জার সাগরেদরা বসে আছে। ওরা মদ খায়, নেশা করে তবে রাস্তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে কে ভিয়াণ্ডিতে আসছে যাচ্ছে এবং রেডিও, টেলিফোন মারফৎ অস্কার বারগাঞ্জাকে খবর দেয়।

এর জন্যে তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি জানি অস্কারের বন্ধুদের কী করে এড়াতে হয়। তোমার দেখা কোথায় পাব ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

আপনি যখন আসবেন তখন ভিয়াণ্ডির কোন 'হোটেল কিংবা বার' খোলা থাকবে না। তবে সমুদ্রের ধারে এবং 'ডন জুয়ান' থেকে খুব বেশি দূরে নয় ছোট একটি বার আছে। নাম 'টেম্পল বার'। আমি মালিককে বেশ মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে বার খোলা রাখব। আর 'টেম্পল বার'কে খুঁজে বার করতে কোন অসুবিধা হবে না। এ'তল্লাটে 'টেম্পল বার' বিশেষ পরিচিত।

বায়রন টেলিফোন ছেড়ে দিল।

ভিয়াণ্ডিতে যাবার আগে বায়রন একবার 'মিডনাইট ক্লাব' বারে গেল। তার উদ্দেশ্য ছিল শবনমের সঙ্গে দেখা করা। শবনম বায়রনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। শুধু শবনম্ নয়, বারের অনেক মেয়েই বায়রনের সান্নিধ্য পেতে চায়। শবনম্ সুন্দরী এবং নৃত্য করে বাজারে বেশ সুনাম কিনেছে। অনেকেই শবনম্কে কাছে পেতে চায় কিন্তু শবনম্ অন্য কারুর দিকে কোন নজর দেয়নি। সে শুধু বায়রনকে পেতে চায়।

বিচিত্র ক্লাব, মিডনাইট ক্লাব। হলঘরের চারদিকে এক মিষ্টিমধুর আলোয় ছেয়ে আছে। হলঘর সিগারেটের ধোঁয়ায় ভর্তি, কেউ সিগারেট খাচ্ছে, কেউ হাসিস। আর হুইস্কির বোতল খোলা হচ্ছে। একটু পরেই শবনমের নাচ শুরু হবে। সবাই শবনম্কে দেখবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

বায়রন ক্লাব বারে ঢুকে কোন দেরী করল না। স্টেজের পেছনে শবনমের 'ড্রেসিং রুমে' চলে গেল। শবনম্ তখন নিজের পোষাক পরছিল।

শবনম্ বায়রনকে দেখে রেগে আগুন হল। আচ্ছা তুমি কী রকম অসভ্য লোক বলতো ? আমি পোষাক পাল্টাচ্ছি, আমার দেহ নগ্ন। আর এই সময়ে তুমি দরজা নক না করে আমার ঘরে ঢুকে গেলে। সত্যিই বায়রন তুমি সব সভ্য আইন কানুনের বাইরে। তুমি এখন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

না, শবনম্ আমাকে দেখে তুমি রাগ করতে পার না। তুমি নগ্নই হও কিংবা অন্য কোন পোষাক পরাই হ'ক তুমি কী সত্যি সত্যি আমাকে বেরিয়ে যেতে বলছ, এই বলে বায়রন দরজার দিকে হাঁটা দিল। সে জানত শবনম্ শুধু তার উপর অভিমান করেছে, রাগ করেনি।

এবার শবনম্ দৌড়ে ছুটে তার পথ রুখে দাঁড়াল।

ডার্লিং তুমি রাগ করনা। লাভ মী, কিস্ মী···এই বলে শবনম্ বায়রনের পথ রুখে দাঁড়াল। তারপর বায়রনকে জড়িয়ে ধরে এক লম্বা চুমু খেল।

জান বায়রন তোমাকে চুমু খেয়ে এত আনন্দ পাই বলবার নয়। কী নরম তুলতুলে তোমার দুখানা ঠোঁট। কিন্তু বায়রন আমি তোমার উপর রাগ করেছি।

কেন ? বায়রন শবনমের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল।

কারণ সহজ। সেদিন তুমি নাচের সময় এমন এক কাণ্ড করে বসলে যে দর্শকেরা, যারা আমার নাচ দেখতে এসেছিল, তারা নাচ দেখতে পায়নি। আমার নাচের সময় এত হাঙ্গামা হৈ হল্লা করলে কেন ?

পরে গলার স্বর নিচু করে শবনম্ জিজ্ঞেস করল, ঐ মেয়েটি কে ? যার জন্যে তোমার এত দরদ এবং মারপিট হৈ হল্লা করলে কেন ?

মেয়েটিকে আমি চিনি না। এর আগে আমি ওকে কখনও দেখিনি। বায়রন জবাব দিল।

শবনম্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মেয়েটি সুন্দরীই বলতে হবে। তোমার পছন্দসই হবে। কিষেণচাঁদ তো ওর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে বসেছিল। তুমি ওর প্রেমে বাধা দিলে কেন ?

বায়রন এই কথার কোন জবাব দিল না। পরে জিজ্ঞেস করল, শবনম্ আমি কেন এসেছি জান ? দীপচাঁদের সঙ্গে তোমার কেমন বনিবনা হচ্ছে।

শবনমের এক দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল, সত্যি বায়রন আমি অনেক সময়ে তোমাকে বুঝতে পারি না। তোমার এই দীপচাঁদ বন্ধু আমার পেছনে লেগেছেন। তবে স্বীকার করব লোকটির টাকা আছে এবং আমার জন্যে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করে না। তবে লোকটা তোমার মত প্রেম জমাতে পারে না। এমনকী লোকটা তোমার মত চুমুও খেতে পারে না। বলব প্রেমের কাজ কারবারে লোকটা শিশু।

বায়রন আবার চুপ করে রইল।

শবনম্ বলতে লাগল, বায়রন আমার কী মনে হয় জান ? তুমি নিশ্চয় কোন

খেলা খেলছ ? এই খেলাটা যে কী আমি জানিনা। তোমাকে আর একটা কথা বলব। বলতে পার তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। দীপচাঁদ আমাকে বলল বোম্বাইয়ের এক নামকরা গুণ্ডা নাকি তোমার পেছনে ঘুরছে। লোকটার নাম অস্কার বারগাঞ্জা। আমিও বাপু বুঝতে পারি না, শহরের এই সব গুণ্ডো বদমায়েসদের পেছনে লেগে তোমার কী লাভ ? তুমি আগুন নিয়ে খেলা করতে ভালবাসো। একদিন না একদিন তোমার হাত পুড়বেই।

বায়রন হাসল। মিষ্টি, মেয়েদের মন ভোলাবার হাসি। বলল, তুমি কী বলতে চাও আমি জানি। অস্কার বারগাঞ্জা আমাকে খুন করতে চায়। সেদিন তারই এক সাগরেদ্ আমাকে ছুরি দিয়ে খুন করতে এসেছিল। অবশ্যি আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। লোকটাই জখম হয়েছে।

সব্বোনাশ! তুমি বলছ কী বায়রন ? তোমার কী ভয় ডর নেই নাকি ? শবনমের এই প্রশ্নে উৎকণ্ঠার স্বর ছিল।

ডার্লিং, তুমি আমার জন্যে কোন চিন্তা করনা। কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বায়রন শবনমকে শান্ত করবার চেষ্টা করল।

শবনম্ এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, সত্যি বায়রন তোমাকে দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। তাই অতো চিন্তা করি। ডার্লিং, লাভ মী, কিস্ মী…

বায়রন শবনমকে বলল, শোন, দীপচাঁদকে অবহেলা কর না। লোকটা সত্যি তোমাকে ভালবাসে! ওর উপর নজর রেখো। এই বলে বায়রন ঘরের বাইরে চলে এল। কারণ 'মিডনাইট ক্লাব' বার থেকে সে সোজা ভিয়াণ্ডির দিকে রওনা দিল। ভিয়াণ্ডিতে পেঁছুতে বেশি সময় নিল না। দেড় ঘণ্টা। বায়রন যখন ভিয়ণ্ডি পেঁছুল তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা।

'টেম্পলবার' খুঁজতে বেশি অসুবিধা হল না।

স্যর বড় দেরী করে এসেছেন। তবে 'ডন জুয়ান' এখনও ভিয়াণ্ডিতেই আছে। দেখে আসবেন চলুন কিষেণচাঁদ বলল। তার কণ্ঠস্বরে কিছু উত্তেজনা ছিল।

'টেম্পল বার' থেকে বেশিদূর যেতে হল না। কিছুক্ষণ যাবার পর বায়রন 'ডন জুয়ানকে' ডাঙ্গার কাছেই দেখতে পেল।

ডন জুয়ানকে মোটর বোট বলা ভুল হবে। কিষেণচাঁদ বলল, স্যর এ কোন মোটর বোট নয়। একটি ছোট জাহাজ। এই জাহাজে সব কিছু করা যায় কিংবা পাওয়া যায়। এমনকী লোককে খুন করে গুম্ করাও যায়। কিষেণচাঁদের মন্তব্যে বায়রন আকৃষ্ট হল।

পরিষ্কার, পুর্ণিমার রাত্রি। ডাঙ্গা থেকে 'ডন জুয়ান' ভাল করেই দেখা যায়।

কিষেণচাঁদ বলল, চমৎকার বেশ শৌখিন বোট। অস্কার বারগাঞ্জার রুচি আছে বলতে হবে।

বায়রন কিছু বলবার আগে কিষেণচাঁদ বলে উঠল, স্যর একটা জিনিস লক্ষ্য

করেছেন।

কী ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

স্যর, দু'ঘণ্টা আগে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন এই হাউসবোটে নিশ্চয় কেউ ছিল। কারণ মোটর বোটে তখনও বাতি জ্বলছিল। কিন্তু এখন কোন বাতি নেই। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বায়রন কিষেনচাঁদের কথাগুলি শুনল। কোন জবাব দিল না। কিন্তু বায়রন মনে মনে অস্কার বারগাঞ্জার বুদ্ধির প্রশংসা করল। সত্যি পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে এমন ভাল জুয়োর আড্ডা তৈরী করা সম্ভব একথা সে আগে কল্পনা করেনি।

বায়রন কিষেণচাঁদকে বলল, কিষেণচাঁদ তুমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দাও। আমি একবার মোটরবোটের ভেতরটা দেখে আসছি। আমি জানতে চাই, অস্কার বারগাঞ্জা কী এই মোটরবোটে থাকেন এবং তাহলে হাউসবোটের কোন ঘরে থাকেন। আমি একবার ঐ ঘরটা দেখতে চাই। তুমি শুধু আমাদের গাড়িটা একটু আড়ালে রাখো। কেউ যেন দেখতে না পায়।

কিষেণচাঁদ বায়রনের নির্দেশমত গাড়িটা একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

বায়রন কিষেণচাঁদের হাতে একটি টর্চ লাইট দিল। বলল, যদি কাউকে মোটরবোটের দিকে আসতে দেখ, তাহলে বাতি জেবলে আমাকে সাবধান কর। এছাড়া আমার দেরী দেখলে তুমি বোম্বাই চলে যেও এবং পরে কাল আমাকে দু-তিনটের সময় টেলিফোন কর।

ডাঙ্গায় ছোট ডিঙ্গি বাধা ছিল।

বায়রন একটা ডিঙ্গি করে হাউসবোটে গিয়ে উঠল। মোটরবোটে উঠবার জন্যে একটা সিঁড়ি ছিল।

বায়রন প্রথমে ভেবেছিল মোটরবোটে কেউ নেই। পরে বুঝতে পারল যে হাউসবোটের পেছনে দু-তিনটে কেবিন আছে। দুটো ঘরে বাতি তখনও জ্বলছে। তাহলে কী মোটরবোটে অন্য কেউ আছে ?

বায়রন পা টিপে ঐ কেবিন ঘরের দিকে গেল।

কেবিনে যেতে হলে একটা বড় বসবার ঘর পার হতে হয়।

প্রথম কেবিন রুমে কেউ ছিল না। ঘরের এককোণে একটি ছোট ময়লা কাগজের বাক্স ছিল। বায়রন ঐ ময়লা কাগজের বাক্সে দু-তিনটে পোড়া কাগজ দেখতে পেল।

ছেড়া কাগজগুলি জোড়া লাগিয়ে দেখতে পেল যে একটি কাগজে লেখা আছে, :আমি অস্কার বারগাঞ্জাকে আগামী তিনমাসের মধ্যে দশ লাখ টাকা দেব নতুবা যে ডকুমেন্টগুলি সে চেয়েছে, সেইগুলি দেব। কাগজে অরুণদাস জাভেরীর সই ছিল।

বায়রন এবার পোড়া কাগজগুলি পড়বার চেষ্টা করল। পারল না। পোড়া কাগজগুলি খুবই সযত্নে পকেটে মুড়ে নিল। ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্ট দিয়ে

পোড়া কাগজগুলি পরীক্ষা করাতে হবে।

একটু বাদে বায়রন পাশের ঘর থেকে এক গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেল। মানুষের গোঙানি।

বায়রন ভাবল কার গোঙানির আওয়াজ? পাশের ঘরে কে আছে? কে গোঙাচ্ছে? পাশের ঘরটি দেখবার ভারী ইচ্ছে হল।

পাশের ঘরে যাবার একটি ছোট দরজা ছিল। নিঃশব্দে দরজাটি খুলল। তার পরেই দেখতে পেল এক লম্বা করিডর…করিডরটি বেশ পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়ান। করিডর দিয়ে হাঁটতে লাগল। করিডরের শেষ প্রান্তে ছিল আর একটি কেবিন। বড়ও নয়, তবে একেবারে ছোটও বলা ঠিক হবে না। ঘরে বাতি জ্বলছিল। ঘরের মধ্যিখানে ছিল এক দামি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ঠিক টেবিলের একটি পাশে অস্কার বারগাঞ্জার মৃতদেহ পড়ে আছে। গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। বুকে তাজা রক্ত…তার একটি হাত চেয়ারে ঝুলছিল। আর এক হাতে ছিল অটোমেটিক পিস্তল। বায়রন অস্কার বারগাঞ্জার মৃতদেহের কাছে গেল।

ঐ ঘরের এক কোণে আর একটি লোক পড়ে ছিল। লোকটি মারা যায়নি। তার মুখ দিয়ে গোঙানির আওয়াজ বেরুচ্ছিল।

আহত লোকটি কে?

বায়রন আহত লোকটির কাছে গেল। আহত লোকটিকে চিনতে তার কোন অসুবিধে হল না। অরুণদাস জাভেরী? অরুণদাস জাভেরীকে এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বায়রন অবাক হল। অরুণের বুকেও একটা গুলি লেগেছিল। রক্তাক্ত বুক। অরুণদাস জাভেরী কি মারা গেছে? না, গুরুতররূপে আহত হয়েছে? তার কাছেও একটি অটোমেটিক পিস্তল ছিল।

বায়রন সমস্ত ব্যাপারটি চট্ করে বুঝে নিল। অসকার বারগাঞ্জা এবং অরুণদাস জাভেরীর মধ্যে নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হয়েছে। একে অন্যকে গুলি করেছে। হয়ত অসকার বারগাঞ্জা প্রথমে গুলি চালিয়েছিল। সেই গুলিতে অরুণ আহত হয়েছে। মারা যায়নি। পরে অরুণের গুলিতে অসকার বারগাঞ্জা মারা যায়।

বায়রন একটি সিগারেট ধরাল। সাধারণত উত্তেজিত হলে বায়রন সিগারেট ধরায়। এবার সে ঘরটি খানাতল্লাশি করতে লাগল। খুবই সাবধানে। কোথাও যেন তার পায়ের ছাপ কিংবা আঙুলের ছাপ না থাকে। সে হাত রুমাল দিয়ে ঢেকে নিল।

দেয়ালে একটি ছবি ছিল। মনে হল কে যেন ছবিটি সরাবার চেষ্টা করেছে। বায়রন ছবিটি সরিয়ে নিল। ছবিটির পেছনে ছিল একটি বড় সিন্দুক। বায়রন সিন্দুক খুলবার চেষ্টা করল। বহু চেষ্টার পর সিন্দকের কাম্বিনেশন বের করল। এরপর সিন্দুক খুলতে তার কোন অসুবিধে হল না, সিন্দুকের ভেতর দেখে মনে হল যে এর আগে নিশ্চয় কেউ সিন্দুক খুলেছিল। কারণ সিন্দুকের ভেতর

কিছু কাগজপত্র তছনছ করা হয়েছিল। অধিকাংশই চিঠি। ইংরাজীতে লেখা। বায়রন চিঠিগুলি পকেটে পুরল। সিন্দুকে ছিল কিছু কারেন্সী নোট—বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, ডলার, সুইস কারেন্সী, স্টার্লিং ইত্যাদি। নোটগুলি কেউ নেয়নি। দেখলেই বোঝা যায়। বায়রন একটি দশ ডলারের নোট ও একশো সুইস কারেন্সীর নোট পকেটে পুরল। নোটগুলি জাল কি না যাচাই করে দেখতে হবে। ডলার নোটের মধ্যিখানে ছিল ছোট একটি চাবি। কাগজের প্যাকেটে মোড়া। কাগজটিতে লেখা ছিলঃ লকারের চাবি বক্স-৩৭ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া-বান্দ্রা, বায়রন চাবিখানা পকেটে পুরল। একটু ভাল করে খুঁজবার পর বায়রন দেখতে পেল লকারের ভেতর ছিল হেরোনের এবং কোকেনের প্যাকেট। এর দাম ষাট লাখ টাকা।

বায়রন দেখতে পেলো যে ঘরের এক কোণে একটি ড্রেসিং গাউন ঝুলছে। ড্রেসিংরুমের ভেতর ছিল দু তিনটে চিঠি এবং কাগজে টাকার হিসেব লেখা ছিল। বায়রন চিঠি ও টাকার হিসেবের কাগজটি পকেটে পুরল। সবকিছু যাচাই করে দেখতে হবে। পুলিশ যেন এইসব জিনিসের, চিঠি, চাবির খবর না পায়।

টেবিলের সামনে ছিল একটি চেয়ার। বায়রন সাবধান হয়ে ঐ চেয়ারে বসল। চেয়ারের কোথাও যেন আঙুলের ছাপ না লাগে।

বায়রন ভাবতে লাগল এবার সে কী করবে? হঠাৎ তার কিষেণচাঁদের কথা মনে পড়ল। কিষেণচাঁদ কী তার জন্যে ডাঙায় অপেক্ষা করছে? বায়রন ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে। বায়রন কিষেণচাঁদকে বলেছিল যদি আমার দেরী দেখ তাহলে তুমি বোম্বাইতে ফিরে যেও। আমার জন্যে তোমাকে দেরী করতে হবে না।

এবার বায়রন মোটরবোট থেকে নেমে এল। থানে শহরের কাছে এসে একবার টেলিগ্রাফ অফিসে গেল। ভোর প্রায় চারটে। টেলিগ্রাফ অফিসে একটি পাব্লিক টেলিফোন ছিল। বায়রন সেই টেলিফোন থেকে বোম্বাই পুলিসের হেডকোয়ার্টারে, নাইট এমার্জেন্সী স্কোয়াডে টেলিফোন করল। টেলিফোনে কথা বলবার সময় রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকল। শুনুন···বায়রন বলবার চেষ্টা করল।

অপর প্রান্ত থেকে কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল। কী চাই? কাকে চাই···

শুনুন আপনাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ খবর দিচ্ছি। খবরটি হল বোম্বাইর শহরতলী ভিয়াণ্ডি শহরে একটি লোককে খুন এবং আর একজন গুরুতররূপে আহত হয়েছে। দুজনেরই 'লাস' ভিয়াণ্ডির সমুদ্রে একটি লাক্সারি হাউসবোটে—তার নাম হল 'ডন জুয়ান'—পড়ে আছে। আপনারা অবিলম্বে ওখানে অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ পাঠান। নইলে আহত লোকটি মারা যেতে পারে। 'ডন জুয়ান' লাক্সারি বোট খুঁজে নিতে কোন অসুবিধা হবে না। লাক্সারি বোটটি ঠিক 'টেম্পল বারের' কাছে সমুদ্রে নোঙর ফেলেছে। এই বলে বায়রন টেলিফোন ছেড়ে দিল।

*　　　　　*　　　　　*

পরের দিন বেলা করেই বায়রন দপ্তরে গিয়েছিল।

দপ্তরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মিরিয়াম তাকে দুটো খবর দিল। প্রথমত স্পেশাল কুরিয়ার মারফৎ তার নামে দিল্লী থেকে একটি বিশেষ জরুরী চিঠি এসেছে। দুই মিরিয়াম বায়রনকে 'ইভিনিং নিউজ' স্পেশাল এডিশন পড়তে দিল।

বায়রন 'ইভিনিং নিউজ' পড়বার আগে মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করল সংবাদপত্রে কী লিখেছে ?

গতরাত্রে বোম্বাইর শহরতলী ভিয়াণ্ডির কাছে এক হাউস বোটে একটি লোক খুন হয়েছে এবং আর একজন গুরুতররূপে আহত হয়েছে। যে লোকটি মারা গেছে তার নাম হল ঃ অস্কার বারগাঞ্জা, বোম্বাইর ক্রিমিন্যাল ওয়ার্ল্ডের একজন বড় সর্দার। যদিও লোকটি অনেক অপরাধজনক কাজ করেছে তবুও তাকে জেলে পাঠাবার মত কোন প্রমাণ ছিল না। লোকটি গোয়ার। অবশ্যি অনেক সংবাদ-পত্র অভিযোগ করেছে লোকটির বিরুদ্ধে এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন তার বিরুদ্ধে এতদিন কেন এ্যাকশন নেওয়া হয়নি।

আহত লোকটির নাম অরুণদাস জাভেরী। বোম্বাইর বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং শেয়ার মার্কেটের রাজা জমনাদাস জাভেরীর একমাত্র সন্তান। তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অবস্থা গুরুতর। এছাড়া গতরাত্রে জমনাদাস জাভেরী বীচ কাণ্ডি হাসপাতালে মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় প্রায় সাড়ে এগারোটা।

বায়রনের কাছে প্রথম সংবাদের কোন নতুনত্ব ছিল না কিন্তু জমনাদাস জাভেরীর মৃত্যু সংবাদ সত্যি তার কাছে নতুন খবর। বায়রন মিরিয়ামকে বলল, বীচ কাণ্ডি হাসপাতালে কিছু ফুল পাঠিয়ে দাও।

এজন্যে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আজ সকালে নিজেই ফুল নিয়ে বীচ কাণ্ডি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। এছাড়া আমি হাসপাতালে বেশ কিছু সময়ও কাটিয়ে এসেছি। মিরিয়াম জবাব দিল। বায়রন একটু চিন্তা করে বলল, বেণীপ্রসাদকে টেলিফোনে ধর।

বেণীপ্রসাদকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। বায়রন বেণীপ্রসাদকে বলল, বেণী আজকের বিকেলের কাগজ পড়েছ ?

কেন কী আছে কাগজে স্যার ?

শোন বোম্বাইর শহরতলী ভিয়াণ্ডিতে সমুদ্রের এক লাক্সারী হাউসবোটে একটা বড় রকমের খুন হয়ে গেছে। একটি লোক মারা গেছেন। তার নাম হল অস্কার বারগাঞ্জা তুমি তো জান এই অস্কার বারগাঞ্জা কে ?

বোম্বাইর ক্রিমিন্যাল ওয়াল্ডের রাজা। লোকটি শুনেছি গোয়ানীজ। কিন্তু এই পরিচয় শেষ নয়। ওর হয়তো আরো অনেক পরিচয় আছে। আমরা সেই পরিচয় জানতে পারিনি।

দুদিন আগে তোমাকে অরুণদাস জাভেরী সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর

নিতে বলেছিলাম। লোকটি ক্রফোর্ড মার্কেটের বোম্বাইর হোটেলের কাছে একটা ট্যাক্সী থেকে নেমে যায়। আমি জানতে চেয়েছিলাম এই লোকটি কোন পাড়ায় কোথায় থাকে এবং তার সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে ঘোরাফেরা করছে সেই মেয়েটি কে এবং কী তার পরিচয়। আজকের বিকেলের কাগজে দেখবে যে এই লোকটি বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরীর ছেলে। আমি অরুণদাস সম্বন্ধে আরো কিছু খবর চাই। কেন? সেই প্রশ্ন করনা।

এক, আমি জানতে চাই অরুণদাস জাভেরী তার বাবার বাড়ি ছেড়ে এসে বোম্বাইয়ের কোন এলাকায় থাকত।

দুই, কাল বিকেলে, ঠিক কোন সময়ে অরুণদাস জাভেরী তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় সে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিয়াণ্ডিতে গিয়েছিল। হয়তো অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কারণ তার সঙ্গে রাত্রিবেলা অস্কার বারগাঞ্জার দেখা হয়েছিল। তার প্রমাণ হল অস্কার বারগাঞ্জার মৃতদেহ এবং জাভেরীকে আহত অবস্থায় ভিয়াণ্ডির সমুদ্রে এক লাক্সারী হাউস বোটে পাওয়া গেছে। আর একটা জিনিস জানতে চাই অরুণদাস জাভেরী কী করে ঐ ভিয়াণ্ডিতে গিয়েছিল? মোটরগাড়ি করে না ট্রেনে? মোটরগাড়ি করে গিয়ে থাকলে কে তার গাড়ি চালিয়েছিল? কারণ অরুণদাস নেশা করে থাকে। তার নিজের গাড়ি চালাবার মত শক্তি কিংবা ক্ষমতা নেই। অতএব এই গাড়ীর চালক কে?···

বায়রন কিছুক্ষণের জন্যে থামল। বেণীপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল, আর কিছু করতে হবে স্যার?

হ্যাঁ, আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

হ্যাঁ তোমার একটি ড্রাগ পেডলারের নাম মনে আছে। লোকটা বোম্বাইয়ের বিভিন্ন এলাকায় তাজ হোটেল এবং শেরটনে, এবং ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজের সামনে হেরোন, হাসিস বিক্রি করত। পুলিশ একবার তাকে মেয়েদের স্কুলের সামনে ড্রাগ বিক্রি করবার অপরাধে ধরেছিল? কিন্তু সঠিক প্রমাণ না থাকার দরুণ সে ছাড়া পায়··

এর জবাবে বেণীপ্রসাদ বলল, হ্যাঁ স্যার। আপনি মঞ্জিলের কথা বলছেন তো! মঞ্জিল আজকালও হেরোন, হাসিস বিক্রী করে থাকে। সে তার ব্যবসা কমায়নি বরং বাড়িয়েছে।

এক্সাক্টলি। মঞ্জিল আজকাল সামান্য ড্রাগ পেডলার নয়। সে হল ওয়ারলির 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স'' ক্লাবের একজন অংশীদার এবং বিখ্যাত স্মাগলার ও 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স'' ক্লাবের আর একজন পার্টনার লোটনের ডান হাত। অবশ্যি উড়ো খবরে শোনা হালে দুই অংশীদারের মধ্যে বখরার অংশ নিয়ে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়েছে।

আমি মঞ্জিলকে হাত করতে চাই এবং ওর কাছ থেকে আমার কিছু খবর বার করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাকে ব্ল্যাকমেল করে বশ করতে হবে। কারণ

মঞ্জিলকে বিভিন্ন অপরাধে জেলে পাঠাবার প্রমাণপত্র আমার কাছে আছে। আর একটা কথা মঞ্জিলকে বল, সে গত দশ বছরের মধ্যে কোন ইনকাম ট্যাক্স দেয়নি। এই ভয় তার উপর বিশেষ ভাবে কাজ করবে।

আমি মঞ্জিলের কাছ থেকে জানতে চাই ঐ 'থ্রী মাস্কেটিয়াস" ক্লাবে কী ধরনের অন্যায়, বেআইনী কাজকর্ম করা হয়। আমি জানি স্মাগলিংয়ের বে-আইনী মাল দুবাই থেকে নৌকো করে ঐ 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের' কাছে নিয়ে আসা হয়। তারপর ওখান থেকে এইসব বে-আইনী মাল কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় জানি না। কিন্তু এইসব মালের গন্তব্যস্থল জানা দরকার। আর একটা কথা তোমাকে বলব। মঞ্জিল আজকাল হেরোন, হাসিসের ব্যবসা মালাবার, কাম্বালা হিল, আলটামনটা রোডে করছে! কার কাছে বিক্রি করছে এই খবর আমি বার করতে চাই। তাই মঞ্জিলের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব করা আবশ্যক। এছাড়া লোটন সর্দার লোকটি কী চরিত্রের জানা প্রয়োজন।

এই নির্দেশ দিয়ে বায়রন টেলিফোন ছেড়ে দিল।

বায়রন এবার দিল্লী থেকে স্পেশাল কুরিয়ার মারফৎ পাঠানো চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল। চিঠিখানা ডবল কভারে পাঠানো হয়েছিল এবং পত্র লেখক হলেন আই. বি. অর্থাৎ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের ডিরেক্টর মাধবন শংকর। চিঠির উপর স্পষ্ট করে লেখা ছিল ঃ 'টপ সিক্রেট, পার্সনাল ফর বায়রন ঘাউস।'

চিঠিখানা ছিল এই প্রকার।

টপ সিক্রেট,

পার্সনাল ফর বায়রন ফ্রম ডাইরেক্টর আই. বি. মাধবন শংকর।

নিউদিল্লী

ডিয়ার বায়রন,

তোমাকে দু'চারবার অফিসে টেলিফোন করে পাইনি। তোমার সেক্রেটারী বলল, তুমি একটি বিশেষ জরুরী তদন্তে ব্যস্ত আছো। এই কারণে তোমাকে এই চিঠি লিখলাম কারণ আজ তোমার সাহায্যর প্রয়োজন।

কিছুদিন আগে আই. বি'র দপ্তরে একটি খবর আসে। বোম্বাই, দিল্লী এবং ভারতের অন্যান্য শহরে পাকিস্তানের এক বড় 'স্পাই চক্র' কাজ করছে। এই স্পাই চক্র ভারত সরকারের, বিশেষ করে, প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় খবর সংগ্রহ করছে। আমরা শুনেছি যে আমাদের 'ওয়ান টাইপ প্যাড'র রহস্য এবং কোন কোন সময়ে আমরা এইসব ও. টি. পি. প্যাড চেঞ্জ করি সেই খবরগুলি পাকিস্তানকে দেয়া হয়ে থাকে। প্রশ্ন হল এই খবর কে দেয়, আমরা জানতে চাই। কারণ সাইফার কোডের প্যাডের রহস্য জানবার পর পাকিস্তান আমাদের বিভিন্ন দূতাবাসে এবং সৈন্যবাহিনীতে যে গোপনীয় খবর পাঠানো হয় এবং হচ্ছে সেই খবরগুলির রহস্য ভেদ করেছে। তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি কিন্তু এই অপকর্ম কে করছে তার নাম, ঠিকানা জানতে পারিনি···আমরা কী করে এই খবর জানতে পারলাম সেই খবর তোমাকে জানাচ্ছি। প্রথমত

আমরা একটি উড়ো চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানা টাইপ করে তার ফটো কপি পাঠানো হয়েছিল। অতএব এই চিঠি টাইপ করার জন্যে কী মেশিন ব্যবহার করা হয়েছিল বলা যায় না। প্রথম চিঠি পোস্ট করা হয় দিল্লীর বড় ডাকখানায়। এর পরের চিঠি পাই বোম্বাই থেকে। তৃতীয় চিঠি পাই আবার পুরোনো দিল্লীর ডাকখানা থেকে। একই প্রথায় চিঠি টাইপ করে শুধু চিঠির ফটো কপি পাঠানো হয়েছিল।

প্রথম চিঠিতে লেখা ছিল: প্রিয় মহাশয়, আমি বেশ কিছুদিন ধরে পাকিস্তান সরকারের স্পাই হিসেবে এদেশে কাজ করছি। আমি ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তরের অনেক গোপনীয় খবর আপনাদের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মচারিদের কাছ থেকে কিনেছি এবং কিনছি। এছাড়া বিদেশ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাইফার, কোড এবং তার রহস্য যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'চাবি', সেই চাবি'ও বের করেছি।

কিন্তু হালে পাকিস্তান সরকারের কয়েকটি কাজ আমাকে বিশেষ নিরাশ ও দুঃখিত করেছে। কিন্তু আমাকে পাকিস্তানের কর্তারা এবং আমার সহকর্মীরা ধমক দিয়ে বলেছে আমার কাজকর্ম ও আমাদের চক্রের সঙ্গে কোন কোন ভারতীয় সরকারী কর্মচারি জড়িত আছেন এবং আমাদের দলের টাকা কীভাবে খরচ করা হয় সেই খবর যেন আপনাদের না দেওয়া হয়।

আমি আপনাদের সাবধান করে এই চিঠি লিখছি। কারণ এই সরকারের খবর বেচাকিনির সঙ্গে আর একটি গর্হিত কাজ জড়িত আছে। অর্থাৎ বিদেশে এই এলাকার, ভারত ও পাকিস্তানের ড্রাগস বিক্রি করে যে টাকা রোজগার করা হয়, সেই টাকা দিয়ে আমরা সরকারি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের খবর কিনছি। আমি দশ পনের জন বিভিন্ন সরকারি কর্মচারি, ব্যবসায়ী এবং দিল্লী ও বোম্বাইর স্মাগলারদের নাম জানি এবং কত টাকা স্মাগলিং থেকে পাওয়া এবং কোন কোন ভারতীয় সরকারি কর্মচারিকে কত করে মাসোহারা দেওয়া হয়, তার হিসেবপত্রও আমার কাছে আছে। এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হল স্মাগলড আর্মস সন্ত্রাসবাদীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। কে এ কাজ করছে আমি জানি।

আমি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা কিংবা বলতে পারেন সাহায্য করতে প্রস্তুত, শুধু এক শর্তে। সেই শর্ত হল যে আমার অপরাধ ক্ষমা করা হবে। যদি আপনারা এই প্রস্তাবে রাজি থাকেন তাহলে আগামী শনিবার হিন্দুস্থান টাইমসের ব্যক্তিগত কলমে আপনার সিদ্ধান্ত আমাকে জানবেন। যদি এই বিষয়ে আমার কিছু বলবার থাকে তাহলে আমি আপনাদের চিঠি লিখে জানাব।

ইতি—ভিক্টর

ভিক্টরের এই চিঠি পাবার পর আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। প্রথমত ভিক্টরের নামে একটি বিশেষ গোপনীয় ফাইল খুলেছি। এই ফাইল হল 'টপ সিক্রেট পার্সনাল ফর ডিরেক্টর। নট ফর অফিস।'

তিন সপ্তাহ আগে আমরা 'হিন্দুস্থান টাইমসের' ব্যক্তিগত কলমে একটি

জবাব প্রকাশ করেছি। জবাব ছিল 'ভিক্টর,'—তোমার প্রস্তাব নিয়ে 'আমরা চিন্তা করছি। এই নম্বরে ৪৫৬৮৫১ 'শংকর'কে টেলিফোন করতে পার।'

'কিন্তু আমাদের এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর চার-পাঁচদিন টেলিফোন পাবার আশায় বসেছিলাম। কিন্তু কেউ কোন টেলিফোন করেনি। হঠাৎ আর এক শনিবারে আমরা ভিক্টরের কাছ থেকে আর একটি চিঠি পাই।

'মহাশয়, আপনার চিঠি পেয়ে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করছি। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে আমি আপনার কাছে কোন টেলিফোন করতে চাইনি…কারণ আপনারা ইচ্ছা করলেই আমি কোথা থেকে টেলিফোন করছি বের করতে পারতেন।

আমি কোন 'তৃতীয় ব্যক্তি' যাকে আপনারা বিশ্বাস করেন এবং আমিও বিশ্বাস করতে পারি, তার মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। ভারতে পাকিস্থানী স্পাই চক্রকে ভাঙবার জন্যে আমি আপনাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত এবং এই ব্যাপারে আমার সাহায্য আপনাদের দরকার হবে।

ইতি—ভিক্টর।

এর পর আমরা আর একটি বিজ্ঞাপনে ভিক্টরকে বললাম ঃ ভিক্টর, তোমার অসুবিধার কথা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি নিজে তোমার সঙ্গে একান্ত ভাবে এই গোপনীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই…কবে, কোথায়, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে জানিও—শংকর।

এর পর আমরা ভিক্টরের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। চিঠিখানা বোম্বাইর বড় ডাকখানায় পোস্ট করা হয়েছিল।

….শংকর। দুঃখিত আমি আপনার সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করতে পারব না। 'তৃতীয় ব্যক্তির' বন্দোবস্ত করুন।

কিছুদিন পরে আবার আমরা ভিক্টরের কাছ থেকে আর একটি চিঠি পেলাম…

'প্রথম চিঠি লিখবার পর আমি যে আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলাম, সেই বিষয় নিয়ে বহু চিন্তা করেছি। 'তৃতীয় ব্যক্তির' মাধ্যমেই আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি, ভিক্টর। এরপর আমরা কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে তাকে বলেছি ঃ আমাদের 'তৃতীয় ব্যক্তি', বায়রন ঘাউস, বোম্বাই।

অতএব তুমি এই ভিক্টরের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে চোখ কান খোলা রাখবে। যদি লোকটি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে কিংবা তুমি করতে পার তাহলে তুমি নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে পার। পরে আমি তোমার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব…

ইতি—মাধবন শংকর

* * * *

বায়রন দুই তিনবার মাধবন শংকরের চিঠিখানা পড়ল। ইতিমধ্যে মিরিয়াম এসে বলল, বোম্বাই পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের ইন্সপেক্টর চোগুলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

তুমি চোগুলেকে কী বলেছ ? 'আই অ্যাম ইন অর আউট'।

ঃ বলেছি আপনি একটু কাজে ব্যস্ত আছেন...তবে চোগুলে বললেন উনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

ইতিমধ্যে কিষেণচাঁদের টেলিফোন এল। কিষেণচাঁদ বলল ঃ আমি অস্কার বারগাঞ্জার লাক্সারি মোটরবোট 'ডন জুয়ান' সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছি। ঐ লাক্সারি হাউস বোটের আসল মালিক হলেন দিল্লীর চাঁদনীচকের এক জুয়েলার। এখনও তার আসল নাম জানতে পারিনি...। ওর কাছ থেকে প্রায় এক বছর আগে অস্কার বারগাঞ্জা এই হাউসবোট ভাড়া করেছিলেন। জুয়েলারও এই হাউস বোট কেন কিনেছিলেন সবই জানা দরকার। এই সব খবর জানতে আরো কিছুদিন সময় নেবে। এবং কিষেণচাঁদ একটু থেমে আবার বলতে লাগল ঃ আর একটি ইণ্টারেস্টিং খবর জানতে পেরেছি। ঐ হাউসবোটের আশেপাশে কিছু বাড়িঘর এবং একটি শিব মন্দির আছে। ঐ সব বাড়ির লোকদের মধ্যে অনেকেই এই 'ডন জুয়ান' হাউস বোটকে অনেকবার দেখেছে। কারণ প্রতি সন্ধ্যায় 'ডন জুয়ান' ঐ জায়গাটায় নোঙ্গর করা থাকত। শুনেছি ঐ হাউস বোটে একটি ছোট বারও আছে। আপনি কী কাল ঐ বোটে কোন বার দেখেছিলেন ? আমার কী মনে হয় স্যর। কাল রাত্রে ঐ বার নাকি ব্যবহার করা হয়েছিল। সমুদ্র থেকে জেলেরা দেখেছে।'

বায়রন কিষেণচাঁদের কাছে তার গত রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলল না ; তার কথা শুধু শুনলো। কিষেণচাঁদ বলতে লাগল, আপনি হাউস বোটে ঢুকবার পর আমি ঐখানে আপনার জন্যে ঘণ্টাখানেক দেরী করেছিলাম। তারপর বোম্বাইতে ফিরে এলাম। এদিকে এসে দেখি আজকের ইভিনিং পেপারে বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে 'অস্কার বারগাঞ্জা হ্যাজ বীন মার্ডারেড। অরুণদাস জাভেরী ইনজিওরড'। সর্বনেশে খবর। আপনি নিশ্চয় ইতিমধ্যে এ খবরটা পড়েছেন আমি জানতে চাই এত তাড়াতাড়ি কাগজওয়ালারা এই খুনের খবর পেল কী করে ?

রাতেরবেলা খুন আর বিকেলের কাগজে তার সংবাদ।

কিষেণচাঁদ গলার স্বর নিচু করে জিজ্ঞেস করল স্যর আপনি তো গতরাত্রে ঐ হাউসবোটে গিয়েছিলেন। অস্কার বারগাঞ্জাকে কী মৃত অবস্থায় দেখেছিলেন ?

বায়রন একটু ধমকের সুরে বলল, তুমি এসব কী বলছ ? আর টেলিফোনে এসব নিয়ে কোন আলোচনা করা যায় না। দেখা হলে সব বলব। এছাড়া তুমি যদি নতুন কোন খবর পাও তবে আমাকে জানিও।

হ্যাঁ আর একটা কথা শোন। আজকালের মধ্যে পুলিশ গিয়ে ভিয়াণ্ডিতে তদন্ত শুরু করবে। এই সময়ে পুলিশ যদি তোমাকে ওখানে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাহলে তোমাকে সন্দেহ করবে। থাক যদি পারি আমি নিজে একবার ঐ ভিয়াণ্ডি এলাকা ঘুরে দেখতে চাই। জায়গাটা কী রকম জানা দরকার।

এ ছাড়া তুমি দেখো ওখানকার বাসিন্দা, জেলেদের কাছ থেকে কোন খবর

পাওয়া যায় কিনা, কিংবা তোমার ঐ শিবমন্দিরের লোক হয়তো কিছু প্রয়োজনীয় খবর দিতে পারবে।

কিষেণচাঁদ জবাব দিল ঃ স্যর একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। ঐ শিবমন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে আজ সকালে আমার দেখা হয়েছিল। ওর মুখে শুনলাম যে গতরাত্রে ঐ হাউসবোটে এক ভদ্রমহিলা গিয়েছিলেন। আপনি তো জানেন, গতরাত ছিল পূর্ণিমার রাত। পুরোহিত আমাকে বললেন ঐ পূর্ণিমার রাত্রে তিনি মেয়েটিকে বেশ ভাল করেই দেখেছিলেন। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী। তিনি যদি মেয়েটিকে আবার দেখেন তাহলে চিনতে ভুল করবেন না।

পুরোহিত বললেন, যে মেয়েটির বয়স বেশি নয়। প্রায় আটত্রিসের কাছে। মেয়েটি একটি বিলেতি গাড়ি করে ঐ স্থানে এসেছিলেন। মেয়েটি হাউসবোটে বেশিক্ষণ থাকেননি। হাউসবোটে কিছুক্ষণ থাকবার পর তিনি গাড়ি চেপে আবার চলে গেলেন।

পরে পুরোহিত আমাকে যে স্থানে ঐ বিলেতি গাড়ি রাখা হয়েছিল সেই স্থানে নিয়ে গেলেন। আমি টায়ারের দাগ দেখে বুঝতে পারলাম গাড়ির টায়ার হল 'ডানলপ'। এই টায়ার থেকে এবং টায়ারের চাপ থেকে আমি আন্দাজ করেছি যে গাড়িটি বিলেতি। তবে বিলেতি কোন মডেল পুরোহিত স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না। উনি বললেন গাড়ির রং সাদা। আমার মনে হল গাড়ি ছিল 'সাদা মার্সিডিজ।'

'সাদা মার্সিডিজ'! অবাক হয়ে বায়রন জিজ্ঞেস করল। তার মুখে ছিল বিস্ময়ের সুর। কিষেণচাঁদ এত বড় খবর তুমি আমাকে আগে দাওনি কেন। কারণ যদি তোমার অনুমান সত্যি হয় তাহলে বিষয়টি গুরুতর। যাক এবার তোমাকে আরো কয়েকটি কথা বলছি। মন দিয়ে শোন এবং আমার নির্দেশ মত কাজ কর

প্রথমত আমি কাল বিকেলে সন্ধ্যা আটটার সময় ভিয়াণ্ডিতে যাব। আমি তোমার জন্যে শিবমন্দিরের কাছে প্রতীক্ষা করব। আর ঐ মন্দিরের পুরোহিতের উপর একটু নজর রেখো। পুলিশ যেন ওর খবর না পায়। দরকার হলে ওর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিও। ও যেন তীর্থ করতে চলে যায়।

বায়রন টেলিফোন ছেড়ে দিল।

মিরিয়াম এসে আবার তাগিদ দিল। বলল, স্যর ইন্সপেক্টর চৌগুলে বসবার ঘরে প্রতীক্ষা করছেন। ওর কাজটি বিশেষ জরুরী, তাড়াতাড়ি দেখা করতে চান।

বায়রন ব্যস্ত হয়ে বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয় ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।

ইন্সপেক্টর চৌগুলে ভেতরে ঢুকলেন।

ইন্সপেক্টর সাহেব হঠাৎ আমাকে স্মরণ করল কেন? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

চৌগুলে একজন অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারী, বোম্বাই পুলিস ডিপার্টমেণ্টে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। এর আগেও বহুবার বায়রন চৌগুলের সঙ্গে হাত

মিলিয়ে কাজ করেছে। চৌগুলে বলতেন বায়রন শুধু 'লেডিজ ম্যান' নয়, তিনি হলেন একজন পাকা প্রাইভেট ডিটেক্টিভ। বায়রনের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তার উঁচু ধারণা ছিল। প্রয়োজন হলেই চৌগুলে বায়রনের কাছে সাহায্য চাইতে আসেন এবং তার বুদ্ধি পরামর্শ গ্রহণ করেন…।

ইন্সপেক্টর চৌগুলে তার পাইপে আগুন ধরিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন।

কী খবর ইন্সপেক্টর? আজকাল তুমি পাইপ ধরেছ! অর্থাৎ এর মানে হল নিশ্চয় কোন সুখবর আছে।

আছে ভায়া আছে। আমি চীফ্ সিনিয়র পুলিস ইন্সপেক্টর হয়েছি। মনে হচ্ছে বছরখানেকের মধ্যে আমি অ্যাসিস্টাণ্ট পুলিশ কমিশনার হব।

মাই কনগ্র্যাচুলেশন। অবশ্যি তুমি অ্যাসিস্টাণ্ট পুলিশ কমিশনার হলে আমার একটা খাওয়া পাওনা হবে। কিন্তু এতদিন পরে এই বান্দাকে স্মরণ করলে কেন?

এই চার্চগেটের পাড়া দিয়ে যাচ্ছিলাম। মেরিন লাইনে একটা কাজ ছিল। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। সেই 'সুইট ডার্লিং' কেস শেষ হবার পর তুমি যে কোথায় উধাও হয়ে গেলে জানি না। নাইট ক্লাবের মেয়েরা, বিশেষ করে 'আলবেলা' তোমাকে দেখতে না পেয়ে প্রায় পাগল হয়ে গেছে—। এবার বল তোমার নতুন বান্ধবী কে?

শবনম্! বায়রন ছোট জবাব দিয়ে চৌগুলের মুখের প্রতিক্রিয়া দেখতে লাগল। বায়রন জানত ইন্সপেক্টর চৌগুলে কী বলবেন।

শবনম্! কৈ এর আগে তো তোমার মুখে এই নাম শুনিনি…। এই শবনম্ কোথায় কাজ করে? চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন।

'মিডনাইট ক্লাব-বারে'…। তবে মাঝে মধ্যিখানে অন্য ক্লাবেও কাজ করে। কেন বলতো? বায়রন এই জবাব দিয়ে আবার ইন্সপেক্টর চৌগুলের মুখের দিকে তাকাল।

এক লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চৌগুলে বললেন, সত্যি তুমি ভাগ্যবান পুরুষ বায়রন। মালাবার, কাম্বালা হিল থেকে কোলাবার মেয়েরা অবধি তোমার প্রেমে মশগুল হয়ে আছে…। সবাই তোমাকে দেখতে চায়, প্রেম করতে চায়। আমি অবশ্যি জানি ওরা তোমাকে চায় কেন?

কেন? বায়রন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

কারণ সহজ ও জটিল, চৌগুলে জবাব দিলেন।

বায়রন বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তোমার এই জবাবের কোন মানে বুঝতে পারলাম না। জবাবটা আর একটু ব্যাখ্যা করে বল।…

সহজ কারণ হল তোমার মুখের সুন্দর প্রলোভনীয় হাসি…। ঐ সুন্দর হাসি দেখলে কার মন ভিজবে না, বল। চৌগুলে প্রথম প্রশ্নের জবাব দিলেন।

এবার 'জটিল' কারণটা খুলে বল চৌগুলে?

জটিল 'কারণ' হল পুরুষেরা যেমন প্রতিদিন 'সার্ট' পাল্টায়, তুমিও প্রতি

সন্ধ্যায় বান্ধবী পাল্টাও। তোমার রাজ্য হল আরব্য রজনীর রাজ্য। অর্থাৎ তুমি সুন্দরী হুরীর স্বর্গে বসবাস করছ। কিন্তু আমি জানি তুমি এইসব মেয়েদের সঙ্গে শুধু প্রেমের অভিনয় করছ।

বায়রন এবার সত্যি সত্যি অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, তুমি বলছ কি চৌগুলে ? আমি মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছি। তোমার জবাব ঠিক বুঝতে পারলাম না।

তাহলে আমার এই জবাব আরো স্পষ্ট পরিষ্কার করে বলছি। আসলে তুমি প্রতিটি 'অনুসন্ধানের' কেসে এইসব মেয়েদের 'স্পাই ও ইনফরমার' হিসেবে ব্যবহার করছ। অর্থাৎ ওরা ভাবছে তুমি সত্যি সত্যি ওদের সঙ্গে প্রেম করছ, কিন্তু ওরা যে প্রতিটি 'অনুসন্ধানের' কেসে কত 'মূল্যবান' খবর সংগ্রহ করে তোমাকে এনে দিচ্ছে এ কথা কি মেয়েরা জানে, না, বুঝতে পারে ? কারণ তুমি জান সুন্দরী মেয়েরা যত সহজে পুরুষের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে পারবে তুমি-আমি পারব না। তাই তুমি মেয়েদের তোমার তদন্তের কাজে ব্যবহার কর। এর পরিবর্তে ওরা কী পায় ? একটা চুমু, তোমার দেহের স্পর্শ, কারণ প্রেমের স্বাদ মেয়েদের উত্তেজিত করে। অতএব সবাই ভাবে তুমি প্রেমিক, 'ক্যাসানোভা অব বোম্বাই' কিন্তু ইন্সপেক্টর চৌগুলে জানে যখনই বায়রন কোন নতুন বান্ধবী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তখনই হয়ত সে কোন নতুন কেসের তদন্ত শুরু করেছে। কারণ প্রতিটি নতুন কেসের জন্যে তোমার নতুন নায়িকা চাই। তাই তোমার মুখে 'শবনমের' নাম শুনে বুঝতে পারলাম তুমি কোন নতুন তদন্ত শুরু করেছ। নতুন কেসটি কি ?

বায়রন হাসল। তার প্রলোভনীয় হাসি কিন্তু সে জানত যে তার এই হাসি ইন্সপেক্টর চৌগুলের মনকে স্পর্শ করবে না। কারণ চৌগুলে হলেন বোম্বাই'র পুলিশ দপ্তরের এক ঝুনো নারকেল। এবার বায়রন চৌগুলের কথা এড়িয়ে কোন সময় নষ্ট না করে সোজা প্রশ্ন করল, ইন্সপেক্টর হঠাৎ তোমার এখানে আসবার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে।

চৌগুলে সেদিনকার দৈনিক সংবাদপত্রে অস্‌কার বারগাঞ্জার খুনের সংবাদ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মাইডিয়ার বায়রন, তুমি এই খুন সম্বন্ধে কিছু জান ? গত রাত্রে বোম্বাইয়ের শহরতলী ভিয়াণ্ডিতে বোম্বাইয়ের ক্রিমিন্যাল ওয়ার্লডের রাজা অস্‌কার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে। মজার কাণ্ড হল তার সঙ্গে জমনাদাস জাভেরীর ছেলে অরুণদাস জাভেরীকে গুলি করে গুরুতর রূপে আহত করা হয়েছে। একজন ক্রিমিন্যাল ওয়ার্লডের সর্দার, অপরজন ব্যবসা, শেয়ার বাজারের রাজার ছেলে। প্রথমত জানা দরকার এই দুইজনের মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল ?

তুমি এই কেস নিয়ে তদন্ত করছ চৌগুলে ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, কেন বলোতো ? চৌগুলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

কারণ, তুমি যদি এই খুনের তদন্ত কর তাহলে আমাকে সাবধান, সতর্ক হতে

হবে। কারণ তোমার চোখে ধুলো দেবার সাধ্যি আমার নেই। এ ছাড়া আমার ধারনা ছিল অস্কার বারগাঞ্জা হল বোম্বাইয়ের এক বড় শয়তান। পুলিশের খাতায় নিশ্চয় অস্কার বারগাঞ্জার নাম লেখা-আছে ?

চৌগুলে হেসে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ বায়রন। অস্কার বারগাঞ্জার নাম ও ছবি আমাদের কাছে আছে বটে তবে কোন অপরাধের সঙ্গে আমরা তাকে জড়াতে পারি নি। এই লোকটা সব কিছুই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে করেছে কিংবা করে থাকে। চুরি, ডাকাতি, মার্ডার, রেপ, গোল্ড ও হাসিস, হেরোন, কোকেন স্মাগলিং সঙ্গে তার নাম জড়ান হয়েছে কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করবার মত কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। বোম্বাইয়ের সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠিত বড় বড় লোকদের সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় আছে। অস্কার বারগাঞ্জা যেমন বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ক্লাবে সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের ভরণপোষণ করত তেমনি মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে তার তিনটে ঘোড়া ছিল। সাধারণ ছোট ছোট রেসে কোনদিন এই ঘোড়াগুলি বাজি জেতেনা কিন্তু 'ডবল ও ট্রিপল টোটে' এবং ঐ রেসে যদি ডিভিডেণ্ট বেশ লোভনীয় হয় তাহলে ঐ ঘোড়া তিনটি বাজি জিতবেই। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘোড়া হল, 'ভিক্টর'। সবাই বলে এই 'ভিক্টর' ঘোড়া ছিল অস্কার বারগাঞ্জার প্রিয় ঘোড়া।

বায়রনের বিস্ময়ের পালা। ঘোড়ার কী নাম বললে চৌগুলে ?

চৌগুলে অবাক হলেন। তিনি জবাব দিলেন, ঘোড়ার নাম শুনে তুমি অবাক হলে কেন বায়রন ? ঘোড়ার নাম হল 'ভিক্টর'।

উত্তেজনায় বায়রনের দম বন্ধ হবার যো হল। সে জোরে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করল 'ভিক্টর'!

কেন ঘোড়ার নাম কি 'ভিক্টর' হতে পারে না।

বায়রন নিরাশার কণ্ঠে বলল, এই 'ভিক্টর' নাম যদি কোন পুরুষের হত তাহলে আমি খুশি হতাম।

চৌগুলে বললেন ঃ দ্যাখো, বায়রন এই খুনের সঙ্গে জাভেরী পরিবার জড়িত আছে দেখে আমি আজ সকালে ডলি জাভেরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। গতানুগতিক পুলিশ চেকআপ। মিসেস জাভেরী বললেন যে জাভেরী পরিবার তোমাকে বেশ মোটা মাইনে দিয়ে তাদের পরিবারের একটি গোপন বিষয় নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে নিয়োগ করেছিল। তিনি আমাদের বললেন, অরুণদাস জাভেরীর নাম করে কে জানি তার স্বামীর কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে বেশ মোটা টাকা আদায় করছিল। লোকটি প্রতিদিনই তাদের টাকার চাহিদা বাড়াচ্ছিল। কিন্তু জমনাদাস জাভেরী তার ছেলে বলতে অন্ধ ছিলেন। তাই তিনি ব্ল্যাকমেলারদের দাবিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু তার কাছ থেকে তার ছেলের নাম করে কে টাকা নিচ্ছিল সেইটে জানবার জন্যে তোমাকে নিয়োগ করেছিলেন। তাই এই কেস সম্বন্ধে কিছু জানতে এসেছি।

দ্যাখো ভায়া চৌগুলে, গতরাত্রে এই খুনের পর আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে

না, অরুণদাস জাভেরীর নাম করে জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে কে টাকা নিচ্ছিল। তবে কেন এবং কি কারণে এই টাকা অস্কার বারগাঞ্জা নিচ্ছিল সেইটে জানা দরকার। না ভাই, ঐ সব কারণ আমি এখনও জানি না।

চৌগুলে বায়রনের জবাব থেকে বুঝতে পারল বায়রন সহজে মুখ খুলতে চায় না। তাই বায়রনকে খুশি করার জন্যে বলল, নো ব্রাদার, এই ব্যাপারটি আমার কাছে অন্যরকম এবং আরো ঘোরালো লাগছে। কারণ সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা সন্দেহ করছে যে অস্কার বারগাঞ্জা এবং অরুণদাস জাভেরীকে হয়ত এক 'তৃতীয় ব্যক্তি' গুলি করেছিল। আমার সহকারিদের বক্তব্য অস্কার বারগাঞ্জা এবং অরুণদাস জাভেরী একে অন্যকে গুলি করেছিল। তাই এই ব্যাপারে তুমি যদি আমাদের সাহায্য কর তাহলে বিশেষ খুশি হব। চৌগুলের কণ্ঠে অনুরোধের সুর ছিল।

বায়রন মৃদু হাসল। বলল, এই বিষয়ে আমি তোমাকে বেশি কিছু বলতে পারব বলে মনে হয় না। কারণ আমাকে এই ব্ল্যাকমেলের ঘটনা তদন্ত করবার জন্যে জমনাদাস জাভেরীর সলিসিটর্স ফার্ম বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া নিয়োগ করেছিল। এই নিয়োগে জমনাদাস জাভেরী সম্মত হয়েছিলেন তবে জমনাদাস জাভেরী অসুস্থ হবার পর মিসেস ডলি জাভেরী এই কেস সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল না আমি এ কেস নিয়ে কোন তদন্ত করি।

আমি অবশ্যি মিসেস জাভেরীর সব প্রশ্নের কোন জবাব দিইনি। তার প্রশ্ন-গুলি এড়িয়ে যাবার একটি কারণও ছিল। আমার প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানতে পেরেছি যে বোম্বাইর মালাবার, কাম্বালা হিলে আজকাল প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস বিক্রী করা হয়। অরুণদাস জাভেরী কোকেন ও হেরোন খেতো এবং তাকে এই ড্রাগস খাবার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। অতএব আমার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি মিসেস জাভেরীর মনের কৌতূহল মেটাতে চাইনি। কারণ আমার মনে হয় এই ব্ল্যাকমেলের ঘটনা এত সহজ নয়।

চৌগুলে বললেন, মিসেস জাভেরী নালিশ করেছিলেন যে তুমি আজ অবধি তোমার তদন্তের কোন রিপোর্ট বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া কিংবা জমনাদাস জাভেরীকে দাওনি···

বলেছি তো বাজারে অনেক উড়ো খবর শুনেছিলাম কিন্তু এই সব খবর প্রমাণ করবার মত কোন উপযুক্ত তথ্য আমার কাছে ছিল না। তাই কোন রিপোর্ট দিইনি। অবশ্যি আমি একটা কাল্পনিক রিপোর্ট দিতে পারতাম কিন্তু তুমি জান চৌগুলে আমি কল্পনায় একেবারেই বিশ্বাস করি না। আমি সত্যি ঘটনা জানতে চাই।

আর একটা কথা বলব। এখনও জানতে পারিনি মিসেস জাভেরীর আমার উপর এত রাগ কেন? তিনি আমাকে শাসিয়েছিলেন যদি তাড়াতাড়ি এই

কেসের তদন্ত শেষ না করি তাহলে আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে···কিন্তু আমি জানতাম যে জমনাদাস জাভেরী কিংবা বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া কোম্পানী সহজে আমাকে বিদায় দেবেন না। তারা তদন্ত শেষ করার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু গত রাত্রে জমনাদাস জাভেরী মারা গেছেন। এখন আমার ভবিষ্যৎ কী হবে বলতে পারছি না···। অবশ্য আর দু'এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ত এই তদন্ত শেষ করা যেত।

বায়রন আবার বলতে লাগল তোমাকে আরো দু'একটা খবর দেব। সেদিন আমি বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার রতন বিলমোরিয়ার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলাম। তাকে বললাম, দেখুন এই তদন্ত করবার দুটো পথ খোলা আছে। আপনারা যে কোন একটি পথ অবলম্বন করতে পারেন। যদি আমাকে কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে আমার কথানুযায়ী এবং প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে দিতে হবে। অর্থাৎ সংক্ষেপে, আমাকে এই কাজ করবার পুরো স্বাধীনতা দিতে হবে। তদন্ত শেষ হলে আমি আপনাদের কাছে রিপোর্ট পেশ করব। তদন্ত শেষ হবার আগে কোন জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না। আর দ্বিতীয় পথ হল, তদন্তের পুরো কাজকর্ম পুলিশের হাতে তুলে দিন। কিন্তু পুলিশের কাছে এই কাজের দায়িত্ব তুলে দিলে পুলিশ জাভেরী পরিবারের অনেক কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কাহিনী জানতে পারবে। শুধু তাই নয়, তারা হয়ত সন্দেহ করবে অরুণদাস জাভেরী নিশ্চয় অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোকেন, হেরোনের স্মাগলিং-এর কাজ করছিল। পুলিশ এই ধরনের কোন সন্দেহ করলে জাভেরী পরিবারের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না।

চৌগুলে বায়রনের যুক্তিগুলি শুনে হাসলেন। পরে বললেন, সত্যি বায়রন তোমার অনুমান একেবারে মিথ্যে নয়। মিসেস জাভেরীও আজ কথা প্রসঙ্গে বললেন, পুলিশের কাছে এই খবর দেওয়া হয়নি কারণ তুমি বলেছিলে এই কেস পুলিশের হাতে তুলে দিলে জাভেরী পরিবারের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। আমি জানতে চাই, তুমি কেন এই প্রস্তাব করেছিলে ?

সহজ কারণ। কিছুদিন আগে আমার অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে তার অবৈধ কাজকর্ম নিয়ে কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম তার কাজকর্মের কিছু খবরাখবর আমি জানি। আমি তাকে আরো বলেছিলাম যদি সে তার এইসব নোংরা কাজ বন্ধ না করে তাহলে তার বিপদ হতে পারে। এছাড়া লোকটাকে জেলে পুরবার মত কিছু তথ্যও সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু তার আগেই লোকটা খুন হয়ে গেল।

অবশ্য সেদিন অস্কার বারগাঞ্জা আমার অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়নি। এই আলাপ আলোচনার দুদিন পরে অরুণদাস জাভেরীকে ড্রাগসের নেশা অবস্থায় মেরিন লাইনের কাছে দেখতে পেয়েছিলাম। তার মুখে ছিল হেরোন, কোকেনের গন্ধ। অরুণদাস জাভেরী আমাকে দেখে একেবারে খুশি হয়নি। বরং আমাকে গালিগালাজ করতে লাগল। বলল, আমি তার বিমাতা অর্থাৎ ডলি জাভেরীর

স্পাই। তার সংস্থা তার উপর নজর রাখবার জন্যে আমাকে নিয়োগ করেছেন। এই আলাপ আলোচনার সময় অরুণদাস আমার উপর রেগে গিয়েছিল। আমি তাকে ট্যাক্সীতে উঠিয়ে দিলাম। পরে খবর নিয়ে জানলাম যে অরুণদাস ক্রফোর্ড মার্কেটের সামনে ট্যাক্সী থেকে নেমে যায়। ওখানে কেন গিয়েছিল এবং কার কাছে গিয়েছিল এখনও বলতে পারব না।

আমি ভেবেছিলাম আবার অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে দেখা করব এবং তাকে সাবধান করে বলব যে আমি তার অতীত, অর্থাৎ তিনি কে জানবার চেষ্টা করছি এবং তার সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমি ভেবেছিলাম অস্কার বারগাঞ্জা বোম্বাই থেকে চলে যাবে। অস্কার বারগাঞ্জা এখান থেকে চলে গেলে অরুণদাস মুক্তি পাবে এবং সে তার বাবার কাছে ফিরে আসবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করলে কেউ জাভেরী পরিবারের কলঙ্কের কথা আর জানতে পারবে না।

চৌগুলে বললেন, বায়রন তোমার প্ল্যান চমৎকার ছিল কিন্তু প্ল্যান কার্যকরী করবার আগেই অস্কার বারগাঞ্জা খুন হয়ে গেল। যখনই তুমি কোন নতুন প্ল্যানের কথা চিন্তা কর তখনই গোলমাল শুরু হয়।

বায়রন কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চৌগুলে তুমি যাই বল না কেন, এই অস্কার বারগাঞ্জা বেশ ধুরন্ধর, সেয়ানা ব্যক্তি ছিল। দুঃখের বিষয় বোম্বাই কিংবা গোয়ার পুলিশ অস্কার বারগাঞ্জার অতীত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি। হয়ত জানবার চেষ্টা করেনি। আমার মনে হয় লোকটার অতীত জীবন কুয়াসায় ঢাকা ছিল। আমি জানতে চাই, অস্কার বারগাঞ্জা কে? কী তার অতীত?

চৌগুলে মাথা নেড়ে বললেন, অরুণদাস জাভেরী বেঁচে গেছে যদিও তার অবস্থা সঙ্গীন। ডাক্তার এখনও সঠিক বলতে পারছে না অরুণদাস আদৌ বেঁচে উঠবে কিনা। অরুণদাসকে যশলোক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। তার জ্ঞানও ফিরে আসেনি। একটু থেমে চৌগুলে বললেন, আচ্ছা বায়রন আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। অরুণদাস কী কারণে ভিয়াণ্ডিতে 'ডন জুয়ান' হাউসবোটে গিয়েছিল? তার যাবার কী উদ্দেশ্য ছিল? অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে কী তার কোন বোঝাপড়ার কিংবা কোন গোপনীয় ব্যাপার নিয়ে মীমাংসা করবার কথা ছিল? অরুণদাসের বোঝা উচিৎ ছিল যে ঝগড়া বিবাদ কিংবা লড়াই হলে সে অস্কার বারগাঞ্জার যুগ্যি ছিল না।

বায়রন এর জবাবে বলল, চৌগুলে তুমি জান অরুণদাস কোকেন, হেরোন খেত। তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব কিংবা স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার কোন ক্ষমতা ছিল না। এছাড়া অরুণদাস জুয়ো খেলত, তাস এবং মহালক্ষ্মীর মাঠে প্রচুর টাকা হেরেছিল কিংবা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হারানো হত। এই কারণেই অরুণদাস তার বাবার কাছ থেকে টাকা নিত।

অস্কার বারগাঞ্জা বুঝেছিল একদিন না একদিন তার কুকর্মের খবর জমনাদাস

জাভেরী জানতে পারবেন। তার মানেই হল পুলিশও জানতে পারবে অস্‌কার বারগাঞ্জা কী কুকর্ম করছে। এরপর আমি গিয়ে বারগাঞ্জাকে পাকড়াও করলাম এবং তাকে ধমক দিলাম, বললাম, যদি সে অরুণদাস জাভেরীকে 'ব্ল্যাকমেল' করা বন্ধ না করে তাহলে তার বিপদ আসন্ন।

এরপর অস্‌কার বারগাঞ্জা হয়ত ভয় পেয়েছিল। তাই সে বোম্বাই থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল। খুব সম্ভবত অরুণদাস জাভেরী জানতে পেরেছিল অস্‌কার বারগাঞ্জার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাই সে গিয়ে ভিয়াণ্ডি হাউসবোটে উপস্থিত হল।

এবার তোমাকে আর একটা কথা বলব। অস্‌কার বারগাঞ্জা কোকেন, হেরোন, সোনা স্মাগলিং-এর ব্যবসা করে, জুয়ো খেলে, রেসকোর্সের ডবল, ট্রিপল টোটের টাকা থেকে বেশ কিছু পয়সা করেছিল। কিন্তু অস্‌কার বারগাঞ্জার একটি বড় ব্যবসা ছিল, 'ব্ল্যাকমেলিং'। এই 'ব্ল্যাকমেলিং' থেকে তার ভাল আয় হত। এছাড়া ব্ল্যাকমেলিং করে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপর তার বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তার প্রমাণও খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি অরুণদাস জাভেরী অস্‌কার বারগাঞ্জাকে অনেক I.O.U. কাগজ লিখে দিয়েছিল। সেই কাগজগুলি বারগাঞ্জার হাত থেকে উদ্ধার করাও ছিল অরুণদাস জাভেরীর একটি বড় কাজ।

চৌগুলে মন দিয়ে বায়রনের কথাগুলি শুনলেন। পরে ভেবেচিন্তে বললেন, যদি স্বীকার করে নেয়া যায় অরুণদাস খুব ভাল গুলি চালাতে জানত, তাহলে তার রিভলবারের এক গুলিতেই অস্‌কার বারগাঞ্জার মৃত্যু হবার কথা। অরুণ-দাস কয়টা গুলি ব্যবহার করেছিল সেইটে নিয়ে আর একটু তদন্ত করে দেখা দরকার। কারণ আমার মনে হয় না অরুণদাসের হাত পাকা শিকারীর হাত ছিল।

বায়রন চুপ করে রইল। চৌগুলের কথার কোন জবাব দিল না।

এবার চৌগুলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। যাবার আগে বললেন, তোমার এই খবরগুলি মূল্যবান এবং কৌতূহলদ্দীপক। এই তদন্তের ব্যাপারে তোমার মতামত খুব পরিষ্কার। তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বায়রন জিজ্ঞেস করল, অরুণদাস জাভেরীর বিরুদ্ধে তোমরা কী অভিযোগ আনছ?

প্রশ্ন করে বায়রন ভাবল চৌগুলে হয়ত তার এই প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবেন।

যদি অরুণদাস বেঁচে ওঠে তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা করব। কারণ আমাদের মনে হয় অরুণদাসের গুলিতেই অস্‌কার বারগাঞ্জা মারা গেছেন। অবশ্য আমরা 'পোস্ট মর্টম' এবং 'ফরেনসিক' রিপোর্টের জন্যে দেরী করছি। এছাড়া অরুণদাসের বিরুদ্ধে আর কী অভিযোগ আনতে পারি বল।

কিন্তু অরুণদাস জাভেরী যদি কোর্টে প্রমাণ করতে পারে যে অস্‌কার

বারগাঞ্জার গুলির হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই—বলতে পার, নিজের আত্মরক্ষার জন্যে গুলি চালিয়েছিল তাহলে পুলিশ কী বলবে? তোমার কেস দুর্বল হবে। এখন প্রশ্ন হল আগে কে গুলি চালিয়েছিল। অরুণদাস না অস্কার বারগাঞ্জা? বায়রন চৌগুলেকে প্রশ্ন করল।

চৌগুলে ভেবে বললেন, বায়রন তোমার প্রশ্নটি ভাল কিন্তু জবাব দেওয়া শক্ত। তবে বলেছি তো আমরা পোস্টমর্টম এবং ফরেনসিক রিপোর্টের জন্যে দেরী করছি। আচ্ছা, থ্যাঙ্কস ফর অল দি ইনফরমেশন।

চৌগুলে চলে গেলেন।

বায়রন এবার কাগজের সংবাদ নিয়ে, অর্থাৎ ভিয়াগুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। হাউসবোট থেকে সে অনেক প্রয়োজনীয়, গোপনীয় তথ্য নিয়ে এসেছিল। ঠিক করল সিন্দুকে যে চিঠি পাওয়া গিয়েছিল সেইগুলি পড়তে হবে। ডলার ও সুইস কারেন্সীগুলি ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। জাল কিনা এবং সবশেষে তার 'ভিক্টরের' কথা মনে হল।

এই 'ভিক্টর' কে? একি ঘোড়ার না মানুষের নাম? হয়ত ঘোড়া এবং মানুষ ভিক্টরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিংবা হয়ত আছে। কারণ মাধবন শংকর ভিক্টরকে লিখেছেন, 'আমাদের তৃতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ 'থার্ড ম্যানের' নাম হল বায়রন ঘাউস, বোম্বাই...।'

বায়রন ভাবতে লাগল যে ভিক্টরের খবর সংগ্রহ করা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ কাজটি প্রয়োজনীয় না হলে মাধবন শংকর তাকে এই চিঠি লিখতেন না।

বায়রন আবার ডলি জাভেরীকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগল। ডলি জাভেরী সত্যিই সুন্দরী এবং সেক্সী এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না কিন্তু তার চরিত্র হল এক গোলকধাঁধা। বায়রন ডলি জাভেরীর চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে পারল না।

বায়রন ভাবতে লাগল বৃদ্ধ জমনাদাস জাভেরী এই অল্প বয়স্কা নারীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন কেন? এই বিয়ের পেছনে কী অন্য কোন রহস্য ছিল? ডলি জাভেরীর কী অরুণদাসের সঙ্গে কোন প্রেম ছিল? বায়রন এ পর্যন্ত তদন্ত করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে সেই তথ্যগুলি সাজালে পর ধাঁধার কোন জবাব পাওয়া যায় না। এবার বায়রনকে অসম্পূর্ণ তদন্ত শেষ করতে হবে।

আর একটি প্রশ্ন বায়রনের মনে জাগল। ভিয়াগুর শিব মন্দিরের পুরোহিত বলেছেন যে গতরাত্রে প্রায় সাড়ে এগারটার সময় এক সুন্দরী মেয়ে ঐ হাউসবোটে গিয়েছিল। মেয়েটি কেন এত রাত্রে 'ডন জুয়ান' হাউসবোটে গিয়েছিল অর্থাৎ খুনের আগে না পরে? এর একটা স্পষ্ট কারণ জানা দরকার। হয়ত ঐ সময়ে মেয়েটি অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল? মেয়েটি যে ডলি জাভেরী সে বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ ডলি জাভেরী সাদা মার্সিডিজ বেনজ ব্যবহার করে থাকেন।

এর পর ডলি জাভেরী সম্বন্ধে তার মনে আরো কয়েকটি প্রশ্ন জাগল। ডলি জাভেরী তাকে বলেননি যে তিনি অস্কার বারগাঞ্জাকে চিনতেন। অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে ডলি জাভেরীর কোন পরিচয় না থাকলে রাত সাড়ে এগারটার সময় কেন তিনি গাড়ি করে ভিয়াণ্ডিতে যাবেন? ঐ রাত্রে গাড়ি করে অতদূরে যাবার নিশ্চয় বিশেষ কোন জরুরী কারণ ছিল।

এছাড়া রাত সাড়ে এগারোটার সময় বীচ ক্যাণ্ডি হাসপাতালে জমনাদাস জাভেরী মারা গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে কি ডলি জাভেরী স্বামীর কাছে ছিলেন না। বায়রন নিজেও 'ডন জুয়ান' মোটর বোটে রাত সাড়ে বারোটার সময় গিয়েছিল। হয়ত তার একঘণ্টা আগে ডলি জাভেরী ঐ হাউস বোটে গিয়েছিলেন। মন্দিরের পূজারী স্পষ্ট করে বলেছেন যে মেয়েটিকে দেখতে সুন্দরী ছিল এবং তিনি এক সাদা বিলেতি মোটর গাড়ি করে ঐখানে গিয়েছিলেন।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর বায়রন ঠিক করল পরের দিন একবার বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া সন্সের সিনিয়র পার্টনার রতন বিলমোরিয়ার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে। রতন বিলমোরিয়াকে কয়েকটি প্রশ্ন করা দরকার। রতন বিলমোরিয়া তার দপ্তরেই ছিলেন। বায়রনকে বেশিক্ষণ দেরী করতে হলনা।

রতন বিলমোরিয়া বললেন, মিঃ ঘাউস, এই হাউস বোটে অরুণদাস জাভেরীকে আহত অবস্থায় পাওয়া এবং ঐ সময়েই জমনাদাস জাভেরীর বীচ ক্যাণ্ডি হাসপাতালে মৃত্যু হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি ভাবতেই পারিনি একই দিনে বাপ মারা যাবেন এবং ছেলে রিভলবারের গুলিতে আহত হবে।

বায়রন জমনাদাস জাভেরীর মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়ে বলল, সত্যি জমনাদাস জাভেরীর মৃত্যুতে আমি বিশেষভাবে দুঃখিত। আমার মনে হয় স্বামীর মৃত্যুর সময় মিসেস জাভেরী তার স্বামীর মৃত্যু শয্যার পাশে ছিলেন।

এবার জবাব দিতে গিয়ে রতন বিলমোরিয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়ল! তিনি বললেন, সত্যি মিঃ ঘাউস, বড়ো দুঃখের বিষয়, যে স্বামীর মৃত্যুর সময় মিসেস জাভেরী হাসপাতালে ছিলেন না।

কেন? বায়রন তার মনের কৌতূহল চেপে গিয়ে এই ছোট্ট প্রশ্ন করল।

রাত সাড়ে নটা থেকেই মিঃ জাভেরীর অবস্থা সঙ্গীন হয়। ঐ সময়ে মিসেস জাভেরীকে তার বাড়িতে টেলিফোন করা হয়। বলা হয়েছিল, আপনি এক্ষুনি হাসপাতালে চলে আসুন! মিঃ জাভেরীর অবস্থা গুরুতর এবং সংকটজনক। আমাকেও হাসপাতাল যাবার জন্যে খবর দেয়া হয়েছিল। আমি টেলিফোন পাবার পর এক মুহূর্তও দেরী করিনি। হাসপাতালে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম মিসেস জাভেরী তখনও এসে উপস্থিত হননি। ইতিমধ্যে মিঃ জাভেরীর অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পরে মিঃ জাভেরী মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। আমি মিসেস জাভেরীকে টেলিফোন করলাম। বাড়ির ঝি বলল, মিসেস জাভেরী বেশ কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন।

অর্থাৎ হাসপাতালের টেলিফোন পাবার পর। পরে মিসেস জাভেরী হাসপাতালে গিয়ে পেঁছুলেন রাত পৌনে একটার সময়।

বায়রন রতন বিলমোরিয়ার জবাব শুনে অবাক হল না। মনে মনে ভাবল তাহলে রাত সাড়ে দশটার সময় হাসপাতালের টেলিফোন পাবার পর মিসেস জাভেরী ভিয়াণ্ডিতে গিয়েছিলেন। উনি এত দেরী করে হাসপাতালে পেঁছুলেন কেন? কাম্বালা হিল থেকে বীচ ক্যাণ্ডি হাসপাতাল প্রায় পনের মিনিটের রাস্তা। অথচ এইটুক্ পথ অতিক্রম করতে তার প্রায় দুঘণ্টা সময় নিল। বায়রন বলল মিঃ বিলমোরিয়া আমার কাছে মিসেস জাভেরীর এই দেরীতে গিয়ে হাসপাতালে পেঁছুনোর ব্যাপারটি খুবই রহস্যজনক।

অবশ্যি রতন বিলমোরিয়া বায়রনের এই প্রশ্নে অবাক হলেন না। বললেন, আমি মিসেস জাভেরীর হাসপাতালে দেরীতে পেঁছুবার ব্যাপারে একটুও অবাক হইনি। কারণ মিসেস জাভেরী আমাকে বললেন যে হঠাৎ রাস্তায় তার গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়। তিনি আর কী করবেন? অমন দামি গাড়ি তো আর রাস্তায় ফেলে যেতে পারে না। বিশেষ করে অত রাত্রে। উনি গাড়ি গ্যারেজে তুলে দিয়ে হাসপাতালে চলে আসেন। বললাম তো ইতিমধ্যে তার স্বামী মারা গিয়েছিলেন?

বায়রন ভাবল মিসেস জাভেরী রতন বিলমোরিয়া কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। ভিয়াণ্ডিতে যাবার কথা একেবারে চেপে গিয়েছিলেন।

বায়রন বিষয়টি নিয়ে রতন বিলমোরিয়ার সঙ্গে আব কোন কথা বলল না। তার আর কিছু প্রয়োজনীয় খবর জানবার দরকার ছিল। এই খবরগুলি ছোট হলেও তার কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বায়রন ঠিক করল এই খবরগুলি সংগ্রহ করবার জন্যে সে ছটুরামকে ব্যবহার করবে? ছটুরাম তার একজন পুরানো সাগরেদ। ছটুরাম এক কালে ছিল পকেটমার। শেরটন, তাজ হোটেলের আশেপাশে ট্যুরিস্টদের পকেট মারত। বহুবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল কিন্তু বায়রনের সাহায্য নিয়ে ছটুরাম পুলিশের হেপাজত থেকে বেরিয়ে যায়। ছটুরাম বায়রনের অনেক কাজ করত।

বায়রন ছটুরামকে টেলিফোন করল। শেরটনের এক ট্যাক্সি স্টাণ্ডে টেলিফোন করলে ছটুরামকে পাওয়া যায়। বায়রন টেলিফোন করবার সঙ্গে সঙ্গে ছটুরাম চলে এল।

বায়রন বলল ঃ ছটুরাম, আমার কয়েকটা খবর চাই।

বলুন স্যর আপনার কী খবর দরকার? ছটুরাম বিনয়ের কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

শোন ছটুরাম, কাম্বালা হিলে এক বড়লোক, ধনী ব্যবসায়ী আছেন। দুদিন আগে এই ব্যবসায়ী মারা যান।

এই ব্যবসায়ীর নাম হল জমনাদাস জাভেরী। এই ভদ্রলোকের এক সুন্দরী অল্পবয়সী স্ত্রী আছেন। বয়স আটত্রিশের কোঠায়। মেয়েটির নাম ডলি

জাভেরী। আমি এই ডলি জাভেরীর অতীত জীবনের ইতিহাস জানতে চাই। এই ডলি জাভেরী কে ছিলেন, বিয়ের আগে তার কী পদবী ছিল, তার বাবার নাম কি, তিনি ধনী না গরীব ছিলেন, কি কাজ করতেন এবং তার জুয়ো খেলা কিংবা ড্রাগসের নেশা ছিল কিনা এই খবরগুলি আমার দরকার। এই খবর সংগ্রহ করবার জন্যে যে খরচ হবে আমি সেই খরচ দেব। কার্পণ্য করনা কিন্তু সত্যি খবর চাই···

আপনি কোন চিন্তা করবেন না স্যার। সাচ্চা খবর এনে দেব।

ছটুরাম বেশ দৃঢ়তাব কণ্ঠে জবাব দিল।

একটি খবর আমার দরকার। ডলি জাভেরীর স্বামী মারা গেছেন। এবার ডলি জাভেরী এক বড় সম্পত্তির মালিক হবেন। কিন্তু আমি আর একটি খবর জানতে চাই।

জমনাদাস জাভেরীর আগের পক্ষের একটি ছেলে আছে। নাম অরুণদাস জাভেরী। নেশা করে, মাদক দ্রব্য, হেরোন কোকেন খায়। বোম্বাইয়ের বড় গুণ্ডা অস্কার বারগাঞ্জা অরুণদাস জাভেরী এবং তার বাবাকে ব্ল্যাকমেল করতেন। কেন এবং কী কারণে করতেন জানি না। জমনাদাস জাভেরী এই ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারে বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি এবং তার সলিসিটার্স ফার্ম বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া আমাকে এই ব্ল্যাকমেলের পুরো রহস্য জানবার জন্যে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু জমনাদাস জাভেরীর তরুণী স্ত্রী অর্থাৎ ডলি জাভেরী এই ব্ল্যাকমেলের কেসের তদন্ত করবার বিরোধী ছিলেন এবং এখনও এই তদন্ত করবার তার ঘোরতর আপত্তি আছে। উনি আমাকে তার আপত্তির কারণ খুলে বলেননি। যাক আমি যে খবর জানতে চাই সেই খবরগুলি যত তাড়াতাড়ি পার আমাকে দিও।

ছটুরাম বলল, স্যর আপনি অনেক প্রশ্ন করেছেন। এসব জানবার জন্যে আমার কয়েকটা দিন সময় চাই।

* * * *

কিছুক্ষণ বাদে বেণীপ্রসাদের টেলিফোন এল।

কিছু খবর পেলে ?

হ্যাঁ স্যর কিছু খবর পেয়েছি। পুরো খবর পাইনি। যাই হোক আপনার এই পাখি, কি জানি তার নাম, অরুণদাস জাভেরী 'ক্রফোর্ড' মার্কেটের বোম্বাই' হোটেলে তার একটি ছোট আস্তানা আছে কিন্তু খবর পেয়েছি যে তিনি বোম্বাই সেণ্ট্রাল স্টেশনের কাছে, লামিংটন রোডে থাকেন। একটি ফ্ল্যাট বাড়ি, ১৭ নম্বর লামিংটন রোড, ৫ নম্বর ফ্ল্যাট। দুই রুমের ফ্ল্যাট। কিন্তু তিনি এই ফ্ল্যাটে একজনের পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকেন। তিনি যার গেস্ট হয়ে থাকেন তিনি হলেন রেসকোর্সের জকি। তার নাম হল 'জিনটনিক।' এই জিনটনিক হল অস্কার বারগাঞ্জার বন্ধু এবং তিনিই প্রতি শনিবারে অরুণদাস জাভেরীকে রেসের টিপস্ দিতেন। এছাড়া 'জিনটনিক' অরুণদাস জাভেরীকে বিভিন্ন

মাদকদ্রব্য, হেরোন, কোকেন ইত্যাদি সাপ্লাই করে থাকেন। 'জিনটনিক' জানে বোম্বাই-র কোন হোটেল কিংবা ড্রাগ পেডলারের কাছে এইসব মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়।

আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাকে দেব। এই অরুণদাস জাভেরীর এক বান্ধবী আছে…তার নাম হল 'শিরীন'। আপনি কী মেয়েটিকে দেখেছেন? না দেখে থাকলে একবার দেখবেন। ওঃ লালা। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যাবে, মনে হবে আপনি কোন মাদকদ্রব্য খেয়েছেন। দেখতে যেমনি সুন্দরী, তেমনি সেক্সী। মেয়েটির পুরো নাম হল 'শিরীন ভাট'। আমার কী মনে হয় জানেন স্যর? মেয়েটি নিশ্চয় বিদেশিনী। দুধে আলতায় রং। এই শিরীন এবং অরুণদাস জাভেরী সম্বন্ধে কিছু খবর বের করবার চেষ্টা করছি। খবর পেলেই আপনাকে দেব।

আপনি নিশ্চয় 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের' দুই মালিক লোটন সর্দার এবং মঞ্জিলকে চেনেন। মঞ্জিলের কাছ থেকে কোন খবর বার করতে পারিনি। লোকটা শয়তান এবং ধুরন্ধর। বলা যায় গভীর জলের মাছ। আমার মনে হয় শিরীনের অসংকার বারগাঞ্জা, লোটন সর্দার এবং মঞ্জিলের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। এরা চারজনে মিলে কোন এক গোপন ষড়যন্ত্র করছে। হয়ত জাভেরী পরিবার কিংবা বলা যায় জমনাদাস জাভেরী এবং অরুণদাস জাভেরীর বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের খবর বার করবার চেষ্টা করছি। খবর পেলেই জানাব।

বায়রন বেণীপ্রসাদকে ধন্যবাদ জানাল। বলল, তুমি আমাকে অনেক মূল্যবান খবর দিয়েছ। এরপর যদি আর কোন নতুন খবর পাও তবে আমাকে দিও।

বেণীপ্রসাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবার পর বায়রন ঠিক করল একবার লামিংটন রোডে অরুণপ্রসাদের 'ডেরায়' গিয়ে হানা দেবে। একটা ট্যাক্সিকে ডেকে বলল, ১৭ নম্বর লামিংটন রোড!

১৭ নম্বর লামিংটন রোড খুঁজে বার করতে তার বিশেষ কোন অসুবিধে হল না। ৫ নম্বর ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক বেরিয়ে এল। বেঁটে, গালে কাটা দাগ, বড় লম্বা জুলপি আছে। লোকটিকে দেখলেই মনে হয় শয়তান।

কী এবং কাকে চাই? লোকটি বায়রনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

বায়রন এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

বিস্মিত অবাক হয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একি মশায়। আপনি কে এবং কি চান?

জিনটনিক নামে রেসকোর্সের জকির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আপনি জিনটনিকের সঙ্গে কথা বলছেন।

আমি বেশি প্রশ্ন করব না। দু'চারটে প্রশ্ন করব। তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। প্রথমত তুমি মহালক্ষ্মীর রেসকোর্সে অনেক আইনবিরোধী কাজ কর। তার বহু প্রমাণ আমার কাছে আছে…

দু চারটে নমুনা দিন? জিনটনিকের এই জবাবে রুক্ষতার সুর ছিল।

অস্কার বারগাঞ্জার নাম শুনেছ? দু'দিন আগে তাকে ভিয়াণ্ডিতে খুন করা হয়। তার একটি অপরাধ ছিল রেসকোর্সে, বিশেষ করে তোমার সঙ্গে একজোট হয়ে সে বহু রেস অবৈধভাবে জিতেছে। মৃত্যুর পর তার ডায়েরী থেকে আমরা তোমার নাম এবং রেসকোর্সে তুমি যেসব অন্যায় কাজ করতে তার বিবরণ পেয়েছি। কাজেই কোন কথা লুকোবার চেষ্টা কর না।

মিথ্যে কথা। আমি রেসকোর্সে কোন অন্যায় কাজ করিনি। আপনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যান…এই বলে জিনটনিক বায়রনকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বায়রন জিনটনিকের হাত জোরে চেপে ধরল।

ধাক্কা দিয়ে কিছু হবে না। বরং আমি যা জানতে চাই, তার জবাব দাও .. বায়রনের কণ্ঠস্বর ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছিল।

আমি কিছুই জানি না…জিনটনিক পাল্টা জবাব দিল।

অস্বীকার করে লাভ হবে না, বরং তোমার বিপদ বাড়বে। যে প্রশ্ন করছি তার জবাব দাও।

যদি না দিই, তাহলে কী হবে…আবার অসহিষ্ণুতার সুরে জিনটনিক জবাব দিল।

বললাম তাহলে তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। তোমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হল তুমি রেসকোর্স ঘোড়াদের ড্রাগস খাওয়াতে, দ্বিতীয় অভিযোগ তুমি প্রতিটি রেসে হেরাফিরি করতে। তিন, তুমি ড্রাগস বিক্রী করতে। আমি আরো জানি যে অরুণদাস জাভেরীকে তুমি নিয়মিত ভাবে ড্রাগস, হেরোন, কোকেন সাপ্লাই করতে। কারণ অস্কার বারগাঞ্জা তোমাকে বলেছিল অরুণ-দাসকে নিয়মিত ভাবে হেরোন ও কোকেন দেওয়া হয়।

মিথ্যে কথা। আপনি এ সব কী বলছেন? আমার বিরুদ্ধে গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ করছেন। জিনটনিক বলল।

তুমি জান আমি সত্যি কথা বলছি। তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব, শিরীন কে?

শিরীন! আমি ঐ নামের কাউকে চিনি না বা জানি না…।

তুমি জান শিরীন এই অরুণদাসের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত এবং অরুণদাসকে হেরোন, কোকেন খেতে দিত। জিনটনিক, এখনও সময় আছে। আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর। যদি সহযোগিতা না কর, তাহলে বাধ্য হয়ে আমি তোমাকে ইনসপেক্টর চৌগুলের হাতে তুলে দেব।

জিনটনিক বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, আপনি বেশ মজাং

কথা বলছেন। একবার বললেন আমি যদি আপনার কাছে কিছু না বলি তাহলে আপনি আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। এদিকে আমি যদি আপনার কাছে সব কথা খুলে বলি তাহলে আমার বন্ধুরা কিংবা বলতে পারেন আমি যাদের কাজে সাহায্য করেছি তারা আমাকে খুন করবে। আমার হল উভয় সংকট। আপনি এর জবাবে কি বলবেন ? আমি কোন পথ বেছে নেব ? পুলিশকে না আমার বন্ধুদের ?

আমি যা জানতে চাই সেই কথা বল। তোমার কোন বিপদ হবে না।

জিনটনিক চুপ করে রইল। হয়ত ভাবতে লাগল কি করবে ?

বলুন আপনি কোন প্রশ্নের প্রথম জবাব চান ? জিনটনিক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর জিজ্ঞেস করল।

প্রথম প্রশ্ন হল অরুণদাস জাভেরী কী এই ফ্ল্যাটে থাকতেন ?

থাকতেন বললে ভুল বলা হবে। তিনি রাতটা প্রায় বাইরে কাটাতেন... জিনটনিক জবাব দিল। সব সময় তিনি একটি মেয়েটির সঙ্গে কাটাতেন। কোথায় থাকতেন বলতে পারব না ··· ।

ঐ মেয়েটিকে তুমি চেন ?

অল্প বিস্তর। কারণ অরুণদাস যখনই এই ফ্ল্যাটে আসতেন তখনই ঐ মেয়েটি তার সঙ্গে থাকত।

মেয়েটির নাম কী ? শিরীন ?

হ্যাঁ।

এবার বল অস্কার বারগাঞ্জা মারা যাবার দিন অরুণদাস জাভেরী কোন সময়ে এই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

বিকেলে—না, সন্ধ্যাবেলা, প্রায় ছটার সময়।

তারপর ? বায়রন খুবই ছোট প্রশ্ন করল।

তারপর রাত প্রায় সাতটার সময় আবার আর একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এলো···

ছেলে না মেয়ে ? বায়রনের পরবর্তী প্রশ্ন ছিল।

বলতে পারব না। আমি অত নজর দিয়ে দেখিনি। হয়ত শিরীনই এসেছিল। তবে এ হল আমার আন্দাজ. অনুমান। কারণ শিরীন ছাড়া অন্য কেউ অরুণদাসের সঙ্গে কাছে আসত না।

পরে অরুণদাস কী শিরীনের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলেন ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

না, আমার যতদূর মনে হয় মেয়েটি আগেই চলে গিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে অরুণদাস নিজে একাই বাইরে গিয়েছিলেন।

তুমি যা বলছ সত্যি ?

আমার মিথ্যে কথা বলবার কোন কারণ নেই। কারণ তিনি আমাকে একটি ট্যাক্সি ডাকতে বললেন, আমি তাকে একটি ট্যাক্সি ডেকে দিলাম।

তখন তার শরীরের এবং মানসিক অবস্থা কেমন ছিল ?

ভালোই ছিল। কারণ সাধারণত, তিনি রাত ন'টার পর নেশা করতেন।

উনি ট্যাক্সি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন জান ?

খুব সম্ভবত অপেরা হাউসে, কারণ তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন, তাকে অপেরা হাউসের কাছে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি। অপেরা হাউস এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়…মাত্র দশ মিনিটের পথ।

জিনটনিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল, অরুণদাস খুবই ব্যস্ত ছিলেন। ভাল করে নিজের জামা-কাপড় পরবার সময়ও পাননি। বেশভূষা এলোমেলো ছিল।

এত তাড়াতাড়ি বাইরে যাবার নিশ্চয় কোন কারণ ছিল ? বায়রন জিজ্ঞেস করল। জিনটনিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তাড়াতাড়ি বাইরে যাবার কোন কারণ ছিল কিনা আমি জানি না। ইতিমধ্যে অরুণদাস জাভেরী একখানা চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিখানা নিশ্চয় কেউ দরজার ফাঁক দিয়ে রেখে গিয়েছিল।

তুমি কি করে জানলে যে অরুণদাস একখানা চিঠি পেয়েছিলেন।

জিনটনিক বলল, মেয়েটি অরুণদাসের সঙ্গে ঐ চিঠি নিয়ে আলোচনা করছিল। ঐ চিঠির কথা আমি নিজের কানে শুনেছি। কারণ মেয়েটি জিজ্ঞেস করছিল এবার তুমি কী করবে ?

এর জবাবে অরুণদাস বলল, ভেবে দেখি কী করা যায়।

এবার বল অরুণদাস হেরোন, কোকেন কোথা থেকে পেত ? বায়রনের এই প্রশ্নে দৃঢ়তা ছিল।

জিনটনিক একটু ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, স্যার হেরোন, কোকেনের কথা আমি কিছুই জানি না। হয়ত তার বান্ধবী শিরীনই তাকে এই মাল সাপ্লাই করত…।

তুমি অস্কার বারগাঞ্জাকে চিনতে ?

আমার সঙ্গে অস্কার বারগাঞ্জার বিশেষ কোন বন্ধুত্ব ছিল না তবে পরিচয় ছিল। তার তিনটে ঘোড়া ছিল। আমি সময়-অসময়ে তার ঘোড়ায় চড়তাম।

কোন ঘোড়ায় চড়তে ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

এবার জবাব দেবার সময় জিন টনিকের মুখ শুকিয়ে গেল। তাই প্রথমে সে তার মুখ খুলতে চাইল না।

ঘোড়ার নাম কী বল ? বায়রন আবার কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'ভিক্টর।'

এই নাম বলতে তুমি এত দ্বিধা সংকোচ করছিলে কেন ?

কারণ আছে স্যার। 'ট্রিপল ও ডবল টোটের সময় আমরা 'ভিক্টর' ঘোড়ায় চড়তাম। তার আগে ঘোড়াকে ড্রাগস এবং অন্য কোন ওষুধ খাওয়াতাম। এই সব ড্রাগস ঘোড়ার শক্তি বাড়াত। ঘোড়া দৌড়বার সময় বেশি জোর পেত।

আপনি তো জানেন স্যার, রেসের আগে এই ধরনের ওষুধ ঘোড়াকে খাওয়ানো

নিষেধ। যদি রেসের কর্তৃপক্ষ ঘোড়াকে ওষুধ খাওয়াবার কথা জানতে পারত তাহলে আমরা সবাই বিপদে পড়তাম। বিশেষ করে আমি এবং ঘোড়ার ট্রেনার।

এবার বল, অস্কার বারগাঞ্জা এই ঘোড়া কবে এবং কার কাছ থেকে কিনেছিলেন? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

প্রায় আড়াই বছর আগে। ঘোড়ার প্রথম মালিকের নাম আমি জানি না। তবে অস্কার বারগাঞ্জা আমাকে বলেছিলেন যে এই ঘোড়ার মালিক তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন বলা যায় বিজনেস পার্টনার।

ওদের বিজনেস কী ধরনের ছিল তার কোন খবর রাখো?

না স্যর। তবে মনে হয়না অস্কার বারগাঞ্জা কোন ভাল এবং আইনসঙ্গত কাজ কিংবা ব্যবসা করতেন···

একটু চুপ করে থেকে বায়রন বলল, শোন জিনটনিক তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। আমার কথা যদি শোন তাহলে তোমার কোন বিপদ হবে না। আর যদি আমার কথা না শোন তাহলে তুমি বিপদে পড়বে···

কী বিপদ শুনি?

বিপদ আর কিছুই নয়। পুলিশ দু'একদিনের মধ্যে এই ফ্ল্যাটে এসে অরুণদাসের খোঁজ করবে। ঐ সময়ে পুলিশ যদি তোমাকে এখানে দেখতে পায় তাহলে তোমার বিপদ হবে। কারণ তুমি ছিলে অস্কার বারগাঞ্জার বন্ধু এবং পুলিশের খাতায় বারগাঞ্জার সব বন্ধুদের নাম লেখা আছে।

তাহলে আমি কী করব স্যর?

আজই এখান থেকে পালিয়ে যাও···এমন জায়গায় যাবে পুলিশ যেন জানতে না পারে তুমি কোথায় গেছ···নইলে তুমি অস্কার বারগাঞ্জার খুনের কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে···

ভয়ে জিনটনিকের মুখ শুকিয়ে গেল। পুলিশ নিয়ে সে কোন হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চায় না···

আপনি কোন চিন্তা করবেন না স্যর···আমি আজই এখান থেকে সটকে পড়ছি। এমন জায়গায় যাব পুলিশ আদৌ জানতে পারবে না, আমি কোথায় পালিয়ে গেছি।

চমৎকার! বায়রন ছোট জবাব দিল।

* * *

শেরটন বার।

ছটুরাম বায়রনের জন্যে বারে প্রতীক্ষা করছিল। ছটুরাম মিরিয়ামকে টেলিফোন করে বলেছিল, বায়রনের সঙ্গে তার দেখা হওয়া একান্ত দরকার। বায়রনের জন্যে সে কি শেরটনের বারে প্রতীক্ষা করবে?

বায়রন সন্ধ্যা সাতটার সময় শেরটন বারে গিয়ে পৌঁছুল।

কী খবর ছটু, কিছু খবর পেলে? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

স্যর বান্দাকে যখন একবার হুকুম দিয়েছেন, তখন কী আপনার কাজ না করে পারি ? কিছু খবর পেয়েছি। আরো খবর যোগাড় করছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

বায়রন দুটো ডবল স্কচের অর্ডার দিল।

শেরটনের বেয়ারা আবদুল দুটো 'ডবল-স্কচ' টেবিলে রেখে গেল। বায়রন তার গ্লাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, বল, ছটুরাম তোমার কাছে কী খবর আছে ?

স্যর এই জমনাদাস জাভেরীর যুবতী স্ত্রী ডলি জাভেরী হলেন দিল্লির মেয়ে। বিয়ের আগে তার নাম ছিল ডলি মালহোত্রা। তার বাবার নাম হল ব্রিগেডিয়ার রায়চাঁদ মালহোত্রা। সৈন্যবাহিনীর 'আর্মস এ্যাণ্ড ইকুইপেণ্ট' ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন। তার আর এক ভাই হলেন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সাইফার কোড দপ্তরের কর্তা।

আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে ব্রিগেডিয়ার রায়চাঁদ মালহোত্রার সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন সেকশনে অনেক বন্ধু আছে। অর্থাৎ তিনি সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করলেও সৈন্যবাহিনীর সব খবরই তিনি রাখেন।

ব্রিডেডিয়ার রায়চাঁদ মালহোত্রা কাজে বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং সৈন্যবাহিনীতে তার বিশেষ সুনাম ছিল। কিন্তু আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে রায়চাঁদ মালহোত্রার জুয়ো খেলার প্রতি তীব্র নেশা ছিল। সেই নেশা অনেকটা ড্রাগস্ খাবার মত। ব্রিগেডিয়ার মালহোত্রা বিভিন্ন ধরনের জুয়ো খেলতেন। তাস, রেস, রুলেট খেলে তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনী এখনও এই খবর জানে না। আর একটা খবর জানতে পেরেছি যে মালহোত্রা জুয়ো খেলে সর্বস্বান্ত হলেও তার শৌখিন জীবনযাপনে কোন ভাটা পড়েনি। প্রশ্ন হল ব্রিগেডিয়ার রায়চাঁদ মালহোত্রা এই সৌখিন জীবন যাপনের টাকা কোথায় পেতেন ?

এবার ডলি মালহোত্রা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর পেয়েছি। আরো খবর পাবার আশা রাখি।

বায়রন জিজ্ঞেস করল, এই অসকার বারগাঞ্জা কে ? তার কিছু খবর পেলে ?

অসকার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে আপনিই হয়ত আমার চাইতে বেশি জানেন। তবে গোয়ার পুলিশের কাছে খোঁজখবর নিচ্ছি। কোন এক সময়ে লোকটা গোয়ার বাসিন্দা ছিল।

ছটুরামের খবরে বায়রন কতটা সন্তুষ্ট হয়েছিল তার মুখ দেখে বোঝা গেল না। এবার সে শুধু বলল, ছটু, আমার আর একটি জরুরী, প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে। অবশ্যি তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণ তুমি বড্ড বেশি বকো। অবশ্যি তুমি যদি আমার এই কাজ কর তাহলে তুমি হাজার টাকা ইনাম পাবে।

ছটুরাম জোড়হাত করে বলল, স্যর, আমি দিব্যি দিয়ে বলছি, আপনি যে কাজ আমাকে করতে বলবেন, সেই কাজ নিয়ে আমি কারো সঙ্গে কোন কথা বলব

না। আপনি হলেন আমার মা-বাবা এবং ইচ্ছে করলেই আপনি আমাকে আবার জেলে পুরতে পারেন। এবার বলুন আমাকে কী করতে হবে ?

প্রথমত তোমার মুখ বন্ধ রাখতে হবে। কারও কাছে এই তদন্তের বিষয় নিয়ে কোন কথা বলবে না। দুই, তোমাকে একটি মেয়ের নাম বলছি। মেয়েটির নাম হল শিরীন। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী এবং সেক্সী। বয়স আঠাশ ত্রিশের কোঠায়। প্রায়ই তাকে 'থ্রী মাস্কেটিয়াস" ক্লাবে দেখতে পাবে।

যাক তোমার কাজ হল কোন একদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে মেয়েটির ফ্ল্যাটের দারোয়ানকে চার ঘণ্টার মত ফ্ল্যাটের বাইরে রাখতে হবে। কবে সেই কাজ করতে হবে তোমাকে পরে বলব। তুমি কোন ভাঁওতা দিয়ে এই দরোয়ানকে বাড়ির বাইরে কোথাও নিয়ে যাবে। আমি বেনীপ্রসাদকে বলব সে যেন ঐ সময়ের জন্যে মেয়েটিকে কোন ক্লাবে, কিংবা বার রেস্তোরায় আটকে রাখবে। ও ব্যাপার নিয়ে তোমায় কোন চিন্তা করতে হবে না। আমি কেন তোমাকে এই ধরনের কাজ বলছি এ নিয়ে কোন প্রশ্ন কর না। যা বলছি তাই করো। মেয়েটি অপেরা হাউসের কাছে একটি বিল্ডিং-এ থাকে। ত্রিশ নম্বর বিল্ডিং। এবং চারতলার একটি বড় ফ্ল্যাট।

এ তো সামান্য কাজ। এ কাজে কোন ভুল করব না, ছটুরাম বলল।

বায়রন বলল, 'হ্যাঁ কাজ করলেই তুমি ইনাম পাবে।'

ঠিক আছে স্যর। কিন্তু স্যর আমার বড্ড টাকার টানাটানি চলছে। এছাড়া ব্রিগেডিয়ার রায়চাঁদ মালহোত্রার খবর বার করবার জন্যে কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল কিনা ?

বায়রন কোন কথা না বলে ছটুরামের হাতে হাজার টাকার নোট গুঁজে দিল।

* * *

ছটুরামকে বিদায় দিয়ে বায়রন 'মিডনাইট ক্লাব বারে' গেল। রাত প্রায় দশটা, সেখান থেকে ইনস্পেক্টর চৌগুলেকে তার বাড়িতে টেলিফোন করল।

চৌগুলে বাড়িতেই ছিলেন। এত রাত্রে টেলিফোন পেয়ে তিনি বিরক্তি বোধ করলেন।

এত রাত্রে তাকে কে টেলিফোন করছে ? ইনস্পেক্টর চৌগুলে ভাবলেন।

আমি বায়রন, হয়ত বায়রনের নাম এবং কন্ঠস্বর শুনে চৌগুলের মনের বিরক্তি ভাব কিছুটা দূর হল।

কী ব্যাপার বায়রন হঠাৎ এই রাত্রে তুমি টেলিফোন করছ ? আবার কেউ খুন হল নাকি ?

একটা জরুরী কাজে তোমার সঙ্গে শলাপরামর্শ করা দরকার। তাই তোমাকে এই রাত্রে টেলিফোন করছি, বায়রন জবাব দিল।

ব্যাপারটি কী খুবই জরুরী ? কাল সকালে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে হয় না, চৌগুলে জবাব দিলেন। তার গলার স্বর ভারী ছিল।

না, কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার সারাংশ বলতে চাই। অবশ্য

বিস্তারিত ব্যাপারটি নিয়ে কাল আলোচনা করব।

বল, শুনি কী বলবে—চৌগুলে হাই তুলেই এই ছোট প্রশ্ন করলেন।

আজ মিসেস জাভেরী আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি চিঠিখানা তোমার সঙ্গে সকালে দেখা করবার পর লিখেছেন। তুমি নাকি তাকে বলেছ যে অরুণদাসের পক্ষ হয়ে লড়াই করবার জন্যে একজন ভাল দক্ষ ক্রিমিন্যাল এডভোকেট নিযুক্ত করতে হবে। কারণ যেমন করে হোক অরুণদাসকে খুনের অপরাধ থেকে বাঁচাতে হবে। তুমি নাকি তাকে আরো বলেছ যে একমাত্র আমি তাকে একজন ক্রিমিন্যাল এডভোকেট নিযুক্ত করে দিতে পারি। আরো বলেছি এই ধরনের কেসের জন্যে বিলমোরিয়া অ্যাণ্ড বিলমোরিয়া উপযুক্ত নয়। মিসেস জাভেরীকে তুমি কেন এই উপদেশ দিতে গেলে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এইতো কাল তুমি আমাকে বললে যে এই খুনের একটি লোককে গ্রেপ্তার করতে পারলে বাকী আসামীদের সহজেই ধরা যাবে। শুধু তাই নয়। তুমি আমাকে আরো বললে তোমার তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে এনেছ। অল্প কিছু কাজ বাকী আছে।

চৌগুলে চুপ করে রইলেন। প্রথমে এই কথার কোন জবাব দিলেন না। একটু পরে বললেন, আজ সকালে মিসেস জাভেরী হঠাৎ বেশ ব্যস্ত হয়ে আমার দপ্তরে এলেন। তাকে শান্ত করবার জন্যে দু'চারটে বেসরকারি উপদেশ দিলাম। সরকারি ভাবে কিছু বলিনি। মিসেস জাভেরী বললেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কাহিল হয়ে পড়েছেন। এদিকে সতীনের ছেলেও মরতে চলেছে। অতএব ওর মনের কথা তুমি বুঝতেই পার।

তুমি ঠিক বলেছ চৌগুলে। মিসেস জাভেরী যে ভেঙে পড়েছেন আমি বুঝতে পারি, বায়রন জবাব দিল।

চৌগুলে আবার বললেন, যাক তোমাকে আর একটা কথা বলব। ডাক্তার বলেছেন অরুণদাস জাভেরীর অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। আজ সকালে সার্জন অপারেশন করে গুলি বার করে নিয়েছেন। তবে এখনও জীবনের কোন আশা দিতে পারছেন না। বলেছেন, যদি উনি বেশি কথা না বলেন, তাহলে হয়ত এই যাত্রায় বেঁচে যাবেন। আজ দুপুরে ওর জ্ঞানও ফিরে এসেছে। অরুণদাস যদি এ যাত্রায় বেঁচে যান, তাহলে ওর বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা করতেই হবে। তাই মিসেস জাভেরীকে বললাম, ওর জন্যে একজন ভাল ক্রিমিন্যাল এডভোকেট নিযুক্ত করুন। আমরা ওর জবানবন্দী থেকে জানতে পারব, কেন অরুণদাস অস্কার বারগাঞ্জাকে গুলি করবার চেষ্টা করেছিল কিংবা আদৌ সে গুলি করেছিল কি না?

বায়রনের মনে হল চৌগুলে ঠিক এবং যুক্তিপূর্ণ কথাই বলেছেন। বুদ্ধিমান, চতুর চৌগুলে।

তুমি সত্যি কথা বলেছ চৌগুলে। দেখি অরুণদাস কী জবানবন্দী দেন— বায়রন বলল।

চৌগুলে বললেন, বায়রন আমি এই খুন, স্মাগলিং-এর ভেতর বেশ রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। কেন জানি না আমার মন বলছে এ শুধু ড্রাগ স্মাগলিং, ব্ল্যাক-মেলিং কিংবা হেরোন, কোকেন খাবার কেস নয়। এই কাহিনীর পেছনে আরো অনেক গোপন রহস্য এবং তথ্য লুকান আছে। হয়ত কিছু গোপনীয় তথ্য আমরা এখনও জানি না, তাই এই কেসের কূলকিনারা করতে পারছি না। কিছুদিন আগে আমার আশা ছিল যে কেসের সমাধান প্রায় শেষ করে এনেছি। কিন্তু প্রতিদিনই আমার মনের সন্দেহ বাড়ছে। কেসটি জটিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বায়রন মনে মনে হাসল। ভাবতে লাগল হঠাৎ চৌগুলে এমন কী তথ্যের সন্ধান পেলেন যার জন্যে তিনি তার মত পাল্টাচ্ছেন। তাই বিস্ময়ের ভান করে বলল, চৌগুলে এসব কথা তো তুমি আমাকে আগে বলোনি। তোমার কী মনে হয় সেদিন রাত্রে ভিয়াণ্ডির ঐ হাউসবোটে আর একজন অর্থাৎ 'তৃতীয় ব্যক্তি' ছিল। আর সেই 'তৃতীয় ব্যক্তি' হল এই খুনের কাহিনীর প্রধান নায়ক।

তুমি ঠিক বলেছ বায়রন। ঐ রাত্রে মোটরবোটে যে একজন 'তৃতীয় ব্যক্তি' ছিল তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে—চৌগুলে বললেন।

কী প্রমাণ? বায়রন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

শোন খুনের দিন রাত্রে প্রায় রাত সাড়ে তিনটের সময় আমাদের কাছে অর্থাৎ পুলিশের এমার্জেন্সী দপ্তরে একটি টেলিফোন এল। টেলিফোনে এক ব্যক্তি বেশ মোটা গলায় বললেন যে বোম্বাইয়ের শহরতলী ভিয়াণ্ডির কাছে এক হাউস-বোটে একজন লোককে খুন করা হয়েছে এবং আর একজন গুরুতররূপে আহত হয়ে পড়ে আছে। ঘটনাস্থলে এক্ষুণি পুলিশ এবং এম্বুলেন্স পাঠান। এমার্জেন্সী স্কোয়াডের সাব-ইন্সপেক্টর আমাকে আরো বললেন, স্যর আমার মনে হয় টেলিফোনের বক্তা ইচ্ছে করেই তার গলার স্বর নকল করেছিলেন কিংবা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে এমার্জেন্সী স্কোয়াডের সঙ্গে কথা বলেছেন। লোকটি তার পরিচয় কিংবা কণ্ঠস্বর গোপন রাখতে চান? কারণ হয়ত তিনি খুনের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কিংবা নিজেই ছিলেন খুনী।

লোকটি যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন তাহলে তার পুরো ঘটনাও জানা আছে। তিনি জানেন এই 'তৃতীয় ব্যক্তি' কে? বায়রন আমার কী মনে হয় জান। অরুণদাস যদি এ যাত্রায় বেঁচে যান তাহলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব। অবশ্য ডাক্তার বর্তমানে আমাদের অরুণদাসকে কোন প্রশ্ন করতে দিচ্ছেন না। আমি জানি অরুণদাস আমাদের কাছে সব কথা স্বীকার না করলেও তার উকিলের কাছে মন খুলে কথা বলবে। ওর কাছে এই তৃতীয় ব্যক্তির নাম নিশ্চয় বলবে। যদি তৃতীয় ব্যক্তির নাম আমরা জানতে পারি তাহলে আমাদের তদন্তের কাজ সহজ হবে এবং কেসটি জোরাল হবে।'

বায়রন চৌগুলের কথগুলি মন দিয়ে শুনল। পরে বলল, বলিহারি চৌগুলে, তুমি অনেক কিছু সত্যি আন্দাজ অনুমান করেছ। তোমার কথাগুলিতে

বেশ যুক্তি আছে।

চৌগুলে বায়রনের জবাবকে এড়িয়ে গেলেন। পরে আবার ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, তোমাকে আর একটা প্রয়োজনীয় খবর দেব। ঐ হাউসবোটে একটি বড় সিন্দুক ছিল। সিন্দুক খুলবার কম্বিনেশন আমাদের জানা ছিল না। তাই চাবিওয়ালাকে ডেকে সিন্দুক ভাঙ্গতে হল। আমরা সিন্দুকের ভেতর কিছুই পাইনি। হয়ত সিন্দুকে টাকা কিংবা অন্য কোন গোপনীয় কাগজপত্র ছিল। নিশ্চয় অন্য কেউ সিন্দুকের কম্বিনেশন জানত এবং সে সমস্ত কিছু নিয়ে গেছে। আমরা আশা করেছিলাম সিন্দুকে অন্য কারও আঙ্গুলের ছাপ পাব। আমরা কোন আঙ্গুলের ছাপ পাইনি। আমরা জানতাম অসৃকার বারগাঞ্জা তার সঙ্গে প্রচুর ক্যাশ টাকা রাখত। ঐ টাকা কোথায় গেল ?

সত্যি চৌগুলে যতোই তোমার মুখে এই কেসের কথা শুনছি ততোই সমস্ত ঘটনা বেশ ইণ্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে, বায়রন বলল। হ্যাঁ, আমিও জানতে চাই সিন্দুকের ভেতর কী ছিল ? এবং যে কাগজপত্র ছিল সেই কাগজগুলি কোথায় গেল ? সিন্দুকে যে টাকা ছিল সেই টাকাও কোথাও গেল ? সবই রহস্য। আমি স্বীকার করি আমাদের এই তদন্ত আর একটু দ্রুত এবং জোরাল হওয়া দরকার। অবশ্যি এ কাজে তোমার চাইতে উপযুক্ত পাত্র আর নেই। তুমি কী বল ?

চৌগুলে হাই তুললেন। বললেন, বায়রন অনেকক্ষণ আমরা টেলিফোনে একটানা কথা বলেছি। আমার ঘুম পাচ্ছে। কাল আবার কথা বলব। গুড নাইট-এই বলে চৌগুলে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

বায়রন এবার তার নরীম্যান পয়েণ্টের ফ্ল্যাটে চলে এল। রাত তখন প্রায় বারোটা। ফ্ল্যাটে ঢুকবার আগে বায়রন বাড়ির দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কোন টেলিফোন এসেছিল কিংবা কেউ আমার খোঁজে এখানে এসেছিলেন ?

না স্যর, কেউ আসেনি কিংবা টেলিফোন করেন নি।

পরে তাজ হোটেলে টেলিফোন করল। মিসেস জাভেরীকে চাইল। জবাব এল মিসেস জাভেরী হোটেলে নেই।

* * *

নিজের রুমে ঢুকে বায়রন একটা ডবল স্কচ নিয়ে বসল। তারপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবতে লাগল। এই কয়েকদিনের মধ্যে সে এই খুন রহস্যর অনেক খবর সংগ্রহ করেছিল কিন্তু বহু প্রশ্নের, ধাঁধার জবাব বায়রন এখনও পায়নি। তাই তার কাছে সমস্ত কেসটি হেঁয়ালি এবং দুর্বোধ্য বলে মনে হল। ভাবল সবকিছু এলোমেলো, বিশৃংখল ঘটনা। একটি বড় প্রশ্নের জবাব সে এখনও পায়নি ভিয়াণ্ডর শিবমন্দিরের পুরোহিত খুনের দিন রাত্রে যে মেয়েটিকে 'ডন জুয়ান' হাউসবোট থেকে নামতে দেখেছিলেন ঐ মেয়েটি কে ? এই খুনের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ? ঐ মেয়েটি

কী শিরীন ভাট না মিসেস ডলি জাভেরী ? অনেক চিন্তা ভাবনার পর বায়রন বুঝতে পারল ঐ মেয়েটি ডলি জাভেরী ছাড়া আর কেউ নয়। এই পর্যন্ত ঐ রাত্রে ডলি জাভেরীর গতিবিধি থেকে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ডলি জাভেরী রাত সাড়ে এগারোটার সময় ঐ হাউসবোটে গিয়েছিলেন। ঐ হাউসবোট থেকে ফিরে এসে তিনি 'বীচ কাণ্ডি' হাসপাতালে গিয়েছিলেন। অবশ্য দেরীতে হাসপাতালে পৌঁছুবার কারণও তিনি দিয়েছিলেন রাস্তায় তার গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছিল। দুদিন পরে বায়রন স্পষ্ট করে জানতে পারবে, যে সাদা মার্সিডিজ বেনজ সত্যিই ভিয়াণ্ডিতে গিয়েছিল কি না ? কারণ হাউসবোটের কাছে ডাঙায় যে মাটি ছিল এবং মার্সিডিজ বেনজের গাড়ির চাকায় যে মাটি পাওয়া গিয়েছিল ঐ দুটি মাটি এক কি না ? এর জবাব দেবেন 'ফরেনসিক এক্সপার্ট'।'

খানিক বাদে বাড়ির দরোয়ান বলল, স্যর নিচে অফিসরুমে আপনার জন্যে একটি টেলিফোন কল এসেছে। দয়া করে আপনাকে একবার নিচে যেতে হবে।

বায়রন নিচে গেল।

*　　　*　　　*

টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন ডলি জাভেরী। তিনি একটু রাগের স্বরেই বললেন, ভেবেছিলাম আপনি আমাকে টেলিফোন করবেন। কিন্তু করেন নি। কেন জানি না। আপনি কী আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?

হ্যাঁ আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। এছাড়া আপনাকে আমি হোটেলে টেলিফোন করেছিলাম। আপনি হোটেলে ছিলেন না। মিসেস জাভেরী আমার এই টেলিফোন লাইন ঠিক মত কাজ করছে না। এই লাইনে বড্ডো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আপনি কী ডিরেক্ট লাইন থেকে কথা বলছেন না কোন সুইচ বোর্ডের মাধ্যমে কথা বলছেন। এবং কোথা থেকে বলছেন ?।

এর জবাবে মিসেস জাভেরী বললেন, তিনি ডিরেক্ট লাইন থেকে কথা বলছেন। 'আমি তাজ হোটেল থেকে কথা বলছি'।

তাহলে আপনি একটু ধরুন। বাইরের দরজায় কে জানি 'নক' করছে। দেখি কে এল। আপনি লাইন ছেড়ে দেবেন না কিন্তু···

বায়রন তাড়াতাড়ি দরোয়ানের হাতে একটি দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, শোন আমার একটা কাজ করতে হবে। জরুরী প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ— আমি এই লাইনে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছি। আমি ঠিক জানি না উনি কোথা থেকে টেলিফোন করছেন। তুমি আর একটি টেলিফোন লাইন থেকে টেলিফোন অফিসে টেলিফোন কর। ওদের বল, তুমি বোম্বাই'র পুলিশের ইনস্পেক্টর চৌগুলের দপ্তর থেকে টেলিফোন করছ। তুমি জানতে চাইবে যে ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে কথা বলছেন উনি কোথা থেকে টেলিফোন করছেন। টেলিফোন দপ্তর যদি জানতে পারে তুমি পুলিশের লোক, তাহলে ওরা তোমাকে সব খবর দেবে। আমার ভদ্রমহিলার টেলিফোন নম্বর জানা একান্ত প্রয়োজন।

দরোয়ান দশটি টাকা তার পকেটে গংজে নিয়ে বলল, আপনি কোন চিন্তা করবেন না স্যর। আমি এক্ষুণি এই খবর আপনাকে এনে দিচ্ছি। এই বলে দরোয়ান চলে গেল। বায়রন ফিরে এসে মিসেস জাভেরীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

মিসেস জাভেরী কিছু মনে করবেন না। আমার পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা আমার কাছে একটি জিনিস চাইতে এসেছিলেন। ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।

মিসেস ডলি জাভেরী বায়রনের এই জবাবদিহিতে আদৌ কান দিলেন কি না তার কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল না। তিনি বলতে লাগলেন, 'মিঃ বায়রন অরুণের ডিফেন্সের জন্যে আপনাকে একজন দক্ষ এবং ভাল এডভোকেট দিতে হবে। এমন একজন এডভোকেট সংগ্রহ করুন যিনি অরুণের জন্যে ভালো করে লড়াই করতে পারেন। মিঃ চৌগুলে আমাকে বললেন যে আপনার অনেক ভাল এডভোকেট জানা আছে। অতএব ভাল একজন এডভোকেট সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে খুব কঠিন কাজ নয়।'

মিসেস জাভেরী, বায়রন বলল, আপনাদের এ কেস জটিল, বলতে পারেন 'কমপ্লিকেটেড'। তবে স্বীকার করব আমি এ কেসের অনেক খবর পেয়েছি কিন্তু কেসের আরম্ভ এবং শেষটুকু জানি না। আশা করছি এই কেসের শেষ এবং আরম্ভটুকু শিগগিরই জানতে পাবব তবে সব খবর না জানা পর্যন্ত এখনও সঠিক বলতে পারছি না এই কেস কবে শেষ করতে পারব। তবে দেখুন, এই কেস নিয়ে টেলিফোনে আলাপ-আলোচনা করা যায় না কিংবা উচিত হবে না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আপনাকে অনুরোধ করব আপনি আমার ফ্ল্যাটে চলে আসুন। মুখোমুখি কথা হওয়া ভাল। আমি আপনাকে অনেক খবর দিতে পারব যা আপনার জানা দরকার। পরে অবসর সময়ে আপনি আমার কথাগুলি নিয়ে চিন্তা করে দেখবেন আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি, না, ধোঁকা দিচ্ছি...'

ডলি জাভেরী বায়রনের কথার কোন জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বললেন, দেখুন রাত সাড়ে বারোটা বাজে। এই সময়ে কোন মেয়ের একজন ব্যাচেলরের ঘরে যাওয়া উচিৎ নয়। এ ছাড়া সারাদিন খাটুনি এবং খুনের কেস নিয়ে চিন্তাভাবনা করবার পর আমি বিশেষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই সময়ে আপনার ফ্ল্যাটে যাবার 'মুড' আমার নেই।

বায়রন এবার ভারী ও ঝর্কশ গলায় বলল, মিসেস জাভেরী আমি জানি আপনি ক্লান্ত এবং চিন্তিত। ক্লান্ত শুধু আপনি নন, আমিও। কিন্তু আমি যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব সেই কথাগুলি আপনার আজ রাত্রেই জানা দরকার। আশাকরি আধঘণ্টার মধ্যে আপনি আমার ফ্ল্যাটে চলে আসবেন। আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারব। আমার ঘটনাগুলি শোনবার পর আপনি এই কেসের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। আর শুনুন আসবার সময়

আপনার চেক বইটি সঙ্গে করে আনবেন, প্রয়োজন হবে। ভুলে যাবেন না।

বায়রন এবার টেলিফোন ছেড়ে দিল।

এরপর দরোয়ান এসে বলল, আপনি আমাকে যে কাজ করতে বলেছিলেন আমি সেই কাজ করেছি। টেলিফোনের অফিসের কর্তারা বললেন, যে যিনি আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলেন উনি 'মিডনাইট ক্লাব' বার থেকে টেলিফোন ক'রছিলেন

বায়রন মনে মনে বলল, তাহলে মিসেস জাভেরী তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন। তিনি তাজ হোটেল থেকে কথা বলেন নি। কী কারণে মিসেস জাভেরী এই মিথ্যে কথা বললেন। এর কোন সঠিক কারণ বায়রন খুঁজে পেল না।

বায়রন চিন্তা করতে লাগল। চিন্তা করতে বসলেই বায়রনের তেষ্টা পায় এবং হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। বায়রন একটি 'ফোর ফিঙ্গার' মানে ডবল ডবল স্কচ নিয়ে বসল।

একটু বাদেই মিসেস জাভেরী তার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলেন।

বায়রন বলল, আসুন, ধন্যবাদ আপনি এসেছেন। বলুন, কী খাবেন? কফি না, ড্রিংকস···

কফি, মিসেস জাভেরী জবাব দিলেন।

বায়রন কফি বানিয়ে মিসেস জাভেরীকে দিল।

এরপর বায়রন জিজ্ঞেস করল, আজকের আলোচনা আপনিই শুরু করবেন না, আমি?

মিসেস জাভেরী তার মনের উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, আমি আশা করিনি আপনি এক ভদ্রমহিলাকে এত রাত্রে আপনার ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠাবেন। লোকে এই নিয়ে বিশ্রী, নোংরা কথা বলবে?

বায়রন হাসল।

বলল, মিসেস জাভেরী গভীর রাত্রে বিনা কারণে আপনি অন্য পুরুষের ঘরে আগেও গিয়েছিলেন এবং কয়েকবার সেইখানে রাত্রিও কাটিয়েছেন। কাজেই অন্য পুরুষের ঘরে একা আসা আপনার জীবনেই এই প্রথম নয়। কিন্তু যাক এসব অবান্তর কথা নিয়ে সময় নষ্ট করে কোন লাভ হবে না। আপনার সঙ্গে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব, সেইগুলি প্রয়োজনীয়। দিল্লীর আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু খবর পেয়েছি সেই খবরগুলি যাচাই করে নেয়া দরকার। আমার এই কেসের জন্যে খবরগুলি খুব প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান। আপনাকে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে ডেকে আনিনি। বায়রনের কণ্ঠে বেশ রাগের সুর ছিল।

বায়রন এই বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলতে লাগল মিসেস জাভেরী অস্কার বারগাঞ্জার খুনের সঙ্গে অরুণদাসকে জড়িয়ে যে মামলা শুরু করা হয়েছে সেই মামলা সাধারণ খুনের মামলা নয়।

আরো গভীর, জটিল চক্রান্ত। অতএব এই কেসটিকে সাধারণ সহজ সরল বলে ধরব না। এছাড়া পুলিশ এই কেসের সমাধান কতটুকু করবে জানি না।

মিসেস জাভেরী, আপনি কে এবং বিয়ের আগে আপনি কী ছিলেন আমি সবই জানি। কিন্তু আজ আপনার অতীত জীবন নিয়ে আলোচনা করব না। হয়তো আর একদিন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আজকের আলোচনার বিষয় হল ঐ রাত্রে ভিয়াগুর লাক্সারি হাউসবোটে কী হয়েছিল ?

আপনি কী জানতেন ঐ হাউস বোটে কী ধরনের পাপ এবং নোংরা কাজ করা হত ? হয়ত আপনি বলবেন আপনি এর কিছুই জানেন না। না জানা থাকলেও আপনি নিশ্চয় এইসব নোংরা কাজের কিছুটা আন্দাজ অনুমান করতে পারেন কিংবা পেরেছিলেন। জীবনে জুয়ো খেলা,নেশা করা,কোকেন, হেরোন খাওয়া এবং এই ধরনের উচ্ছৃংখল জীবন তো আপনি এর আগেও দেখেছেন। তাই নয় কী ? এ ছাড়া আপনি জানতেন ঐ হাউস বোটে কে কে ছিলেন এবং তাদের চরিত্র কী প্রকৃতির ছিল। তাহলে শুনুন ঐ হাউস বোটে বিভিন্ন ধরনের জুয়োখেলা, তিন তাস, পোকার, রুলেট, ব্ল্যাকজ্যাক খেলা হত। শুধু কী তাই ? কখনও কখনও মাঝ সমুদ্রে ঐ হাউস বোট চলে যেত। ঐ সময়ে মেয়েদের নিয়ে নাচ গান, হৈ-হল্লা করা হত। পরে মাঝ সমুদ্র থেকে কোকেন, হেরোন স্মাগল করে অন্য লোক দিয়ে বাইরে পাঠান হত এবং এর পরিবর্তে সোনা এবং বিদেশি জাল কারেন্সী স্মাগল করে এদেশে আনা হত। কী করে এই জিনিস স্মাগল করে এ দেশে আনা হত এই কথা কী আপনি জানতেন না। এইসব স্মাগলিং-এর কাজ কে করত আপনি তাদের নাম জানেন অস্বীকার করবেন না। আপনার সতীনের ছেলে অরুণদাস জাভেরী এইসব স্মাগলিং-এর খবর পেয়েছিলেন হয়ত কোন এক বিশেষ কারণে তিনি নিজেই এই নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন !

বায়রন বলল, মিসেস জাভেরী, আপনার এবং আপনার পরিবারের পরিচয় আমি জানি। আপনার বাবা ব্রিগেডিয়ার রায়চাঁদ মালহোত্রা, ডিফেন্স মিনিস্ট্রির 'আর্মস ইকুইপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে' কাজ করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পাকা জুয়াড়ী। জুয়ো খেলে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

বায়রন এবার মিসেস জাভেরীকে তার ছাত্রী জীবনের কিছু কিছু মুখরোচক কাহিনী শোনাল।

যাক আপনার অনিষ্ট করবারও কোন ইচ্ছা আমার নেই কারণ ভবিষ্যতে আমার এই তদন্তের কাজে আপনার সাহায্যর দরকার হবে। এবার বলছি আমি ভবিষ্যতে কী করব ?

প্রথমত আপনার সতীনের ছেলে অরুণদাস জাভেরীর কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করব, ঐ দিন রাত্রে 'ডন জুয়ান' হাউস বোটে কী ধরনের গোলমাল, হাঙ্গামা হয়েছিল ? এই কথাটি জানবার জন্যে আমি একজন উকীল নিয়োগ করেছি। নাম নারায়ণ দুবে। যোগ্যতাঃ, শয়তান, ধূর্ত, ব্ল্যাকমেলার বলে বোম্বাইয়ের আইনজীবী

মহলে পরিচিত। আমি নারায়ণ দুবেকে বলছি সে যেন অবিলম্বে যশলোক হাসপাতালে গিয়ে আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করেন। উনি বর্তমানে একটু সুস্থ আছেন। অতএব ডাক্তার এই দেখা করায় কোন আপত্তি করবেন না। নারায়ণ দুবে তারপর অরুণদাস জাভেরীর কাছ থেকে একটা বিবৃতি টুকে নেবেন। ঐ ধরনের বিবৃতি আমার বিশেষ প্রয়োজন।

বায়রন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আপনার সঙ্গে চেক বই আছে ?

বিস্মিত, অবাক হয়ে ডলি জাভেরী বায়রনের মুখের দিকে তাকালেন। চেক বই ! কেন চেক বই দিয়ে কী হবে ?

প্রয়োজন আছে বায়রন বলল।

এবার ডলি জাভেরী বললেন, হ্যাঁ চেক বই আছে ..

তাহলে আমাকে একটি পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখে দিন। এই টাকার হিসেব আপনাকে পরে দেব...

ডলি জাভেরী আপত্তি করলেন না। একটি পাঁচ হাজার টাকার চেক বায়রনের নামে লিখে দিলেন।

* * *

পরের দিন নারায়ণ দুবের সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে বায়রন মাধবন শংকরকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলল, 'ভিক্টরের' খবর এখনও পাইনি। এই কেসের তদন্ত এখনও চলছে। পনের দিনের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি।'

* * *

বোম্বাইয়ের আইন জগতে নারায়ণ দুবে ছিলেন এক বিচিত্র জীব। নারায়ণ দুবে. ধূর্ত, শয়তান। বিভিন্ন ধরনের নোংরা কাজে দক্ষ।

নারায়ণ দুবের অধিকাংশ ক্লায়েন্ট হলেন মহিলা, ডিভোর্সী এবং অনাথা। এ ছাড়া যেসব বিবাহিতারা, যারা বিপদে পড়েছেন, নারায়ণ দুবে তাদের সাহায্য করবার নাম করে তাদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে টাকা শুষে নেন। নারায়ণ দুবে অবশ্যি বায়রনের কাছে বিশেষ অনুগত। কারণ দু-তিনবার বিপদে পড়ে সে বায়রনের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন।

আজ বায়রনকে তার চেম্বারে দেখে নারায়ণ দুবে প্রথমে অবাক হলেন, পরে ভয় পেলেন। কারণ বায়রনের তার চেম্বারে আগমন মানে কোন আসন্ন বিপদের সংকেত।

'স্যর আপনি ?'

হ্যাঁ নারায়ণ, আজ তোমার সঙ্গে কয়েকটি জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এলাম। আমার এই আলোচনার বিষয়বস্তু কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। যদি দেখি একটি কথাও বাজারে রটেছে তাহলে তুমি জেলখানার বাইরে থাকবে না।'

নারায়ণ দুবে জোড়হাত করে বললেন, আপনি এসব কী বলছেন স্যর ! আমি আপনার সঙ্গে চারশো বিশের খেলা খেলব ? অসম্ভব। কস্মিন কালেও নয়।

আপনি শুধু বলুন, আপনার কী সেবা করতে পারি। বান্দা আপনার গোলাম। নারায়ণ দুবের বিশেষত্ব হল তিনি জানেন কখন গলার স্বর নিচু করতে হয় এবং কখন গলার স্বর উঁচু করতে হয়। আজ খুব বিনয়ের কণ্ঠে এই কথাগুলি বললেন।

তুমি আজ একবার যশলোক হাসপাতালে যাবে। ওখানে গিয়ে জমনাদাস জাভেরীর ছেলে অরুণদাস জাভেরীর সঙ্গে দেখা করবে। ঐ হাসপাতালে অরুণদাস জাভেরী রিভলবারের গুলির আঘাতে জখম হয়ে শুয়ে আছেন? বাঁচবার আশা তার ছিল না তবে আজকাল অনেকটা সুস্থ আছেন। তাই দেখা করতে কোন অসুবিধা হবে না।

এবার বলছি অরুণদাস জাভেরী কী ঘটনায় এক আততায়ীর গুলিতে গুরুতর-রূপে আহত হয়েছিলেন। ভিয়াণ্ডি, বোম্বাইয়ের শহরতলীতে সমুদ্রের ধারে 'ডন জুয়ান' নামে এক বিলাসী হাউসবোট আছে। ঐ হাউসবোটের মালিক ছিলেন অস্কার বারগাঞ্জা। শুনেছি কিছুদিন আগে ঐ হাউসবোটে রিভলবারের গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল? পরে জানা গেল ঐ হাউসবোটের মালিক অস্কার বারগাঞ্জা নিহত হয়েছেন। এবং অরুণদাস জাভেরী গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। আমার প্রশ্ন হল অস্কার বারগাঞ্জাকে কে গুলি করে খুন করল এবং কার গুলিতে অরুণদাস জাভেরী আহত হল। আমি জানতে চাই ঐ রাত্রে গোলাগুলি চলবার সময় ঘটনাস্থলে কে উপস্থিত ছিলেন। কে প্রথমে গুলি চালিয়েছিল?

এইসব প্রশ্নের জবাব অরুণদাস জাভেরী কী দিতে পারবে?

আমরা অরুণদাস জাভেরীর কাছ থেকে এমন একটি বিবৃতি আদায় করব যে বিবৃতি থেকে জানা যাবে অস্কার বারগাঞ্জা ছিল ওর পুরান বন্ধু। কেন দুই বন্ধুর মধ্যে কোন কারণে ঝগড়া হয় এবং একে অন্যকে গুলি করে হত্যা করবার চেষ্টা করে সেইটে জানতে হবে। এই হত্যা করবার রহস্য জানতে পারলে আমার এই তদন্তে অনেক সুবিধা হবে। এই দুইজনের মধ্যে নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল। আমি জানতে চাই সেই বিষয়টি কী? কোন নারী নিয়ে ঝগড়া বিবাদ না অন্য কোন কিছু নিয়ে? এখানে আর একটা কথা বলব। অরুণদাস জাভেরীর একটি পরমা সুন্দরী বান্ধবী আছে। মেয়েটির নাম শিরীন ভাট। এই শিরীন ভাট কে? তার অতীত কী? এছাড়া এই খুন খারাপির মধ্যে শিরীন ভাটের কী ভূমিকা ছিল সেইটে জানা দরকার।

নারায়ণ দুবে মন দিয়ে বায়রনের নির্দেশগুলি শুনলেন। আর কিছু করতে হবে? পরে জিজ্ঞেস করলো।

তোমাকে যে নির্দেশগুলি দিলাম তুমি সেই নির্দেশানুযায়ী কাজ করবে। এর বেশি আর কিছু জানবার চেষ্টা কর না কিংবা অন্য কোন প্র করবে না। মনে রেখো যে বিবৃতি তুমি অরুণদাসের কাছ থেকে আদা

করবে সেই বিবৃতির বিষয়বস্তু অন্য কেউ যেন জানতে না পারে। তাহলে তোমার বিপদ হবে। এছাড়া এই বিবৃতি থেকে যে সব তথ্য জানবে সেই খবর দিয়ে কক্ষণো জাভেরী পরিবারকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা কর না। হ্যাঁ আর একটা প্রশ্ন অরুণদাসকে করবে। সেই রাত্রে অরুণদাসকে গাড়ি করে কে ভিয়াণ্ডিতে নিয়ে গিয়েছিল ? ঐ সময়ে তার সঙ্গে কে ছিল ?

নারায়ণ দুবে চুপ করে বায়রনের নির্দেশগুলি শুনলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

বল ?

আপনি কী অরুণদাস জাভেরীর কাছ থেকে কোন প্রকার স্বীকারোক্তি চান অর্থাৎ অরুণদাস স্বীকার করবে যে সেই অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে।

'আমি স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইছি না। প্রথমে অরুণদাস তার মুখ খুলুক। তারপর দেখা যাক, কী করতে হবে···বায়রণ সহজ গলায় জবাব দিল।

সার আপনি আর কোন চিন্তা-ভাবনা করবেন না। কাল সকালের মধ্যে আমি অরুণদাসের বিবৃতি আপনাকে এনে দেব।

চমৎকার, এই বলে বায়রন নারায়ণ দুবের চেম্বার থেকে ফিরে এল।

* * * *

বায়রনের সহকারী কিষেণচাঁদ কিছু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিল। তার মধ্যে একটি খবর ছিল যে ভিয়াণ্ডি হল স্মাগলিং-এর এক বড় আড্ডা। এখানে দু-তিনটে পোড়োবাড়ি পড়ে আছে। এর মধ্যে একটি বাড়িতে সবাই এসে থাকে।

কিষেণচাঁদ লিখেছিল ঐ পড়োবাড়িতে কে থাকে কেউ বলতে পারে না। প্রতি সপ্তাহে কিছু না কিছু লোক এই বাড়িতে আসে। এই বাড়িতে ওরা কী করে কারও জানা নেই। পুলিশ স্মাগলারদের বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, কারণ সবাই বলে এই স্মাগলারদের লাভের একটা মোটা অংশে পুলিশ বখরা বসায়।

কিষেণচাঁদের চিঠি পাবার পর বায়রন ভিয়াণ্ডির পোস্ট অফিসের ঠিকানায় কিষেণচাঁদের কাছে এক তার পাঠাল।

তোমার খবরগুলি মূল্যবান। একবার টেলিফোন কর। কিছু দরকারী কথা আছে...

তার চিঠি পাবার কিছুক্ষণ পরেই কিষেণচাঁদ বায়রনকে টেলিফোন করল।

শোন, কিষেণচাঁদ, তুমি যে খবরগুলি দিয়েছ সেই খবরগুলি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। আমি কাল রাত্রি আটটার সময় সরজমিনে এসে ঐ স্মাগলারদের বাড়িটা দেখব। দেখতে চাই ঐ বাড়িতে কী আছে এবং ওখানে কী ধরনের নোংরা কাজ করা হয়। তুমি শিব মন্দিরের কাছে আমার জন্যে প্রতীক্ষা কর।

আপনি কোন চিন্তা করবেন না স্যার।

আমি রাত আটটার সময় মন্দিরের কাছে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। আরো দু-চারটে খবর আপনাকে দেব। পুলিশ 'ডন জুয়ান' মোটর বোটের কাছে কড়া পাহারা বসিয়েছে। মোটরবোটে কারু যাবার অধিকার নেই। শুনেছি মোটরবোটও তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেছে। এদিকে পুলিশ মন্দিরের পুরোহিতের খবরাখবর নিচ্ছিল। পুরোহিত আমার নির্দেশে কাশী চলে গেছে। ওর কাশী যাবার এবং থাকবার খরচ আমিই দিয়েছি।

চমৎকার কিষেণচাঁদ। কাল রাত আটটার সময় ভিয়াণ্ডিতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। এই বলে বায়রন টেলিফোন ছেড়ে দিল।

* * *

পরের দিন ভিয়াণ্ডিতে যাবার আগে নারায়ণ দুবে এসে তার সঙ্গে দেখা করলেন। তার চোখমুখ হাভভাব দেখে মনে হল নারায়ণ দুবে বিশেষ উত্তেজিত হয়েছেন। তার উত্তেজিত হবার নেপথ্য কারণ কী।

অরুণদাসের সঙ্গে দেখা করেছ? বায়রন ছোট্ট কিন্তু দৃঢ়স্বরে এই প্রশ্ন করল।

আপনার সঙ্গে দেখা হবার পরই আমি যশলোক হাসপাতালে গিয়ে অরুণদাস জাভেরীর সঙ্গে দেখা করি। হাসপাতালের কর্তারা প্রথমে দেখা করতে দিতে চান নি। পরে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু স্যার অরুণদাস আমার কাছে যে বিবৃতি দিয়েছে তারপর তাকে আর মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচান যাবে না। অসম্ভব, ইম্পসিবল। আমি প্রথমেই বলে দিচ্ছি আমি ওর কেস নিয়ে আর লড়তে পারব না।

নারায়ণ দুবের মনের উত্তেজনা দেখে এবং মন্তব্যগুলি শুনে বায়রন মৃদু হাসল। বলল, ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি আর কোন চিন্তা-ভাবনা কর না নারায়ণ। ভবিষ্যতে কী করতে হবে তার ঝুঁকি আমি নেবো। আর অরুণদাসের বিবৃতি তুমি যে নোট বইতে লিখে রেখেছ সেই নোটবই আমার দরকার। কারণ আমি জানি তুমি এই নোট বই নিয়ে কী করবে? তোমার ব্ল্যাকমেলের কাজ কারবারের জন্যে ব্যবহার করবে?

এবার নারায়ণ দুবে বেশ অনিচ্ছাসহকারে ঐ নোটবইটি বায়রনের হাতে তুলে দিলেন। বায়রন নারায়ণের হাতে তিন হাজার টাকা দিয়ে বলল, নারায়ণ তোমার পারিশ্রমিক।...এবার বল অরুণদাস জাভেরী তার বিবৃতিতে কী বলেছে?

আবার উত্তেজিত গলায় নারায়ণ দুবে জবাব দিলেন। বলল, স্যার অরুণদাস কী বলেনি? স্বীকার করেছে যে সে অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে। ঐ নোটবই পড়লে আপনি ঐ রাত্রে 'ডন জুয়ান' মোটরবোটে কী ঘটেছিল তার পুরো খবর জানতে পারবেন।

তোমার এই পরিশ্রমের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ নারায়ণ। তোমাকে আবার বলছি এসব ঘটনা এবং অরুণদাসের বিবৃতি নিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে আলোচনা কর না। যদি এই ভুল কর তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে!

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এই বান্দার মুখ থেকে টু শব্দটিও বেরুবে না। আপনি এই গোলাম নারায়ণ দুবেকে চেনেন না। বান্দা একবার কথা দিয়েছে তো ঐ প্রতিশ্রুতি রাখবেই। আমার প্রতিশ্রুতির নড়চড় হয় না। এই বলে নারায়ণ দুবে চলে গেল।

*   *   *

ভিয়াণ্ডি! রাত আটটার কিছু আগে বায়রন এসে ভিয়াণ্ডির মন্দিরের কাছে দাঁড়াল। মন্দিরের সামনে থেকে 'ডন জুয়ান' মোটর বোটটি স্পষ্ট দেখা যায়। দূর থেকে বায়রন দেখতে পেল, 'ডন জুয়ান' মোটরবোটে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

ঘড়িতে আটটা বাজল। ঠিক আটটার সময় কিষেণচাঁদের এই মন্দিরের কাছে এসে তার জন্যে প্রতীক্ষা করবার কথা ছিল। কিন্তু কোথায় কিষেণচাঁদ? বায়রন মন্দিরের কাছে আর প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইল। কিষেণচাঁদ এল না। বায়রন এবার অধৈর্য হল। কী করবে সে? কিষেণচাঁদ তো এরকম কথার খেলাপ কখনও করে না। নিশ্চয় তার কিছু ঘটেছে?

বায়রন এবার ঠিক করল নিজেই ভিয়াণ্ডির চারদিকে ঘুরে ঐ পোড়োবাড়িটি খুঁজে বার করবে। কিষেণচাঁদ বলেছিল, ভিয়াণ্ডিতে তিন চারখানা পোড়োবাড়ি আছে। সবচাইতে বড় পোড়োবাড়িটি হল স্মাগলারদের সরাইখানা।

বায়রন বেশ কিছুক্ষণ ভিয়াণ্ডি গ্রামটি ঘুরে বেড়াল। হঠাৎ সমুদ্রের খুবই কাছে একটা বড় পোড়োবাড়ি দেখতে পেল।

অন্ধকার বাড়ি। দেখলে মনে হয়, ভূতুড়ে বাড়ি···নিরালা, নির্জন, নিস্তব্ধ। বাড়ির সামনে একটা বেশ বড় মাঠ আছে।

একটি লোহার গেট পার হয়ে ঐ বাড়িতে ঢুকতে হয়।

বায়রন বাড়িতে ঢুকল। বাড়ির সামনের দরজা, জানালাগুলি বন্ধ ছিল। পেছনের দিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকবার একটি পথ ছিল। বায়রণ বাড়ির পেছনে এল। এদিকে একটি ভয়াবহ আবহাওয়া ছিল। পেছনেই বেশ বড় একটা জঙ্গল। আবহাওয়া এবং পরিস্থিতি দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ হল স্মাগলারদের সরাইখানা। এই বাড়িতে গা ছমছম্ করে ওঠে। এখানে কাউকে খুন করলে কেউ তার হদিস খুঁজে পাবে না।

বায়রন সতর্ক হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। লম্বা করিডর, সেই করিডরের পাশে কতগুলি ঘর। অবশ্যি সব ঘরেরই দরজাগুলি বন্ধ ছিল। বায়রন দেখার চেষ্টা করল ঘরের ভেতর কী আছে? তার মনে হল প্রতিটি ঘরেই বেশ বড় বড় কাঠের বাক্স আছে। অবশ্যি এটা ছিল তার আন্দাজ-অনুমান। তবে তার মন বলতে লাগল বাক্সগুলির ভেতর নিশ্চয় কোন মাদকদ্রব্য আছে। না অন্য কিছু? আর্মস। হঠাৎ কেন জানি বায়রনের মনে হল এই বাক্সের ভেতর আর্মস' আছে। বায়বন শুনেছিল আজকাল সন্ত্রাসবাদীদের জন্যে আর্মস স্মাগল করে আনা হচ্ছে। কেন তার মনে এই সন্দেহ জাগল তার সঠিক কারণ বলতে পারল না।

করিডরের শেষে একটি ঘর খোলা ছিল। বায়রন ঘরে ঢুকে বাতির সুইচ টিপল। ঘরটি দেখে বুঝতে পারল ঘরটি হালে ব্যবহার করা হয়েছে। নিশ্চয় একজন পুরুষ ও মেয়ে এই ঘরটি ব্যবহার করেছে। এ কথা বুঝে নিতে তার কোন অসুবিধা হল না। কারণ ঘরের ভেতরে এক তীব্র সেন্টের গন্ধ পেল। ঐ সেণ্ট ছিল 'অপিয়াম'। দীর্ঘকাল মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে বায়রন অতি সহজেই সেন্টের গন্ধ শুঁকে সেন্টের নাম বলে দিতে পারত। সেন্টের গন্ধ তার নাকে আসবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তার এক মহিলার কথা মনে পড়ল। ঐ মহিলাও 'অপিয়াম' সেণ্ট ব্যবহার করে থাকেন। অপিয়াম একটি দামি সেণ্ট। সাধারণ মেয়েরা এই 'সেণ্ট' ব্যবহার করে না। অসম্ভব! বায়রনের যে মহিলার কথা মনে হল তিনি কখনই ভিয়াণ্ডির এই নির্জন পোড়ো স্মাগলারদের বাড়িতে আসতে পারেন না।

বায়রন এবার টেবিলের ড্রয়ারগুলি খুলে দেখতে লাগল। আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় কিনা? বায়রন ড্রয়ার খুঁজে দুই তিনটে নোট বই আবিষ্কার করল। নোট বই'র ভেতরে বহু অঙ্ক কষা ছিল। বায়রন বুঝতে পারল এই পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ি শুধু স্মাগলারদের আড্ডা নয়। খুব সম্ভবত এখান থেকে ওয়্যারলেসে করে দেশের বাইরে মাঝ-সমুদ্রে কোন নৌকো, ডিঙ্গি যা করে সোনা, হাসিস, হেরোন, আর্মস স্মাগল করা হয় তাদের কাছে খবর পাঠান হয়।

এবার বায়রনের মাধবন শংকরের লেখা চিঠির কথা মনে পড়ল। মাধবন শংকর তাকে লিখেছিলেন 'ভিক্টর' তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কিন্তু মাধবন শংকর যে 'ভিক্টরের' কথা বলেছিলেন তিনি ছিলেন 'স্পাই'। আজ এখানে এসে বায়রন শুধু স্মাগলারদের কাজকারবারের আভাষ পায় নি, তার মনে হল এক স্পাইচক্রের আভাষও পেয়েছে। তবু বায়রন ভাবল যদি সে 'ভিক্টরের' সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত তাহলে তার কাছে অনেক রহস্য, ধাঁধা সহজ হত। এ পর্যন্ত সে 'ভিক্টরের' সন্ধান করে বেড়িয়েছে কিন্তু তার কোন হদিস পায় নি।

বায়রন ঠিক করল কিষেণচাঁদকে তার মনের সন্দেহের কথা খুলে বলবে। কিষেণচাঁদ যদি এই বাড়ির উপর তীক্ষ্ণ, শকুনির দৃষ্টি রাখে তাহলে হয়ত এই বাড়িতে কী ধরনের কাজকারবার হয় তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

বায়রন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠের কাছে এল। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে একটি বড় জিনিসের সঙ্গে ধাক্কা খেল। দেখতে পেল মাটিতে একটি মোটা পুরু বস্তা পড়ে আছে। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারল। ওটা কোন বস্তা নয় একটি লোকের মৃতদেহ। মৃতদেহ মানে 'ডেডবডি'। এই সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটি উত্তেজনা, শিহরণ বয়ে গেল। এই মৃতদেহ কার? অন্ধকার আলোয় সব কিছু ভাল করে দেখা যায় না। লোকটির মুখ দেখবার জন্যে বায়রন তার সিগারেটর 'লাইটার' ধরাল। 'মৃত' লোকটির মুখ তার পরিচিত। এ হল কিষেণচাঁদের মৃতদেহ। 'কিষেণচাঁদ ইজ ডেড'। অবিশ্বাস্য। তাকে খুন করা হয়েছে। বায়রন ভাবতেই পারল না যে তার সহকারী কিষেণচাঁদের এইরকম

মৃত্যু ঘটবে। অর্থাৎ তাকে খুন করা হবে।

বায়রন গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারল মাত্র ঘণ্টা দুই আড়াই আগে তাকে খুন করা হয়েছে। কারণ মৃতদেহ তখনও গরম ছিল। বায়রন আরো দেখতে পেল কিষেণচাঁদের হাতের মুঠোয় রয়েছে লাল রুমালের একটুকরো অংশ। লেডিজ রুমাল। আর সেই টুকরো কাপড় থেকে তীব্র অপিয়াম সেন্টের গন্ধ ভেসে এল। তাহলে নিশ্চয় কোন মহিলা এই বাড়িতে এসেছিলেন। আর যে মহিলার কথা তার মনে হল সেই মহিলার এ ভিয়াণ্ডির এই স্মাগলারদের বাড়িতে আসা বিস্ময়কর বটে। বায়রন দেখতে পেল যে রুমালের এককোণে নামের একটি আদ্যক্ষর লেখা ছিল। সেই আদ্যক্ষরটি হল 'D'। অসম্ভব, এই 'D' আদ্যক্ষর লেখা রুমালটি কার? কোন ছেলের না মেয়ের। হঠাৎ তার একজনের কথা মনে হল। মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বায়রন ভাবল কিষেণচাঁদের মৃতদেহ এই পড়োবাড়িতে পড়ে থাকতে দেখলে পুলিশ এবং চৌগুলে এই খবর নিশ্চয় পাবে। কারণ এখানে পুলিশ মৃতদেহকে খুঁজে বার করলে এক্ষুণি এই বাড়ি তল্লাশি করবে। হয়ত অনেক আপত্তিকর জিনিস খুঁজে বার করবে। বায়রন এখনও এই কেসের পুরো তদন্তের ভার পুলিশের হাতে তুলে দিতে চায় না। ভবিষ্যৎও আদৌ দেবে কিনা বায়রন সেইটে স্থির করে উঠতে পারেনি।

বায়রনের গাড়ি বাড়ির বাইরে ছিল। বায়রন গাড়ি আনবার জন্যে বাড়ির বাইরে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে বায়রন তার গাড়ি নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল। কিন্তু খোলা মাঠে যখন সে মৃতদেহ খুঁজতে গেল, তখন দেখতে পেল মৃতদেহ ওখানে নেই। মৃতদেহ উধাও হয়ে গেছে। কোথায় গেছে এই মৃতদেহ?

এই পড়ো বাড়ির রহস্য, কিষেণচাঁদের খুন, সবই তার কাছে এক ঘন জটিল ধাঁধা বলে মনে হল। কিছুক্ষণ পরে বায়রন বোম্বাইতে ফিরে এল।

*   *   *   *

পরের দিন বায়রন শেরটনের বারে গিয়ে জাকিয়ে বসল। আবদুলকে ডেকে বলল, একটা 'ফোর ফিঙ্গার' অর্থাৎ ডবল ডবল স্কচ দাও। শেরটনের বার থেকে সে তার ইনফরমার বেণীপ্রসাদকে টেলিফোন করল। বলল, শোন বেণী, আমি শেরটনের বারে বসে আছি। এক্ষুনি এসে আমার সঙ্গে দেখা কর।

আমার দেরী হবেনা স্যার বেণীপ্রসাদ জবাব দিল।

বেণীপ্রসাদ ছিল বায়রনের অতি বিশ্বস্ত পুরান ইনফরমার। খবর সংগ্রহের ব্যাপারে এবং ছোটখাটো ফরমায়েশি কাজ খুব সুষ্ঠুভাবে করত। বেণীপ্রসাদ বহুবার বায়রনকে বিভিন্ন কেসের তদন্তে সাহায্য করেছিল।

একটু বাদে বেণীপ্রসাদ শেরটনের বারে এসে উপস্থিত হল।

বায়রন বেণীপ্রসাদকে বলল, বেণী তুমি কখনও নাটকে অভিনয় করেছ?

বেণীপ্রসাদ অবাক হয়ে বলল, স্যার এ্যাকটিং কেন, আমি স্কুলে তিন-চার বার মৃত সৈনিকের প্যার্ট করেছিলাম। তবে আমি খবর সংগ্রহ করি। নাটকে

অভিনয় করা আমার পেশা নয়।

তাহলে আজ তোমাকে অভিনয় করতে হবে। শক্ত অভিনয়, কঠিন রোল। তুমি হবে নাটকের হিরো। নাটকের হিরোইন হলেন এক পরমাসুন্দরী, সেক্সী মহিলা। বয়স আঠাশ ত্রিশের কোঠায় হবে। মেয়েটি কে আমি জানি না। তবে আমি তার পূর্ব পরিচয় জানতে চাই। দু-একবার তার অতীত পরিচয় জানবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাই এবার ভাবছি মেয়েটির বেডরুমে ঢুকে ঘর তল্লাশি করে দেখব ওর অতীত জীবনের কিছু জানা যায় কিনা? মেয়েটির নাম শিরীন ভাট। অপেরা হাউসের কাছেই এক ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে। মেয়েটি দেখতে যেমনি সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, না বলব অসম্ভব, অসম্ভব ধূর্ত। মহিলা স্পাই হবার যোগ্যতা মেয়েটির আছে।

বেণী, এই শিরীন ভাটের ঘরে ঢুকতে গেলে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তাকে ঘরের বাইরে রাখতে হবে। তাকে ঘরের বাইরে রাখবার দায়িত্ব তোমাকে দিতে চাই। তুমি এই মেয়েটিকে একটা মিথ্যা অজুহাত দিয়ে বাড়ির বাইরে ধরে রাখবে। তুমি ওর কাছে নিজের পরিচয় দেবে তুমি হলে বোম্বাই-এর ফিল্ম দুনিয়ার পরিচালক। তুমি শিগগীরই একটা ছবি তৈরি করবার চেষ্টা করছ। এই ছবিতে তুমি শিরীন ভাটকে হিরোইনের রোল দিতে চাও। তুমি আমাদের উকিলবাবু নারায়ণ দুবেকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। বলবে দুবে হল এই ছবির প্রযোজক। অবশ্যি শিরীন ভাট এই ছবিতে কোন রোল করবেন কিনা আমরা জানিনা। সম্ভবতঃ না। আর যদি অভিনয় করতে রাজি না হ'ন তাহলে তার চরিত্রে একটি দিক অর্থাৎ আমি যা সন্দেহ করছি সেই দিকটা পরিষ্কার, স্পষ্ট হবে। আমরা জানি যে শিরীন ভাট 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে হোস্টেসের কাজ করছে। মেয়েটি খুব দ্রুতজীবন অর্থাৎ আমরা যাকে বলি 'ফাস্ট-লাইফ' পছন্দ করেন। তার বর্তমানে টাকার প্রয়োজন আছে।

তুমি এই শিরীনের সঙ্গে তার সিনেমার রোল নিয়ে কথা বলবে। মোটা টাকার প্রতিশ্রুতি দেবে। এইভাবে কথা বলে তুমি মেয়েটিকে ঘণ্টা চারেকের জন্যে রেস্তোরায় ধরে রাখবে। ঐ সময়ের মধ্যে আমি ওর ঘর খানাতল্লাশি করব।

বেণীপ্রসাদ বায়রনের নির্দেশগুলি মন দিয়ে শুনল। বলল, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনি যা বলেছেন আমি আপনার নির্দেশনুযায়ী কাজ করব।

* * * *

মিরিয়াম তার জন্যে প্রতিক্ষা করছিল।

কেউ আমাকে টেলিফোন করেছিল? বায়রন মিরিয়মকে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ স্যার, অনেকে। এই বলে মিরিয়াম তার নোটবই থেকে একগুচ্ছ নাম পড়তে লাগল। ইভন, আলবেলা, রুকসানা, লাভলি শাকসেনা (বায়রনের নতুন বান্ধবী) তানিয়া, রমলা···

বায়রন এবার মিরিয়ামকে বাধা দিয়ে বলল, না নিরিয়াম ওদের সঙ্গে আমার কথা বলবার কোন ইচ্ছা নেই। বরং তুমি শবনমকে দাও···ওর একটু খোঁজ

নিতে হবে।

কিছুক্ষণ বাদে শবনমের সুরেলা কণ্ঠস্বর টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল।

ডালিং বায়রন, তুমি কোথায়? কোথা থেকে কথা বলছ? তোমার সেক্রেটারী কী জানি তার নাম, আমার গলা শুনলেই বলে, তুমি বাইরে গেছ। মেয়েটি বড্ডো জেলাস।

সেক্রেটারী ঠিক কথাই বলেছে শবনম। বড্ডো একটা শক্ত, জটিল কেস হাতে নিয়েছি। যতক্ষণ এই তদন্তের সমাধান না হয়, ততোদিন অন্য দিকে আর মন দিতে পারছি না।

শুনে খুশি হলাম তুমি একটা শক্ত কেস হাতে নিয়েছ। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি অন্য মেয়েদের নিয়ে ঘোরাফেরা করছ। ঐ ইভন, লাভলি, আলবেলা, রুকসানা ওগুলি তো মেয়ে নয়, ওগুলি হল ডাইনীর দল। ঐসব দস্যি মেয়েগুলিকে আমি ভাল করে চিনি। ওরা পারলে তোমার রক্ত চুষে খাবে।

আমার জন্যে কোন চিন্তা কর না। আমি শুধু এক 'মাকড়সার জালের' রহস্য জানবার চেষ্টা করছি।

'মাকড়সার জাল'? বিস্মিত গলায় শবনম জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ যতসব নোংরা কাজের আর এক নাম হল 'মাকড়সার' জাল।

বলছ কী? এতো সব্বোনেশে কাজ। এতে অনেক বিপদ আছে···শবনমের গলায় উৎকণ্ঠার স্বর ছিল।

এজন্যে তুমি কোন চিন্তা কর না। আমি জানি কী করে এই 'মাকড়সার জাল' থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। যাক কাজটা শেষ হলেই আমি তোমাকে নিয়ে ড্যান্স, ডিনার এবং নাইট ক্লাবে যাব।

সত্যি বলছ বায়রন। তুমি আমাকে নিয়ে নাইট ক্লাবে যাবে। না, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না···কবে নিয়ে যাবে বায়রন? আমি ঐদিন তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকব। শবনমের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ছিল!

বায়রন গলার স্বর মিষ্টি করে বলল, কিন্তু ডার্লিং আমার কেসের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি তো নজরবন্দী হয়ে আছি। তাই কবে নিয়ে যাব, সেই দিনটি এখনও ঠিক বলতে পারছি না···

তোমার এই কেসটি খুবই জটিল···শবনম মিষ্টি গলায় এই প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ ডার্লিং, বর্তমানে কেসটি জটিল বটে তবে ভবিষ্যৎ এই কেস জটিল থাকবে কিনা সঠিক বলতে পারছিনে···শোন শবনম, তুমি অরুণদাস জাভেরীর নাম শুনেছ?

হ্যাঁ ওকে আমি প্রায়ই 'মিডনাইট' ক্লাবের বারে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি।

হ্যাঁ, এই অরুণদাস জাভেরী এক নোংরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

বোম্বাই'র শহরতলী ভিয়াণ্ডির কাছে এক বিলাসী নৌকো 'ডন জুয়ান' মোটরবোটের মালিক অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে। অরুণদাস জাভেরীও গুরুতররূপে আহত হয়েছে। অবশ্যি এখন ভাল হয়েছে। গতকাল অরুণদাস তার উকীল নারায়ণ দুবের কাছে স্বীকার করেছে যে সে অস্কার বারগাঞ্জাকে গুলি করে হত্যা করেছে। এই স্বীকারোক্তির পরিণাম কী হবে জান? অরুণদাসের ফাঁসি হবে। কারণ খুনীর সাজা হল মৃত্যুদণ্ড। আমি জানি অরুণদাস হাসপাতাল থেকে বেরোলেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে।

এবার শবনম বায়রনের কথায় বাধা দিয়ে বলল, এসব মারপিটের কাহিনী শুনতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না। আমি শুধু শুনতে চাই···লাভ ···লাভ···সেক্স···

বায়রন শবনমের কথায় বাধা দিল। বলল, জানি প্রেমের কাহিনী শুনলে তুমি গোটা দুনিয়াকে ভুলে যাও! এবার বল তোমার বয়ফ্রেণ্ড দীপচাঁদের কি খবর?

অতি সজ্জন ব্যক্তি। 'এ পারফেক্ট জেণ্টেলম্যান'। কী চমৎকার মিষ্টি স্বভাব। দেখতে একেবারে গ্রীক দেবতার মত। এছাড়া কোন জিনিস না চাইতেই দীপচাঁদ আমাকে নিত্য নতুন প্রেজেণ্ট কিনে দিচ্ছে···! আর প্রতিদিনই আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি কবে ওকে বিয়ে করব। অবশ্যি আমি ওকে কোন পাকা কথা দিইনি। যতদিন না তোমার কাছ থেকে কোন স্পষ্ট জবাব না পাই···

বেশ একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

সত্যি বলছ? আমার মন ভোলাচ্ছ না তো? শবনমের গলায় মিষ্টি প্রেমের সুর ছিল।

সত্যি বলছি। অরুণদাস জাভেরীর কেসটার সমস্যা হয়ে যাক।

চমৎকার। সেদিন দীপচাঁদ আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তোমার কী খবর? আমি কাল ওকে বলব তুমি অরুণদাস জাভেরীর কেসে জড়িয়ে পড়েছ। এছাড়া অরুণদাস যে অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে সেই কথাও বলব।

হ্যাঁ দীপচাঁদ 'মাস্ট নো এভরিথিং'। থ্যাঙ্কস শবনম, এই বলে বায়রন টেলিফোন ছেড়ে দিল। এত সহজে যে দাবার চাল দে'য়া যাবে একথা বায়রন ভাবেনি। তাই বায়রন মনে মনে আনন্দ অনুভব করল।

* * *

বায়রন তার দপ্তরে ফিরে এসে মিরিয়ামকে বলল একটা দুঃসংবাদ আছে।

উৎসুকী মিরিয়াম জিজ্ঞেস করল কী দুঃসংবাদ।

ঃ কাল রাত্রে ভিয়াণ্ডি শহরে কোন এক অপরিচিত ব্যক্তি আমাদের সহকারি কিষেণচাঁদকে খুন করেছে।

ঃ কিষেণচাঁদকে খুন করেছে আপনি কী বলছেন স্যার? মিরিয়াম যেন বায়রনের কথাগুলি বিশ্বাস করতে পারলনা।

বায়রন মিরিয়ামকে গত রাত্রের পুরো অভিজ্ঞতার কাহিনী বলল।

কিষেণচাঁদের মৃত্যু সংবাদে মিরিয়াম দুঃখিত হল। কিষেণচাঁদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল। আজ সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হল।

ঃ খবরটা শুনে আমি দুঃখিত হলাম।

করবার কিছু নেই মিরিয়াম। থাক নতুন কোন খবর আছে?

ঃ হ্যাঁ দিল্লী থেকে আইবী'র ডিরেক্টর মাধবনশংকর লোক দিয়ে আপনার কাছে একটি বিশেষ জরুরী গোপনীয় চিঠি পাঠিয়েছেন…। ডবল কভার! টপ সিক্রেট চিঠি…।

মিরিয়াম বায়রনকে সেই চিঠিখানা দিল।

বায়রন ডবল কভারের সীলমোহর খুলে চিঠিখানা পড়তে লাগল। চিঠিখানা মাধবন শংকরই লিখেছেন! খামের উপরে লেখা ছিল 'বিশেষ জরুরী'।

বায়রন চিঠিখানা পড়তে লাগল।

টপসিক্রেট

'ব্যক্তিগত…শুধুমাত্র বায়রন ঘাউসের জন্যে'।

ঃ তুমি এই কেসের জন্যে যে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়েছ সেই খবরগুলি কৌতূহলদ্দীপক, এবং প্রয়োজনীয়। তোমার চিঠি পাবার পর আমার মনে হচ্ছে আমরা ঠিক পথই অনুসরন করছি! শিকার ধরা পড়বেই।

ঃ এবার তোমার তদন্তের জন্যে দুচারটে প্রয়োজনীয় খবর দিচ্ছি। ভবিষ্যৎ তদন্ত করবার জন্যে তোমার এই খবরগুলি দরকার হবে। যদিও খবরগুলি গোপনীয় তবু মনে হয়, প্রয়োজন বোধে খবরগুলি ব্যবহারও করতে পার। আমরা বহুপরিশ্রম করে এইসব খবর সংগ্রহ করেছি। খবর সংগ্রহ করবার জন্যে টেলিফোনের লাইন ট্যাপ করেছি, ইনফরমারদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করেছি, বাড়ির ঝি, চাকরদের বশ করে তাদের কাছ থেকে খবর কিনেছি। কী ভাবে খবরগুলি পেয়েছি মাঝে মাঝে চিঠির সাইড লাইনে খবরগুলির সূত্র বলে দিয়েছি। এবার খবরগুলি কী বলছি। গল্পের কাহিনীর আকারে খবরগুলি দিচ্ছি!

তোমার নিশ্চয় মনে আছে 'ভিক্টর' নামে এক পাকিস্তানী স্পাই আমাদের কাছে ভারতবর্ষে যে সব পাকিস্তানী স্পাইরা কাজ করছে তাদের নাম ঠিকানা এবং দলের বিভিন্ন কাজকর্মের খবর এবং কোন কোন সরকারি দপ্তর থেকে খবর সংগ্রহ করছে তার পুরো বিবরণী বিক্রী করতে চাইছিল। আমরা এখনও 'ভিক্টরের' সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। আমরা খবর পেয়েছি যে শত্রুদল অর্থাৎ পাকিস্তানী ইনটেলিজেন্সের কর্তারা 'ভিক্টর'কে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কারণ তারাও কোন এক সূত্রে খবর পেয়েছেন 'ভিক্টর' তাদের দলের বিবিধ ধরণেয় খবরাখবর, সদস্যদের নাম ঠিকানা আমাদের কাছে বিক্রী করতে চাইছে। তারা এই খবর পেয়ে আতংকিত হয়েছে। কারণ তারাও জানে যদি ভিক্টর এই খবর আমাদের দেয় তাহলে তারা সবাই ধরা পড়বে। এই কারণে 'ভিক্টর'কে ধরার জন্যে তারাও সচেষ্ট হয়েছে। এদের 'ভিক্টরকে' খুঁজে বার করবার প্রচেষ্টার একটি ছোট বিবরণী দিচ্ছি।

'দিল্লী', ডিফেন্স কলোনী।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। একটি শোখীন•বাড়ির মালিক মুহম্মদ ইকবাল তার বসবার ঘরে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন।

তিনি একটি লোকের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন।

একটু বাদে একটি লোক ঘরের ভেতর ঢুকল।

মুহম্মদ ইকবাল ঘড়ির দিকে তাকালেন।

পরে তিনি অগন্তুককে বললেন ঃ দিলদার, রাত সাড়ে দশটা বাজে। আমি ছটা থেকে তোমার জন্যে দেরী করছি।

অগন্তুকের নাম দিলদার হাসান। দিলদার তার জবাবে বলল, আপনার কাছে যে ছটার সময় দেখা করতে হবে 'সুইটি' এ খবর আমাকে দেয়নি।

[মাধবন শংকর সাইড লাইনে লিখেছেন ঃ আমাদের এই খবরের সূত্র হল, 'সুইটি', ',মাই ডার্লিং'' নাইট ক্লাবের রিসেপশনিষ্ট। 'সুইটি' আমাদের ইনফরমার, বাপ-মা বাঙ্গালী। 'মাই ডার্লিং' নাইট ক্লাবের মালিক হলেন মুহম্মদ ইকবাল পাকিস্তানী, তবে পাশপোর্ট বৃটিশ। ঐ ক্লাবে কী হয় না হঁয় সেই খবর জানবার জন্যে আমরা 'সুইটিকে' ঐ ক্লাবে টাকা দিয়ে পুষছি। মুহম্মদ ইকবাল একথা জানেন না।]

"মুহম্মদ ইকবাল বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন আশা করি দিল্লী এবং বোম্বাইতে কেউ তোমাকে চিনতে পারেনি। কারণ দশবছর আগে তুমি যখন বোম্বাই শহরে বসবাস করতে তখন বোম্বাই পুলিশের খাতায় তোমার নাম ছিল গোলাম রসুল, স্মাগলার।

এবার দিলদার হাসান জবাব দিল ঃ আমি বোম্বাইতে কারু সঙ্গে দেখা করিনি। বোম্বাইর কাষ্টমস, ইমিগ্রেশান আমাকে চিনতে পারেনি।

মুহম্মদ ইকবাল এই জবাব শুনবার পরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটু ভাববার পর বললেন ঃ দিলদার এক বিশেষ জরুরী কাজ নিয়ে তোমাকে আবার বোম্বাইতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তোমাকে সাবধান হতে হবে কেউ যেন তোমাকে চিনতে না পারে কিংবা জানতে না পারে গোলাম রসুল আবার বোম্বাইতে ফিরে এসেছে।

দিলদার হাসান জিজ্ঞেস করল ঃ আমাকে কী করতে হবে স্যর ?

আমরা একটা লোকের সন্ধান করছি। যেমনি করেই হোক লোকটিকে খুঁজে বার করতে হবে। লোকটির নাম হল 'ভিক্টর'। অবশ্যি আমরা জানি না এই 'ভিক্টর' কে এবং কী তার পরিচয়। তবে আমরা জানি এই 'ভিক্টর' হল আমাদের দলেরই একজন বিশ্বাসঘাতক, যিনি আমাদের সবাইকে, অর্থাৎ পুরোদলকে ভারত সরকারের কাছে বিক্রি করবার চেষ্টা করছেন। তিনি আমাদের দলের সদস্যদের নাম, দলের কাজকর্মের পুরোখবর এবং ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আমাদের যে সব ইনফরমারেরা কাজ করছে তাদের নাম,ঠিকানা, ভারতের আইবীর

দপ্তরের কাছে বিক্রি করবার চেষ্টা করছেন। যদি এই বিশ্বাসঘাতক আমাদের দলের কাজকর্মের খবর ভারত সরকারকে দেয়, তাহলে আমরা সবাই ধরা পড়ব। অতএব 'ভিক্টর' আমাদের দলের সদস্যদের নাম, ঠিকানা, কাজকর্মের খবরাখবর আইবী'র কাছে বিক্রী করবার আগে 'ভিক্টরের' আসল পরিচয়কে জানতে হবে এবং তাকে খুন করতে হবে যেন লোকটা মুখ না খুলতে পারে। এবার কী করে এই ভিক্টরকে খুঁজে বার করবে তার প্ল্যান তোমাকে বলে দিচ্ছি···

দিলদার হাসান আগ্রহ সহকারে মুহম্মদ ইকবালের কথাগুলি গিলতে লাগল। মুহম্মদ ইকবাল বলতে লাগলেনঃ

বোম্বাইতে কাম্বালা হিলে এক বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী আছেন তার নাম হল জমনাদাস জাভেরী। এই জমনাদাস জাভেরীর তরুণী ভার্যা হলেন আমাদের আজকের শিকার। আমরা তাকে ব্ল্যাকমেল করব। 'সেক্স' ব্ল্যাকমেলিং। ধারাল অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে মেয়েদের খুব সহজেই বশ করা যায়।

ডলি জাভেরী, অপূর্ব সুন্দরী, তিনি ছিলেন দিল্লীর বিউটি কম্পিটিশনের 'রানী' কিন্তু আমাদের কাছে তার পরিচয় হল 'সেক্স কুইন'।

ডলি জাভেরী কুমারী জীবনে ছিলেন ডলি মালহোত্রা। তার বাবা রায়চাঁদ মালহোত্রা, ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির আর্মস এ্যান্ড ইকুইপমিণ্ট' ডিভিশনে কাজ করতেন। কিছুদিন আগে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। তবে ঐ ডিভিশনে তার প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছেন। ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির এই 'আর্মস এ্যান্ড ইকুইপমেণ্ট' ডিভিশন হল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেণ্ট। এই সেকশন প্ল্যানিং করে থাকে আগামীকালের যুদ্ধের জন্যে কী ধরনের অস্ত্রের প্রয়োজন হবে এবং বিদেশ থেকে কী ধরনের অস্ত্র আমদানী করতে হবে। এই অস্ত্র বেচাকেনার মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

রায়চাঁদ মালহোত্রা হলেন জুয়ারী। জুয়ো খেলে তিনি ফকীর হয়েছেন। কিন্তু তার ভাগ্যে ছিল এক বড় মূল্যবান সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তি হল তার অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ডলি মালহোত্রা। মধুর আকর্ষণে ভ্রমরা ছুটে আসে। ডলি মালহোত্রার রূপে পতঙ্গের মত পুড়ে মরবার জন্যে অসংখ্য স্তাবক এসেছিল। এর মধ্যে ছিলেন আমাদের এক বন্ধু তার নাম হল 'গোলাপ'।

মাধবনশংকর লিখছেন 'গোলাপ' হল ছদ্মনাম। 'গোলাপ' রায়চাঁদ মালহোত্রা এবং ডলি মালহোত্রাকে তার হাতের মুঠোয় আনবার চেষ্টা করছিল। ডলি মালহোত্রা গোলাপের কাছে ধরা দিয়েছিল। কারণ 'গোলাপ' দেখতে ছিল অপূর্ব সুন্দর। তাকে দেখলেই মেয়েরা পাগল হয়ে যেতো।

এই প্রেমের আকর্ষণ ছাড়া, গোলাপ রায়চাঁদ মালহোত্রাকে প্রচুর টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করেছিল এবং বহু বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল। এই সাহায্যের পেছনে আর একটি নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল। ডলি মালহোত্রাকে গোলাপের নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে চেয়েছিল। সময়ে অসময়ে ডলিকে ব্যবহার করে ভারত সরকারের

গোপন খবর বার করা ছিল তার উদ্দেশ্য। রায়চাঁদ মালহোত্রা গোলাপের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি গোলাপকে ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির অনেক গোপন খবর নিয়মিত ভাবে দিতেন। এ ছাড়া রায়চাঁদ মালহোত্রার বন্ধু ছিলেন জমনাদাস জাভেরী। রায়চাঁদ মালহোত্রার প্রভাবে পরে জমনাদাস জাভেরী 'আর্মস স্মাগলিং' কাজ করবারে ফিনান্সিং শুরু করছিলেন অর্থাৎ অস্ত্র কিনবার জন্যে টাকা এ্যাডভান্স করতেন। যাক ওসব কথা।

ঃ ডলি মালহোত্রা তার কুমারী জীবনে গোলাপের কাছে কতগুলি 'ন্যুড' ছবি তুলেছিলেন। গোলাপের সেই তোলা ছবিগুলি আমাদের কাছে আছে। ঐ 'ন্যুড' ছবি গুলি হবে তোমার শিকার বধ করবার প্রধান অস্ত্র।'

ঃ এবার বলব আমরা কেন ডলি জাভেরীকে এই 'সেক্স' 'ব্ল্যাকমেলিং করছি।' কারণ ডলি জাভেরীর স্বামী জমনাদাস জাভেরীর কাছে দুইটি এটাচী কেস ভর্তি কিছু কাগজপত্র আছে এবং যার ভেতর রয়েছে আমাদের 'মরণ কাঠি' অর্থাৎ ঐ কাগজগুলি যদি ভারত সরকারের হাতে পড়ে তাহলে আমরা সবাই ধরা পড়ব।'

ঃ বিশ্বাসঘাতক 'ভিক্টর' জমনাদাস জাভেরীর কাছে গোপনীয় কাগজ ভর্তি দুইটি এটাচী কেস জমা রেখেছে। ডলি জাভেরী নিশ্চয় জানেন এই এটাচী কেস দুটি কোথায়? যেখানেই ঐ স্যুটকেশ দুটি থাক না কেন আমাদের ঐ স্যুটকেশ দুটি চাই। তুমি স্যুটকেশ দুটির জন্যে ডলি জাভেরীর কাছে সাহায্য চাইবে। স্যুটকেশ যদি ব্যাঙ্কের লকারে জমা রাখা হয়ে থাকে আমরা ব্যাঙ্কের নাম, লকারের নম্বর এবং লকারের চাবি চাই। আমরা ডলি জাভেরীর কাছ থেকে জানতে চাই ভিক্টরের আসল নাম, পরিচয় কী। তোমাকে আমাদের দলের তিনজন সদস্যর ছবি দিচ্ছি। ছবিগুলিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবে এই ছবির মধ্যে 'ভিক্টর' কে? ডলি জাভেরী এদের শনাক্ত করবেন। ডলি জাভেরী যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন তাহলে বলবে তার ন্যুড ছবিগুলি বোম্বাইর বিভিন্ন সংবাদ পত্রে এবং মহিলা সাপ্তাহিকে পাঠাব।'

একটানা কথা বলে মুহম্মদ ইকবান কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন। পরে দিলদার দিলদার হাসানকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার বুঝতে পারছ তোমাকে কী করতে হবে।

আপনি কোন চিন্তা করবেন না স্যর। আপনার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করব।

দিলদার বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। মুহম্মদ ইকবাল বাধা দিলেন। বললেন ঃ শোন আর একটা কথা। আমাকে কক্ষনো কোন টেলিফোন করবে না। কারণ দিল্লীর আইবী আমার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করছে। | মাধবন শংকর এখানে লাল কালি দিয়ে লিখেছিলেন বায়রন তোমার নিশ্চয় জানবার ইচ্ছে হচ্ছে আমরা মুহম্মদ ইকবাল এবং দিলদার হাসানের এই কথাবার্তার খবর পেলাম কী করে। তোমাকে বলে রাখি, মুহম্মদ ইকবালের ব্যক্তিগত চাকর, 'গোমেজ' হল

আমাদের মাইনে করা ইনফরমার। তুমি হয়ত প্রশ্ন করতে পার আমরা মুহম্মদ ইকবালকে গ্রেপ্তার করছি না কেন ?

ঃ আমরা শুধু মাত্র মুহম্মদ ইকবালকে গ্রেপ্তার করতে চাই না। আমরা পুরো দলকে ধরতে চাই।]

এই বলে মুহম্মদ ইকবাল দিলদার হাসনকে ছুটি দিলেন।

কাম্বালা হিল—জাভেরী মহল।

ডলি জাভেরীর বেডরুমে তার ব্যক্তিগত টেলিফোন তীব্র আর্তনাদ করে উঠল।

ঃ হ্যালো আমি আমি ডলি মালহোত্রার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কুমারী জীবনের নাম শুনে ডলি জাভেরী যেন একটু আতংকিত হলেন। কী ব্যাপার ? তার কুমারী জীবনের নামটি আজ কে স্মরণ করল।

ঃ কী চান ? এখানে ডলি মালহোত্রা বলে কেউ থাকেন না। ডলি জাভেরী টেলিফোনে প্রশ্নকর্তাকে এড়াতে চাইলেন। কিন্তু এখানেই তার বিপদ কাটল না।

ঃ তাহলে মিসেস ডলি জাভেরীকে টেলিফোন দিন।

ঃ কথা বলছি। আপনি কী চান ?

ঃ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ঃ আমি অপরিচিত কারু সঙ্গে দেখা করি না...

ঃ আমি 'গোলাপের' বন্ধু....

ঃ 'গোলাপ' ! 'গোলাপ' কে ?

ঃ একী আপনি এত শিগগির 'গোলাপকে' ভুলে গেলেন...

এই দুই তিনটি কথা শুনতে এবং বলতেই ডলি জাভেরী বেশ ঘামিয়ে উঠেছিলেন।

'গোলাপ' নামটি শুনে ডলি জাভেরী শুধু আতংকিত নয় একটু ভয়ও পেলেন। কারণ ডলি জাভেরীর ছাত্রী জীবন ছিল রঙ্গীন এবং উদ্দাম। তার ঐ জীবনের প্রধান নায়ক ছিলেন 'গোলাপ'। 'গোলাপ' যে আবার তার জীবনে ফিরে আসবে ডলি জাভেরী কল্পনা করেন নি। তিনি শুনেছিলেন 'গোলাপ' ইংল্যাণ্ডে চলে গেছেন। তাহলে কী 'গোলাপ' এ দেশ ছেড়ে চলে যায় নি কিংবা হয়ত 'গোলাপ' দেশে ফিরে এসেছেন।

ঃ টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে কর্কশ, আদেশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। শুনুন, মিসেস জাভেরী, বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইনে। আপনি এবং আমি দুজনেই জানি 'গোলাপ'কে ? এবার শুনুন কী করতে হবে। আজ বিকেল চারটের সময় 'কেম্পস' কর্নারের কাছে 'মুনলাইট' নামে একটি রেস্তোরা আছে। অতি আধুনিক ভদ্র রেস্তোরা। আমি ওখানে গিয়ে আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করব। আমাকে চিনতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না। আমার চোখে থাকবে কালো চশমা, পরনে লাল সার্ট এবং হাতে 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা থাকবে।

'আজ আমার কোথাও যাওয়া একেবারে অসম্ভব, ডলি জাভেরী আপত্তির

সুর তুললেন। আজ রাত্রে 'উইলিংডন ক্লাবে' আমার ডিনার আছে। ডলি জাভেরী ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন। আশা করলেন গোলাপের বন্ধু তার এই আপত্তিকে স্বীকার করে নেবে। অপর পক্ষের গলার সুর আরোও তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ হল।

আজ আপনার আমার সঙ্গে দেখা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ আমি আপনার জীবন মরন সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করব। মনে রাখবেন 'গোলাপ' যে খবরগুলি আপনার কাছে পাঠিয়েছে ঐ খবরগুলি খুবই প্রয়োজনীয় এবং জরুরী।

'গোলাপের' নির্দেশের কথা শুনবার পর ডলি জাভেরী আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কারণ তিনি আশংকা করেছিলেন যদি তিনি 'মুনলাইট' রেস্তোরায় গিয়ে গোলাপের বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করেন তাহলে লোকটি হয়ত কাম্বালা হিলে জাভেরী মহলে এসে হাজির হবে। তখন তিনি কী করবেন?

ডলি জাভেরী বিপদ বাড়াতে চাইলেন না।

[বায়রন, ডলি জাভেরীর মনের এসব কথা আমার আন্দাজ অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়—মাধবন শংকর] ডলি জাভেরীর আর একটি কথা জানা প্রয়োজন ছিল। গোলাপের বন্ধু তার কাছ থেকে কী চায়?

* * *

সেদিন জমনাদাস জাভেরী বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলেন।

তুমি এত সকালে···ডলি জাভেরী তার স্বামীকে এই প্রশ্ন না করে পারলেন না।

তোমাকে বলেছিলাম আজ উইলিংডন ক্লাবে আমার এক বন্ধুকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছি। তোমার সঙ্গে আমার এই বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দেব। কোন না কোনদিন ওকে তোমার দরকার হবে...

ডলি জাভেরী চুপ করে রইলেন। তিনি বড় কঠিন সমস্যায় পড়লেন। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না। ঐদিনে এবং একই সময়ে স্বামীর সঙ্গে তার ডিনারে যেতে হবে। আজ আবার তার জীবনে এক ঘন কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। অতীত দিনের জীবনসাথী 'গোলাপ' আবার তার জীবনে ফিরে আসবার চেষ্টা করছে। ডলি জাভেরী স্বামীর প্রস্তাবে কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। [বায়রন, জাভেরী মহলে 'গোপাল' বলে নতুন একটা চাকর কাজ করে। লোকটি আমাদের। মাধবন শংকর।]

সেদিন ডলি জাভেরী উইলিংডন ক্লাবে গেলেন না। ক্লাবে না যাবার একটা অজুহাত দিলেন। জমনাদাস জাভেরী ডলি জাভেরীর এই অজুহাতকে স্বীকার করে নিলেন। তাকে নিয়ে যাবার জন্যে কোন আগ্রহ দেখালেন না।

[বায়রন, আমরা 'মুনলাইট রেস্তোরায়' আইবী'র কিছু লোক রেখেছিলাম। কারণ দিলদার হাসান এবং বোম্বাই'র স্মাগলার গোলাম রসুল যে একই ব্যক্তি একথা বোম্বাইর আইবী জানতে পেরেছিল]

দিলদার হাসান প্রতিশ্রুতি সময় অনুযায়ী 'মুনলাইট রেস্তোরায়' তার শিকারের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। একটু বাদে ডলি জাভেরীও 'মুনলাইট রেস্তোরায়' গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনিও চোখে একটা কালো চশমা পরে নিয়েছিলেন। তার আসল পরিচয় যেন কেউ জানতে না পারে। [বায়রন, বোম্বাই'র আইবী' দূর থেকে ডলি জাভেরী এবং দিলদার হাসানের একটি ছবি তুলেছিল। ছবিটি আমি তোমাকে পরে পাঠাব।]

দিলদার হাসান সময় নষ্ট করল না। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল 'গোলাপ' জানতে চেয়েছে আপনি কেমন আছেন। শুধু স্বাস্থ্য নয়, মনমেজাজ।

'গোলাপ' কে? তাকে আমি চিনি না...

নিশ্চয় চেনেন। তাকে চেনেন বলেই আজ আপনি নিজের সমস্ত কাজ ছেড়ে আমার কাছে ছুটে চলে এসেছেন। জানতে চান 'গোলাপ' কেমন আছে। কোন এক সময়ে 'গোলাপের' সঙ্গে আপনার গভীর প্রেম ছিল। তখন 'গোলাপ' বলতে আপনি এত উন্মাদ ছিলেন যে 'গোলাপের' অনুরোধে আপনি দেহের বস্ত্র খুলতে লজ্জা বোধ করেননি।

ডলি জাভেরীর মুখ রক্তিম হয়। প্রায় চিৎকার করেই বললেন এসব আপনি কী বলছেন? মিথ্যা কথা। আমি আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব।

দিলদার হাসান হাসল। বলল ডাকুন পুলিশ। আমি আপনার সঙ্গে কোন অসভ্য ব্যবহার করিনি। শুধু আপনার পুরানো বন্ধুর কথা বলছিলাম। ঐদিন আপনি বন্ধুর কথায় বস্ত্রহীনা হয়েছিলেন। কৈ তখনতো কোন লজ্জা বোধ করেননি। আজ অতীত কুমারী জীবনের কাহিনী শুনতে লজ্জা পাচ্ছেন কেন? পুলিশ এলে ওদের কাছে আপনার ন্যুড ছবিগুলি দেব। ওরা দেখুক অপনি কত সৎ ছিলেন।

আপনি নোংরা, মিথ্যে কথা বলছেন···

আপনি নোংরা কাজ করবেন, আর আমি সেই কথা নিয়ে আলোচনা করলেই দোষ হল।

এবার ডলি জাভেরী একটা প্রশ্ন না করে পারলেন না। জিজ্ঞেস আপনি ব্ল্যাকমেলিং করছেন। বলুন কত চান?

আবার দিলদার হাসান হাসল? বলল আমি কোন টাকা চাইনা। আর আমি তো আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিনা। সত্যি কথা বলছি।'

এবার দিলদার হাসান তার গলার স্বর গম্ভীর করল। বলল, মিসেস জাভেরী আমি কোন টাকা চাই না। আমি চাই খবর। আর সেই খবর আমাদের কাছে মূল্যবান।

খবর! আপনি কী বলছেন? ডলি জাভেরীর এই ছোট প্রশ্নে ছিল বিস্ময় এবং কৌতূহল।

হ্যাঁ, শুনুন আমরা একটা লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই লোকটিকে আপনি চেনেন। তার নাম হল 'ভিক্টর'। আমরা জানতে চাই এই ভিক্টরের

পরিচয় কী ? ভিক্টর আপনার স্বামীর কাছে দুটি এটাচী কেস জমা রেখেছে। এটাচী কেস দুটি কোথায় লুকানো আছে। বাড়িতে না কোন ব্যাংকের লকারে। আমরা লকার কিংবা সিন্দুকের চাবি চাই। কারণ আমরা ঐ দুটি এটাচী কেস চাই। যেমনি করে হ'ক আপনি এসব খবরগুলি আমাকে দেবেন এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে এটাচী কেস দুটি।

ডলি জাভেরী হঠাৎ যেন মনে বল ফিরে পেলেন। বললেন দেখুন, ভিক্টর'কে আমি জানি না। আপনি কী বলতে চাইছেন জানি না। আমি ভেবেছিলাম আপনি টাকা চাইবেন।

আমি ছিঁচকে ব্ল্যাকমেলার নই। টাকার জন্যে আপনার কাছে আসিনি…। বললামতো আমরা ভিক্টরের পরিচয় জানতে চাই এবং ভিক্টর যে দুটি এটাচী কেস আপনার স্বামীর কাছে জমা রেখেছে ঐ এটাচী কেসগুলি চাই। এটাচী কেস না দিতে পারলে ব্যাংকের লকারের নম্বর এবং লকারের চাবি দিতে হবে। এ ছাড়া আপনার কাছে চারটি ছবি রাখছি, এই ছবিগুলি দেখে বলুন এর মধ্যে ভিক্টর কে ?

ডলি জাভেরী বললেন আমি ভিক্টরকে ভাল করে চিনি না। অস্পষ্ট একবার দেখেছিলাম।

এই ছবিগুলি দেখলে আপনি হয়ত ভিক্টরকে চিনতে পারবেন।

গোলাপের বন্ধু দিলদার হাসান চারটি ছবি টেবিলের উপর রাখল।

ডলি জাভেরী এই শয়তানের হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছিলেন! এবার রেহাই পাবার একটি পথ খুঁজে পেলেন। তিনি ঠিক করলেন প্রথম যে ছবিটি দেখবেন সেই ছবিকে তিনি ভিক্টর বলে শনাক্ত করবেন।

ছবিগুলি থেকে একটি ছবি বের করে ডলি জাভেরী বললেনঃ আমার মনে হয় এই ছবিটি হল ভিক্টরের।

'গোলাপের' বন্ধুও ঐ ছবিটি দেখে একটু অবাক হল। কারণ দীর্ঘ পনের কুড়ি বছর আগে গোয়াতে গোলাম রসুল এই ধরনের মুখের আদল আছে এমনি একটি লোককে চিনত। হ্যাঁ এই লোকটি ছিল তার পরম বন্ধু। নাম ছিল অস্কার বারগাঞ্জা।

অস্কার বারগাঞ্জা এবং ভিক্টর যে একই ব্যক্তি একথা দিলদার হাসান বিশ্বাস করতে চাইল না। নিশ্চয় ডলি জাভেরী শনাক্ত করতে ভুল করেছেন।

আপনি ছবিটি ভাল করে দেখুন। হয়ত কোন ভুল করেছেন।

এবার ডলি জাভেরী গোলাপের বন্ধুর মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করবার জন্যে বেশ জোর দিয়ে বললেনঃ হ্যাঁ ঐ ছবি হল ভিক্টরের।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দিলদার হাষান বললঃ দেখুন আজ আপনাকে বললাম আমাদের মানে 'গোলাপ' আপনার কাছ থেকে কী চায়। আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে এই দিনেই, এই সময়ে, এই 'মুইনলাইট রেস্তোরায়' আমি কিংবা আমার কোন বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করব।

ঐদিন আপনি আমাদের কাছে ভিক্টরের পুরো পরিচয় দেবেন। এটাচী কেস দুইটি দেবেন। এ ছাড়া যদি এটাচী কেস না দিতে পারেন তাহলে বলুন এটাচী কেস কোথায় এবং কার কাছে আছে…। এটাচী কেস যদি ব্যাঙ্কের লকারে থাকে তবে ব্যাঙ্কের নাম, লকারের চাবি চাই, মনে থাকবে, আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে…। এই বলে দিলদার হাসান ওখান থেকে চলে গেল। গোলাপের বন্ধু চলে যাবার পর ডলি জাভেরীও চলে গেলেন। একটু বাদে আই বীর কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের লোকেরা এসে দিলদার হাসান যে সব গ্লাসে এবং টেবিলে তার হাত রেখেছিল সেইগুলির ছবি নিল। তারা এ সব ছবিগুলি ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টে পাঠিয়ে দিল কারণ আই বী জানতে চায় দশ বছর আগে যে স্মাগলার গোলাম রসুল বোম্বাই থেকে পালিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল এবং আজকের দিলদার হাসানের আঙ্গুলের ছবি একই কিনা?

* * * *

'মুনলাইট ক্লাব' থেকে বেড়িয়ে এসে দিলদার হাসান সোজা ক্রফোর্ড মার্কেটের পুলিশ ষ্টেশনে গেল। পুলিশের কাছে তার পাশপোর্ট জমা ছিল। বিদেশি, বৃটিশ নাগরিক বলে বোম্বাই'র পুলিশ দিলদার হাসানের পাশপোর্ট নিয়ে গিয়েছিল। রুটিন চেক্‌আপ তবু দিলদার হাসান মনে কোন শান্তি পেল না। কারণ প্রতিমুহূর্তে দিলদার হাসান আশংকা করছিল পুলিশ হয়ত তার অতীত জীবন খুজে বার করবে। জানতে পারবে যে দিলদার হাসান নামটি হল তার মুখোষ। বোম্বাইর পুলিশের চোখে ধুলো দেবার একটি কৌশল। কারণ দশ বছর আগে বোম্বাইর পুলিশের খাতায় তার নাম লেখা ছিল গোলাম রসুল, স্মাগলার। গোয়া থেকে সে মদ স্মাগল করে বোম্বাইতে নিয়ে আসত। ঐ সময়ে বোম্বাইতে প্রহিবিশানের যুগ ছিল। পরে গোলাম রসুল পালিয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। আজ গোলাম রসুল দিলদার হাসানের ছদ্মনাম নিয়ে আবার বোম্বাইতে ফিরে এসেছে।

ক্রফোর্ড মার্কেটের পুলিশ ষ্টেশনের ইনসপেক্টর কামাথ দিলদার হাসানকে বললেন ঃ আপনি কোন চিন্তা করবেন না মিঃ হাসান। আমরা এক্ষুনি আপনার পাশপোর্টটি ফেরৎ দিচ্ছি। এই বলে কামাথ দিলদার হাসানের পাশপোর্ট নিয়ে এলেন। পরে পাশপোর্ট দিলদার হাসানের হাতে তুলে দিয়ে বললেন ঃ মিঃ হাসান, একবার পাশপোটির ছবির সঙ্গে আপনারা চেহারাটা মিলিয়ে নিই. এবার বলুন, পাশপোটের ছবি আপনারই তো?

দিলদার হাসান ইনসপেক্টর কামাথের সামনেই বসেছিল। ঐ জায়গায় বাতিটা অতো উজ্জল ছিল না।

দিলদার হাসান তার পাশপোর্টের ছবিটি একটু অন্যমনস্ক হয়ে দেখছিল। পরে বলল ঃ হ্যাঁ এইটে আমার ছবি।

ইনসপেক্টর কামাথ বললেন ঃ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের আসল কাজ ছিল পাশপোটের ছবির সঙ্গে আপনার ছবিটি একটু মিলিয়ে দেখা।

আপনি যখন পাশপোর্টের ছবিটি আপনার ছবি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন আমাদের আর বলবার কিছু নেই, ধন্যবাদ। এই নি'ন আপনার পাশপোর্ট।

এই বলে ইন্সপেক্টর কামাথ তার পাশপোর্ট'টি দিলদার হাসানের হাতে তুলে দিলেন।

এবার দিলদার হাসান খুশি মনে ক্রফোর্ড মার্কেটের পুলিশ ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে এল।

পরে হোটেলে ফিরে এসে দিলদার হাসান নিজের মারাত্মক ভুল বুঝতে পারল। হোটেলের উজ্জ্বল আলোয় সে দেখতে পেল পাশপোর্ট'র যে ছবিকে যে নিজের ছবি বলে স্বীকার করে নিয়েছে ঐ ছবিটি তোলা হয়েছিল দশ বছরে আগে। পুলিশ তুলেছিল। ঐ সময়ে পুলিশের খাতায় তার নাম ছিল গোলাম রসুল, স্মাগলার···। এই ছবি দেখলে পুরাণ দিনের গোলাম রসুল এবং আজকের দিলদার হাসান একই ব্যক্তি এই বিষয়ে কারু মনে কোন সন্দেহ হবে না।

সমস্ত বিষয়টি চিন্তা করে দিলদার হাসান দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল করল, কারণ পাশপোর্ট'র ছবি নিয়ে সে যে ভুল করেছিল সেই কথাটি দিল্লীতে মুহম্মদ ইকবালকে জানান দরকার। মুহম্মদ ইকবাল দিলদার হাসানকে বার বার সাবধান করে বলেছিলেন আমাকে কক্ষনো কোন টেলিফোন করবে না। প্রয়োজন হয় 'সুইটিকে' খবর দেবে।

স্যর আমি দিলদার হাসান বলছি···

কে? মুহম্মদ ইকবাল জিজ্ঞেস করলেন।

দিলদার হাসান···

ঐ নামের কাউকে আমি চিনিনা ··মহম্মদ ইকবালের এই জবাব শুনে দিলদার হাসান স্তম্ভিত হল। কী বলছেন মুহম্মদ ইকবাল? দিলদার হাসান নামে কাউকে তিনি চেনেন না। এইতো চারদিন আগে দিল্লীতে তারা দুজনে বসে কত গল্পগুজব করেছিল। আজ মুহম্মদ ইকবাল না চিনবার ভান করলেন কেন? নিশ্চয় এর পেছনে কোন রহস্য আছে।

দিলদার হাসান ভাবল, জাহান্নামে যাক ডলি জাভেরী। এছাড়া সাতদিন বাদে ডলি জাভেরীর সঙ্গে তার দেখা করবার কথা ছিল। দিলদার হাসান ঠিক করল আজই সে দিল্লীতে ফিরে গিয়ে জানতে চাইবে মুহম্মদ ইকবাল তাকে না চিনবার ভান করলেন কেন?

এছাড়া আর একটি ব্যাপারে দিলদার হাসানের মনে চিন্তা হবার বিশেষ কারণ ছিল। কারণ দিলদার হাসান যখন ডলি জাভেরীকে তার নোংরা ছবিগুলি দেখাল তখন তিনি কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। বরোং সহজ মনে কথা বলতে লাগলেন। দিলদার হাসান ভাবল মিসেস জাভেরীর চিন্তা না হবার একটি মাত্র কারণ হতে পারে। হয়ত ছবিগুলি জাল। হয়ত সাতদিন বাদে ডলি জাভেরী পুলিশ নিয়ে মুনলাইট রেস্তোরায় এসে হাজির হবেন তখন দিলদার হাসান কী করবে? কারণ এতক্ষণে পুলিশ দিলদার হাসানের আসল পরিচয় জানে। এদিকে

মুহম্মদ ইকবাল বলছেন তিনি দিলদার হাসান বলে কাউকে চেনেন না। এই পরিস্থিতিতে দিলদার হাসান দিল্লীতে ফিরে আসাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করল।

* * * *

এদিকে মুহম্মদ ইকবাল দিল্লীতে দিলদার হাসানকে দেখবার আশা করেননি। কিন্তু রাত এগারটার পর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে মুহম্মদ ইকবাল যখন দিলদার হাসানকে তার চোখের সামনে দেখতে পেলেন তখনই তিনি রেগে আগুন হলেন। তিনি এত রাত্রে দিলদার হাসানকে দেখবার আশা করেননি। ঐ মুহূর্তে স্থির করলেন 'দিলদার হাসান মাষ্ট গো'। তাকে হত্যা করতে হবে। এই লোকটি যদি আর বেশিদিন দিল্লীতে থাকে তাহলে শিগিরই দিল্লীর পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করবে।

তুমি এখানে! মুহম্মদ ইকবাল বেশ রুক্ষ, ধমকের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

মুহম্মদ ইকবালের গলার স্বর শুনে দিলদার হাসান ভাবল তাহলে মুহম্মদ ইকবাল সত্যি কোন কারণে তার উপরে রাগ করেছেন। রাগের কারণ কী? মুহম্মদ ইকবাল তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাননি। এখন তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন কী ব্যাপার, এত রাত্রে তুমি এখানে এলে কেন?

স্যর আমি যখন বোম্বাই থেকে টেলিফোন করছিলাম তখন আপনি বললেন আপনি আমাকে চেনেন না। অথচ চার পাঁচদিন আগে আপনি আমাকে দেখে কতখুশি হয়েছিলেন। তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম আপনি কী সত্যি সত্যি আমার উপর রাগ করেছেন।

দিলদার হাসানের মুখে একথা শুনবার পর মুহম্মদ ইকবাল আরো রেগে গেলেন। সামান্য একটা প্রশ্ন করবার জন্যে দিলদার হাসান বোম্বাই থেকে দিল্লীতে চলে এসেছে। গর্দভ। তিনি ইসলামাবাদকে বহুবার অনুরোধ করেছিলেন দিলদার হাসানের মত একটা গাধাকে ভারতে পাঠিওনা। এছাড়া পুলিশের খাতায় দিলদারের নাম লেখা আছে। এবার তিনি দিলদার হাসানকে নিয়ে কী করবেন? তিনি আগেই ঠিক করে নিয়েছিলেন দিলদার যদি বেশিক্ষণ বেঁচে থাকে তাহলে পাকিস্তান স্পাই চক্র ধরা পড়বে।

দিলদার হাসান বলতে লাগল স্যর, ডলি জাভেরী আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন। আগামী সাতদিন পরে একই সময়ে একই দিনে ঐ মুনলাইট রেস্তোরায় আমি কিংবা আমাদের অন্য কোন বন্ধু 'গোলাপের' নাম ব্যবহার করে ওর সঙ্গে দেখা করব। তখন উনি আমাদের সব খবর দেবেন, অর্থাৎ কোথায় ভিক্টরের এটাচী কেস দুটি রাখা হয়েছে, কোন ব্যাংকে, লকারের চাবি কোথায় এবং কয়েক ঘণ্টার জন্যে লকার কিংবা সিন্দুকের চাবিও আমাদের এনে দেবেন। আমার সব দাবিকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। মুহম্মদ ইকবাল মন দিয়ে কথাগুলি শুনলেন। তিনি কোন মন্তব্য করলেন না। দিলদার হাসান বলতে লাগল মিসেস জাভেরী ওর নুড ছবিগুলি দেখে

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। 'গোলাপ' যে তাকে ব্ল্যাকমেল করবে এ তিনি আশা করেন নি।

তুমি কোন ছবি ওকে দাওনিতো? মুহম্মদ ইকবাল গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন। দিলদার হাসানকে বিশ্বাস করতে তার মন চাইছিল না।

না স্যার। হ্যাঁ আর একটা কথা। আপনি আমাকে যে ফটোগুলি দিয়েছিলেন ঐ ফটোগুলি দেখে মিসেস ডলি জাভেরী একটি ছবিকে 'ভিক্টর' বলে শনাক্ত করেছেন।

এই বলে দিলদার হাসান ফটো কয়টি টেবিলের উপরে রাখল। পরে একটি ছবি দেখিয়ে বলল এই ছবিটি দে'খে মিসেস জাভেরী বললেন, এই লোকটির নাম হল 'ভিক্টর'।

একথা বলার সময় দিলদার হাসান মুহম্মদ ইকবালকে কোন আভাষ ইঙ্গিত দিল না যে ছবির লোকটির সঙ্গে কোন একসময়ে, তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। দিলদার হয়ত মনে মনে আন্দাজ অনুমান করেছিল যে এই ধরনের কথা বলবার অনেক বিপদ, অসুবিধা আছে। এখানে চুপ করে থাকাই ভাল।

মুহম্মদ ইকবালও শনাক্ত করা ছবিটিকে দেখে বিস্মিত হলেন। কারণ এই লোকটিকে তিনি ভাল করে চেনেন। এই লোকটিকে সাতদিন আগে মোটর বোটে খুন করা হয়েছে। ডলি জাভেরী কিংবা দিলদার হাসান কেন বলছে যে ফটোর লোকটিই হলেন 'ভিক্টর'। নিশ্চয় এর ভেতর কোন জালিয়াতি কারসাজি আছে। কারণ মিসেস ডলি জাভেরী যে ছবিটিকে 'ভিক্টর' বলে শনাক্ত করেছিলেন সেই লোকটির আসল নাম ছিল অস্কার বারগাঞ্জা।

এবার মুহম্মদ ইকবাল কড়া দৃষ্টিতে দিলদার হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন দিলদার,তুমি যে ছবিটিকে আমাকে 'ভিক্টর' বলে দেখিয়েছ সেই ছবিটি হল অস্কার বারগাঞ্জার, বোম্বাইর আণ্ডার ওয়ার্লডের রাজা। তুমি কিংবা ডলি জাভেরী আমাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছ। আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলছ।

দিলদার হাসান বলল, ছবি দেখে আমি ও বুঝতে পেরেছিলাম এই ছবি শনাক্ত করবার ভেতর নিশ্চয় কোন রহস্য আছে।

হ্যাঁ ডলি যদি এই ছবিকে ভিক্টর বলে থাকেন তাহলে জেনে রাখো এ ছবি 'ভিক্টরের' নয়। মিসেস জাভেরী আমাদের ধোঁকা দিয়েছেন। যাক তুমি যাও। এরপর আমার বাড়িতে আর এসোনা। যা কিছু বলবার 'সুইটিকে' বলবে। আমার বাড়িতে এলে তুমি বিপদে পড়বে। গুডনাইট...

মুহম্মদ ইকবালের মুখে 'গুডনাইট' শুনে দিলদার হাসান অবাক হল। হঠাৎ মুহম্মদ ইকবাল তার সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করলেন কেন? এই নিষেধ করবার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন কারণ লুকানো আছে। গোলাম রসুল দীর্ঘদিন স্মাগলিংর কাজ করেছে। কিন্তু 'স্পাই'র কাজ যে কত বিপজ্জনক এবার সে উপলব্ধি করল।

দিলদার হাসান মুহম্মদ ইকবালকে 'গুডনাইট' বলবার সুযোগও পেলনা।

সে অন্ধকার রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল। একটা ট্যাক্সী করে সে পুরান দিল্লীর তার হোটেলে ফিরে যাবে। কিন্তু দিলদার হাসান ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ড অবধি যাবার সুযোগ পেল না।

হঠাৎ সে দেখতে পেল দূরে থেকে একটি ট্রাক উজ্জ্বল বাতি জ্বালিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। হেডলাইটের আলো ক্রমেই তীক্ষ্ণ, তীব্র হচ্ছে। ওকী হেডলাইট যে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। গাড়ির ঐ উজ্জ্বল আলো তার চোখকে ঝলসে দিল। তারপরেই শোনা গেল দিলদার হাসানের করুণ চিৎকার।

ট্রাক দিলদার হাসানকে চাপা দিয়ে চলে গেল।

*　　*　　*　　*

দিলদার হাসানের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে রইল।

পরের দিন সংবাদপত্রে একটি ছোট খবর বেরুল যে বোম্বাইর বিখ্যাত স্মাগলার গোলাম রসুল ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছেন। কিছুদিন আগে বোম্বাই পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে গোলাম রসুল পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। সাতদিন আগে তিনি দিলদার হাসান নাম দিয়ে বৃটিশ পাশপোর্ট নিয়ে এদেশে এসেছিলেন। আসবার কারণ জানা যায় নি। পুলিশ এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে গররাজি।

*　　*　　*　　*

ডলি জাভেরীর সঙ্গে বায়রনের দেখা করা প্রয়োজন ছিল।

বিকেলে বায়রন কাম্বালা হিলের জাভেরী মহলে গিয়ে উপস্থিত হল। ঐ সময়ে ডলি জাভেরী বায়রনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তবু সে যখন ডলি জাভেরীকে খবর পাঠাল যে বিশেষ একটি জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে সে জাভেরী মহলে হাজির হয়েছে তখন ডলি জাভেরী দেখা করতে রাজি হলেন।

কী ব্যাপার? আপনি আজ এখানে এলেন কেন? ডলি জাভেরী জিজ্ঞেস করলেন। তার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে অসুবিধা হল না তিনি বায়রনকে দেখে সন্তুষ্ট হননি।

বায়রন বেশ কিছুক্ষণ ডলি জাভেরীর দিকে তাকিয়েছিল। মনে মনে ডলি জাভেরীর রূপের প্রশংসা করল। এছাড়া মেয়েটি যে বুদ্ধিমতী এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সহজে ভেঙ্গে পড়বার পাত্রী নয়।

বলুন, আপনার প্রয়োজন কী? ডলি জাভেরীর এই ছোট প্রশ্নে বিরক্তির আভাষ ছিল।

বায়রন হাসল। বলল, অরুণদাস আমাদের উকিলের কাছে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছে। সেই বিবৃতিতে অরুণদাস তার নিজের দোষ স্বীকার করেছে...

বাধা দিলেন ডলি জাভেরী। বললেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন দক্ষ, প্রবীণ উকিল এই কেস লড়বার জন্যে নিয়োগ করবেন। কিন্তু একজন শয়তান উকিলকে দিয়ে এ কাজ করাবেন ভাবিনি। আপনার উকীল কেসটা

ভণ্ডুল করে দেবে।

বায়রন কোন মন্তব্য করল না। শুধু বলল, আরো কিছু নৈরাশ্যজনক খবর আপনাকে দেবো। অরুণ তার বিবৃতিতে বলেছে সেই গুলি করে অসৃকার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে। অরুণদাসের এই স্বীকারোক্তির পর তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। শুধু আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আপনি কী এর মধ্যে অরুণদাসকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন ?

ডলি জাভেরী কোন স্পষ্ট জবাব দিলেন না। শুধু বললেন, ডাক্তার বলেছেন অরুণ বর্তমানে ভালই আছে। তাকে শিগ্‌গীরই ছেড়ে দে'য়া হবে।

একথা আমি জানি মিসেস জাভেরী। তবে হয়ত আপনি জানেন না যে অরুণদাস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে।

ডলি জাভেরী চুপ করে রইলেন।

বায়রন বলল, অরুণদাস এক দীর্ঘ, লম্বা বিবৃতি দিয়েছে। ঐ বিবৃতি থেকে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পেরেছি। ঐ সব তথ্য আমার তদন্তের কাজে সাহায্য করবে। যাক আপনাকে কয়েকটি অপ্রিয় প্রশ্ন করব। আপনি যদি প্রশ্নগুলির জবাব দেন তাহলে এই খুনের তদন্তের একটা দিক পরিষ্কার হবে। আপনি অরুণদাসের সমবয়সী ছিলেন। আপনাদের দুজনের মধ্যে কী কোন গভীর, গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ধরুন আমি যদি বলি যে আপনার স্বামী যখন আপনাকে বিয়ে করেছিলেন তখন অরুণদাস আপনাকে ভালবাসত। কারণ অরুণদাস আশা করেছিল সে আপনাকে বিয়ে করবে। কিন্তু তার বাবা যে দুম করে আপনাকে বিয়ে করবেন একথা সে কখনও ভাবেনি।

বায়রনের একথা শুনবার পর ডলি জাভেরীর মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি চিৎকার করে বললেন, আপনি অসভ্য। আপনার এই প্রশ্নের কোন জবাব দেব না। আপনি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

বায়রন অবশ্য ডলি জাভেরীর কথায় কান দিল না। তার মুখে হাসি লেগে ছিল। বলল, মিসেস জাভেরী একটা খুন, স্মাগলিং-এর তদন্তের কেসে হাজার রকম নোংরা কথা নিয়ে বাজারে আলাপ আলোচনা হয়। এইসব কথা ভিত্তি করে আমাদের কেস তদন্ত করতে হয়। যাক আপনাকে একটা কাহিনী বলব। কাহিনীগুলি আমি খুবই বিশ্বস্ত সূত্রে পেয়েছি। সেই সূত্রটি কী এখনও বলব না। ভবিষ্যতে বলব।

আমি জানি অসৃকার বারগাঞ্জা কিংবা তার বন্ধুরা অরুণদাস জাভেরী এবং আপনাকে নিয়মিতভাবে 'ব্ল্যাকমেল' করছিল।

আমাকে কেউ ব্ল্যাকমেলিং করেনি কিংবা করবার চেষ্টা করেনি। আপনার এই অসৃকার বারগাঞ্জাকে আমি চিনি না, মিসেস ডলি জাভেরী প্রতিবাদের কণ্ঠে জবাব দিলেন।

হাসল বায়রন। বলল, নোংরা ঘটনা নিয়ে তদন্ত করা হল আমার পেশা। আমার কানে এইসব নোংরা কাহিনী বাতাসের আগে চলে আসে। আপনি

প্রতিবাদ করেছেন যে কোন নোংরা ঘটনার সঙ্গে আপনি জড়িত ছিলেন না এবং অসৃকার বারগঞ্জাকে আপনি চেনেন না। হয়ত আপনি আংশিক সত্যি কথা বলেছেন। আচ্ছা আপনি যখন দিল্লীতে ছিলেন তখন 'গোলাপ' ছিল আপনার প্রেমিক। আপনাদের দুজনের মধ্যে যে প্রেম, ভালবাসা ছিল একথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না···। এবার বলুন এই 'গোলাপ' কে ?

ডলি জাভেরী আবার জোরে চিৎকার করে বললেন, 'গেট আউট ফ্রম মাই হাউস।'' আপনি না গেলে...।

না গেলে কী করবেন মিসেস জাভেরী ? লোক দিয়ে জোর করে বের করে দেবেন। তাহলে সবাই আপনার অতীত জীবনের চরিত্রের কথা জানতে পারবে। না, অমন ভুল করবেন না। নিজের কেচ্ছা ঢাক পিটিয়ে সবাইকে শোনাবেন না।

আপনি নিশ্চয় জানতেন যে আপনার বাবা রায়চাঁদ মালহোত্রা আপনার স্বামী জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা ঋণ করেছিলেন। না, বলব অন্য কোন কারণে তার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিলেন। কারণটি কি আপনি জানতেন। অবশ্যি টাকা না নিয়ে তার কোন উপায় ছিল না। নইলে বাজারে, ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে খবর চালু হয়ে যেত যে আপনার বাবা রায়চাঁদ মালহোত্রা হলেন একজন জুয়ারী এবং জুয়ো খেলে তিনি সর্বস্ব হারিয়েছেন। এই অপবাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আপনার বাবা রায়চাঁদ মালহোত্রা জমনাদাস জাভেরীর সঙ্গে আত্মীয়ের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

এই সময়ে অরুণদাস জাভেরীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হল। তার উপর আপনার কিছু দুর্বলতাও হয়েছিল। অরুণদাস ছিল অল্পবয়সী, সুপুরুষ, বিত্তবান, না বলব ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান। অরুণদাস প্রথমে ড্রাগস খেতো না। কিন্তু যেদিন জমনাদাস জাভেরী দুম্‌ করে আপনাকে বিয়ে করলেন সেদিন থেকে অরুণদাস নেশা করতে শুরু করল। প্রথমে ড্রিংকস, তারপরে ড্রাগস।

অরুণদাস আপনাকে দিল্লীর জাভেরী এ্যাণ্ড সন্সে একটা ভাল চাকুরি দিয়েছিল। ঐ সময়ে আপনি জমনাদাস জাভেরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। পরে জমনাদাস জাভেরী একদি অরুণের ঘরে আপনাকে দেখতে পেয়ে আকৃষ্ট হলেন। আপনাকে তার 'ব্যাক্তিগত' সেক্রেটারী হিসাবে তার বোম্বাই'র দপ্তরে নিয়োগ করলেন। 'আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং এছাড়া একটু বয়স্ক পুরুষ আপনাকে বেশি আকর্ষণ করে থাকে'।

অরুণদাস বুঝে উঠতে পারলেন না কেন তার বাবা আপনাকে তার ব্যক্তিগত সেক্রেটারী করে বোম্বাইতে নিয়ে গেলেন। তাহলে কী জমনাদাস জাভেরী প্রথম দর্শনেই আপনার প্রেমে পড়েছিলেন না আপনাকে তার 'ব্যক্তিগত সেক্রেটারী' হিসেবে নিয়োগ করবার অন্য কোন কারণ ছিল। অরুণদাস জাভেরীর দেয়া বিবৃতিকে অনুসরণ করে আমরা এই সেক্রেটারী নিয়োগের ব্যাপারে যে নেপথ্য কারণ এবং কাহিনী ছিল তার মোটামুটি একটি ছবি এখানে তুলে ধরব।

অরুণদাসের বিবৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে বোম্বাইতে এসে আপনি জমনাদাস জাভেরীর সঙ্গে কাজ করে তার ব্যবসায় অনেক গোপন কারকারবারের খবর জানতে পারলেন। জানতে পারলেন যে জমনাদাস জাভেরী একজন ধনী ব্যবসায়ী, শেয়ার মার্কেটের রাজা, তবে তার ব্যবসার উন্নতির পেছনে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ আইনবিরোধী কাজকারবার। জমনাদাস গোপনে স্মাগলিং'র কাজকারবারে ফিনান্স করতেন। তিনি বিদেশের সুইস ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা রেখেছেন। তিনি প্রতিটি এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের 'আণ্ডার ইনভয়েসিং' করে থাকেন। এবং সব শেষে জমনাদাস জাভেরী আর এদেশে কিছু কিছু দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে একত্র হয়ে কিছু মারাত্মক জিনিস এদেশে আমদানি করে এসেছেন। শুধু তাই নয় বিদেশ থেকে যে সোনা স্মাগল করা হয় এবং এদেশে যে ড্রাগস আনা হয় সেই ব্যবসার ফিনান্সিং জমনাদাস জাভেরী করে থাকেন। এ হল জমনাদাস জাভেরীর অবৈধ কাজকারবারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

বায়রন একটানা তার কাহিনী বলে গেল। তার এই কাহিনী শুনবার পর ডলি জাভেরী চিৎকার করে বলে উঠলেন। বললেন, সব আপনার মনগড়া মিথ্যে কাহিনী, রূপকথা। আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন···

বায়রন শুধু হাসল, বলল, না মিসেস জাভেরী এই কাহিনী নির্ভেজাল সত্যি। এ কথা প্রমাণ করবার মতো তথ্য আমার কাছে আছে। আপনি হয়তো জানেন না যে 'গোলাপের' এই বন্ধুর উপর দিল্লীর আই বী কড়া নজর রাখছিল। আই বীর সেই রিপোর্ট আমি পেয়ে গেছি এবং আইবীর রিপোর্টের তথ্যর উপর ভিত্তি করেই আপনাকে এই কাহিনী বললাম।

আর একটা কথা মিসেস জাভেরী। আপনারা দুজনে মানে গোলাপের বন্ধু এবং আপনি যখন 'মুনলাইট' রেস্তোরাঁয় বসে কথাবার্তা বলছিলেন তখন আই বীর লোক আপনাদের পেছনের টেবিলে ছিল এবং আপনাদের সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ড করে নিয়েছিল। একদিন ঐ আলাপ-অলোচনার রেকর্ড চালিয়ে আপনাকে সব কথা শোনাব। ঐ আলাপ-আলোচনা এবং আপনার নিজের গলা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন আমার এই কাহিনীসত্যি না মিথ্যে। এ ছাড়া অরুণদাস আমাদের উকীল নারায়ণ দুবের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছে সেই বিবৃতি থেকে আমরা অনেক কিছু নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। অরুণদাসের এই বিবৃতি আপনাকে চমক লাগিয়ে দেবে। আপনি জানতেন অরুণদাস আপনাকে ভালবাসত এবং আপনাদের দুজনের মধ্যে প্রেম ছিল। আজ বাইরের সমাজ জানে যে অরুণদাস হল আপনার সতীনের ছেলে। কিন্তু আপনাদের বন্ধুমহলে সবাই জানে যে আপনারা দুজনে ছিলেন প্রেমিক-প্রেমিকা। আপনি ঘটনাচক্রে এবং বলব অর্থের লোভে পড়ে জমনাদাস জাভেরীকে বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়ে করে আপনি সুখ-শান্তি পাননি। অবশ্য জমনাদাস জাভেরীরও আপনাকে বিয়ে করবার পেছনে একটি নেপথ্য কারণ ছিল। তিনি আপনাকে বিয়ে করে আপনার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কারণ আপনি জমনাদাস জাভেরীর অনেক গোপন

কাজ-কারবারের খবর জানতে পেরেছিলেন। জমনাদাস জাভেরী ভেবেছিলেন যদি তিনি আপনাকে বিয়ে করেন তাহলে আপনি নিশ্চয় আর মুখ খুলবেন না। যাক এবারে আপনাকে অরুণদাসের বিবৃতি পড়ে শোনাব। এই বিবৃতিতে অরুণদাস অনেক সত্যি কথা বলেছে। বলতে পারেন এক চমকপ্রদ কাহিনী। Truth is stranger than fiction—

এই বলে বায়রন তার পকেট থেকে এক গুচ্ছ কাগজ বের করে বলল: মিসেস জাভেরী এবার অরুণের বিবৃতি শুনুন···বায়রন পড়তে লাগল—

'আমার নাম অরুণদাস জাভেরী। বাবার নাম জমনাদাস জাভেরী। তিনি হলেন দেশের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং বোম্বাই-র শেয়ার বাজারের রাজা, এবং তার বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা আছে। তিনি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছিলেন। এছাড়া আমার বাবার দেশের রাজনৈতিক মহলে বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে এবং অনেক রাজনৈতিক দলকে তিনি নিয়মিত মোটা ডোনেশন দিতেন।

'এতবড় ব্যবসায়ী এবং সম্মানী লোকের একমাত্র সন্তান হয়েও আমার কেন এই অধঃপতন হ'ল সেই কাহিনী একটু বিস্তারিত করে বলা প্রয়োজন।

আমি দিল্লীতে পড়াশুনা করেছি। পড়াশুনা শেষ করে বাবার দিল্লীর ব্রাঞ্চ অফিসে কাজ শুরু করেছিলাম। দিল্লীর সমাজে এবং বন্ধুমহলে আমার একমাত্র পরিচয় ছিল আমি এক বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান। তাই আমার বন্ধু, বিশেষ করে বান্ধবীর কোনো অভাব ছিল না। সুন্দরী অপ্সরার দল আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করত

আমি দিল্লীর সমাজের বিভিন্ন লাঞ্চ, ডিনারও ককটেল পার্টিতে প্রায়ই যোগ দিতাম। একদিন এক ককটেল পার্টিতে আমার একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটি দেখতে ছিল একেবারে 'সেক্স বম্ব'।

এই 'সেক্স বম্বের' নাম ছিল আইরিন সেন। বাবা বাঙালি, মা ছিলেন ফরাসি। বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল।

একদিন আইরিন সেন আমাকে তার আর এক বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটি আইরিনের চাইতে সেক্সী এবং আকর্ষণীয়া ছিল। মেয়েটির কালো হরিণ চোখ আমাকে মুগ্ধ করল। মেয়েটির নাম ছিল ডলি মালহোত্রা। বাবার নাম রায়চাঁদ মালহোত্রা।

ডলিকে দেখামাত্র আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। যাকে বলে 'লাভ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট'। ডলি আমার সমবয়সী ছিল। ডলি ও আইরিন জুয়ো খেলত, পয়সা এবং জীবন নিয়ে। তিন তাস, পোকার, রুলেট সব রকম জুয়ো খেলবার অভ্যাস তাদের ছিল।

আমরা সবাই দ্রুত জীবনে, বিদেশেই যাকে বলে 'ফাষ্ট' লাইফ'এ বিশ্বাস করতাম। ড্যান্স, ককটেল-ডিনার-পার্টি ছিল প্রতিদিনের জীবন। আমি দেখতে পেলাম দিল্লীর সমাজে ককটেল পার্টিতে এবং তাস খেলার আসরে ডলির প্রচুর

স্তাবক ছিল। এই সব স্তাবকদের মধ্যে একটি ভারী সুন্দর যুবক ছিল। ছেলেটি পেশায় ছিল ফটোগ্রাফার। ছেলেটিও জুয়ো খেলার বাদশা ছিল। ডলির এই ছেলেটির প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল। ছেলেটির নাম ছিল বসন্ত সাহনী। ডলিকে আঁকড়ে ধরবার জন্য এবং কাছে পাবার জন্য আমি তাকে আমাদের দিল্লীর অফিসে বেশ মোটা মাইনেতে চাকরি দিলাম। ভেবেছিলাম ডলিকে এই চাকরি দিয়ে বশ করতে পারব। কিন্তু কিছুদিন পরে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। কারণ ডলিকে আমার দফতরে চাকরি দিয়ে আমি এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডেকে আনলাম। আর সেই প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন আমার বাবা জমনাদাস জাভেরী। আমি কখনই কল্পনা করিনি আমার বাবা ডলির প্রেমে পড়বেন এবং তাকে বিয়ে করবেন। কারণ কিছুদিন আগে আমি বাবাকে বলেছিলাম যে ইচ্ছে করলে আপনি আবার বিয়ে করতে পারেন। তখন বাবা আমার এই প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বাবা কী কারণে ডলিকে বিয়ে করেছিলেন জানি না। বাবা যেদিন ডলিকে বিয়ে করলেন সেদিন থেকে জীবন সম্বন্ধে আমার এক প্রবল বিতৃষ্ণা এবং ঘেন্না ধরে গেল। ডলি অবশ্যি আমাকে আড়ালে বোঝাবার চেষ্টা করল যে এই বিয়ে তার ইচ্ছাকৃত নয়। একটা ঘটনার পরিস্থিতিতে পড়ে সে বাবাকে বিয়ে করেছে। সেই ঘটনা কি ছিল আমি জানি না।

সে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে আমার প্রতি তার মনের দুর্বলতা এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। এ ছাড়া ডলি আমাকে আরো বলল যে বসন্ত সাহনী অর্থাৎ ঐ ফটোগ্রাফার ছেলেটি যার সঙ্গে তার প্রেম ছিল, সেই ছেলেটিকে সে তার মন থেকে মুছে ফেলেছে।

এবার আমার এই কাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করব।

প্রথমে কী করে, কেন এবং কী পরিস্থিতিতে আমার অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও হৃদ্যতা হয়েছিল সেই ঘটনা বলা দরকার। আমার অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে প্রথমে দেখা হয়েছিল মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে। আমি জুয়ো খেলবার জন্য প্রায়ই বোম্বাই, বাঙ্গালোরের রেসকোর্সে যেতাম। একবার মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে আমি একটি ঘোড়ার উপর মোটা টাকার বাজি রেখেছিলাম। পরে শুনতে পেলাম আমার ওই বাজি জিতবার কোনো আশাই নেই। খবরটা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি যখন এই বাজি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি এবং ভাবছি কী করব তখন দেখতে পেলাম ঐ রেসে একটি লোক 'বিউটি কুইন' ঘোড়ার উপর বাজি রাখছে। পরে লোকটি খুবই মৃদুস্বরে বুকিকে বলল: কাউকে বল না। এ হ'লো অস্কার বারগাঞ্জার ঘোড়া। জকিরা সবাই এই বারগাঞ্জার লোক। তাই অস্কার বারগাঞ্জার ঘোড়া বাজি জিতবেই। ঐ সময়ে রেসকোর্সে জকিদের আসল মনিব ছিল অস্কার বারগাঞ্জা।

মহালক্ষ্মীর রেসকোর্সে আমি অস্কার বারগাঞ্জার নাম বহুবার শুনেছিলাম।

জকিদের এবং ট্রেনারদের উপর তার কী আধিপত্য এবং প্রভাব ছিল সেকথাও জানতাম। তাই এই লোকটিকে দেখবার এবং জানবার জন্য প্রচণ্ড শখ হয়েছিল। তখন কি ছাই জানতাম এই অস্‌কার বারগাঞ্জা আমার জীবনের শনি হয়ে দাঁড়াবে। কারণ পরে জানতে পেরেছিলাম লোকটি হল এক বিষধর কালকেউটে সাপ! ওর ছোবল খেলে কিংবা ওর সম্পর্কে এলে কেউ বাঁচেনা।

পরে আমি অস্‌কার বারগাঞ্জার আসল পরিচয় পেলাম।

'একদিন আমার এক বন্ধু বলল: শুধু রেসকোর্সে কেন, বোম্বাই শহরে যত নোংরা, ময়লা কাজ করা হয় তার সঙ্গে অস্‌কার বারগাঞ্জার নাম জড়িয়ে আছে। সোনা-হেরোন-হাসিস স্মাগলিং এবং ব্লু ফিল্ম-এর কারবারে সে নরক, পাতালের রাজা।

এই গুজবের সত্য মিথ্যা যাচাই করবার কোনো সুযোগ আমি পাইনি। শুধু তাই নয়—অনেকের বক্তব্য ছিল অস্‌কার বারগাঞ্জা শুধু স্মাগলার নয় সে হল বিদেশী স্পাইচক্রের এজেন্ট।

'একদিন ঘটনাচক্রে বোম্বাইর কুখ্যাত 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাব বারে আমার অস্‌কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'লো। সেই পরিচয় থেকে অস্‌কার বারগাঞ্জা হ'লো আমার পরম বন্ধু। এবং পরে সে হ'লো আমার পরামর্শদাতা। এবার থেকে আমি নিয়মিতভাবে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে' যেতাম।

বিচিত্র এই 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাব'। বলা যায় এ হল শয়তানদের আড্ডা। অনেকে বলত 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাব' হ'লো বোম্বাইর "পাপ ভবন"। দুনিয়ার সব ধরনের পাপ কাজ এখানে করা হ'তো। সবাই বলত এই সব পাপ কাজের গুরু হ'লো—অস্‌কার বারগাঞ্জা। সে বোম্বাইর কোনো ফ্ল্যাটে অথবা বাড়িতে থাকত না। বোম্বাইর এক শহরতলী ভিয়াণ্ডিতে সমুদ্রের এক লাক্সারি বোটে থাকত। ঐ লাক্সারি বোটও ছিল পাপের আড্ডা···জুয়ো খেলা, ড্রাগসখাওয়া, মেয়েমানুষ নিয়ে সব রকমের অন্যায় কাজ ওখানে করা হ'তো। ওখানে রুলেট খেলাও হ'তো। কখনও লাক্সারি বোটে করে বারগাঞ্জা মাঝ সমুদ্রে চলে যেত। গুজব ছিল মাঝ সমুদ্রে বোট নিয়ে যাবার কারণ হ'লো সোনার বদলে কোনো বিদেশী কোম্পানীর জাহাজে হাসিস, হেরোন তুলে দিত। স্মাগলিং।

'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে' ড্রাগস খাওয়া ছাড়া আমি ওখানে জুয়ো, তিনতাস, রুলেট খেলতে শুরু করেছিলাম। প্রতিদিনই কয়েক হাজার টাকা বাজিতে হারতাম। আর টাকার দরকার হলে অস্‌কার বারগাঞ্জার কাছে টাকা ধার করতাম। এবং অস্‌কার বারগাঞ্জার কাছে ঋণপত্র ইংরাজিতে যাকে বলা হয় I O.U লিখে দিতাম। অবশ্যি ঐ সব 'ঋণপত্রে' অস্‌কার বারগাঞ্জাই টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিত। আমি শুধু সাদা কাগজে চোখ বুজে সই করে দিতাম। প্রায়ই অস্‌কার বারগাঞ্জা আমাকে বলত: তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো। পরে অস্‌কার বারগাঞ্জা আমাকে বলল; তোমার সৎমা ডলি জাভেরী তোমার বাবাকে পরামর্শ দিচ্ছেন যেন তোমাকে কোন টাকা না দে'য়া হয়। শুধু তাই নয়, আমি কোথায়

যাই, কী করি, কার সঙ্গে মেলামেশা করি সব কিছু জানবার এবং খবর নেবার জন্য বাবা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিযুক্ত করেছেন। অস্কার বারগাঞ্জার মুখে শুনতে পেলাম এই প্রাইভেট ডিটেকটিভের নাম হল বায়রন ঘাউস।

একদিন অস্কার বারগাঞ্জা আমাকে বলল ঃ তোমার বাবা যদি তোমাকে টাকা দিতে অস্বীকার করেন তাহলে তুমি তাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবে। তুমি তাকে বলবে যে তিনি বিদেশের সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখছেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের নাম, একাউণ্ট নম্বর সব তুমি ইনকাম ট্যাক্সকে দেবে। দেখবে তোমার বাবা তোমাকে টাকা দিতে আর আপত্তি করবেন না।

ঃ আমি অস্কার বারগাঞ্জার ফন্দি মেনে নিতে পারলাম না। কারণ সরকারের এবং ইনকাম ট্যাক্সের কর্তাদের সঙ্গে বাবার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ফলে বাবাকে এসব ব্যাপার নিয়ে কোনো দিন কোনো ঝামেলা করতে হয়নি।

পরে বারগাঞ্জা বললো ঃ তাহলে তোমার বাবাকে বল যে তার সুইস ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট নম্বর তুমি সংবাদপত্রকে দেবে। এবং বাজারে রটিয়ে দেবে যে তিনি বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা ডিপোজিট রাখছেন।

এই ব্ল্যাকমেল প্রথা কাজ করল। এরপর থেকে বাবার কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে টাকা আসতে লাগল। ঐ সময়ে দেনা মেটাবার জন্যে আমার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রতিদিন তাস, রুলেট খেলে অজস্র টাকা হারছিলাম। এছাড়া অস্কার বারগাঞ্জার কাছে সাদা কাগজে I.O.U. লিখে দিচ্ছিলাম।

ঠিক এই সময়ে আমার জীবনে আবার এক বড় পরিবর্তন এলো। আমার জীবনে এলো এক অপরূপা সুন্দরী নারী। দুধে আলতায় রং, ডানা কাটা পরী, দেখলেই মনে হবে মেয়েটির বাবা কিংবা মা বিদেশী। পরে শুনেছিলাম মেয়েটি দীর্ঘকাল ধরে লণ্ডনে ছিল। মেয়েটির নাম ছিল শিরীন ভাট।

'থ্রী মাস্কেটিয়াস' ক্লাবে'র রুলেট খেলার আসরে শিরীনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। আমার মতো শিরীনও রুলেট খেলতে ভালোবাসতো। জুয়োর ফাঁকে অবসরে আমার সঙ্গী হিসেবে মাঝে মাঝে ড্রাগস খেত। তবে নিয়মিত ভাবে হেরোন বা হেসিস খেত না।

একদিন পরে শিরীন আমাকে বলল ঃ তার বাল্যজীবন প্যারিসে কেটেছিল। শিরীন প্যারিসের মেয়েদের মতো উগ্রপন্থী না হলেও ছটফটে, স্মার্ট এবং প্রগতিশীল মেয়ে ছিল। শিরীন কয়েকদিনের মধ্যেই আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ হ'লো। আমি ডলিকে ভুলবার জন্যে শিরীনকে কাছে পাবার চেষ্টা করলাম। একদিন আমি ইচ্ছে করে ডলিকে বললাম যে আমি শিরীন নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসি। আমি দেখতে চাইলাম এই সংবাদের কী প্রতিক্রিয়া ডলির উপর হয়। দেখলাম কোনো প্রতিক্রিয়া হ'লো না। কেন জানিনা আমার মনে হল হয়তো ডলির দিল্লীর জীবনের পুরানো প্রেমিক আবার তার কাছে ফিরে এসেছে।

শিরীনের সঙ্গে আমার মেলামেশা বন্ধুত্ব এত গভীর হয়েছিল যে বাজারে একটি মুখরোচক গুজব রটল যে শিরীন হ'ল আমার 'রক্ষিতা'। আমি শিরীনকে নিয়ে

রাত কাটাবার জন্য ল্যামিংটন রোডের কাছে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলাম। অবশ্যি শিরীনের অপেরা হাউসের কাছে একটি ফ্ল্যাট ছিল। ওটাই ছিল ওর ঠিকানা। এছাড়া আমি ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে বোম্বাই হোটেলে গিয়ে পট খেতাম। ঐ হোটেলে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবের একজন অংশীদার, মঞ্জিল থাকত।

মঞ্জিল কোনো এক সময়ে আমার দপ্তরে কাজ করত। মঞ্জিলই আমাকে প্রথমে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে' নিয়ে গিয়েছিল। আর সেইখানে মঞ্জিলই আমাকে অসৃকার বারগাঞ্জার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

একদিন শিরীন আমাকে সাবধান করে বলল অসৃকার বারগাঞ্জা তোমাকে ঠকাচ্ছে। তুমি সারাক্ষণ ড্রাগসের নেশায় বেহুঁশ হয়ে থাকো। ঐ সময়ে সে এক সাদা কাগজে হ্যাণ্ডনোটে তোমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেয়। এছাড়া তোমার কিছু সই জাল করা হয়েছে। এখনও সময় আছে, সাবধান হও। জেনে রাখো অসৃকার বারগাঞ্জা তোমার নাম ব্যবহার করে তোমার বাবাকে ব্ল্যাকমেল করবে। যেমনি করেই হোক অসৃকার বারগাঞ্জার কাছ থেকে ঐ I.O.U. গুলো তোমাকে আদায় করতে হবে। নইলে পরে অসৃকার বারগাঞ্জা তোমার কাছ থেকে এমন একটা মোটা টাকা কিংবা অন্য কিছু চেয়ে বসবে যে তুমি বিপদে পড়বে।

আমি শিরীনের কথায় যুক্তি খুঁজে পেলাম। কী করে ঐ I.O.U. কাগজ-গুলি আদায় করা যায় সেই নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে'র প্রধান অংশীদার হল লোটন সর্দার। এই লোটন সর্দার হল আর এক বড় শয়তান। লোক ঠকানো, মেয়ে বিক্রী করা, এবং স্মাগলিং হল তার বড় ব্যবসা। অসৃকার বারগাঞ্জা এবং লোটন সর্দার ছিল হরিহর আত্মা। শিরীন লোটনকে ভালো করে চিনত। বলেছিল যে লোটনের বন্ধুদের সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় আছে।

'একটা দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। অসৃকার বারগাঞ্জা এসে আমাকে বলল—'অরুণ, তোমাকে এক গোপন কথা বলব। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার। তুমি চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের নাম শুনেছ ?'

বাবার মুখে এই জুয়েলারি ফার্মের নাম শুনেছিলাম। এই কোম্পানীতে বাবার প্রচুর শেয়ার ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন বলতো ?

ঃ শোন এই জুয়েলারী ফার্ম বিশ্ববিখ্যাত। কারণ এদের নানা শাখা দেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে আছে। এরা সরকারের অনুমতি নিয়ে বিদেশ থেকে সোনা কিনে আনে এবং পরে ঐ সোনা দিয়ে এদেশে গয়না ইত্যাদি বানায়। এদেশে গয়না বানাবার খরচ কম। পরে গয়না বিদেশে রপ্তানী করে দেয়। এই সোনা আমদানী করবার জন্য কাস্টমস চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্ম থেকে কোনো ডিউটি আদায় করে না। তবে এই সোনা আমদানী রপ্তানীর জন্য কোম্পানীকে বেশ

মোটা টাকা কাষ্টমসের কাছে সিকিউরিটি রাখতে হয়। এমনি ভাবেই সোনার সঙ্গে ওরা এদেশে ডায়মণ্ড আমদানি করে এবং ঐ ডায়মণ্ড কেটে বিদেশে রপ্তানি করে। এছাড়া এই কোম্পানীর আরো দুটি কোম্পানী আছে।

ঃ এবার তোমাকে বলছি এই সিকিউরিটির টাকা কত? প্রায় এক কোটি টাকা। এই মোটা অঙ্কের টাকা কে সিকিউরিটি রাখে? তোমার বাবা। কারণ তিনি হলেন চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের প্রধান অংশীদার অর্থাৎ বড় মালিক।

কোন এক সময়ে এই চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের একজন মালিক ছিলেন চণ্ডীরাম চাঁদনীমল। তোমার বাবা ছিলেন চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের আর একজম অংশীদার এবং চাঁদনীমলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে হৃদরোগে চাঁদনীমলের মৃত্যু হয়েছে। মরবার আগে চাঁদনীমল তাঁর শেয়ারের একটা মোটা অংশ তোমার বাবার কাছে বিক্রী করে গিয়েছিলেন এবং শেয়ারের বাকি অংশ তাঁর ভাগ্নে দুলিচাঁদ নানকানীকে দিয়ে গেছেন। নানকাণী এই কোম্পানীর ডিরেক্টর হবার সময় লণ্ডনে থাকতেন। চাঁদনীমল তার ভাগ্নেকে কুড়ি পার্সেণ্ট শেয়ার লিখে দিয়েছিলেন। কোম্পানীর ষাট অংশের শেয়ারের মালিক হলেন তোমার বাবা। আর বাকী কুড়ি পার্সেণ্টের মালিক হলেন রামচাঁদ খেমপ্রকাশ। তিনি চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের আর একজন অংশীদার ওসমান আবদাল্লার কাছ থেকে কুড়ি পার্সেণ্ট শেয়ার কিনে নিয়েছিলেন। মনে রেখো এই চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্ম প্রতিবছর বেশ কয়েক কোটি টাকা মুনাফা করে থাকে। এই কোম্পানীর আরো দুইটি কোম্পানী, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানী আছে এবং এরা প্রচুর টাকা লাভ করে থাকে।

একদিন শোনা গেল যে এই বিদেশী মুদ্রার প্রফিটের ভাগ নিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে রামচাঁদ খেমপ্রকাশের ঝগড়াবিবাদ হয়। এই ঝগড়ার কিছুদিন পরে রামচাঁদ খেমপ্রকাশও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। অবশ্যি তার মৃত্যুর স্থান ছিল গোয়া।

অসৃকার বারগাঞ্জা একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল রামচাঁদ খেমপ্রকাশের জুয়েলারি ফার্মে কুড়ি পার্সেণ্ট শেয়ার ছিল। সেই শেয়ারগুলি তোমার বাবার কাছে আছে। এখনও শেয়ারগুলি বাজারে বিক্রী করা হয়নি কিংবা অন্য অংশীদার দুলিচাঁদ নানকানীকে দে'য়া হয়নি।' এবার বলছি আমি কী চাই? রামচাঁদ খেমপ্রকাশের ঐ কুড়ি পার্সেণ্ট শেয়ার। ঐ শেয়ার আমি যেন পাই। এই শেয়ার পাবার কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

অসৃকার বারগাঞ্জার এই প্রস্তাব শুনে আমি বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মনে পড়ল শিরীন আমাকে সাবধান করে বলেছিল লোকটা একদিন তোমাকে বেকায়দায় ফেলে তোমার কাছ থেকে ভালো মুনাফা আদায় করবে। হয় টাকা না অন্য কোন কিছু? আজ অসৃকার বারগাঞ্জা সেই মুনাফা আদায় করবার চেষ্টা করছে। এবার বুঝতে পারলাম কী কারণে অসৃকার বারগাঞ্জাকে

'শয়তানের রাজা' বলা হয়।

'আমি এর জবাবে বললাম বাবা যদি ঐ শেয়ারগুলি বিক্রী করতে রাজি না হ'ন...।

'আমার জবাব শুনে অস্কার বারগাঞ্জা জোরে হেসে উঠল। বলল উনি যদি তোমার কথা না শোনেন, তাহ'লে কার কথা শুনবেন? কারণ তুমি হ'লে জমনাদাস জাভেরীর একমাত্র সন্তান। আজ তুমি জাভেরী সাম্রাজ্যের যুবরাজ। কাল তুমি হবে ঐ বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট। আর শোন, উনি যদি ঐ শেয়ারগুলি না দেন তাহলে শেয়ারগুলি তুমি চুরি করে আমাকে এনে দেবে। তারপর শেয়ারগুলি নিয়ে আমি কী খেলা খেলব তার পথ পরে তোমাকে বাৎলে দেব।

'অরুণ এবার শোন, এই কাজের পরিবর্তে তুমি কী পাবে? 'আজ অবধি তুমি আমার কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছ সেই হ্যাণ্ডনোট গুলি তোমাকে ফেরৎ দেব...।

'আমি চুপ করে রইলাম। কারণ অস্কার বারগাঞ্জার কথার জবাব দে'য়া বেশ কঠিন কাজ ছিল। তার প্রতিটি কথার মধ্যে ইঁদুরের কল ছিল। কথার একটু এদিক ওদিক হলে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। শিরীন ঠিক কথাই বলেছিল। তোমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে অস্কার বারগাঞ্জা বেশ এক বড় জাল ফেলবে। সাবধানে থেকো। আজ অস্কার বারগাঞ্জা সেই জাল ফেলেছে। প্রশ্ন হ'লো আমি কী ঐ জালে ধরা দেব? অস্কার বারগাঞ্জা চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের কুড়ি পার্সেন্ট শেয়ারের অংশীদার হতে চায়। এদিকে আমি যদি অস্কার বারগাঞ্জার কথামতো কাজ না করি তাহলে আমার বিপদ হবে বৈকী।'

'আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অস্কার বারগাঞ্জা আবার বলতে লাগল: অরুণ তুমি একাজ করতে ভয় পাচ্ছ। তাহলে তোমার বাবার কাছ থেকে শেয়ারগুলি আদায় করবার আরেকটা পথ বাতলে দিচ্ছি! অবশ্য এবার যে পথের হদিশ তোমাকে দিচ্ছি এই পথ অনুসরণ করবার অনেক বিপদ আছে। সামান্য ভুলত্রুটি হলে শুধু তোমার বাবা নন, তুমিও বিপদে পড়বে। এবার আমি যা বলছি সেই কথা মন দিয়ে শোন। তোমার বিমাতা ডলি জাভেরীর বাপের নাম হ'ল রায়চাঁদ মালহোত্রা। তিনি ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। তাঁর দপ্তরের এই বিভাগের কাজ হ'ল বিদেশ থেকে অস্ত্র কেনা। আর রায়চাঁদ মালহোত্রার কাজ হ'ল কী কী অস্ত্র এবং কবে সেই অস্ত্রের দরকার হবে তার হিসেব নিকেষ করা। রায়চাঁদ মালহোত্রা এইসব গুরুত্বপূর্ণ 'টপ সিক্রেট' খবর তোমার বাবার কাছে এবং বিদেশিদের কাছে বিক্রী করেন। রায়চাঁদ মালহোত্রার টাকার দরকার, আর তোমার বাবার প্রয়োজন হ'লো খবরের। কারণ ঐ খবরকে ভিত্তি করে তোমার বাবা বিদেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় করেন। অতএব দু'জনের মধ্যে বেশ সহজ দেনাপাওনার সম্পর্ক

আছে। আবার এই অস্ত্র আমদানীর মধ্যে হেরাফিরিও আছে। এই হেরাফিরিকে বলা যায় 'আর্মস স্মাগলিং'। এই 'আর্মস স্মাগলিং-এ' তোমার বাবার সক্রিয় কোনো ভূমিকা আছে কিনা জানিনা। তবে থাকা অসম্ভব নয়। তবু বাজারে যদি তোমার বাবা এবং রায়চাঁদ মালহোত্রাকে জড়িয়ে কোনো গুজব রটান যায় তাহলে কী হবে? তুমি জেনে রাখো আজকের দিনে লোক মিথ্যে গুজবে বেশি বিশ্বাস করে। অবশ্যি গুজব যদি মিথ্যে ও মুখরোচক হয় তাহলে আর কোনো কথাই নেই। এবার তোমাকে বলছি আমি কী ধরনের গুজব বাজারে ছড়াবো। প্রথমত বলব জমনাদাস জাভেরী হলেন সরকারে পোষ্যপুত্র। তিনি সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য পেয়ে থাকেন। সরকারি বড় বড় কণ্ট্রাকট তাকে দে'য়া হয়। এছাড়া এইতো সেদিন চিনি কিনবার অন্য সব ব্যবসায়ীর টেণ্ডারকে তুচ্ছ করে তাকে দশ কোটি টাকার চিনি আমদানী করার অনুমতি দে'য়া হ'ল। এবার ঐ চিনি কী আদৌ বিক্রী করা হবে এবং হলে কী দরে বাজারে বিক্রী করা হবে? এছাড়া তোমার বাবা ডিফেন্স মিনিস্ট্রির জন্য বিভিন্ন অস্ত্র আমদানী করে থাকেন। আবার মোটা টাকার কণ্ট্রাক্ট। এই অস্ত্র আমদানীর অতিরিক্ত অস্ত্র এনে সেগুলি চোরাবাজারে বিক্রী করছেন এবং যদি বাজারে আর একটা গুজব রটানো যায় তোমার বাবা হলেন এক বিদেশী সরকারের হাতের কলের পুতুল তাহলে সবাই একথা বিশ্বাস করবে। কারণ জেনে রাখো গুজব হ'লো সব চাইতে মারাত্মক অস্ত্র এবং মানুষের সব চাইতে বড় শত্রু। এই ধরনের গুজব তোমার বাবার সুনামের হানি করবে। এবং ব্যবসার বাজারে তার ক্ষতি করবে।

অস্কার বারগাঞ্জার কথাগুলি শেষ হবার আগেই আমি বলে উঠলাম 'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ আমার বাবা হলেন আর্মস স্মাগলার এবং বিদেশী শক্তির স্পাই।

অস্কার বারগাঞ্জা হাসল। বলল: আমি কিছুই বলছিনা, আমি চাই তোমার সহযোগিতা। তুমি আমাকে এই শেয়ারগুলি পাবার সাহায্য কর। আমি মুখ বন্ধ করে রাখব। তোমার ঋণ পত্রগুলি ফেরত দেব। যেমনি ক'রে হোক আমি ঐ চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের কুড়ি পার্সেণ্ট শেয়ার চাই। ন্যায়, অন্যায়, চুরিজোচ্চুরি, যে করেই হোক, ঐ শেয়ার আমার আদায় করতে হবে।

এবার আমি আমার মনের কৌতূহল চাপতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি এই চাঁদনীমল জুয়েলারীর ফার্মের শেয়ার চাইছ কেন? তোমার এই শেয়ার পাবার এত আগ্রহ কেন?

আবার শয়তান হাসল, বলল: ঐ কোম্পানীর শেয়ার কিনতে চাইছি তার সঠিক কারণ এখনও বলবনা। সময় হলে সব বলব। তুমি আমার কথানুযায়ী কাজ করলে তুমি বেশ লাভবান হবে।

আমি এই কথার কোন জবাব না দেবার দরুণ অস্কার বারগাঞ্জা আবার

বলতে লাগল তোমার বাবা জানেন কী করে লোকের মুখ বন্ধ রাখতে হয়! কারণ তিনি এক দুর্নীতির বালুচরের উপর বসে আছেন। এই বালুচরে বসে থাকলে শত্রুর এবং বন্ধুদের মুখ বন্ধ রাখাই তার বড় কাজ। বিশ্বাস না হয় তোমার বিমাতা ডলি জাভেরীকে জিজ্ঞেস কর এবং তিনি বলবেন জমনাদাস জাভেরী লোকের মুখ বন্ধ রাখার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং পারবেন।

এছাড়া তোমার সৎমাকে হাত করবার জন্যে কী করব জানো? বাজারে প্রচার করব কোন এক সময় তোমার সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক ছিল। বড়লোক বাড়ির কেচ্ছা, বিশেষ করে যে ঘরে বৃদ্ধের অল্প বয়সী সুন্দরী বউ আছে এবং যে যৌন-আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্ত, সেখানে এই ধরনের গুজব বেশ ভালো বিকোবে। তাই বলছি, তুমি আমাকে চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের শেয়ারগুলি এনে দাও। আর যদি আনতে না পারো কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করো তাহলে আমি কী করব তার আভাস কিছুক্ষণ আগে তোমাকে দিয়েছি।

সেদিন অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আর কথা বাড়ালাম না। বাড়িতে ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম এই শয়তানকে কী করে শায়েস্তা করা যায়।

* * *

অস্কার বারগাঞ্জা আমাকে যেসব কথাগুলি বলেছিল তারই একটি রূপরেখা শিরীনকে দিলাম। শিরীন প্রথমে আমার কথাগুলি বিশ্বাস করতে চাইছিল না। সে বিশ্বাস করল না অস্কার বারগাঞ্জা এত হীন, নিচু হতে পারে। শিরীন বলল ঃ অস্কার বারগাঞ্জা শয়তান।

লোকটি শয়তান একথা তুমি জানতে। আমি ভেবেছিলাম অস্কার বারগাঞ্জা তোমার বন্ধু—আমার কথাগুলির মধ্যে বেশ কিছুটা কৌতূহলের সুর ছিল।

ঃ শোন অরুণ অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে কাজ কারবার করতে গেলে বন্ধুত্বের মুখোশ পরতে হয় বৈকী। বিশেষ করে আমি যে ধরণের কাজ করে থাকি, বোম্বাই শহরের নাইট ক্লাবে। কারণ নাইট ক্লাবে হোস্টেসের কাজ কারবার করতে গেলে অস্কার বারগাঞ্জার মতো শয়তানকে রাগানো মানে নিজের সর্বনাশ ডাকা। তাই আমি চুপ করে থাকি। কারণ অস্কার বারগাঞ্জার হাতে একদল দাঁস্য লোক আছে যারা মানুষ খুন করতে ভয় পায় না। তারা আইনের আওতার বাইরে। যাক এবার আমি তোমাকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় খবর দেব। উপযুক্ত সময়ে এবং পরিস্থিতিতে খবরগুলি কাজে লাগালে হয়ত বিষে বিষক্ষয় হবে। অর্থাৎ ব্ল্যাকমেলারকে ব্ল্যাকমেল করতে হবে।

আমি শিরীনের কথা শুনে অবাক হলাম। আমি তার কথার মানে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

ঃ ব্যাপারটি কী খুলে বলতো? আমি শিরীনকে প্রশ্ন করেছিলাম। অস্কার বারগাঞ্জারকে ব্ল্যাকমেল করা সহজ কাজ নয়।

শিরীন চিন্তা করল। বলল ঃ না এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না। অস্কার বারগাঞ্জাকে প্রথম দিন দেখেই আমার মনে হাজার প্রশ্ন উঠেছিল। জানবার ইচ্ছা হয়েছিল এই অস্কার বারগাঞ্জা লোকটা কে? আমার এই প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে'র মালিক লোটন সর্দারকে এই প্রশ্ন করেছিলাম।

লোটন আমাকে প্রথমে কোন জবাব দিল না। বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বলল ঃ শিরীন বোম্বাই শহর হ'ল শয়তান, হায়েনাদের জঙ্গল। এই শহরে যা দেখবে সেইটে স্বীকার করে নেবে। বেশি কিছু প্রশ্ন কিংবা জানবার চেষ্টা কোর না। তুমি সুন্দরী, শয়তান তোমার পেছু নিলে হয়ত অ্যাসিড দিয়ে তোমার মুখ পুড়িয়ে দেবে। তাই বলছি অস্কার বারগাঞ্জা এমন একজন লোক যার অতীত নিয়ে তদন্ত করা মানে আগুন নিয়ে খেলা করা। হ্যাঁ তুমি জানতে চেয়েছিলে অস্কার বারগাঞ্জা কে? অস্কার বারগাঞ্জা হল 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে'র একজন মালিক।

ঃ আমি ভেবেছিলাম মঙ্গিল তোমার পার্টনার। আমি লোটনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঃ হ্যাঁ, মঙ্গিল আমার এই ক্লাবের একজন অংশীদার বটে তবে অস্কার বারগাঞ্জাও আরেকজন বড় অংশীদার। তবে তার শেয়ার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। যদিও এই ক্লাবের বড় মালিক হলাম আমি।

আমি শিরীনকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ অস্কার বারগাঞ্জার অতীত নিয়ে তোমার জানিবার আগ্রহ হ'ল কেন?

ঃ কারণ বোম্বাইতে আসবার কয়েকবছর আগে লণ্ডনে আমার এক অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই দুই অস্কার বারগাঞ্জার চেহারার মধ্যে এমন সাদৃশ্য, মিল আছে যে প্রথমে আমার মনে সন্দেহ জাগেনি যে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে' যাকে দেখছি সেই লোকটি লণ্ডনের অস্কার বারগাঞ্জা নয়। চাল-চলন চেহারার মধ্যে অসম্ভব সাদৃশ্য আছে···আমার মনে হল লণ্ডনের এবং বোম্বাইয়ের অস্কার বারগাঞ্জার মধ্যে চেহারা এবং হাবভাবের সাদৃশ্য থাকলেও দুজনের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু অরুণ আমি মনের সন্দেহ দূর করবার সুযোগ পাইনি। তারপরে পর পর কয়েকটি ঘটনা এত দ্রুত লয়ে ঘটে গেল যে অস্কার বারগাঞ্জার অতীত নিয়ে এবার খোঁজ খবর নেয়া দরকার। আমাদের অস্কার বারগাঞ্জা নিয়ে আরো একটু তদন্ত করতে হবে। হয়ত এই তদন্তে করে এমন কোন রহস্য জানতে পারব যে অস্কার বারগাঞ্জাকে ব্ল্যাকমেল করবার সুযোগ পাব।

এরপর অস্কার বারগাঞ্জার চক্রান্তের ফাঁদ থেকে আমরা কী করে রেহাই পাব, সেইটে নিয়ে আমি এবং শিরীন চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম। শিরীন আমাকে একটা উপায় বলে দিল। শিরীন বলল ঃ অস্কার বারগাঞ্জাকে নিয়ে আমরা একটা খেলা খেলতে পারি, কিন্তু এই খেলা বিপজ্জনক। এই খেলায় সামান্য

ভুল হলে আমরা বিপদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাব !

শোন পিটার সালদানা নামে আমার এক বন্ধু আছে। তাকে ঠিক বন্ধু বলব না। বলতে পারো বিশেষ পরিচিত। লোকটা জাল ডকুমেণ্ট, জাল ছবি তৈরি করে। লোকটা বিশ্বাসী কিনা জানি না। তবে মনে হয় না খারাপ। তাকে দিয়ে আমরা চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের কিছু আসল শেয়ার কপি, বলতে পার, জাল নকল শেয়ার তৈরি করাব। পরে ঐ জাল শেয়ারগুলি অস্‌কার বারগাঞ্জাকে দেব। আমাদের রথও দেখা হবে, কলাও বেচা হবে।

শিরীনের প্রস্তাবটি লোভনীয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কাজটি বিপজ্জনক। আমি এর জবাবে বললাম ঃ তুমি ঠিক বলেছে কাজটি কঠিন। বলতে পার' আমরা আগুন নিয়ে খেলা করছি। ধর' যদি অস্‌কার বারগাঞ্জা জানতে পারে আমরা তাকে জাল শেয়ার সার্টিফিকেট দিয়েছি তাহলে কী হবে ?

ঃ অস্‌কার বারগাঞ্জা আদৌ জানতে পারবে না আমরা যে শেয়ারগুলি দিয়েছি সেইগুলি জাল। কারণ পিটার সালদানা খুব নিখুঁত, নিপুন কাজ করে। শিরীন মাহিম রেলোয়ে ষ্টেশনের কাছে থাকে।

একদিন শিরীনের সঙ্গে পিটারের স্টুডিওতে গেলাম। অস্‌কার বারগাঞ্জার মতো পিটারও ছিল গোয়ানীজ। এই খবরটা পেয়ে আমার মনে সন্দেহ হ'ল। তাহ'লে কী পিটার সালদানাকে বিশ্বাস করা উচিত হবে ? শিরীন বলল ঃ ভয় পেয়োনা। পিটার আমাদের সঙ্গে জালজোচ্চুরি করবে না। একটু বাদে আমার মনের সন্দেহ আরো বাড়ল। কেন সেই কারণটি ব্যাখ্যা করে বলছি। প্রথমত পিটারকে দেখেই আমার খুব ভালো লাগল না। মোটা, লম্বা চুল এবং জুলফি, দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান।

আমরা পিটারকে আমাদের তার স্টুডিওতে আসবার কারণ খুলে বললাম।

ঃ পিটার আজ তোমার কাছে একটি গোপন এবং বিপজ্জনক কাজ করবার অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আমি জানি এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। শিরীন বলল।

ঃ কাজটা কী ? পিটার প্রশ্ন করল।

ঃ আমরা কিছু ডকুমেণ্ট জাল করতে চাই। অবশ্য তোমার এ কাজের জন্য আমরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে রাজি আছি।

কী ধরনের ডকুমেণ্ট ? পিটার প্রশ্ন করল।

ঃ এক কোম্পানীর শেয়ার সার্টিফিকেট।

এবার পিটার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঃ এই ধরনের কাজ করবার জন্য আমার মজুরী একটু বেশি হবে। প্রতি ডকুমেণ্ট জাল করবার জন্য আমি দশ হাজার টাকা নেব।

আমি কোনো চিন্তাভাবনা না করেই বললাম ঃ আপনি এ টাকা পাবেন।

কয়টি শেয়ার সার্টিফিকেট ? পিটার জিজ্ঞেস করল।

ঃ কুড়িটা। বলতে পার একটা লিমিটেড কোম্পানীর কুড়ি পার্সেণ্ট শেয়ার সার্টিফিকেট।

ঃ আপনি এ জাল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি দিয়ে কী করবেন? পিটার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

এবার আমি এক মারাত্মক ভুল করলাম। পরে এই মারাত্মক ভুলের জন্যে আমাকে বিশেষ অনুশোচনা করতে হয়েছিল।

ঃ আমার এক বন্ধু আছে তার নাম অস্কার বারগাঞ্জা। আমরা এই জাল সার্টিফিকেটগুলি ওকে দিতে চাই···

আমার মুখে অস্কার বারগাঞ্জার নাম শুনে পিটার সালদানা লম্বা শিস দিয়ে উঠল। তার চোখে মুখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফুটে উঠল। এবার আমার মনের সন্দেহ আরো বাড়ল। আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি অস্কার বারগাঞ্জাকে চেনেন··· ?

পিটার সালদানা আমার প্রশ্ন শুনে হাসল। বললঃ আপনি বড় কঠিন প্রশ্ন করেছেন। বোম্বাই শহরে থাকি, জালজোচ্চুরি নিয়ে কাজকারবার করি। এতবড় জালিয়াত অস্কার বারগাঞ্জার নামের সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা কি অসম্ভব?

ঃ তাহকে কী আপনি আমাদের এই কাজটি করে দেবেন? এই ছিল আমার পরবর্তী প্রশ্ন।

আপনারা হরতনের টেক্কার উপর ইস্কাবনের টেক্কার চাল দিচ্ছেন আপনাদের এই খেলায় যোগ দিতে হবে বৈকি। অবশ্যি এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সাহায্য করতে রাজি আছি শুধু এক শর্তে।

কী শর্ত? আমি প্রশ্ন করলাম।

আমার মুখ বন্ধ করে রাখার জন্য আরো একলাখ টাকা বেশি দিতে হবে।

একলাখ টাকা বেশি দিতে হবে! আমি যেন পিটার সালদানার জবাবকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। পাগল হ'ল নাকি! প্রতি ডকুমেণ্ট জাল করতে দশ হাজার টাকা নেবে। অর্থাৎ কুড়িটি ডকুমেন্ট জাল করতে দুই লাখ টাকা। এবার মুখ-বন্ধ রাখবার জন্য আরো এক লাখ টাকা চাইছে। সত্যিই অস্কার বারগাঞ্জার নামটি উচ্চারণ করে কী ভুলই না করেছি। এবার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে।

ঃ ধরুণ আমি যদি এটাকা আপনাকে না দিই—আমি জবাব দিলাম।

হাসল পিটার সালদানা। বললেন, কিছুক্ষণ আগে হলে বলতাম, আপনার কাজ করব না। কিন্তু এখন আপনাদের মনের কথা খুলে বলে আপনি বিপদকে ডেকে এনেছেন। আপনারা অস্কার বারগাঞ্জাকে ঠকাবার জন্যে এক বিরাট চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করেছেন এই খবর যদি অস্কার বারগাঞ্জার কাছে বিক্রী করি তাহলে কী হবে? আমি কিছু টাকা পাব এবং এছাড়া আপনাদের জীবন বিপন্ন হবে এই বলে পিটার সালদানা হাসতে লাগল।

শিরীন এতক্ষণ আমাদের আলাপ আলোচনা শুনছিল। কোন মন্তব্য

করেনি। এবার শিরীণ মুখ খুলল। বলল ঃ পিটার আমি জানতাম তুমি সৎ প্রকৃতির অন্ততঃ আমাদের সঙ্গে জালজোচ্চুরী করবে না। কিন্তু এখন দেখছি তোমাকেও বিশ্বাস করা যায় না। আমরা যে কাজ করতে চাইছি সেই কাজে বিপদ আছে জেনেই তোমার কাছে এসেছি। এখন দেখছি তুমি আমাদের সঙ্গে শয়তানী করছ।

পিটার এর জবাবে বলল ঃ না শিরীন একবার যদি আমি কাজে হাত দিই, তাহলে আমি কোন বেইমানী করব না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

ঃ বেশ কবে নাগাদ এই ডকুমেণ্টগুলি কপি করে দিতে পারবেন আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। আর একটা কথা, আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমাদের এই কার্যকলাপের খবর অস্কার বারগাঞ্জাকে দেবেন না।

ঐ টাকা পেলে আমি আপনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করব না। আপনি দুদিনের মধ্যে সব ডকুমেণ্টের আসল এবং জাল কপি গুলি পেয়ে যাবেন। তবে শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি জাল করবার জন্যে আমার আসল সার্টিফিকেটগুলির প্রয়োজন হবে।

ঃ আসল সার্টিফিকেটগুলি আপনি কাল বিকেল নাগাদ পেয়ে যাবেন।

ঃ বেশ তাহলে দুদিনের মধ্যে শেয়ার সার্টিফিকেট গুলি ফেরৎ পাবেন। আর একটা কথা বলব···আমার কাজ এত ভালো হবে যে অসকার বারগাঞ্জা বা দুনিয়া শুদ্ধ কেউ টের পাবেনা কোন ডকুমেণ্ট আসল কিংবা কোন্‌টা জাল।

পিটারের কথা শুনে একবার তার মুখের দিকে তাকালাম। হয়ত আমার এই চাউনিতে ছিল সন্দেহের দৃষ্টি যা পিটারের চোখ এড়াল না।

ঃ আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, শিরীন আমাকে চেনে। কি বল শিরীন? পিটার এই প্রশ্ন করে শিরীনের মুখের দিকে তাকাল। শিরীন চুপ করে রইল।

ঃ আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব এই যে শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি আপনি জাল করছেন কিংবা করতে চাইছেন, এই শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির মালিক কে? কারণ কোন জাল জুয়াচুরির কাজ আরম্ভ করলে আমাদের পথঘাট বেঁধে নামতে হয়।

ঃ শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির আসল মালিকের নাম হল রামচাঁদ খেমপ্রকাশ। তবে তিনি মারা গেছেন। শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি এখন আমার বাবা জমনাদাস জাভেরীর কাছে আছে।

ঃ জমনাদাস জাভেরী আপনার বাবা? উনি বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং দেশনেতা। আমি তো প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইনি কিংবা ভাবিনি আপনি তার ছেলে। কিন্তু এই শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি জাল করবার প্রয়োজন হল কেন? একদিন না একদিন আপনিই তো জমনাদাস জাভেরীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

ঃ বলতে পারেন অসকার বারগাঞ্জা শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি আমাদের কাছ

থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছেন। কারণ উনি চাঁদনীমল জয়েলারী কার্মের ডিরেক্টর হতে চান।

পিটার সালদানার মুখ গম্ভীর হল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ আমি অসকার বারগাঞ্জাকে দোষ দেব না। কারণ আজ বাজারে সবাই জানে যে চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্ম শুধু এক বিশ্ববিখ্যাত ফার্ম নয়, এ হল এক বড় গোল্ড, ডায়মণ্ড, মার্চেণ্টস ফার্ম। আর এই কোম্পানীর আরো দুটি কোম্পানী হল গোল্ড মাইন। জমনাদাস জাভেরী হলেন এই সোনার খনির বড় অংশীদার, বলতে পারেন বড় মালিক।

আমি এবং শিরীন পিটার সালদানার কাছ থেকে চলে এলাম। শুধু আসবার আগে পিটারকে বললাম ঃ আসল ডকুমেণ্টগুলি নিয়ে আমরা কাল আসব।

*　　　*　　　*

সেদিন আমি কাম্বালা হিলে জাভেরীমহলে ফিরে এসেছিলাম। ঠিক করেছিলাম যেমনি করেই হোক শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি চুরি করব।

ডলি আমাকে জাভেরীমহলে দেখে বেশ অবাক হল। প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইল না আমি আবার বাবার কাছে ফিরে এসেছি।

ঃ তুমি! বেশ উত্তেজিত, অবিশ্বাসের গলায় ডলি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

ঃ হ্যাঁ আমি। তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে দেখে অবাক হয়েছ এবং মোটেই খুশি হওনি।

ডলি বাবাকে বিয়ে করবার পরে তার প্রতি আমার প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা এবং বিদ্বেষ হয়েছিল। তাই আমার স্বরে রুক্ষতা এবং কর্কশতা ছিল।

ডলি আমার রুক্ষ গলা শুনে রাগ করল না এবং ম্লান হেসে বলল ঃ তোমাকে দেখে অবাক হয়েছি একথা সত্যি। শোন, অরুণ, তোমার বাবার শরীর খারাপ। তিনি বর্তমানে বীচকাণ্ডি হাসপাতালে আছেন। তুমি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা কর। তোমাকে দেখলে উনি খুশি হবেন।

ঃ বাবার সঙ্গে দেখা করবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি আজ এসেছি কাল চলে যাব। এবার বলতো আমার পেছনে ডিটেকটিভ লাগিয়েছ কেন?

ডলি আমার প্রশ্নের জবাব শান্ত কণ্ঠে দিল। বলল ঃ প্রতি সপ্তাহে তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে নিয়মিতভাবে টাকা নিচ্ছিলে। তোমার বাবা বলেন ঃ তুমি খারাপ সংসর্গে মিশতে শুরু করেছ। ওরা নিশ্চয় তোমাকে জোর করিয়ে এসব চিঠি লেখাচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে তোমার বাবা তার সলিসিটর রতন বিলমোরিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। রতন বিলমোরিয়া তোমার বাবাকে বললেন ঃ তুমি কী করছ না করছ সেই খবর জানবার জন্য একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ রাখা দরকার। জানা দরকার তুমি কোথায় কার কাছে আছো। আমি অবশ্য এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করবার প্রস্তাবটির প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু তোমার বাবা আমার কথায় কান দেন নি। বরং উনি বলেন

ডলি, অরুণ যদি খারাপ লোকের সঙ্গে মেশে তাহলে আমার বিস্তর ক্ষতি হবে। এমনকী আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। আজ সারা দুনিয়া জুড়ে আমার ব্যবসার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা। আর জানো তো ব্যবসা করতে গেলে অনেক গোপন, নিষিদ্ধ কাজ করতে হয়। যেমন ইনকাম ট্যাক্সকে ফাঁকি দেয়া কিংবা সরকারের আইন-কানুন বিরোধী কাজ করা। আমার মনে হয় অরুণ নিশ্চয় এমন কোনো শয়তানের হাতে পড়েছে যে আমার ক্ষতি করবে। তাই সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল। এর জন্য আমি অরুণের গতিবিধির, সামাজিক জীবনের পুরো খবর চাই। জানতে চাই অরুণ কার সঙ্গে মেশে এবং কোথায় যায়। সরকার কিংবা আমার শত্রুরা যদি এসব বে-আইনি কাজকারবারের খবর পায় তাহলে আমার বিপদ হবে। তাই আমি অরুণকে চোখে চোখে রাখতে চাই।

এবার আমার জবাব দেবার পালা। আমি ডলিকে আশ্বাস দিলাম, বললাম আমার জন্য কোনো চিন্তা করো না। আমি বাবার গোপন কাজ কারবারের খবর কিংবা তার ব্যবসার কোনো খবর বাইরের কাউকে দেব না। তবে একটা তোমাকে কথা বলব। বাবার শত্রুরা যদি বাবার বিরুদ্ধে নোংরা গুজব রটায় এবং রটাবার চেষ্টা করে তাহলে বাবা বিপদে পড়বেন। আজ বাবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অতএব, গুজব মিথ্যা অপবাদের ভয় তার থাকবেই। সবাই বলছে বাবার নাকি সুইস ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা রেখেছেন। লোকে আরো বলছে যে বাবা এইসব বিদেশী মুদ্রা কোথায় পেলেন? সৎ না অসৎ উপায়ে এই রোজগারের টাকা। আমি জানি বাজারে এই গুজব আরো একটু প্রচলন হলে বাবার বিস্তর ক্ষতি হবে।

ডলি আমার জবাব শুনে চমকে উঠল, কিন্তু তার এই বিস্ময় ছিল ক্ষণিকের। একটু বাদে সে নিজেকে সামলে নিল। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল: তুমি বাজারের এই সব মিথ্যা কথায় কান দিও না।

আমি ইচ্ছে করেই ডলির মনে ব্যাথা দেবার জন্য বললাম: বেশ এবার তাহলে তোমাকে আরো একটা কথা বলব। একথা শুনলে তুমি মনে ব্যথা পাবে, তবু তোমার এই কথা জানা দরকার। তোমার বাবা রায়চাঁদ মালহোত্রা ডিফেন্স মিনিষ্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে কাজ করেন। এখন করেন কিনা জানিনা। তিনি ঐ মিনিষ্ট্রির অনেক টপ সিক্রেট ফাইল নিয়ে কাজ কারবার করেন এবং অনেক গোপন খবর রাখেন। তিনি জানেন ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির প্রতি বছর কী ধরণের অস্ত্রের প্রয়োজন হবে এবং কোন দেশ থেকে এই সব অস্ত্র কেনা যাবে। তিনি এইসব গোপনীয় খবর বাবার কাছে দিয়ে থাকেন এবং বাজারের আরো গুজব হ'ল এইসব আর্মসের ব্যবসার এবং পয়সা করবার জন্য তুমি বাবাকে বিয়ে করেছ। তুমি আমার চাইতে বয়সে ছোট। বাজারের সবাই জিজ্ঞেস করছে বয়েসের এত ফারাক থাকা সত্ত্বেও বাবা তোমাকে কেন বিয়ে করলেন? তাই বাজারের এই গুজব মুখরোচক হবে এই বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ

নেই।

ডলি চুপ করে আমার কথাগুলি শুনল। তাকে দেখে মনে হ'ল না আমার কথা শুনে যে একটু বিচলিত হয়েছে। ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ঃ আমার বাবা একজন সৎ কর্মচারী, সরকারের কোনো গোপন খবর তিনি বাইরের কারো কাছে বিক্রী করেন না, এমন কী তোমার বাবার কাছেও নয়। আর আমাদের বিয়ের কথা নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করতে চাইনা। শেষ কয়েকটি কথা বলবার সময় ডলির গলা একটু কেঁপে উঠল। আমি ভাবতে লাগলাম ডলি কি আমার কথা শুনে ভয় পেয়েছে? তাহলে কি অস্কার বারগাঞ্জা সত্যি কথা বলেছে? অর্থাৎ ডলির বাব্য রায়চাঁদ মালহোত্রা ডিফেন্স মিনিষ্টার টপ সিক্রেট খবর বাজারে, মানে আমার বাবার কাছে বিক্রী করছেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডলি আমার জিজ্ঞেস করল ঃ অরুণ বাজারে এইসব মিথ্যে গুজব কে রটাচ্ছে বলতে পারো?

ঃ যে লোকটি বাজারে এইসব কথা ছড়াচ্ছে তার নাম হল অস্কার বারগাঞ্জা।

ঃ অস্কার বারগাঞ্জা। এই অস্কার বারগাঞ্জা লোকটি কে বলতে পারো? ডলি জিজ্ঞেস করল।

ঃ তুমি তাকে চিনবেনা। আমি ছোট জবাব চেষ্টা করলাম।

ঃ বুঝেছি এই লোকটা তোমার কাছে হাসিস, হেরোন বিক্রী করে? এই শয়তানই তোমাকে ড্রাগস খাবার তালিম দিচ্ছে…

আমি ডলির কথা শুনে মনের বিরক্তি প্রকাশ করলাম। বললাম ঃ একজন অপরিচিত লোক সম্বন্ধে এত হীন মন্তব্য করা উচিত নয়। ডলি পাল্টা জবাব দিল ঃ একজন ব্ল্যাকমেলারের আবার পরিচয় কী? যারা অসভ্য ইতর তারাই ব্ল্যাকমেলারের কাজ করে।

ঃ এনিয়ে তোমার সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনা করতে চাইনা। আমি কর্কশ গলায় পাল্টা জবাব দিলাম।

ঃ তাহলে তোমার বাবাকে বলব, তুমি ফিরে এসেছ? ডলি জিজ্ঞেস করল।

ঃ প্রয়োজন হবেনা। আমি বললাম। কারণ কালই আমি ফিরে যাব।

এই বলে আমি ডলির ঘর থেকে ঝটকা মেরে বেরিয়ে এলাম। আমার ডলির ঘরে ঢুকবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ডলির সিন্দুক কোথায় আছে এইটে দেখতে হবে। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, সেই রাত্রেই আমি ডলির অনুপস্থিতির সুযোগ নেব এবং তার অবর্তমানে তার সিন্দুক খুলবার চেষ্টা করব।

সিন্দুক কী করে খুলতে হয় এবং কী করে লকারের কম্বিনেশন ভাঙতে হয় এ বিদ্যা মঞ্জিল আমাকে শিখিয়েছিল। চোরের রাজা মঞ্জিল। মঞ্জিল ছিল আমার দপ্তরের পুরানো চাপরাশী। বর্তমানে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে'র পার্টনার। যখনই আমার টাকার দরকার হ'ত তখনই আমি বাবার সিন্দুক ভেঙে টাকা নিতাম এবং এই ব্যাপারে মঞ্জিল আমাকে তালিম দিয়েছিল।

ঃ আমার মন বলতে লাগল চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের কাগজপত্র সবই

ডলির ঘরের সিন্দুকে আছে। কারণ বাবার ঘরে কোনো সিন্দুক ছিলনা। এইসব গোপনীয় কাগজপত্র যে ব্যাঙ্কের লকারে থাকবে না একথা আন্দাজ করতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি।

*　　　　*　　　　*

সেদিন রাত্রে ডলিকে বাড়ির বাইরে রাখবার জন্যে এক ফন্দী আঁটলাম। সন্ধ্যার একটু পরে আমি এক পাব্লিক টেলিফোন বুথ থেকে ডলিকে টেলিফোন করলাম। টেলিফোনে কথা বলবার সময় মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে নিলাম যেন ডলি আমার গলার স্বর চিনতে না পারে।

ঃ হ্যালো ডলি জাভেরী ? মুখে রুমাল দেবার জন্য আমার গলার স্বর ভারী শোনাচ্ছিল। কারো বোঝা কষ্টকর ছিল যে আমি অরুণদাস জাভেরী কথা বলছি।

ঃ কথা বলছি। ডলি জবাব দিল।

আপনাকে এক্ষুনি একবার বীচকাণ্ড হাসপাতালে আসতে হবে। আপনার স্বামী জমনাদাস জাভেরী আপনার সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় গোপনীয় কথা বলতে চান।

ঃ এত রাত্রে ? ডলির গলায় বিস্ময়ের রেশ ছিল।

ঃ হ্যাঁ জমনাদাস জাভেরী এই হাসপাতালের একজন ভি. আই. পি. পেশেণ্ট। আপনি তার স্ত্রী। যে কোন সময়ে আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আপনি এক্ষুনি হাসপাতালে চলে আসুন।

ঃ আপনি কে বলছেন ! ডলি জিজ্ঞেস করল।

ঃ আপনার নাম জানবার দরকার নেই। দেরী করবেন না। এক্ষুনি চলে আসুন !

আমার গলার স্বরে কিছুটা উত্তেজনার সুর ছিল।

ঃ আপনি কি রতন বিলমোরিয়কা কথা বলছেন ? আপনার গলার স্বর এত ভারি শোনাচ্ছে কেন ? ডলি জিজ্ঞেস করল। আমি টেলিফোনের লাইন কেটে দিলাম।

আমি বাড়ি ফিরে দেখলাম ডলি তার গাড়ি নিয়ে বীচকাণ্ড হাসপাতালে চলে যাচ্ছে।

এবার আমার ডলির ঘরে যাবার পালা। আমি আর দেরি করলাম না। ডলির ঘরে গিয়ে প্রথমে ওর সিন্দুক খুলবার চেষ্টা করলাম। সব কাজই আমাকে দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি করতে হল। কারণ ডলি যে কোনো সময়ে ফিরে আসতে পারে। কারণ বীচকাণ্ড কাম্বালা হিলের কাছে। এবং ডলি যখন হাসপাতালে গিয়ে শুনতে পাবে জমনাদাস জাভেরী তাকে ডেকে পাঠাননি তখন হয়ত সে বুঝতে পারবে টেলিফোনে কেউ তাকে ধাপ্পা দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। সে ওখানে আর দেরি করবে না। তক্ষুনি বাড়ি ফিরে আসবে।

এবার সিন্দুকের লকার খোলা নিয়ে প্রশ্ন। আমি জানতাম এই লকারের

কম্বিনেশন নম্বর কি হবে। প্রথমে থাকবে বাবার কোনদিনে তার জন্ম হয়েছিল। বাবার বয়স ছিল ৭২ এবং জন্ম হয়েছিল সোমবার। অর্থাৎ সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন মানে ২। জন্ম সাল হ'ল ১৯১১। তাহলে লকারের পুরো কম্বিনেশন হ'ল ঃ ৭২২১৯১১। এবার আমি এই নম্বর দিয়ে সিন্দুকের তালা সহজেই খুলে ফেললাম।

প্রথমেই সিন্দুকের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি ওখানে ছিল। এছাড়া আরো অনেক কাগজ ছিল। কিন্তু আমি ঐসব কাগজে কোনো হাত দিলাম না। শুধু রামচাঁদ খেমপ্রকাশের নামে যে শেয়ারগুলি ছিল সেই শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি বের করে নিলাম। কুড়িটা শেয়ার সার্টিফিকেট বের করে নিতে বেশি সময় নিল না। তারপর অন্য কাগজগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। হঠাৎ সিন্দুকের এক কোনে, একটি ছোট প্যাকেট দেখতে পেলাম। কী আছে ঐ প্যাকেটে? হাসিস, হেরোন না মারিউনা! না এসবের কিছুই ছিল না। ছিল একগুচ্ছ ন্যুড ছবি—আমার বিমাতার। আর ছিল প্রচুর ক্যাশটাকা এবং ডলির গয়না। সেদিন আমি ক্যাশ টাকার প্রতি কোনো দৃষ্টি দিলাম না। আমি ডলির ন্যুড ছবিগুলি দেখতে লাগলাম। যে সময়ে ডলির ঐ বস্ত্রহীনা ছবি তোলা হয়েছিল তখন ডলির বয়স ছিল হয়ত কুড়ি কিংবা বাইশ। ঐ সময়টা ছিল ডলির ভরা যৌবন। লাস্যময়ী, সুন্দরী এবং আকর্ষণীয় ডলির এইসব ন্যুড ছবি কে তুলল? খুব সম্ভবত ডলি যখন কলেজে পড়ত তখন ঐ সব বিবস্ত্রা ছবি তোলা হয়েছিল। ছবিগুলি কে তুলেছিল? একটি ছবি পেছনে লেখা ছিল "রোজ" অর্থাৎ "গোলাপ"। 'গোলাপ' কী! কার নাম আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। হয়ত গোলাপ ছিল ডলির ছাত্রী জীবনের কোনো প্রেমিক। আমি জানতাম সুন্দরী বলে ডলির প্রেমিক, স্তাবকের অভাব ছিল না। হয়ত 'গোলাপ' ছিল তার মধ্যে একজন। এসব কথা নিয়ে আমি যখন ভাবছি তখন পেছন থেকে কে জানি আমাকে ডাকল।

ঃ অরুণ,এত রাত্রে তুমি আমার ঘরে, এই কণ্ঠস্বর ছিল ডলির। এই বলে হঠাৎ ডলি খোলা সিন্দুকের দিকে তাকাল এবং বিস্মিত উত্তেজিত গলায় বলল ঃ এই সিন্দুকের ডালা কে খুলল? চোর এসেছিল না তুমি! চোর সিন্দুকের ডালা খুলবার কম্বিনেশন নম্বর কী করে জানল! নিশ্চয় তুমি এই সিন্দুক খুলেছ! এই বলে ডলি দৌড়ে সিন্দুকের কাছে গেল, গয়না, ক্যাশ মিলিয়ে দেখল টাকার কোনো গোলমাল হয়নি। পরে কী জানি খুঁজতে লাগল। এবার আমার হাতের দিকে তাকাল। আমার হাতে তখনও ডলির ন্যুড ছবিগুলির প্যাকেটটি ছিল। ঐ প্যাকেট দেখে ডলির মুখ পাংশুটে হল। আমাকে জিজ্ঞেস করল এই ছবির প্যাকেট তুমি কোথায় পেলে!

কোথায় পেয়েছি তুমি জান?—আমি বললাম, আমি জানি আজ এই ছবির প্যাকেট তোমার কাছে টাকা পয়সার চাইতে মূল্যবান। তাই নয় কী? আমি

বললাম।

ডলি তার পাশটে মুখ নিয়ে বলল : ঐ ছবির প্যাকেট আমার, আমি ঐ ছবিগুলি ফেরৎ চাই।

: যদি না দিই ! আমার জবাব ছিল ছোট।

: তোমাকে এই ছবির কথা কে বলেছে !

: 'গোলাপ।'

আমার এই ছোট জবাব যেন ডলির মুখে চাবুক মারল। এবার সে মরিয়া হয়ে বলল : ঐ প্যাকেট আমার চাই। আর শোন আমার জীবনে 'গোলাপ' বলে কেউ নেই।

তাহলে তুমি স্বীকার করছ এ ছবিগুলি তোমার ?

এবার ধমকের স্বরে ডলি বলল : আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো আলোচনা কিংবা মন্তব্য করবার অধিকার তোমার নেই। এ ছাড়া আমার ঘরে তুমি কেন ঢুকেছিলে ?

তখনও আমার বুকপকেটে চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের কুড়িটা শেয়ার সার্টিফিকেট ছিল। ভাবলাম আমার এ ঘরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা খুব উচিত হবেনা। যদি ডলি ঐ শেয়ার সার্টিফিকেট গুলি খুঁজে বেড়ায় তাহলে আমি বিপদে পড়ব। অতএব ডলির ঘর থেকে চলে আসাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলাম। শুধু যাবার আগে ডলিকে বললাম : তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করতে চাইনা। তবে একটা কথা মনে রেখো। আজকের এই ঘটনা নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো কথা ব'লো না। যদি কর, তাহলে আমাকেও ঐ ন্যুড ছবির কথা সবাইকে বলতে হবে। সবাই জানবে, তুমি হলে এক নিম্ফোম্যানিয়াক মেয়ে। তুমি নিশ্চয় চাওনা যে বাজারে—বিশেষ করে যে সামাজিক মহলে তুমি ঘোরাফেরা কর তারা তোমার এই ন্যুড ছবির কথা জানুক। তাহলে বিপদ তোমারই হবে। একথা বলে আমি ওখান থেকে চলে এলাম।

* * *

এই ঘটনা ঘটবার কিছুক্ষণ বাদে আমি শিরীনকে নিয়ে সালদানার স্টুডিওতে চলে এলাম। পিটার প্রথমে আমাদের কাছ থেকে তার পারিশ্রমিকের টাকা গুনে নিল। পরে বলল : দুদিন পরে তুমি আসল এবং জাল কপি গুলি নিয়ে যেও।

পিটারের কথানুযায়ী দুদিন বাদে ওর কাছে আবার গেলাম। পিটার আমার হাতে আসল এবং জাল কপিগুলি তুলে দিল। তার তৈরি করা জাল কপিগুলি এত নিখুঁত হয়েছিল যে কোন শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি কোনটা জাল কোনটা আসল বোঝা বেশ কঠিন ছিল।

এবার আমি বাড়িতে গিয়ে আসল সার্টিফিকেটগুলি আবার ডলির সিন্দুকে রেখে দিলাম। কিন্তু আমার চালে কিছু ভুল ছিল। কী ভুল ছিল সেইটে পরে বলছি।

একদিন আমি চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের শেয়ারগুলি অস্কার বারগাঞ্জার

হাতে তুলে দিলাম। বললাম ঃ আমার সই করা ঋণপত্রগুলি ফেরৎ দাও। অস্‌কার বারগাঞ্জা হাসল। বলল ঃ আগে যাচাই করে নিই তুমি আমাকে যে শেয়ার সার্টিফিকেট গুলি দিয়েছ সেগুলি সাচ্চা না জাল! আজকাল বাজারে প্রচুর জাল শেয়ার বিক্রী হচ্ছে মাহিমের কাছে আমার এক পুরোনো সাগরেদ আছে। ডকুমেণ্ট জাল করাই তার পেশা। তার নাম হ'ল পিটার সালদানা। তোমার শেয়ারগুলি একবার পিটার সালদানাকে দেখিয়ে নিই। দেখি পিটার কী বলে?

অস্‌কার বারগাঞ্জার মুখে পিটার সালদানার নাম শুনে স্তম্ভিত হলাম। বারগাঞ্জা কী বলছে? পিটার সালদানা তার পুরানো সাগরেদ! আমি একবার শিরীনের মুখের দিকে তাকালাম। তারও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। শিরীন অস্‌কার বারগাঞ্জা এবং পিটার সালদানা দুজনকেই হয়ত চিনত এবং হয়ত জানত, পিটার হল অস্‌কার বারগাঞ্জার সাগরেদ। তাহলে জেনে শুনে শিরীন আমাকে পিটারের কাছে নিয়ে গেল কেন? নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনো ষড়যন্ত্র চক্রান্ত আছে। শিরীন কি অস্‌কার বারগাঞ্জার অনুগত কোন স্পাই! জানিনা। আমি যেন তার উপর সব বিশ্বাস হারালাম। এই দুনিয়াতে সব কিছুই সম্ভব হয়। পিটার সালদানা যে আমার সঙ্গে জালিয়াতি করেছে এ বিষয়ে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। কারণ জাল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি আমি ডলির সিন্দুকে তুলে রেখেছি এবং আসল শেয়ারগুলি অস্‌কার বারগাঞ্জার হাতে তুলে দিয়েছি। এরা সবাই শয়তান। এবার আমি কী করব। নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছি। নিজের বাপকে ঠকিয়েছি। আমার করবার আর কিছুই ছিল না।

পরে বিষয়টি নিয়ে শিরীনের সঙ্গে কথা বললাম। শিরীনও বেশ চিন্তিত হল তবে এই জালিয়াতির কাজ কারবারে শিরীনের কোনও সক্রিয় ভূমিকা ছিল কি না বলতে পারব না। শিরীনের ঐ সুন্দর মুখ দেখে আমার মন একথা বিশ্বাস করতে চাইল না। একথা যাচাই করবার মতো মানসিক অবস্থা তখন আমার ছিল না। পরে একদিন একটি উড়ো চিঠি থেকে জানতে পারলাম অস্কার বারগাঞ্জা বোম্বাই থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। শিরীন বলল ঃ একথা সত্যিও হতে পারে, মিথ্যে হ'লেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। শিরীন আরো বলল ঃ বারগাঞ্জার কাছ থেকে শেয়ারগুলি উদ্ধার করে আনতে হবে। যদি শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি না দেয়, তাহলে বারগাঞ্জাকে পুলিশের ভয় দেখাতে হবে, এবং তোমার বাবাকে বলে পুলিশকে বলতে হবে যে তার কিছু মূল্যবান শেয়ার সার্টিফিকেট চুরি গেছে।

আমি শিরীনের প্রস্তাবে যুক্তি খুঁজে গেলাম। এবার প্রশ্ন হল কী করে শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি অসকার বারগাঞ্জার কাছ থেকে উদ্ধার করা যায়।

একদিন রাত নটার পর ভিয়াণ্ডিতে গিয়ে আমি অসকার বারগাঞ্জার সঙ্গে দেখা করলাম। ঐ রাত্রে ঐ সময়ে আমাকে তার হাউসবোটে দেখে বারগাঞ্জা বেশ

অবাক হ'ল। ওর ধারণা ছিল যে আমি সর্বদাই হেরোনের নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকি। এবং আমার চলাফেরার কোন শক্তি থাকে না। হঠাৎ সে আমায় দেখে বেশ অবাক হ'ল। আমি কী চাই। এই ছিল তার চোখের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন।

আমি কোনো ভণিতা না করে সোজা ভাষায় বললাম তোমাকে চাঁদনীমল জুয়েলার্স ফার্মের যে শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি দিয়েছি আমার সেই শেয়ারগুলি ফেরৎ চাই।

ঃ কেন? অসকার বারগাঞ্জা বিস্ময়ের অভিনয় করল।

ঃ যে শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি দিয়েছি, সেগুলি জাল, এছাড়া আমি টাকা ধার করবার জন্যে যে ঋণপত্র এবং সাদা কাগজগুলিতে সই করেছি সেগুলি ফেরৎ পাওয়া দরকার।

আমার দাবি শুনে অসকার বারগাঞ্জা খুব জোরে হেসে উঠল। আমাকে বিদ্রুপ করে বলল ঃ তুমি ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ। এছাড়া তুমি কোনো ভুল করনি। আমার হাতে যে শেয়ারগুলি দিয়েছ সেগুলি সাচ্চামাল। জাল শেয়ারগুলি তোমার কাছে আছে! অতএব এই শেয়ারগুলি নিয়ে যদি কোনো বিপদ হয় তবে তোমাকেই সাবধান হতে হবে, আমাকে নয়। আর তোমার লেখা ঋণপত্র কিংবা হুণ্ডিগুলি আমি এখন ফেরৎ দিতে পারব না, এবং দেবোই বা কেন? তুমি আমার কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছ, সেই টাকা এখনও ফেরৎ দাওনি।

আমার সই করা অধিকাংশ ঋণপত্রগুলির সই জাল করা হয়েছে— আমি বললাম। আমার কথা শুনে অসকার বারগাঞ্জার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা ফুটে উঠল। কোন ঋণপত্রে তোমার সই জাল করা হয়নি। ঋণপত্র গুলি সাচ্চা মাল। এছাড়া তুমি আমাকে যে টাকা ফেরৎ দিয়েছ তার কোনো প্রমাণ নেই। শোনো তুমি এবং শিরীন আমাকে ঠকাবার যে প্ল্যান, চক্রান্ত করেছিলে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। তোমরা দুজনে গিয়ে যখন পিটার সালদানার কাছে শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি জাল করবার প্ল্যান করলে সেই রাত্রেই পিটার আমার হাউসবোটে এসে তোমাদের চক্রান্তের কথা বলল। আমরা দুজনে মিলে ঠিক করলাম জাল শেয়ারগুলি তোমাকে দিয়ে আসল শেয়ারগুলি আমি নেবো। অরুণ তুমি শিরীনের পাল্লায় পড়েছ: মেয়েটি একেবারে সাক্ষাৎ বিষকন্যা। কাউকে ধরলে সহজে ছাড়বেনা। জোঁকের মতো লেগে থাকবে এবং পরে তোমার আরো সর্বনাশ করে ছাড়বে।

ঃ তুমি রূপকথা বলছ। শিরীন কে এবং কী করে আমি জানি। আমি শিরীনের পক্ষ হয়ে বলবার চেষ্টা করলাম।

আবার হাসল অসকার বারগাঞ্জা। বলল ঃ শিরীন, কে এবং কী তুমি জানো? চমৎকার! কিন্তু আমি জানি তুমি শিরীন সম্বন্ধে কিছুই জাননা।

একটু থেমে বারগাঞ্জা আবার বলতে লাগল ঃ শিরীন আমাকে দেখতে পারে

না। কেন দেখতে পারে না জানো? কারণ আমি শিরীনের রোজগারের পথ বন্ধ করে দিয়েছি। ওর রোজগারের পথ কী ছিল? অন্যের বিছানায় গিয়ে রাত্রিবাস করা এবং অন্যকে কুশিক্ষা দেয়া। আমি শিরীনকে বলেছিলাম তুমি সুন্দরী, স্মার্ট গার্ল। সবার সঙ্গে রাত্রিবাস করে বাজার দর কমিওনা। আমার সঙ্গে কাজ কর। ভালো রোজগার হবে। কিন্তু শিরীন আমার সঙ্গে কাজ করল না। ওর টাকার বড় খাঁই। তাই তো তোমাকে ধরেছে। শিরীন জানে তুমি কে এবং তোমার বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কত। কিন্তু শিরীন যদি আলেয়ার সন্ধানে না ঘুরে আমার সঙ্গে কাজ করত, তাহলে এতদিনে রানী হয়ে যেত। শিরীন আমাকে ঠকাবার চক্রান্ত করেছিল কেন জানো? ভেবেছিল আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু অসকার বারগাঞ্জা অত সহজ পাত্র নয়! তাকে ঠকিয়ে কেউ পয়সাকড়ি বানাতে পারে এমন লোক জন্মায়নি। তুমি পিটার সালদানার সাহায্য নিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে যে প্ল্যান করেছিলে সেই প্ল্যান কার্যকরী হয়নি। বরং তোমারই ঐ প্ল্যানের শিকার হয়েছ। বিশেষ করে তুমি—।

এই সব কথা শুনবার পর আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। সেদিন আমিও প্রচুর নেশা করেছিলাম। অসকার বারগাঞ্জা কেবল হেরোনের ইঞ্জেকশন নেয়নি, প্রচুর মদ খেয়েছিল। দুজনেরই মেজাজই বেশ চড়া ছিল। অসকার বারগাঞ্জা ভেবেছিল আমি হয়ত বিতিকিচ্ছিরি কিছু ক'রে বসব। তাই সে ড্রয়ার খুলে একটি রিভলবার বের করল। আমি ভিয়াণ্ডিতে গোলমাল আশঙ্কায় নিজের সঙ্গে রিভলবার নিয়ে গিয়েছিলাম। অতএব গোলমাল আরো দানা বাঁধবার আগেই রিভলবার বের করলাম। হঠাৎ আমার যেন মনে হল আমার রিভলবার থেকে দুটি গুলি বেরিয়ে গেছে। অসকার বারগাঞ্জা আমার গুলিতে আহত হয়ে চেয়ার থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু সে মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগে আমাকে লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটি গুলি চালাল। সেই গুলিতে আমি আহত হলাম, তারপর কী হয়েছিল, আমার স্মরণ নেই।"

* * *

অরুণদাস জাভেরীর দীর্ঘ বিবৃতি পড়বার পর বায়রন সেই বিবৃতি তার পকেটে পুরলো। টেবিলের ড্রয়ার খুলে হুইস্কির গ্লাসে একটি 'ফোর ফিঙ্গার' মানে ডবল ডবল স্কচ হুইস্কি ঢালল। ডলি জাভেরীকে বলল: কিছুক্ষণ একটানা কথা বলে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই। আপনি জানেন যে শুকনো গলায় আমি কোনো কথা বলতে পারিনা। এই বলে বায়রন একটি গ্লাসে কিছু ব্র্যাণ্ডি ঢালল। ব্রাণ্ডির গ্লাসটি ডলির হাতে তুলে দিয়ে বলল: আজ হয়ত আমি অনেক রূঢ় কথা বলেছি তাই আপনার মন বিষন্ন, দেহ ক্লান্ত হয়েছে। ব্রাণ্ডি খেয়ে শরীরটা তাজা করে নিন। কারণ আমার এই কাহিনীর ক্লাইম্যাক্সে শেষ হয় নি। আরো অনেক অপ্রিয় কথা আমাকে বলকে হবে।

ডলি ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিল। তার ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে বায়রনের

মুখের দিকে তাকাল। হয়তো ইতিমধ্যে ডলি আন্দাজ করে নিয়েছিল যে 'গোলাপের' সঙ্গে তার যৌন সম্পর্কের কথা বাজারের অনেকে জানে। হয়তো কিছুদিন বাদে তাকে এবং 'গোলাপকে' জড়িয়ে বাজারে আরো কিছু কেচ্ছা রটবে। তখন সে কী করবে! তার শুকনো মুখ ও চেহারা দেখে বায়রনের কিছুটা সহানুভূতি হ'ল।

বায়রন আবার তার কাহিনী বলতে শুরু করল। ঃ মিসেস জাভেরী অরুণ যে বিবৃতি আমাদের উকীলের কাছে দিয়েছে তারপর তাকে খুনের হাত থেকে বাঁচানো কষ্ট হবে। কারণ অরুণ স্বীকার করেছে সে অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে। অবশ্য আমাদের প্রধান এবং প্রথম কাজ হ'ল অরুণকে ফাঁসীর অপরাধের হাত থেকে বাঁচানো। কী করে বাঁচানো যায় তার একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে। কারণ এই কেসে জজসাহেব যদি বিরূপ হন, তাহলে তিনি কঠোর মনোভাবঅবলম্বন করতে পারেন।

অরুণের এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায় অরুণ ভিয়াণ্ডিতে অস্কার বারগাঞ্জার কাছে গিয়েছিল ঐ আসল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি—যা প্রথমে অরুণ ভেবেছিল জাল—উদ্ধার করবার জন্য। অস্কার বারগাঞ্জা ঐ শেয়ার সার্টিফিকেট গুলি ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে—এবার অরুণ কী করল? অস্কার বারগাঞ্জাকে গুলি করল। আপনি অরুণের স্বীকারোক্তি থেকে এসব কথা শুনলেন।

কিছুটা ব্রাণ্ডি গলায় ঢেলে দেবার পর ডলি জাভেরী বেশ একটু তাজা হয়ে নিলেন। কারণ এতক্ষণ বায়রন যে সব ঘটনা শুনিয়েছে তারপর কারো শরীরের স্নায়ু সবল-স্বাভাবিক থাকতে পারে না।

এবার ডলি জাভেরী একটু উঁচু গলায় বললেন ঃ আপনি কী চান মিঃ ঘাউস? ব্ল্যাকমেল করতে চান? বাজারে আমার চরিত্র নিয়ে কেচ্ছা গাইতে চান!' আমার নামকে জড়িয়ে এমন একটা মুখরোচক স্ক্যাণ্ডাল রটাবেন যেন সবাই আপনার প্রতিটি অক্ষর বিশ্বাস করবে। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি গুজব রটাবার জাদুকর। এই গুজব কেন রটাতেচান? নিশ্চয়ই আপনার কোনো উদ্দেশ্য আছে? আপনাকে ডিটেকটিভ হিসেবে নিয়োগ করে আমরা নিজেদের বিপদকে ডেকে এনেছি। আমি অনেকবার রতন বিলমোরিয়াকে বলেছিলাম বায়রন ঘাউসকে আমার একেবারে পছন্দ হয়না। লোকটা সবকিছুর মধ্যে নাক গলাবে। কিন্তু আসল কাজ—যে তথ্য আমরা জানতে চাই সেই খবর আজ অবধি দিতে পারেননি। এবার আমাকে ভয় দেখাবার জন্য আমার চরিত্রের উপর যে রঙীন প্রলেপ দিয়েছেন—তা কেউ বিশ্বাস করবে না। যে ন্যুড ছবির কাহিনী, 'গোলাপের' কাহিনীর রঙীন ফানুষ উড়িয়েছেন সেই কাহিনী থেকে প্রমাণ করতে পারবেন না আমি চরিত্রহীনা। আপনি একটা বড় মিথ্যে কথা বলে আসল সত্য কথা চেপে যাবার চেষ্টা করছেন কেন। আপনি কী চানটাকা? তাহলে আপনিমিঃ রতন বিলমোরিয়ার কাছে চলে যান উনি আপনাকে দেনা পাওনা মিটিয়ে দেবেন।

ডলি জাভেরীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বায়রন বিচলিত কিংবা উত্তেজিত হল না।

বরং হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল ঃ মনে হচ্ছে ভালো পুরান হুইস্কি, 'শিভাস রিগ্যাল' না 'বেল' হুইস্কি।

এই কথা বলে বায়রন আবার তার কাহিনী বলতে লাগল।

কাউকে ব্ল্যাকমেল করা আমার পেশা নয় মিসেস জাভেরী। সত্যের সন্ধান করাই আমার কাজ। এ পর্যন্ত তদন্ত করে যা কিছু জানতে পেরেছি, আংশিক আভাষ আজ আপনাকে দিলাম। আগেই বলেছি আমাদের তদন্ত শেষ হয়নি। আরো অনেক কিছু জানবার বাকি আছে। আমরা জানতে চাই এই শিরীন মেয়েটিকে? জানতে চাই 'গোলাপ' কে? কিছু মনে করবেন না মিসেস জাভেরী 'গোলাপের' নাম এই কাহিনীতে ঘুরে ফিরে আসছে। এই 'গোলাপ' কে তার পরিচয় দিতে পারত অস্কার বারগাঞ্জা। কিন্তু আজ অস্কার বারগাঞ্জা বেঁচে নেই। তাহলে এই 'গোলাপ', শিরীনের খবর কে দেবে? 'ভিক্টর'—এবার আমরা আরেকটি নামের সঙ্গে পরিচিত হলাম। হ্যাঁ আমাদের এই তদন্তের একটি বড় সূত্র হ'লো 'ভিক্টর'। আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানবার আশা রাখি। কিন্তু এই তদন্ত নিয়ে আমাদের এগোবার আগে আমরা জানতে চাই এই অস্কার বারগাঞ্জা কে?

আপনি আলেয়ার পেছনে ঘুরছেন মিঃ ঘাউস, ডলি জাভেরী বললেন। এখন পর্যন্ত জানতে পারেননি অরুণকে এই বিপদে কে ফেলেছে—অস্কার বারগাঞ্জা না শিরীন! তাকে বিপদে ফেলবার উদ্দেশ্য কী? টাকা না অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। অরুণ কাল খুনের অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে। ব'লেছিলাম একজন পাকা ভালো উকিল দিন নইলে সমস্ত কেস দুর্বল হয়ে যাবে এবং আমরা অরুণকে বাঁচাতে পারব না। ডলি জাভেরী বিরক্তির কণ্ঠে বললেন।

বায়রন প্রথমে হাসল—মেয়েদের মন ভোলান হাসি, কিন্তু একটু বাদে তার মুখ হল শক্ত কঠিন। এবার সে বলল ঃ মিসেস জাভেরী আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে আমরা যদি শিরীন, ভিক্টর, গোলাপের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি তাহলে এই তদন্ত শেষ হবে।

ডলি জাভেরী চুপ করে রইলেন কোনো কথা বললেন না। বায়রন আবার আর একটি 'ফোর ফিঙ্গার' হুইস্কি নিয়ে বসল। পরে বলল ঃ হুইস্কি না খেলে মন খুলে কথা বলতে পারি না কিংবা চিন্তা করতে পারি না। যাক এবার যাবার আগে আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আপনাকে বলব। এই কাহিনী আমার নিজস্ব তদন্তের ফল নয়। এ হল দিল্লীর আই বীর রিপোর্ট। এই রিপোর্টের কিছু কিছু খবর দিল্লীর কর্তারা আমার কাছে পাঠিয়েছেন কারণ তাহলে আমার তদন্ত করতে সুবিধা হবে। এবার আপনাকে সেই রিপোর্টের কিছুটা পড়ে শোনাচ্ছি। এই রিপোর্ট থেকে বুঝতে পারবেন যে আমাদের তদন্ত অগ্রসর হচ্ছে কি না। অবশ্য এর কিছু আভাষ আপনাকে আগেই দিয়েছি।

ঃ মিসেস জাভেরী সেদিন এই মুনলাইট রেস্তরাঁয় যে লোকটি আপনাকে

ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছিল তার পরিচয় আই-বীর অজানা নেই। আপনি হয়তো তার আসল পরিচয় জানেন না। লোকটি আপনার কাছে কী পরিচয় দিয়েছিল জানি না। পুলিশের খাতায় লোকটির নাম লেখা ছিল গোলাম রসুল। এই গোলাম রসুল আসলে কে? এই লোকটি আর আপনার কাছে ফিরে আসবে না। লোকটি ছিল পাকিস্তানী—স্পাই। ছদ্মবেশে লোকটি দিলদার হাসানের নাম নিয়ে এদেশে ঢুকেছিল। তার এদেশে আসবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ইসলামাবাদের কর্তারা তাকে প্রায় জোর করেই এদেশে পাঠিয়েছিলেন। কারণ একটি বিশেষ অপারেশনের জন্য তার সাহায্যর প্রয়োজন ছিল। আর সেই অপারেশনের একটি বড় শিকার ছিলেন আপনি। ওকি মিসেস জাভেরী চমকে উঠবেন না। বিশ্বাস করুণ এই গোলাম রসুলকে আপনার কাছে ব্ল্যাকমেল করতে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু গোলাম রসুল ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে কয়েকটি মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করল যার জন্য তার কর্তারা আতঙ্কিত হলেন এবং স্থির করলেন গোলাম রসুলকে এই সংসার থেকে বিদায় নিতে হবে। মাত্র কিছুদিন আগে গোলাম রসুলকে তার কর্তারা এই সংসার থেকে বিদায় দিয়েছেন।

এই গোলাম রসুল মানে দিলদার হাসান নাম নিয়ে যিনি এদেশে এসেছিলেন কোন এক সময়ে তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত স্মাগলার, পিম্প। প্রথম দিন থেকে গোলাম রসুলকে বোম্বাইর ইমিগ্রেশন সন্দেহ করতে শুরু করে। কিন্তু পুলিশ এই সন্দেহের কোনো আভাষ তাকে দেয়নি। বরং গোলাম রসুল নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা দিল। সে পুলিশের কাছে স্মাগলার গোলাম রসুলের ছবিকে নিজের ছবি বলে শনাক্ত করল। তারপর আই-বীর কর্তাদের মনে আর কোনো সন্দেহ রইলনা যে গোলাম রসুল এবং দিলদার হাসান একই ব্যক্তি। গোলাম রসুল দুই নম্বর ভুল করল যখন সে হোটেল থেকে তার কর্তা মুহম্মদ ইকবালকে টেলিফোন করবার চেষ্টা করল। এই টেলিফোন বোম্বাই এবং দিল্লীর আই-বী কর্তারা ট্যাপ করে শুনেছিল। কিন্তু মুহম্মদ ইকবাল টেলিফোনে কথা বলতে রাজি হলেন না। আই-বী বুঝতে পারল স্মাগলার গোলাম রসুলের ওরফে পাকিস্তানী স্পাই দিলদার হাসানের সঙ্গে মুহম্মদ ইকবালের কোনো একটা সম্পর্ক আছে। এবার আই-বীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হল—এই মুহম্মদ ইকবাল লোকটি কে! তিনি স্মাগলার স্পাইদের নিয়ে কী ধরনের কাজ কারবার করেন! ব্যবসা? কী ধরনের ব্যবসা? স্মাগলিং, হেরোন, ড্রাগস এবং আরব দেশে মেয়েদের বিক্রীর ব্যবসা না খবর বেচাকেনার ব্যবসা?

আই-বী যেমন গোলাম রসুল, মুহম্মদ ইকবালের অতীত এবং বর্তমান নিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছিল মুহম্মদ ইকবালও ডিফেন্স কলোনিতে বসে তার নতুন স্পাই দিলদার হাসানের নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন পুলিশ এবার থেকে দিলদার হাসানের পিছু নেবে। শুধু তাই নয় একবার দিলদার হাসান যদি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে মুহম্মদ ইকবাল এবং তার বিরাট স্পাই চক্রের মুখোশ খুলে যাবে। অতএব মুহম্মদ ইকবাল

স্থির করলেন যে দিলদার হাসানকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। 'হী মাস্ট বী কীল্ড'। যদি তাকে খুন না করা হয় তাহলে মুহম্মদ ইকবালেরই বিপদ হবে।

মুহম্মদ ইকবাল দিলদার হাসানকে দেখে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন কিন্তু দীর্ঘ-কাল স্পাই, ইনফর্মারের কাজ করে মুহম্মদ ইকবাল যে শিক্ষালাভ করেছিলেন তার মূল কথা ছিল রেগে গেলেও মনের উত্তেজনার কথা তিনি কাউকে বলতেন না হাসি মুখেই আলাপ আলোচনা করতেন, কথাবার্তা বলতেন। এত রাত্রে তার বাড়িতে দিলদার হাসানকে দেখে তিনি ধমকের সুরে বললেন এত রাত্রে এ বাড়িতে তোমার আসা উচিত হয়নি। আসবার আগে অন্যের মাধ্যমে খবর পাঠানো কিংবা টেলিফোন করা উচিত ছিল। দিলদার হাসান ধমক শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার মুখ দেখে বোঝা গেল না যে দিলদার হাসান তার ভুল বুঝতে পেরেছে। মৃদুস্বরে বলল স্বীকার করি স্যার আপনার কাছে আসবার আগে টেলিফোন করা উচিত ছিল। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন।

আপনার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করা আবশ্যক ছিল। এর পরে কী পদক্ষেপ নেবো তার নির্দেশ চাই। মিসেস জাভেরী আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে ভিক্টর নমে একটি লোক তাঁর স্বামীর কাছে দুটি স্যুটকেস জমা রেখেছেন। স্যুটকেস দুটি ব্যাঙ্কের লকারে আছে। সেই লকারের চাবি তাঁর স্বামীর কাছে আছে। তবে তিনি বলেছেন যে তিনি মোমের ছাঁচ দিয়ে ঐ চাবির একটি ডুপ্লিকেট আমাদের করে দেবেন। আমার মনে হয় ব্যাঙ্কের লকারের চাবি সংগ্রহ করবার জন্যে বোম্বাইতে অন্য কাউকে পাঠানো দরকার। মিসেস জাভেরীর সঙ্গে দেখা করবার স্থান হ'লো মুনলাইট রেস্তোরাঁ।

এবার মুহম্মদ ইকবাল একটি প্রশ্ন না করে পারলেন না। হঠাৎ দিলদার হাসানের বোম্বাই শহরের প্রতি এত বৈরাগ্য হ'ল কেন?

তুমি বোম্বাইতে যেতে চাওনা কেন? মুহম্মদ ইকবাল প্রশ্ন করলেন।

স্যার একটা ছোট ঘটনা বলব, পুলিশ আমার হোটেলে এসে আমার পাশপোর্ট নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল পাশপোর্ট আমি যেন পুলিশ স্টেশন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। পরে পুলিশ স্টেশন থেকে পাশপোর্ট নিয়ে এলাম।

মুহম্মদ ইকবাল এই ঘটনার মধ্যে রঙীন নতুন কিছু খুঁজে পেলেন না—তুমি কী বলতে চাও দিলদার? বিদেশীদের পাশপোর্ট চেক করবার জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া অতি নিয়মমাফিক কাজ। এর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই।

ঃ না স্যার। পুলিশ যে ভাবে আমাকে প্রশ্ন করেছিল--আমি কতদিন এদেশে থাকব ইত্যাদি—পুলিশের সেই প্রশ্নের ঢং আমার মনে ভয় সৃষ্টি করেছিল।

তুমি যদি ভয়ের কাজ না করে থাকো ' তা'হলে ভয় পাচ্ছ কেন? এবার তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করব। তোমাকে তিনটি পাশপোর্ট সাইজের ফটো

দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম—ছবিগুলি মিসেস জাভেরীকে দেখিও—আরো বলেছিলাম এই তিনটি ছবির মধ্যে কোনটি 'ভিক্টরে'র ছবি তিনি যেন শনাক্ত করেন।

তিনি 'ভিক্টরের' ছবিকে শনাক্ত করেছেন—এই বলে দিলদার হাসান একটি ফটো মুহম্মদ ইকবালের সামনে রাখলেন।

'এই ছবিটি দেখে মুহম্মদ ইকবাল বিস্মিত ও অবাক হলেন। ছবিটি আর কারু নয় তারই পরিচিত বন্ধু অসকার বারগঞ্জার। তার কাছে সমস্ত ঘটনা 'অসম্ভব, অবিশাস্য' বলে মনে হ'ল। বারগাঞ্জাই যে 'ভিক্টর' একথা সহজে তার মন বিশ্বাস করতে চাইল না। এ কথা সত্যি অসকার বারগঞ্জা বহুবার তাকে এবং স্পাইচক্রকে ব্ল্যাকমেল ক'রে পয়সা নিয়েছে। বারগাঞ্জার বক্তব্য ছিল পয়সা দাও, নইলে পুলিশকে বলব তোমারা এ দেশে কী করছ। স্পাইং করছ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সন্ত্রাসবাদীদের উস্কানি দিচ্ছ। তোমরা খুন-খারাপি করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছ।

কিন্তু বারগাঞ্জার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

ইতিমধ্যে দিলদারের কাছ থেকে খবর পাবার পর মুহম্মদ ইকবাল ইসলামাবাদের কাছে সিগন্যাল পাঠিয়ে বলেছেন অসকার বারগাঞ্জাকে খুব বেশি বিশ্বাস করো না। ওর সম্বন্ধে আমরা কতগুলি সন্দেহজনক খবর পেয়েছি। অসকার বারগাঞ্জা আমাদের খবর ভারত সরকারের কাছে বিক্রি করবার চেষ্টা করছে। অস্‌কার বারগাঞ্জা এবং ভিক্টর 'একই ব্যক্তি'। এই ধরণের সন্দেহ অবশ্যি ইসলামাবাদের কর্তাদের আগেই হয়েছিল। আজ দিলদার হাসানের কাছ থেকে তিনজনের ফটো পাবার পর সেই ধারণা বদ্ধমূল হল।

মুহম্মদ ইকবাল বুঝতে পেরেছিলেন যে অসকার বারগাঞ্জা হ'ল এক দুমুখো সাপ অর্থাৎ ডবল এজেন্ট। দুপক্ষ থেকেই টাকা খাচ্ছে এবং দুদলকেই খবর দিচ্ছে। এবার অসকার বারগাঞ্জার পরিচয় কিছুটা জানা গেল। এছাড়া অস্‌কার বারগাঞ্জা স্মাগলিং-এর কাজ দেখত। মুহম্মদ ইকবাল আরো খবর পেয়েছিলেন যে হালে অস্‌কার বারগাঞ্জার কার্যকলাপে ইসলামাবাদ খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে। এবং বিষয়টি আরো ভালো ক'রে তদন্ত ক'রে দেখবার জন্য ইসলামাবাদ তাদের আর একজন স্পেশাল এজেন্ট এদেশে পাঠিয়েছেন। আজ প্রায় বেশ কয়েকবছর যাবৎ সেই বিশেষ এজেন্ট ভারতে এসেছেন কিন্তু অস্‌কার বারগাঞ্জার সমস্যা সমাধান করতে পারেননি। কারণ হালে স্মাগলিং এর কাজ কারবার থেকে যে টাকা আয় হ'ত তার সিকি অংশও অসকার বারগাঞ্জা পাকিস্তানকে দেয় নি। মুহম্মদ ইকবাল প্রথমে দিলদার হাসানের কথাগুলি বিশ্বাস করতে চাননি। বিশ্বাস না করবার কারণ হ'ল তিনি কোনো প্রকারেই অস্‌কার বারগাঞ্জাকে 'ভিক্টর' বলে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। বারগাঞ্জা যদি সত্যি সত্যি 'ভিক্টর'ই হয় তাহলে মুহম্মদ ইকবালের ভবিষ্যতে অনেক বিপদে পড়তে হবে। এছাড়া দিলদার হাসান মানে গোলাম রসুল যদি ইসলামাবাদে গিয়ে খবর দেয় যে

অসকার বারগাঞ্জা এবং 'ভিক্টর' একই ব্যক্তি তাহলে মুহম্মদ ইকবাল শুধু তাঁর চাকুরী হারাবেন না। কয়েকবছর জেলও খাটতে হতে পারে। কারণ মুহম্মদ ইকবাল অনেক ব্যাপারে অসকারের পরামর্শ মতো কাজ করেছেন।

কী জানি ভাবলেন মুহম্মদ ইকবাল। তারপরে দিলদার হাসানকে বসিয়ে রেখে তিনি তাঁর বেডরুমে গেলেন। ঐ ঘর থেকে তিনি তাঁর জহ্লাদ সুলেমান হায়দারকে টেলিফোন করলেন।

ঃ সুলেমান আমার ঘরে একটি লোক বসে আছে। আমি জানি লোকটি স্থানীয় পুলিশ দপ্তরে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলবে। লোকটির মুখ বন্ধ করতে হবে। লোকটিকে আমার বাড়ি থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকে কবরে পাঠানো হয়। এই রাত্রিই হল খুন করবার সব থেকে ভাল সময়।

এদিকে দিলদার ভাবতে লাগল মুহম্মদ ইকবালের আচার ব্যবহারের এত পরিবর্তন হল কেন? নিশ্চয় এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য আছে। দিলদার হাসান বিপদের আশংকা করল। মনে মনে ঠিক করল কাল সকালের প্লেনে সে লণ্ডনে চলে যাবে।

* * *

ডিফেন্স কলোনি রাত প্রায় বারোটা। বড় রাস্তা, নির্জন, নীরব রাস্তা দিয়ে জুতোর আওয়াজ বেশ স্পষ্ট করে শোনা যায়।

দিলদার হাসান ঐ রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। দুবার এদিক ওদিক তাকাল। রাস্তার কোথাও যদি একটি ট্যাক্সি পাওয়া যায়, তাহলে দিলদার তার পরিচিত কোনো এক হোটেলে চলে যাবে।

একটু বাদে দূরে থেকে একটি ট্রাক গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। মিলিটারি ট্রাক। ট্র্যাকের সামনের চোখ ঝলসানো বাতি এসে দিলদার হাসানের চোখের উপর পড়লো।

তারপরেই শোনা গেল একটি মানুষের করুণ আর্তনাদ। ট্র্যাকের নীচে চাপা পড়ে দিলদার হাসান মারা গেল।

দিল্লী পুলিশের খাতায় লেখা হ'ল পাকিস্তানী এজেন্ট দিলদার হাসান ট্র্যাকের নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে। বোম্বাই পুলিশের খাতায় লেখা হ'ল বোম্বাইয়ের কুখ্যাত স্মাগলার গোলাম রসুল কাল রাত্রে ট্রাকের নিচে পড়ে মারা গেছে।

আই বী'র কর্তা মাধবন শংকর ফাইলে লিখলেন, আমাদের সময়মত, যথাযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল যেন দিলদার ট্র্যাকের নীচে পড়ে মারা না যায়। আমাদের দিলদার হাসানকে রক্ষা করা উচিৎ ছিল। দিলদারকে বাঁচাতে কেন ব্যর্থ হয়েছি, সেই নিয়ে পুরো একটা তদন্ত হওয়া উচিত। এছাড়া এই ঘটনার পুরো একটা রিপোর্ট বায়রন ঘাউসের কাছে যেন পাঠানো হয়।

* * *

বায়রন চুপ করল। তৃতীয়বার গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। 'অন দি রকস, ফোর ফিঙ্গার'—এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে ডলি জাভেরীকে জিজ্ঞাসা করল আমার এই কাহিনী কেমন লাগল? নিশ্চয় এ কাহিনী সত্যি বলে বিশ্বাস হচ্ছে না।

ডলি জাভেরী তার বিবর্ণ মুখ নিয়ে এতক্ষণ বায়রনের কথাগুলি শুনছিলেন। মুখ খোলেননি। এবার বেশ শুকনো গলায় বললেন: আমি রূপকথার রঙীন ফানুষে একেবারেই বিশ্বাস করিনা।

আমি জনতাম আপনি কী জবাব দেবেন। সত্যি কথাগুলি বিশ্বাস করবেন না। তাই নয় কি? এবার আপনাকে আরেকটি কথা বলব? আমার এই রূপকথার রাজকন্যা বা নায়িকা হলেন আপনি, মিসেস জাভেরী।

ঃ ডলি জাভেরী চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ লায়ার, মিথ্যা কথা বলবেন না—এই সব মিথ্যা কাহিনীর সঙ্গে আমার নাম জড়াবেন না।

বায়রন পাল্টা জবাবে বলল ঃ আমি মিথ্যা কাহিনীর সঙ্গে আপনার নাম জড়াই নি। আমার মনে হয় আপনি নিজেকেই এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েছেন। বেশ এবার অস্বীকার করুন, ঘটনার দিন রাত্রে, অর্থাৎ যেদিন অরণদাসের গুলিতে অসকার বারগাঞ্জা নিহত হ'ল এবং অরুণ আহত হ'লো, আপনি কী এই ঘটনার পরে ভিয়াণ্ডির হাউসবোটে উপস্থিত ছিলেন না!

ঃ না না, মিথ্যা কথা। এই জবাব দিতে গিয়ে ডলি জাভেরীর ঠোঁট কেঁপে উঠল।

বায়রন বুঝতে পারল ডলি জাভেরী বড় কঠিন পাত্রী। সহজে এর মুখ থেকে কোনো কথা বার করা যাবে না। গ্লাসে আর এক লম্বা চুমুক দিয়ে বলল ঃ মিসেস জাভেরী, দিল্লীর 'বিউটি কুইন' হওয়া হয়ত সহজ কিন্তু জজ সাহেবের সামনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েজবাব দেওয়া খুবই কঠিন। আমার বলবার আর কিছু নেই। শুধু বলবো আপনি ইচ্ছে করেই সত্য কথা গোপন করছেন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি আপনার সাহায্য ছাড়া আমরা অরুণদাসকে আসামীর কাঠগড়া থেকে বের করে আনতে পারব না।

ঃ তার দরকার হবে না। আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আমাদের হবে না। আর একটা কথা বলব, আপনি তদন্তের খরচের জন্য আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। আমি অনুরোধ করব আপনি খরচের হিসাব রতন বিলমোরিয়াকে দিয়ে দেবেন।

ঃ নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি খরচের পুরো হিসেবই পাবেন—হ্যাঁ আর একটা কথা বলব। এই কাহিনীর বহু ঘটনার সঙ্গে আপনি জড়িয়ে থাকলেও, আপনি নিজে অপরাধজনক হয়তো কিছু করেননি। অবশ্য এটা আমার ধারণা। সত্যি মিথ্যে পরে যাচাই ক'রে বলব। এছাড়া অরুণ আমাদের আইনজীবীর কাছে যে কথাগুলি বলেছিল সেই বিবৃতি শুনে আপনি বিচলিত হবেন না। আমাদের উকীল এই বিবৃতি পুলিশের কাছে এবং কোর্টে ও বিরোধী পক্ষকে দেবেনা। এই বিবৃতির কথা অন্য আর কেউ জানতে পারবে না। ইচ্ছে করলে অরুণ পরে অন্য

আর একটি বিবৃতি দিতে পারবে।

এবার ডলি জাভেরী যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন ঃ আমি কোনো ঘটনার নায়িকা নই। আপনি আমার কুমারী জীবনের কাহিনী নিয়ে তদন্ত করছেন, কিন্তু আমার সতীনের ছেলে অরুণকে বাঁচাবার জন্যে কোন তদন্ত করছেন না। সবাই বলবে সতীনের ছেলে বলে আমি ওকে বাঁচানোর কোন চেষ্টা করছি না। বরং মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিচ্ছি।

ঃ মিঃ ঘাউস, আমার কুমারী জীবন নিয়ে কোনো দুঃখ কিংবা ক্ষেদ নেই। জুয়া খেলেছি, নেশা করেছি, পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করেছি। আমার দেহের ন্যুড ছবি তুলেছি। আজকাল 'হাই সোসাইটিতে' প্রায়ই এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে—এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

বায়রন হাসল। বলল সত্যি কথা, মিসেস জাভেরী আপনার সাহসের প্রশংসা করব। আপনার যৌবন নিয়ে আপনি যে ছিনিমিনি খেলছেন সেই নিয়ে আপত্তি করব না।

এই বলে বায়রন বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালো। যাবার আগে অনুরোধের গলায় বলল ঃ মিসেস জাভেরী আপনি বিনা কারণে গোলাপের পরিচয় আমাকে দিচ্ছেন না।—এরা সবাই হ'ল আমাদের তদন্তের চাবি। আপনি সাহায্য করুন—

এই বলে বায়রন জাভেরী মহল থেকে বেরিয়ে এল। ডলি জাভেরী তাঁর সোফাসেটে বসে কাঁদতে শুরু করলেন।

*　　　　*　　　　*

বায়রন যখন মহালক্ষ্মীতে শবনমের বাড়ীতে এসে পৌঁছল তখন রাত প্রায় বারোটা।

শবনম অর্ধনগ্ন হয়ে তার সোফাসেটে বসে 'ষ্টার ডাষ্ট' পড়ছিল।

বায়রন ঘরে ঢুকে শবনমের অর্ধনগ্ন দেহ দেখে বলল ঃ গুড হেভেন্স শবনম—কিছু জামাকাপড় পরে নাও।

শবনম দৌড়ে এসে বায়রনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল ঃ কেন আমার নগ্ন দেহ দেখে তোমার বুঝি লজ্জা হচ্ছে—এই পোষাকে কী আমাকে খারাপ দেখায়। আমি তো মনে করি আমাকে আরো সুন্দরী দেখায়।

"ডার্লিং' সন্ধ্যা থেকে তোমার প্রতীক্ষা করছি। ভাবছি কখন তুমি আসবে। এলে কিনা রাত বারোটায়। নিশ্চিন্ত হয়ে দুমিনিট গল্প করব তারও কোন সুযোগ তুমি দিলে না। তুমি যখন খুশি তখন এই ফ্ল্যাটে চলে আসতে পার। কারণ আমি জানি অন্ধকারে প্রেম, ভালবাসা আরো গভীর হয়। নাউ ডার্লিং, লাভ মী কিস মী…

বায়রন শবনমের কথার কোন জবাব দিল না। শুধু আলমারি থেকে একটি ড্রেসিং গাউন এনে শবনমের দেহের উপর জড়িয়ে দিল। শবনম কোন আপত্তি করল না। পরে শবনম আবার বলতে লাগল ঃ তোমাকে আর একটা কথা বলব ডার্লিং। দীপচাঁদ আমাকে পাবার জন্যে পাগল হয়েছে। কথায় কথায় বলছে

সুইট ডার্লিং তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি থাক তাহলে আমি তোমাকে লণ্ডনে ফ্ল্যাট কিনে দেব। দীপচাঁদ যে কী চায় আমি বুঝতে পারছি না।

বায়রন মিষ্টি হাসল। বলল, তুমি প্রেমের ভাষা বোঝনা এ কথা আমি স্বীকার করে নিতে রাজি নই। দীপচাঁদ তোমাকে ভালবাসে এবং তোমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি জানি তুমিও দীপচাঁদের গভীর প্রেমে পড়েছ। নইলে আগে তুমি আমাকে রোজ রোজ টেলিফোন করতে, আজকাল তুমি টেলিফোন করা বন্ধই করে দিয়েছ।

শবনম বায়রনকে জড়িয়ে ধরে বলল, ডার্লিং তোমার মুখে এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না। বায়রন আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে চিনি না, জানি না…। তবে দীপচাঁদ 'আমাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে গেছে। রোজই বলছে আমরা দুজনে লণ্ডনে পারীতে গিয়ে ঘর বাঁধব। আর এদিকে তুমি কী বলছ? তোমার ঘর বাঁধবার কোন ইচ্ছাই নেই। এবার বল আমি দীপচাঁদ ছাড়া আর কাছে যাই।' একটু থেমে শবনম আবার জিজ্ঞেস করল 'বায়রন তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাওনা কেন?' বায়রন তার মিষ্টি মন ভোলান হাসি হাসল। বলল ঃ তুমি খুব ভাল প্রশ্ন করেছ। তবে আমি কে, কী আমার পেশা, যাচাই করে দেখ। আমি হলাম এক ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে। আর তুমি? তুমি হলে এক তিলোত্তমা, সুন্দরী, অপ্সরা। তোমার চোখের ইশারা পেলে দেশের কোটিপতিরা তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে। আর দীপচাঁদ সব বিষয়েই আমার চাইতে যোগ্য পাত্র। ওর টাকা আছে আর আছে সুখের কণ্টকহীন জীবন। শুনেছি লোকটার বিদেশেও প্রচুর টাকা আছে।

এবার শবনম গম্ভীর হল। বলল ঃ তুমি ঠিক বলেছ। দীপচাঁদের টাকার অভাব নেই তবে লোকটা বডো খামখেয়ালি। কখন যে কী করবে নিজেই জানে না। আমাদের বিয়েটা যে কবে হবে তা স্পষ্ট করে খুলে বলতে চাইছে না। সেদিন আমাকে বলল ঃ ডার্লিং, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবনা। তবে এই বিয়ের জন্যে তোমাকে আরো কয়েকটা দিন সবুর করতে হবে। কাজ শেষ না করে আমি বিয়ে করব না।

বায়রন এবার জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা দীপচাঁদ কোথায় বলো তো?

ঃ আঃ ওর কথা বলছ কেন? আজ দিল্লী, কাল কলকাতায় আসছে যাচ্ছে। আমাকে বলে ব্যবসার জন্যে ওকে এই সব জায়গায় যেতে হয়।

ঃ তাই বল, বায়রনের কণ্ঠস্বরে নিরাশার আভাষ ফুটে উঠল।

এবার শবনম বিরক্তির গলায় বলল ঃ তাহলে তুমি দীপচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? আমার সঙ্গে নয়। তুমি ভারী কঠোর নির্দয়। বায়রন শবনমকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। বলল ঃ তুমি কী যে বল? আমি তোমার সঙ্গে লুকিয়ে গোপনে দেখা করতে এসেছি। তাই প্রথমে জিজ্ঞেস করে নিলাম বাড়ির কর্তা কোথায়? বাড়ির কর্তা উপস্থিত থাকলে কী আর গিন্নীর সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করা যায়।

তুমি ঠিক বলেছ। তবে তোমার সঙ্গে আমার একটা ভিন্ন সম্পর্ক আছে একথা দীপচাঁদ জানে। আজকাল বোম্বাই সমাজের কায়দা কানুন জানো তো? এখানে মেয়েরা স্বামীকে বৈঠকখানায় বসিয়ে প্রেমিককে নিয়ে বেডরুমে যায়। যাক তোমাকে এবার একটা গোপন খবর দিচ্ছি। আমরা দু তিন দিনের মধ্যে লণ্ডন কিংবা প্যারিসে চলে যাব। দেখো আমরা যে চলে যাবো একথা অন্য কেউ যেন জানতে না পারে। অবশ্যি তোমার কথা আলাদা। তোমার কাছে মনের সব কথা খুলে বলতে বাধা নেই। তুমি হলে আমার প্রেমিক। প্রেমিকের কাছে মনের গোপন কথা বলব নাতো কার কাছে সব কথা খুলে বলব। আর একটা কথা। দীপচাঁদ আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে এবং আমি সেই প্রস্তাব অ্যাকসেপ্ট করেছি। অবশ্যি দীপচাঁদের কথায় বিয়ের প্রস্তাব এতদিন গোপন রেখেছিলাম। দীপচাঁদ বলল এত আগে বিয়ের কথা সবাইকে বলে কী লাভ। অবশ্যি বিয়ে কবে হবে সেইদিন এখনও ঠিক হয়নি। আজকাল আমাদের পলিসি হল 'লিভিং টুগেদার।'

বায়রন এবার জবাব দিলঃ দ্যাখো শবনম আমাকে তোমাদের বিয়ের তারিখ জানাতে ভুলো না। কারণ আমি তোমার বিয়েতে যোগ দিতে চাই। এখন অবশ্যি আমার হাতে সময় নেই। তবে পরে হাতে প্রচুর সময় থাকবে।'

এবার শবনম বিস্ময় প্রকাশ করল। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলঃ তাহলে তোমার জাভেরী পরিবারের ঐ ছেলেটি কী জানি তার নাম, অরুণ দাস জাভেরী যে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সেই রহস্যের সমাধান হয়েছে। আর একটা কথা স্পষ্ট করে খুলে বলব। তোমার ঐ ডলি জাভেরীকে আমার একেবারেই পছন্দ হয় না। পাক্কা মব। আমার কী মনে হয় জানো? এই খুনের, ঘটনায় ডলি জাভেরীর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। থাকবেই তো। সতীনের ছেলে। ওকে জেলে পাঠাতে পারলে বিষয় সম্পত্তিতো ওরই হবে। এছাড়া শুনেছি অরুণ দাসকে নাকি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আমি কিন্তু ভাবতে পারি না, খুনের দায়ে অরুণদাসের গলায় দড়ি ঝুলবে।

বায়রনের মুখ গম্ভীর হল। বলল ঃ আজ তুমি আমাকে অবাক করেছ।

কেন? শবনম এই প্রশ্ন না করে পারল না।

কারণ হল এতদিন ভাবতাম, শবনম হল 'সেক্স কুইন'। এই 'রূপ সেক্স' দিয়ে তুমিও পুরুষকে জয় করেছ। কিন্তু আজ তোমার বুদ্ধি দেখে তারিফ করতে হচ্ছে যে দেহ সৌন্দর্যর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিও একটা বড় আকর্ষণ। হ্যাঁ তোমাকে একটা গোপন খবর দিচ্ছি। কাউকে বলনা। অবশ্যি দীপচাঁদতো আমাদের ঘরের লোক। ওর কথা আলাদা।

বল কী বলবে? উৎসুক হয়ে শবনম এই প্রশ্ন করল।

ঃ অরুণদাস জাভেরী স্বীকার করেছে, যে অস্কার বারগাঞ্জাকে সে নিজের হাতে গুলি করে খুন করেছে।

ঃ তুমি বলছ কী বায়রন? সত্যি কথা বলছ? বলেছে অস্কার বারগাঞ্জাকে

সে নিজের হাতে গুলি করেছে···

শবনম পর পর দুবার একথা বলল। সে যেন বায়রনের কথা একেবারেই বিশ্বাস করতে চাইল না। অরুণদাস জাভেরী অস্কার বারগাঞ্জাকে গুলি করে হত্যা করেছে। অসম্ভব, অবিশ্বাস্য !

ঃ হ্যাঁ, আমার উকীলের কাছে সে একটা বিবৃতি মানে স্বীকারোক্তি করেছে। বলেছে অস্কার বারগাঞ্জার খুনের জন্যে সে দায়ী। অস্কার বারগাঞ্জাকে সে নিজের হাতে গুলি করেছে। এই স্বীকারোক্তির পর তাকে বাঁচানো কঠিন হবে। একথা আমি ডলি জাভেরীকে বলে দিয়েছি। আজকের এইটে হল সবচাইতে টাটকা গুরুত্বপূর্ণ খবর।

শবনম কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইল। তার চোখে মুখে ছিল অবিশ্বাসের দৃষ্টি। পরে মৃদু গলায় বলল ঃ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, এত বড় ঘরের ছেলে এক গুণ্ডা বদমায়েশের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। সত্যি এ বড় দুঃখের ব্যাপার। তুমিতো বলেছ দীপচাঁদকে আমার এ কথা বলতে তোমার কোন আপত্তি নেই। এ কথা শুনলে দীপচাঁদও মনে দুঃখ পাবে।'

'না আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি তোমার হবু স্বামীকে যা খুশি তাই বলতে পার। এই বলে বায়রন তার পকেট থেকে নারায়ণ দুবের কাছে দে'য়া অরুণদাসের স্বীকারোক্তি বের করল। এবার ঐ স্বীকারোক্তির যেখানে লেখা ছিল অরুণদাস অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করেছিল সেই প্যারাগ্রাফটি দু'বার পড়ল। পরে শবনমকে বলল ঃ ম্যাডাম দীপচাঁদ'···

'ম্যাডাম দীপচাঁদ' নামটি শুনে শবনম লজ্জা পেল। তার গাল রক্তিম হয়ে উঠল। পরে বায়রনকে বলল সত্যি বায়রন তুমি আমাকে লজ্জা দিওনা। আগে বিয়েটা হতে দাও।

বায়রন বলল, যা বলেছ। এবার তোমার বিয়ের প্রেজেণ্ট নিয়ে কথাবার্তা বলা যাক। ভাবছি তোমার বিয়েতে কী প্রেজেণ্ট দেব? ধরো তোমাকে যদি একটি ডায়মণ্ডের 'নেকলেশ' দিই।

ঃ ডায়মণ্ডের নেকলেশ ! তুমি কী বলছ? আমার বিয়েতে তুমি ডায়মণ্ডের নেকলেশ দেবে একথা আমি ভাবতেই পারছি না। সত্যি বায়রন, 'ইউ আর সো লাভলি এ্যাণ্ড পারফেক্ট জেণ্টেলম্যান।' যাক তোমাকে একটি ঘরের গোপন খবর দিচ্ছি। দীপচাঁদ চায় আমাদের বিয়ে হবে লণ্ডনে, হনিমুন প্যারিস কিংবা মণ্টিকার্লোতে। বলছে মণ্টিকার্লোর কাসিনো দ্য প্যারিসে খুব ভাল রুলেট খেলা হয়। দীপচাঁদ রুলেট খেলে তার ভাগ্য পরীক্ষা করবে। অবশ্য লণ্ডনে বিয়ে করবার অনেক কারণ আছে। বোম্বাই দিল্লীতে দীপচাঁদের অনেক 'ওল্ড লাভাস' আছে। ওরা এই বিয়ের কথা জানতে পারলে একেবারে খুনা-খুনি হয়ে যাবে। তাই দীপচাঁদ এই বিয়ের কথা অন্য কাউকে বলতে চায় না। বিয়ের তারিখটা স্থির হলেই তোমাকে তারিখটা জানিয়ে দেব।

ঃ চমৎকার আইডিয়া, শবনম, বায়রন বলল।

ঃ তাহলে ডার্লিং 'লাভ মী কিস মী'—এই বলে শবনম তার রঙ্গীন ঠোট দুটি বায়রনের ঠোটের কাছে নিয়ে এল।

ঃ এ কী করছ শবনম ? তোমার তো আজ বাদে কাল বিয়ে করবে।

ঃ তুমিতো জানো বায়রন। বিয়ের পরই মেয়েরা বেশি দুষ্টু হয়। বিয়ের আগে তারা থাকে একেবারে সতীলক্ষ্মী। আর আমি যাকেই বিয়ে করিনা কেন আমার কাছে তুমি চিরকালই আমার প্রেমিক হয়ে থাকবে। তুমি হবে আমার কৃষ্ণ এবং আমি হবো তোমার রাধা।

এরপর বায়রন শবনমকে চুমু না খেয়ে পারল না।

একটু বাদে বায়রন শবনমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চার্চগেটের কাছে এল। সে তার দপ্তরে গেলনা। চার্চগেটের স্টেশনের টেলিফোন বুথ থেকে সে নারায়ণ দুবেকে টেলিফোন করল।

এত রাত্রে বায়রনের কাছ থেকে টেলিফোন পাবার পর নারায়ণ দুবে বেশ একটু অবাক হলেন। বায়রনের খুব বিশেষ জরুরী কাজ না থাকলে সাধারণতঃ এত রাত্রে কাউকে টেলিফোন করে না। তার একথা নারায়ণ দুবে জানতেন।

ঃ স্যার এত রাত্রে আপনি আমাকে টেলিফোন করছেন ? নারায়ণ দুবে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন। বলুন নতুন কিছু করতে হবে ?

ঃ তোমার কাজ কতদূর এগোল ? মানে মেয়েটির দেখা পেয়েছ ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

ঃ আপনি কোন চিন্তা করবেন না স্যার ? মেয়েটি যেমন ধড়ীবাজ আমিও তার চাইতে এক ডিগ্রী উপরে। ওকে পয়সার লোভ দেখিয়েছি। বলেছি ওকে সিনেমার হিরোইন করব। তবে বর্তমানে তাকে একটি ডিভোর্স কেসে বিবাদী হতে হবে। এই বিষয়টি নিয়ে আমি, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চাই। মেয়েটি প্রথমে এই কাজ করতে ইতস্তত বোধ করছিল। পরে যেই ওকে টাকার লোভ দেখালাম এবং সিনেমার হিরোইন করবার প্রস্তাব করলাম মেয়েটি রাজি হয়ে গেল। ঠিক করেছি পরশুদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় ওকে নিয়ে লার্ভাস গ্রীলে যাব এবং ওকে কী কাজ করতে হবে সেই নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্যি মেয়েটি বলেছে কোন কাজ করবার আগে তার কিছু আগাম টাকা চাই এবং আমরা ওর পুরো কাজের ব্যাখ্যা করলে মেয়েটি বলবে আমাদের কাজ করবে কিনা ?

ঃ চমৎকার নারায়ণ। তোমরা শুধু চারঘণ্টার জন্যে ওকে ওর ফ্ল্যাটের বাইরে ধরে রাখবে। ঐ সময়ের মধ্যে আমি ওর ঘর সার্চ করে দেখব এবং জানবার চেষ্টা করব মেয়েটি কে ? আমার লোক বেণীপ্রসাদ তোমার সঙ্গে আজই যোগাযোগ করবে এবং তুমি ওর সঙ্গে তোমার প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করে সময়, স্থান ইত্যাদি ঠিক করে নিও।'

ঃ স্যার, আমরা ঠিক করেছি পরশুদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় লার্ভাস গ্রীলে আমি এবং আপনার বেণী দুজনে মিলে ওকে ওখানে গল্পগুজব করে প্রস্তাবের

বাহানা দিয়ে আটকে রাখব। ঐ সময়ের মধ্যে আপনার যা কিছু করবার করে নেবেন, নারায়ণ দুবে জবাব দিলেন।

ঃ চমৎকার আইডিয়া—বায়রন বলল।

ঃ স্যর মেয়েটিকে কিছু টাকা 'এ্যাডভান্স' দিতে হবে।

ঃ দিয়ে দিও, হাজার পাঁচেক। এছাড়া লার্ভাস গ্রীলের খরচপত্রের হিসাবও আমাকে দিও। আমি তোমাকে ঐ টাকা দিয়ে দেব।

ঃ আপনার এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে কোন অসুবিধা হবে না? নারায়ণ দুবে জবাব দিলেন।

ঃ থ্যাঙ্কস নারায়ণ। টাকা খরচ করো কিন্তু আমি কাজের ফল চাই—বায়রন বলল। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে সে তার নরীম্যান পয়েণ্টের ফ্ল্যাটে ফিরে এল।

* * *

পরের দিন সকালে বায়রন বেণীপ্রসাদকে টেলিফোন করল। বলল বেণী তুমি আমাদের উকীল নারায়ণ দুবেকে চেনোতো?

ঃ স্যর 'সারা বোম্বাই শহর ওকে চেনে…এই শয়তানকে দিয়ে কী কাজ করাবেন!' বেণীপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল।

ঃ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। বেণী আমি ঠিক করেছি একটি মেয়েকে তিনচার ঘণ্টার জন্যে তার ফ্ল্যাটের বাইরে রাখব। মেয়েটিকে একটা অজুহাত বাহানা দিয়ে নারায়ণ দুবে এবং তুমি ওকে ওর ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে যাবে। পরে রেস্তোঁরায় বসে গল্প গুজব করবে। এ ছাড়া সমস্ত প্ল্যান ফন্দী নারায়ণ দুবে তোমাকে বলবে। কারণ শয়তানী কাজকর্মের ব্যাপারে নারায়ণের বুদ্ধি বেশ খোলে।

ঃ আমি জানি স্যর। আমি আজই নারায়ণ দুবের সঙ্গে কথা বলে মেয়েটিকে তার ফ্ল্যাটের বাইরে রাখবার একটা প্ল্যান কষে রাখব। এর পর বায়রন ছটুরামকে ডাকল। ছটুরাম প্রতি সকালে 'এরোজ' সিনেমার চারপাশে ঘোরা ফেরা করে। কারণ ঐ সময়ে সিনেমার টিকিট কালোবাজারে বিক্রি করা হল তার একটি কাজ।

ঃ ছটুরাম খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে বায়রনের দপ্তরে এল।

ঃ বলুন স্যর আমাকে কী করতে হবে? ছটুরাম হাত জোড় করে বিনয়ের সুরে বলল।

ঃ তোমাকে কী বলেছিলাম মনে আছে? ঐ অপেরা হাউসের সামনে ত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট বাড়ির দরোয়ানকে ঐ ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে চারঘণ্টার জন্য বাইরে রাখতে হবে। আগামী পরশুদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় তুমি দরোয়ানকে নিয়ে বাইরে যাবে…

ঃ স্যর, ওকে চার ঘণ্টা কেন? আমি চিরদিনের জন্যে ঐ ফ্ল্যাটের বাইরে রাখতে পারব। ওকে বলেছি আমার এক বন্ধুর কাছে রেসকোর্সের ভাল ভাল টিপস্ আছে। এই লোভ দেখিয়ে ওকে বন্ধুর কাছে নিয়ে যাব। তারপর ওখানে গিয়ে ঘুমের ওষুধ মেশানো সরবৎ খেতে দিলেই দরোয়ান ভায়া বুঝতে

পারবেনা কী করে সময় কেটে গেল। আপনার কথা শুনবার পর আমি গি দরোয়ানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছি। লোকটা রাতারাতি রাজা হবার স্ব দেখে। তাই ওর কাছে রেসকোর্সের টিপস বিক্রী করছি। আপনি কোন চি ভাবনা করবেন না স্যর। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।

* * * *

ছটুরামকে বিদায় দিয়ে বায়রণ রতন বিলমোরিয়ার দপ্তরে গিয়ে হাজির হল রতন বিলমোরিয়া বায়রনকে দেখে অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ এতদি কোথায় ছিলে বায়রন? আমি তোমার সন্ধান করছিলাম। তুমি নিশ্চয় শুনেছ অরুণদাসকে শিগগিরই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দে'য়া হবে। হাসপাতাল থেকে অরুণ ছাড়া পেলেই পুলিশ হয়ত ওকে অসকার বারগাঞ্জাকে খুন করবা অপরাধে গ্রেপ্তার করবে…এবার বল আমরা কী ভাবে কেসটি কোর্টের কাছে দা করাব।

বায়রন একটু মিষ্টি হেসে বলল ঃ মিঃ বিলমোরিয়া আমি আপনাদের আগে বলেছি এবং আজও বলছি আমরা এক জটিল 'কমপ্লিকেটেড' কেস নিয়ে তদ করছি। এই কেসের তদন্ত শেষ করতে আরো কিছুদিন সময় নেবে। এখন কয়েকটা জটিল প্রশ্নের জবাব পাইনি।

রতন বিলমোরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ বায়রন, মিসে জাভেরী নালিশ করেছেন যে তুমি নাকি একটি তৃতীয় শ্রেণীর উকীলকে অরুণে কাছ থেকে বিবৃতি নেবার জন্যে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলে। তুমি জান আমাদে কেসটি হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কেসটি নিয়ে আমরা কোন ছেলেখেলা কর পারি না।

বায়রন মৃদু হাসল। পরে বলল ঃ আপনি অতি যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন তবে আমরা অরুণের কাছে যদি কোন বড় উকীল কিংবা এডভোকেট পাঠাত তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতনা। বলতে পারেন আমাদের প্ল্যা অনুযায়ী কাজ হতনা। আমার এই তদন্তের কাজের জন্যে এই তৃতীয় শ্রেণী উকীলকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ছিলাম। আমরা অরুণের কাছ থেকে যে বিবৃ আদায় করেছি সেই বিবৃতি আমরা আমাদের কাজের জন্যে ব্যবহার করব পুলিশের কাছে কিংবা কোর্টে ঐ বিবৃতি পেশ করব না।

রতন বিলমোরিয়া এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি জা বায়রন, এই তদন্তের কাজ বড় জটিল। বাইরে থেকে ঘটনা আন্দাজ-অনুমা করা সহজ কাজ নয়। যাক এবার বল এই তদন্ত শেষ করবার জন্যে তুমি আ কী চাও?

আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরুন। আমার তদন্ত শেষ হতে আর বেশি বাকী নেই…।

আমরা তোমার কোন কাজে বাধা দিইনি। আমি তো জমনাদাসকে স্পষ্ট বলেছিলাম তোমাকে যদি এই তদন্তের দায়িত্ব দে'য়া হয়, তাহলে তোমাকে তোমা

ইচ্ছেমতো কাজ করবার পুরো স্বাধীনতা দিতে হবে। জমনাদাস বেঁচে থাকা-কালীন অবধি এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। অবশ্যি জমনাদাস জাভেরীর স্ত্রী ডলি জাভেরী কোন তদন্ত করবার পক্ষপাতী ন'ন। ওর বক্তব্য হল এই তদন্ত করলে আমরা জাভেরী পরিবারের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী বাজারে রটাব।

বায়রন হেসে বলল: না আমরা যদি চুপ করে থাকি তাহলে আজ না হয় কাল এই কেলেঙ্কারী বাজারে আরো ছড়িয়ে পড়বে। সবাই জানবে যে আপনার বন্ধু জমনাদাস জাভেরী কতগুলি নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন।

বায়রনের জবাব শুনে রতন বিলমোরিয়া আরো বেশ কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন। একটু অবাকও হলেন। পরে বললেন: আমরা তো জানি ব্ল্যাক-মেলাররা অরুণদাসকে শিখণ্ডী করে জমনাদাসের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে টাকা আদায় করছিল। এই ব্ল্যাকমেলার কে এবং তার কাজকর্মের পুরো খবর জানার জন্যে আমরা তোমাকে নিযুক্ত করেছিলাম।

এই কথাগুলি বলে রতন বিলমোরিয়া চুপ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে লাগলেন: স্বীকার করি ডলি জাভেরীর মতিগতি বোঝা কঠিন, দুষ্কর, তিনি যে কেন এই তদন্তে বাধা দিচ্ছেন জানি না।

বায়রন হাসল। বলল, এই তদন্তে আপনার মতামত কী সেইটে জানবার জন্যে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু যাবার আগে শুধু আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করব।

কী তোমার প্রশ্ন? রতন বিলমোরিয়া জিজ্ঞেস করলেন।

: আমি জানতে চাই জমনাদাস জাভেরী এবং ডলি জাভেরীর ব্যাঙ্ক একাউণ্টে কত টাকা আছে? অর্থাৎ যে টাকা ডলি জাভেরী ইচ্ছা করলেই তুলতে পারেন।

বিলমোরিয়া কী জানি ভাবলেন। হয়ত মনে মনে হিসাব করলেন। পরে বললেন: বায়রন বেশি টাকা ব্যাঙ্ক একাউণ্টে ছিল জমনাদাস জাভেরীর নামে। ঐ সব একাউন্ট, উইলের প্রবেট না নে'য়া অবধি, কার্যকরী নয়। তবে জমনাদাস জাভেরী এবং ডলি জাভেরীর একটি জয়েণ্ট একাউণ্ট আছে। ঐ একাউণ্টে প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা আছে। মিসেস জাভেরী ইচ্ছা করলেই ঐ একাউণ্ট থেকে যেকোন সময়ে টাকা তুলে নিতে পারেন...

: অর্থাৎ ডলি জাভেরী তাঁর ইচ্ছে মতো ঐ একাউণ্ট থেকে কুড়ি পঁচিশ লাখ টাকা তুলতে পারবেন...বায়রন জিজ্ঞেস করল।

এক্সাক্টলি! এই বলে রতন বিলমোরিয়া একবার বায়রনের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার বলো তো? গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি এবং ডলি জাভেরী আমাকে একই প্রশ্ন করছ কেন?

: মানে?

: ডলি জাভেরী আমাকে কাল বিকেলে জিজ্ঞেস করছিলেন, যে তিনি তার

টাকা জয়েণ্ট একাউণ্ট থেকে কুড়ি লাখ টাকা তুলতে পারবেন কিনা ? তিনি এতগুলি টাকা তুলবেন ! তাই ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোন কথা না বলে ওঁকে কোন জবাব দিইনি। ব্যাঙ্ক বলল ঐ জয়েণ্ট একাউণ্ট থেকে মিসেস জাভেরীর টাকা তুলতে কোন অসুবিধা হবে না। এখন তুমিও জানতে চাইছ মিসেস জাভেরী তার ব্যাঙ্ক একাউণ্ট থেকে কুড়ি লাখ টাকা তুলতে পারবেন কিনা ? একই প্রশ্ন, দুজনের কাছ থেকে শুনবার পর জানবার কৌতূহল হল তোমরা এই প্রশ্ন করছ কেন ? এই প্রশ্ন করবার কোন নেপথ্য কারণ আছে কী ?

ঃ না, আমি আপনাকে এমনি এই প্রশ্ন করেছিলাম। জানতে চাইছিলাম এই মুহূর্তে তিনি কত টাকা খরচ করতে পারেন। এই যা, এই বলে বায়রন বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। রতন বিলমোরিয়া বাধা দিলেন। বললেনঃ যেওনা, তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করব। ডলি জাভেরী আমাকে বলছিলেন যে তুমি নাকি পুলিশকে বলেছ তারা যেন খুনের দায়ে অরুণকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়···

বায়রন ম্লান হেসে বলল, একথা আমি বলিনি। তবে এই কেসের ইনভেস্টি-গেটিং অফিসারকে ইন্‌সপেক্টর চৌগুলের ইচ্ছা তিনি অরুণকে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করাবেন। আমি এই খবরটি মিসেস জাভেরীকে দিয়েছি। এবং বলেছি ওরা যদি অরুণকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় আমি কোন আপত্তি করব না।

ঃ তুমি বলছ কী বায়রন ? বিস্মিত হয়ে রতন বিলমোরিয়া জিজ্ঞেস করলেন, অসম্ভব! আমরা কোন প্রকারেই অরুণকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেব না।

ঃ আপনি কোন চিন্তা করবেন না। পুলিশ যদি একবার অরুণকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় এবং তাদের অভিযোগ প্রমাণ না করতে পারে তাহলে তাদের অরুণদাসকে মুক্তি দিতে হবে। পুলিশ দ্বিতীয়বার একই অপরাধের জন্যে অরুণকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে না। অরুণ যে নির্দোষ তার যথেষ্ট প্রমাণ আমার কাছে আছে।

ঃ তুমি সত্যি বলছ বায়রন ? পুলিশ কী অরুণের কোন ক্ষতি করতে পারবে না—

বিলমোরিয়ার কণ্ঠে ব্যাকুলতার সুর ছিল। বায়রন তোমার উপর পুরো বিশ্বাস আছে—

ঃ আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমার তদন্ত ঠিক পথেই চলছে—। এবার একটা অনুরোধ শুনুন। মিসেস জাভেরী যদি ব্যাঙ্ক থেকে কুড়ি লাখ টাকা তোলেন তবে আমাকে জানাবেন। এছাড়া মিসেস জাভেরী আমার তদন্তের খরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। এই পাঁচ হাজার টাকার হিসেব আমি পরে আপনাকে দেব—আচ্ছা গুড বাই...এই বলে বায়রন চলে গেল।

* * * *

মঞ্জিল হল বোম্বাই'র একজন নাম করা ড্রাগ পেডলার। পুলিশের খাতায় মঞ্জিলের নাম লেখা আছে বটে তবে প্রমাণ কিংবা পুলিশের ইচ্ছার অভাবে তাকে হাজতে ভরা সম্ভব হয়নি। এছাড়া মঞ্জিল হল থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের একজন অংশীদার।

বাজারের গুজব ছিল মঞ্জিল ছিল অসকার বারগাঞ্জার ডানহাত। এক বড় শনির ডানহাত।

বিলমোরিয়ার দপ্তর থেকে ফিরে এসে বায়রন দেখতে পেল মঞ্জিল মুখ গোমড়া করে তার দপ্তরে বসে আছে। হঠাৎ বায়রনের মনে পড়ল যে সে ছটু-রামকে বলেছিল মঞ্জিলকে তার দপ্তরে যেন পাকড়াও করে আনে। ছটুরাম এই কথার কোন খেলাপ করেনি।

মঞ্জিল বিভিন্ন কারণে বায়রনকে ভয় করে। কারণ মঞ্জিল জানত যে বায়রন হল বোম্বাইর পাপজগতের ডিকশনারী অর্থাৎ বোম্বাই'র পাপজগতে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর রাখে। মঞ্জিলের বিবিধ ধরনের নোংরা কাজের হিসাবও বায়রন রাখে।

একটু বাদে মিরিয়াম মঞ্জিলকে নিয়ে বায়রনের ঘরে ঢুকল।

বায়রন মঞ্জিলকে দেখে বলল ঃ এই যে মঞ্জিল আমি তোমার প্রতীক্ষায় বসে-ছিলাম। তোমার মুখ এত ব্যাজার কেন?

ঃ আপনি আমাকে জোর করে ধরে আনলেন কেন স্যার। মঞ্জিল খেদের সুরে এই মন্তব্য করল।

ঃ না মঞ্জিল, তোমাকে জোর করে ধরে না আনলে তুমি ইচ্ছা করে আমার দপ্তরে আসতে না। তাই তোমাকে লোক দিয়ে ধরে আনতে হল। ডেকে আনবার কারণ হল, আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব, তুমি এর জবাব দেবে। যদি জবাব না পাই তাহলে আমাকে পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে...। কারণ আমার কাছে জবাব-গুলি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

এই কয়েকটি কথা বলে বায়রন একবার মঞ্জিলের মুখের দিকে তাকাল। তার কথাগুলি যে মঞ্জিলের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বুঝতে অসুবিধা হল না।

ঃ শোন মঞ্জিল, নাসিমা বানুকে তোমার মনে আছে। দুবছর আগে সোফিয়া কলেজ হস্টেল থেকে নাসিমা বানু নামে একটি মেয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল! মেয়েটি কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল জানো? আমি জানি। এই নাসিমা বানুকে তুমিই প্রলোভন দেখিয়ে এদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলে। নাসিমা ছিল তার দিদিমার এক মাত্র আপনজন। মেয়েটিকে তুমি নিশ্চয় কোন শেখের কাছে বিক্রী করেছ? তাই নয় কী? কোথায় বিক্রী করেছ? আবুধাবী না ওমানের কোন শেখের কাছে। উঁহু খুব সম্ভবতঃ তেহরান।

এবার বলছি তোমাকে কেন থানায় টেনে নিয়ে প্রশ্ন করা হবে জানো? হালে নাসিমার দিদিমার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু নয়। তাকে খুন করা হয়েছে।

এবং এই মৃত্যুর 'ডেথ সার্টিফিকেট' দিয়েছেন তোমারই এক বন্ধু ডাক্তার। তিনি তোমার কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে ড্রাগস কিনে থাকেন। এবার তোমাকে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দেব। অবশ্যি তুমি সবই জানো। নাসিমার দিদিমার প্রচুর গয়না ছিল। কিন্তু আমার কাছে খবর হল যে তুমি সেই গয়নাগুলি চুরি করে বাজারে বিক্রী করেছ। কারণ নাসিমা উধাও হয়ে যাবার পর তুমি নিয়মিত ভাবে ওর দিদিমার কাছে যেতে। আর একটা কথা বলব। তুমি যে জুয়েলারি ফার্মে এই গয়নাগুলি বিক্রী করেছ সেই জুয়েলারি ফার্মের মালিক আমার বন্ধু। তিনিই আমাকে বলেছেন যে তুমি এসব গয়নাগুলি তার কাছে বিক্রী করেছ। শুধু তাই নয়। নাসিমাকে শেখের কাছে বিক্রী করবার খবরও তার কাছে পেয়েছি। বল এবার কী বলবে ?

বায়রন তাকিয়ে দেখল যে মঞ্জিলের মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। প্রথমে সে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল। বলল নাসিমাকে কোন শেখের কাছে সে বিক্রী করেনি। নাসিমা স্বইচ্ছায় বাংলাদেশের এক ধনী ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে সুখেই আছে। অতএব নাসিমার অন্তর্ধানের সঙ্গে তার নাম জড়ানো উচিৎ হবে না। দুই, নাসিমার দিদিমা তার গয়নাগুলি স্বইচ্ছায় বিক্রী করেছেন। তিনি বিক্রির কাগজে নিজে সই করেছেন। এই গয়না বিক্রীর ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই—মঞ্জিল প্রতিবাদের গলায় বলল।

ঃ তুমি মিছে কথা বলনা মঞ্জিল। তুমি নাসিমার দিদিমার গয়না চুরি করেছ এবং বিক্রীর রসিদে তুমি সই জাল করেছ। কারণ আজ গোটা দেশে সই জাল করবার জাদুকর হলে তুমি। এবার বল তুমি আমার কাছে মুখ খুলবে কি না ? নাসিমার পালিয়ে যাবার সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে আছে এইটে প্রমাণ করতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হবে না। কারণ নাসিমার লেখা তিনটি চিঠি আমি সংগ্রহ করেছি। চিঠিগুলি এখনও পুলিশকে দিই নি। তুমি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না কর তাহলে বাধ্য হয়ে ঐ চিঠিগুলি পুলিশের হাতে তুলে দেব। এ ছাড়া আর একটা কথা বলব। তুমি নাসিমার হাতের লেখা জাল করে তার দিদিমার কাছে চিঠি লিখতে। এই চিঠির নিচে নাসিমার নাম লেখা থাকত। কী লেখা থাকতো এই সব জাল চিঠিতে—নাসিমা বিপদে পড়েছে। তার টাকা চাই। নাসিমার দিদিমা টাকার পরিবর্তে তার গয়নাগুলি দিতেন। তুমি গয়না-গুলি বিক্রী করে তার দিদিমার সই জাল করে রসিদগুলি লিখে দিতে। অস্বীকার করনা।

বায়রনের মুখে এ সব কথা শুনবার পর মঞ্জিলের মুখ শুকিয়ে গেল। এবার সে অনুনয়ের সুরে বলল ঃ 'আপনি কী চান স্যার।

ঃ কয়েকটি খবর—বায়রন অল্প ভাষায় বলল।

ঃ কী ধরনের খবর স্যার ? আমি মুখ্যু মানুষ। ঐ নাইট ক্লাবে কাজ করে যা পাই ঐ দিয়ে দিন গুজরান করি।

আমার প্রথম প্রশ্ন হল ঃ শিরিন ভাট নামে যে মেয়েটি থ্রীমাস্কেটিয়ার্স

াবে' কাজ করে ঐ মেয়েটি কে ?

ঃ আমি শিরীনের অতীত সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। মঞ্জিল ছোট জবাব দিল।

ঃ তুমি বিলক্ষণ জানো শিরীন কে ? কারণ সেদিন আমি যখন 'থ্রীমাস্কেটিয়ার্স' ক্লাবে' গিয়েছিলাম সেদিন শিরীনের অনুরোধে তুমি এবং তোমার বন্ধুরা আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলে। তাই নয় কী ? কিন্তু কেন ? কারণ আমি অরুণদাস সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। আমি জানতে চাইছিলাম শিরীনের সঙ্গে অরুণের কী সম্পর্ক ? তোমাকে হয়ত শিরীন বলেছিল যে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ অরুণদাস এবং শিরীন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। আমিই যে সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ একথা তুমি জানতে না। তুমি এসব খবর তোমার ক্লাবের সিনিয়র পার্টনার লোটনকে দিচ্ছিলে। লোটন তোমাকে নিশ্চয় বলেছিল আমি যদি অরুণের এবং শিরীনের কোন খোঁজ খবর নিই তাহলে আমাকে যেন উপযুক্ত শিক্ষা দে'য়া হয়। আর একটা কথা বলব। পুলিশ যখন তোমাকে জেরা করেছিল, তখন ওরা আমার সম্বন্ধে কী জানতে চাইছিল ? অর্থাৎ আমি 'থ্রীমাস্কেটিয়ার্স" ক্লাবে নিয়মিত আসি কিনা, এবং এখানে এলে কী করি তাই নয় কী ?

মঞ্জিল বায়রনের কথাগুলি শুনল কিন্তু কোন জবাব দিল না। পরে বায়রন আবার বলতে লাগল ঃ মঞ্জিল তুমি কে আমি জানি। তুমি অরুণদাসকে আগে থেকেই চিনতে। কারণ অরুণ যখন তার বাবার কোম্পানীতে কাজ করত তখন তুমি ছিলে অরুণের ব্যক্তিগত চাপরাশী। তুমি বহুবার জুয়ো খেলে বিপদে পড়েছিলে। প্রতিবারেই অরুণ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল।

ঃ তারপর কী হল ? অবশ্যি পরবর্তী ঘটনা সবই আমার আন্দাজ অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি শুধু আমাকে বলবে আমি সত্যি কথা বলছি কিনা ? একদিন জমনাদাস জাভেরী দুম করে ডলি মালহোত্রাকে বিয়ে করে বসলেন। এই বিয়ের পরের দিন থেকে অরুণদাসের মন বিগড়ে গেল। অরুণের জীবনের এই দুর্বল মুহূর্তে তুমি অরুণকে তোমার হাতের মুঠোয় আনবার চেষ্টা করলে। তাকে এই 'থ্রীমাস্কেটিয়ার্স" ক্লাবে নিয়ে আসতে শুরু করলে। তার কাছে ড্রাগস, হেরোন, হাসিস এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্য সাপ্লাই করতে লাগলে। অরুণের কাছে সবচাইতে বিষাক্ত মাদক দ্রব্য ছিল শিরীন। তাই নয় কী ? সুন্দরী সেক্সী "আলট্রা মর্ডান", এবং বলব এক আসন্ন বিপদের 'সাইরেন' হল এই শিরীন।

তুমি কী আগে শিরীনকে চিনতে ?

এই শিরীন কে ?

শিরীনের সঙ্গে তোমার কে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ? অস্কার বারগাঞ্জা ? না, রুলেট তিনতাস খেলার আসরে তোমার প্রথম শিরীনের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল ?

ঃ এরপর তুমি অস্কার বারগাঞ্জার পাল্লায় পড়লে। ওর কাছ থেকে তুমি

অনেক পাপ করতে শিখলে। জাল জোচ্চুরি, সই জাল করা, স্মাগলিং-এর কাজ। এই কাজ করতে গিয়ে তোমার উপর অস্কার বারগাঞ্জার প্রভাব বাড়ল তোমার অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে এই দহরম মহরম তোমার সহকর্মী লোটনের ঘোর অপছন্দ ছিল। কারণ আমার মনে হয় লোটন অস্কার বারগাঞ্জাকে একেবারেই সুনজরে দেখতে পারত না। কেন, তার কারণ আমি লোটনের থেকে জানবার চেষ্টা করব।

ঃ এবার তোমার আর একটি বিদ্যার কথা বলব। তুমি হাতের লেখা নকল কিংবা জাল করতে পারতে। সেই সই জাল করবার তুমি ছিলে এক বড় মাস্তান। এবার অস্কার বারাগাঞ্জার নির্দেশে তুমি অরুণের হাতের লেখা নকল করে জমনাদাস জাভেরীর কাছে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করলে, তাকে ব্ল্যাক-মেল করলে এবং টাকা চাইলে। অরুণের সই জাল করে অনেকগুলি জাল হুণ্ডি তৈরি করলে। এই সময়ে জমনাদাস আমাকে নিয়োগ করলেন তাকে শাসিয়ে এই সব চিঠি কে লিখছে তা জানতে। আমার প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারলাম যে অস্কার বারগাঞ্জা জমনাদাস জাভেরীকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছে। পরে আরো জানতে পারলাম যে এই কাজে তুমি অস্কার বারগাঞ্জাকে সাহায্য করছ অস্কার বারগাঞ্জা কেন জমনাদাস জাভেরীকে ব্ল্যাকমেল করছিলেন ? এর পেছনে কী অন্য কোন কারণ ছিল। এই 'কারণ' উঁহু বলব ব্ল্যাকমেলের উদ্দেশ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ...

অস্কার বারগাঞ্জা শিরীনের সাহায্য নিয়ে অরুণদাস জাভেরীকে তার হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন। শিরীনের সঙ্গে কী অস্কার বারগাঞ্জার কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এই পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি যে সেই থেকে আন্দাজ অনুমান করছি যে তাদের দুজনের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব ছিল না। তবে শিরীন অস্কার বারগাঞ্জাকে ভয় করত...

কেন ? কারণ অস্কার বারগাঞ্জা জানত শিরীন কে, কী তার অতীত তাই শিরীন অস্কার বারগাঞ্জাকে তার জীবনের প্রতিবন্ধক, কিংবা পথের কাঁটা বলে মনে করত। এই কারণে শিরীন অরুণদাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অস্কার বারগাঞ্জাকে হটাবার চেষ্টা করছিল।

ঃ এই সময়ে এই নাটকে আর এক তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হল। এই লোকটি কে তুমি চেনোনা। অস্কার বারগাঞ্জা চিনত কিন্তু বারগাঞ্জা এই তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয় নি। এমনকী বোম্বাই শহরে যে এক তৃতীয় ব্যক্তি এসে উপস্থিত এই কথাও অস্কার বারগাঞ্জা তোমাকে বলেনি। কারণ এই 'তৃতীয় ব্যক্তির' আগমনে অস্কার বারগাঞ্জা শুধু বিচলিত নয় ভয়ও পেয়েছিল।

তোমাকে অনেক কিছু বললাম, মঞ্জিল। এবার আমাকে বল, আমি সত্যি কথা বলেছি কিনা !

মঞ্জিল মন দিয়ে বায়রনের দীর্ঘ একটানা কথাগুলি শুনছিল। এবার তার

জবাব দেবার পালা। হাতজোড় করে বলল, আপনি আমার জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। এসব কথা আপনাকে কে বলেছে জানি না। শুধু দুতিনজনেই একথাগুলি বলতে পারেন। লোটন না, অরুণদাস জাভেরী। অরুণদাস গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছেন। হ্যাঁ আমি জানি লোটন আমার নামে আপনার কাছে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে। ওর উদ্দেশ্য হল আমাকে ঐ থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাব থেকে তাড়াতে চাইছে। আপনি ওর একটি কথাও বিশ্বাস করবেন না। এতদিন অস্কার বারগাঞ্জা জীবিত ছিলেন আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। এবার করবে।

ঃ যাক আপনি যখন জানতে চাইছেন তখন সব কথাই খুলে বলছি। শুধু নাসিমার পালিয়ে যাবার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। কিছুদিন আগে পুলিশ আমাকে হাজার প্রশ্ন করেছিল। জানতে চাইছিল এই যে থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে যে সব সুন্দরী ললনাদের দেখছেন ওদের কী আমি রিক্রুট করেছি? ওরা বলছে আমিই এসব মেয়েদের পাপের পথে নিয়ে যাচ্ছি। মেয়েদের কী কেউ পাপের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে? ঐ পথে ওরা নিজেরাই যায়। বরং যাবার পথে পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে যায়। এই থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে যে সব মেয়েদের দেখছেন এরা সবাই যৌন তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে এই ক্লাবে এসে হাজির হয়েছে। এখানে এরা সব কিছু পায়। টাকায় টাকা, পুরুষে পুরুষ।

ঃ পুলিশ আমাকে অরুণদাস সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করছিল। জানতে চাইছিল অরুণদাস আজকাল কোথায় দিন কাটান। আমি ওদের অরুণদাসের লামিংটন রোডের বাড়ির ঠিকানা দিইনি। আমি বলেছি অরুণদাস প্রায়ই আমার ক্রফোর্ড মার্কেটের হোটেলে আসত —

এই বলে মঞ্জিল একটু চুপ করল?

ঃ তুমি পুলিশের কাছে অন্য কারু নাম করেছ?

ঃ না, আমি অন্য কারু নাম পুলিশের কাছে করিনি....আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন।

ঃ আর একটা প্রশ্ন তোমাকে করব। শুনেছি একদিন 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে' অরুণ অস্কার বারগাঞ্জাকে শাসিয়েছিল যদি তার কাগজগুলি ফেরৎ না দেয় তাহলে তাকে খুন করবে···বায়রন জিজ্ঞেস করল।

ঃ হ্যাঁ স্যার। তবে একথা আমি অন্য কাউকে বলিনি...

ঃ চমৎকার, একথা তুমি অন্য কাউকে বলবে না। কারণ আমরা অরুণদাসকে খুনের অভিযোগের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রমাণ করতে হবে অরুণদাস নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্যে এই গুলি চালিয়েছিল। কাউকে হত্যা করবার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। কিন্তু তুমি যদি কোর্টের কাছে বল, অরুণ অস্কার বারগাঞ্জাকে শাসিয়েছিল যে তাকে খুন করবে, তাহলে তাকে বাঁচান মুস্কিল হবে।

মঞ্জিল চুপ করে কী জানি ভাবল। হয়ত বায়রনের কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেল। এছাড়া অনর্থক বিপদকে সে ডেকে আনতে চায় না। তাই সে মৃদু-কণ্ঠে বলল, আপনি যা বলছেন তাই করব। আমি আমার মুখ বন্ধ রাখব।

: হ্যাঁ এইটে হবে বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণের কাজ।

মঞ্জিল চলে গেল।

* * *

দুদিন বাদে।

এক বর্ষাক্রান্ত দিন। কথা ছিল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ নারায়ণ দুবে এবং বেণীপ্রসাদ শিরীনকে টাকার লোভ দেখিয়ে তার ফ্ল্যাট থেকে বের করে নিয়ে লাভার্স গ্রীলে যাবে। সেইখানে তারা দুজনে শিরীনের কাছে সিনেমার হিরোইন হবার জন্যে প্রস্তাব করবে। না ডিভোর্স কেসের 'কো রেসপণ্ডেণ্ট' হিসেবে কোর্টের কাছে দাঁড়াতে শিরীন হয়ত অস্বীকার করবে না। এই কাজের জন্যে নারায়ণ দুবে শিরীনকে পাঁচহাজার টাকা এ্যাডভান্স দেবে। বাকী টাকা পরে দে'য়া হবে। নারায়ণ টেলিফোন করে বায়রনকে বলেছে ঃ কোন চিন্তা করবেন না স্যর। আমি আর বেণীপ্রসাদ মেয়েটিকে চার ঘণ্টার জন্যে 'লার্ভাস গ্রীলে' ধরে রাখব··· '

তারপর ছট্টুরাম এসে বলল ঃ স্যর আজ সন্ধ্যা সাতটা থেকে এগারটা অবধি বাড়ির দরোয়ানকে নিয়ে বাইরে যাব। রাস্তা পরিস্কার···

বায়রন ঠিক সন্ধ্যার পর অপেরা হাউসের কাছে এল। অপেরা হাউসের পরেই হল 'গীতবিতান' নামে এক বড় বাড়ি। বাড়ির নম্বর হল ত্রিশ নম্বর।

'শিরীন যে ফ্ল্যাটে থাকত সেই ফ্ল্যাট খুঁজে নিতে বায়রনের কোন অসুবিধা হল না।' কারণ শিরীন দোতলায় একটি ফ্ল্যাটে থাকত। ফ্ল্যাটে ঢুকবার জন্যে বায়রন তার 'মাস্টার কী' বের করল।

একটা বড় বেডরুম-কাম বসবার ঘর। তার পাশেই রয়েছে বাথরুম এবং রান্নাঘর। আর রয়েছে মেয়েদের শোবার ঘর। এলোমেলো বিছানা। চার দিকে ব্লাউজ, চুড়িদার, স্কার্ট, ব্রাসিয়ার, প্যাণ্টি ছড়িয়ে আছে। বিছানার এক পাশে রয়েছে বিভিন্ন ফরাসি সেণ্টের বোতল! টেবিলের উপর রয়েছে বিভিন্ন পোজে শিরীনের কয়েকটি ছবি। কিছু অর্দ্ধনগ্ন, বলা যায় প্রায় ন্যুড, কিছু স্কার্ট এবং চুড়িদার পরা। বায়রন ছবিগুলি দেখে স্বীকার করল শিরীন সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী প্রলোভনীয় মেয়ে

বায়রন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শিরীনের ঘরখানা তল্লাশি করল। আপত্তিকর কিছু পেলোনা। তারপর দেখতে পেল বালিশের নিচে টাইপ করা একটি চিঠি। চিঠিখানা লেখা হয়েছিল অরুণদাস জাভেরীকে...চিঠিখানার ভাষা ছিল এই প্রকার ঃ "ইউ আর ব্লাডি ফুল। এক কুচক্রী ইণ্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টারদের হাতে পড়েছেন। বলা যায় এঁরা হলেন 'অক্টোপাশ'। আপনার রক্ত চুষে খাবে এবং আপনার পরিবারের সর্বনাশ করবে। আমি অনেক বোকা, গাধা দেখেছি

কিন্তু আপনার মতো বোকা আর গাধা কখনও দেখিনি। আমি জানতাম লোকে ঠেকে শেখে। আপনি সব দেখেও কিছুই শিখতে চাননা। আপনার চারপাশে যারা রয়েছেন তাঁরা হলেন আন্তর্জাতিক শয়তান। আপনি কী জানেন এঁরা কে? এঁদের পরিচয় জানেন? না। এরা শুধু স্মাগলার ন'ন, জাল টাকা বাজারে চালান, চোরাই মদ এবং ট্রাভেলার্স চেক, কিংবা ব্ল্যাকমার্কেটে জিনিষ বিক্রী করা এদের একমাত্র কাজ নয়। এঁরা 'আরো রহস্যজনক' কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন যা এদেশের অনেক ক্ষতি করছে। এরা কী করে থাকে জানেন? এরা এদেশ থেকে ড্রাগস বাইরে নিয়ে যায়···। বিদেশে ড্রাগস বিক্রী করে যে বিদেশি মুদ্রা অর্জন করে সেই টাকা দিয়ে আর্মস ইত্যাদি স্মাগল করে এদেশে আনে এবং এই দেশের চারিদিকে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের কাছে ঐ অস্ত্র বিক্রী করে থাকে।

ঃ আপনি চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের যে শেয়ারগুলি অস্কার বারগাঞ্জাকে দিয়েছেন সেইগুলি অতি মূল্যবান। আপনি ভেবেছিলেন যে ঐ শেয়ারগুলি জাল। ভুল। আপনি মারাত্মক ভুল করে চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের আসল শেয়ার অস্কার বারগাঞ্জাকে দিয়েছেন। এই শেয়ারগুলিই অস্কার বারগাঞ্জা চেয়েছিল। শেয়ারগুলি মূল্যবান। তার কারণ বলছি। বাজারে একটি গুজব আছে যে চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের মাধ্যমে এদেশে অস্ত্র স্মাগল করে আনা হয়।—এবং পরে এই অস্ত্র বাজারে বিক্রী করা হয়। এ কাজ কী করে করা হয় সেই অনুসন্ধান আপনি করবেন।

ঃ এই সাবধানবাণী শেষ করবার আগে আপনাকে আর একটা কথা বলব। অস্কার বারগাঞ্জার কাছে আপনার সই করা যে হুণ্ডি-ঋণপত্র আছে সেই হুণ্ডিগুলি জাল। সব হুণ্ডিতে আপনার সই জাল করা হয়েছে। এ সই যে জাল করেছে তাকে আমি চিনি···

ইতি—

আপনারই এক হিতৈষী বন্ধু।

পুঃ অস্কার বারগাঞ্জা কোন এক বিশেষ কারণে নিজের বিপদের আশংকা করছে। সে এখান থেকে কাল পরশুর মধ্যে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আপনি ওকে আজই গিয়ে ধরুন এবং আপনার ও চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের আসল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি এবং লেখা জাল করা হুণ্ডিগুলি, ঋণপত্রগুলি আদায় করবার চেষ্টা করুন।

*　　*　　*

বায়রন চিঠিখানা দুতিন বার পড়ল।

হঠাৎ তার কী জানি মনে হল।

যে মেশিনে এই চিঠি লেখা হয়েছে সেই টাইপ রাইটার মেশিনটি খুঁজে বার করতে হবে। তার মনে হল সে জানে এই মেশিন কোথায় পাওয়া যেতে পারে। একবার সে অন্ধকারে ঢিল ছুড়বে। হয়ত সেই ঢিল লেগেও যেতে পারে। কিন্তু

সেই ঢিল কাল ছুঁড়বে। তবে এই চিঠি পড়বার পর একটা জিনিষ বোঝা গেল যে এই চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি অসংকার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর জানেন। এই পত্রলেখককে খুঁজে বার করা দরকার।

বায়রন ঘর থেকে বেরুবার সময় একবার ড্রেসিং টেবিলের কাছে গেল। টেবিলের উপর শিরীনের দুই তিন খানি অল্প বয়েসের ছবি ছিল। বায়রন ছবিগুলি ভাল করে দেখল।

নারী সৌন্দর্য যাচাই করবার জহুরী হল বায়রন ঘাউস। এই কারণে কলকাতা দিল্লীর বোম্বাই'র বিবাহিতা-অবিবাহিতা মেয়েরা বায়রন বলতে পাগল। বায়রন জানে কোন মেয়ে সুন্দরী এবং কোন মেয়ে তিলোত্তমা সুন্দরী। শিরীন তিলোত্তমা সুন্দরী। অপূর্ব সুন্দর তার দুটি চোখ। কিন্তু দেহ সৌন্দর্য'র চাইতে যে জিনিষটি তার সব চাইতে বেশি আকর্ষণীয় সে হল শিরীনের 'সেক্স।' হাজার মেয়ের মধ্যেও শিরীনের 'সেক্স' যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই বিষয়ে বায়রনের মনে কোন সন্দেহ নেই বা ছিল না। বায়রনের মনে হল শিরীন কুহকিনী তাই অরুণদাস শিরীনের খপ্পরে পড়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল শিরীন কে?

বায়রন এবার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলল। ড্রয়ারে চার পাঁচশো ক্যাশ টাকা ছিল। ক্যাশ টাকাগুলির পাশেই ছিল জন্মদিনের দুটি কার্ড। কার জন্ম দিনের? বায়রন কার্ড দুটি খুলে পড়ল। একটি কার্ডে লেখা ছিল "উইথ লাভ টু ইয়াসমিন আবদাল্লা।" 'আর একটি কার্ডে লেখা ছিল ঃ ডার্লিং ইয়াসমিন আবদাল্লা, লাভ এ্যাণ্ড কিসেস।' দুটি জন্মদিনের কার্ডে নাম লেখা ছিল ঃ আবু মুসা। তবে কার্ডগুলি পাঠান হয়েছিল প্রায় বেশ কয়েক বছর আগে। পুরান কার্ড এত যত্ন সহকারে ড্রয়ারে রাখা হয়েছে কেন?

জন্মদিনের কার্ড এবং কার্ডে ইয়াসমিন আবদাল্লা ও আবু মুসার নাম পড়বার পর বায়রনের মনে এক শিহরণ বয়ে গেল। সে যেন এই তদন্তে এক নতুন আলো দেখতে পেল। তার মনে হল এবার তদন্ত শেষ করতে আর বেশি দেরী হবেনা। এবার শুধু জানা দরকার শিরীনের সঙ্গে ইয়াসমিন আবদাল্লা এবং আবু মুসার কী সম্পর্ক? ইয়াসমিন আবদাল্লা এবং আবু মুসা কে? একবার শুধু এদের পরিচয় জানতে পারলে সমস্ত রহস্য পরিস্কার স্পষ্ট এবং সহজ হবে।

ইয়াসমিন আবদাল্লা···বায়রন মনে মনে ভাবল ইয়াসমিন আবদাল্লার নামে লেখা জন্মদিনের কার্ড শিরীনের ড্রেসিং রুমের ড্রয়ারে পাওয়া গেল কেন? এদের দুজনের মধ্যে কী সম্পর্ক আছে? একবার যদি ইয়াসমিন আবদাল্লার একটি ছবি এই ড্রয়ারে পাওয়া যেতো তাহলে হয়ত রহস্য পরিস্কার হত। ইয়াসমিনের সঙ্গে শিরীনের একটা সম্পর্ক ছিল। যদি সেই সম্পর্কসূত্র খুঁজে পাওয়া যেতো। আবার কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করবার পর হঠাৎ বায়রনের মনে হয় ঃ ইয়াসমিন আবদাল্লার কোন ছবি এইঘরে নেই···অথচ ঘরে শিরীনের অনেকগুলি ছবি আছে। যদি শিরীন এবং ইয়াসমিন আবদাল্লা

একই মেয়ে হয় তাহলে বায়রন ভাবল তার তদন্ত আরো সহজ এবং সরল হবে।

বায়রনের জানবার ইচ্ছা হল শিরীন এবং ইয়াসমিন আবদাল্লার মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক কী আবিষ্কার করা দরকার। বায়রন শিরীনের ফ্ল্যাট থেকে এইসব ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল।

* * *

বায়রন শিরীনের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে একবার 'লাভার্স গ্রীলে' বেণী-প্রসাদকে টেলিফোন করল।

ঃ বেণী, মেয়েটি কোথায়? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

ঃ সব ঠিক আছে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না তবে একটু বেশি মদ খেয়ে প্রচুর নেশা করেছে। কিন্তু কথাবার্তায় বেসামাল হয়নি। ভাবছি একে নিয়ে কী করব?

বায়রন একটু চিন্তা করে বলল···তুমি মেয়েটিকে আমার বান্দ্রার সমুদ্রের ধারে ফ্ল্যাটে নিয়ে যাও। ওখানে যদি রাত কাটাতে আপত্তি করে···

বায়রনের কথা শেষ হবার আগেই বেণীপ্রসাদ বলে উঠল ঃ আপত্তি করবেনা স্যর। আমি ওকে বলেছি যে ওর ফ্ল্যাটের চারপাশে পুলিশ ছড়িয়ে আছে। দেখলাম পুলিশের নাম করতেই মেয়েটির মুখ শুকিয়ে গেল। তাই মনে হয় অন্যখানে রাত কাটাতে আপত্তি করবেনা। মেয়েটির কথাবার্তা শুনে মনে হল অস্কার বারগাঞ্জা এবং অরুণদাসের মধ্যে খুনোখুনি হবার পর ওর মনে ভয় আরো বেশি দানা বেধেছে।

ঃ চমৎকার, তাহলে তুমি আজ রাতটা ওকে সামলাও।

ঃ সে নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না স্যর। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

* * *

এরপর বায়রন চৌগুলেকে টেলিফোন করল। তখনও রাত বেশি হয়নি রাত সাড়ে নটা-দশটা।

চৌগুলে বাড়ি ছিলেন না। বাড়ির থেকে বলল ঃ চৌগুলে রাত এগারটার আগে বাড়ি ফেরেন না।

বায়রন চৌগুলেকে পুলিশ হেড কোয়াটার্সে টেলিফোন করল।

ঃ হঠাৎ, এত রাত্রে টেলিফোন করছ?

ঃ জানো চৌগুলে আমরা যে কেসটি নিয়ে তদন্ত করছি সেই তদন্তে প্রচুর রহস্য আছে। ভাবছি এই কেসের কয়েকটি বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

চৌগুলে একটু চুপ করে থেকে বললেনঃ আমার আপত্তি নেই। কাল দুপুর নাগাদ আমিই তোমার দপ্তরে গিয়ে হাজির হব—

ঃ থ্যাঙ্কস, মেনী থ্যাঙ্কস, চৌগুলে। আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করব.... বায়রন এই বলে টেলিফোন ছেড়ে দিল।

* * *

পরের দিন দপ্তরে গিয়ে বায়রন মিরিয়ামকে ডেকে বলল, মিরিয়াম, তুমি ত্রিশ হাজার ক্যাশ টাকা নাও। এই টাকা নিয়ে তুমি চাঁদনীমল জুয়েলারিতে যাবে। ওখান থেকে এই টাকার মধ্যে একটি নেকলেশ কিনে আনবে। মনে রেখো, নেকলেশটি আমি একজনকে প্রেজেণ্ট করব।

মিরিয়াম তার নারীসুলভ কৌতূহল প্রকাশ করল। জিজ্ঞেস করল : কাকে দেবেন স্যর ? মিরিয়াম জানত যে বোম্বাইতে বায়রনের অগণিত বান্ধবী আছে। তার এই প্রশ্নের অর্থ হল বান্ধবীদের মধ্যে ভাগ্যবতী কে যে এই নেকলেশ পরবে ?

বায়রন এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। একবার সে মিরিয়ামের দিকে তাকাল। মিরিরাম আজ খুব ভাল সাজগোজ করেছে। তার এই সাজ দেখে বায়রন বুঝতে পারল মিরিয়াম এত সেজেছে কেন ? বায়রন এবার একটি পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখে মিরিয়ামের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই নাও একটি পাঁচ হাজার টাকার চেক। আমি জানি আজ তোমার জন্মদিন। এই টাকা দিয়ে তোমার পছন্দমত জন্মদিনের প্রেজেণ্ট কিনে নিও। মিরিয়ামের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

বায়রন আবার হেসে বলল, যার জন্যে নেকলেশটি কিনছ, মনে রেখো তিনি অপরূপা সুন্দরী।

মিরিয়াম হেসে চলে গেল।

সে বাররনের সৌন্দর্যর রুচি জানত।

* * *

নিজের দপ্তরে বসে চোগুলে 'থ্রী মাস্কেটিয়াস' ক্লাবের অবৈধ কাজকর্মের উপব লেখা ফাইলটি পড়ছিলেন।

বিচিত্র এই 'থ্রী মাস্কেটিয়াস' ক্লাব। অনেকদিন থেকে চোগুলে মনে মনে ভেবেছিলেন যে একদিন পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঐ ক্লাবে গিয়ে হানা দেবেন। জানবার চেষ্টা করবেন ঐ ক্লাবে কী ধরনের পাপ কাজ করা হয়।

আজকের এই ফাইল চোগুলের দুই প্রিয় সাগরেদের খবরের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল ! চোগুলের এই দুই শিষ্যর নাম হল বিলু এবং হাসমৎ। কোন এক সময়ে এরা দুজনে বোম্বাই'র নাম করা চোর ছিল। তিন চারবার জেলও খেটেছিল। পরে চোগুলে দুজনকে ডেকে বললেন, তোমাদের দুজনকে আর জেল খাটতে হবে না। তোমরা দুজনে বোম্বাইর পুলিশের 'ইনফরমার' হয়ে কাজ কর। বিলু এবং হাসমৎকে এই প্রস্তাব দেবার এক নেপথ্য কারণ ছিল। এরা ছিল পাপ-জগতের 'ডিকশনারী।' অর্থাৎ বোম্বাই'র কোথায় কী ধরনের নোংরা কাজ করা হচ্ছে এবং কারা এই সব পাপ কাজ করছে বিলু হাসমৎ চোখ বুজে বলে দিতে পারত।

চোগুলে ফাইল পড়ে তার দুই প্রিয় শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি এদের দুজনের সঙ্গে এই 'থ্রী মাস্কেটিয়াস' ক্লাব নিয়ে কিছু আলাপ

আলোচনা করতে চান। কারণ চৌগুলে স্থির করেছেন যে তিনি একবার 'থ্রী মাস্কেটিয়াস" ক্লাবে হানা দিয়ে ঐ ক্লাব ভাল করে সার্চ করতে চান। কারণ তিনি জানেন অস্‌কার বারগাঞ্জা ছিলেন ঐ ক্লাবের একজন বড় অংশীদার।

বিলু প্রথমে চৌগুলেকে বলল, আপনি ক্লাবে হানা দিয়ে কিছুই পাবেন না। ক্লাবের তিন মালিক ; বারগাঞ্জা, লোটন, মঞ্জিল। কিন্তু সবচাইতে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী অংশীদার হল অস্‌কার বারগাঞ্জা। ওর জুড়িদার শয়তান, বদমাশ, ব্ল্যাকমেলার দুনিয়ার আর কোথাও পাবেন না। দুনিয়ার এহেন পাপ নেই লোকটি করেনি। কিন্তু তবু পুলিশ ওর কিছু করতে পারেনি।

ঃ কারণ ? চৌগুলে জানাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন।

ঃ কারণ বোম্বাই'র যত বড়লোক, ব্যবসায়ী, পলিটিসিয়ান অস্‌কার বারগাঞ্জার হাতের মুঠোয়। অনেকে জুয়ো খেলতে থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে আসে। ওরা হলেন অস্‌কার বারগাঞ্জার বন্ধু। আবার মালাবার এবং কাম্বালা হিলের অনেক ব্যবসায়ীর কেচ্ছা, নোংরা কাজকর্মের খবর তিনি রাখেন। আর পরে ব্ল্যাক-মেলিং-এর কাজের জন্যে ঐ সব খবর বিক্রী করেন। তাছাড়া অস্‌কার বারগাঞ্জা স্মাগলার। বড়লোকদের পাড়ায়, বিশেষ করে মালাবার এবং কাম্বালা হিলে তার এজেণ্ট লোটন মেয়েদের কাছে হাসিস হেরোন বিক্রী করে থাকে। অতএব ঐ পাড়ার সবাই ওর ভক্ত। এছাড়া বড় বড় পলিটিসিয়ানদের টাকা ঘুষ দেবার ব্যাপারে অস্‌কার বারগাঞ্জার জুড়িদার পাবেন না।

চৌগুলে মন দিয়ে তার ইনফরমারদের কথাগুলি শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন ঃ অস্‌কার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে।

ঃ আমরা ঐ খবর জানি স্যর। তবে একটা কথা বলব···এই বলে বিলুর বন্ধু হাসমৎ কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল।

ঃ বল ? কী বলবে ? চৌগুলে হাসমৎ বললেন।

ঃ এই অস্‌কার বারগাঞ্জার মৃত্যু সাধারণ খুন নয়। মনে হচ্ছে এ খুন হল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র। শুনেছি খুনের সময় বিখ্যাত ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরীর ছেলেও ওখানে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ হ্যাঁ জানি······চৌগলে বললেন। এই জন্যে তোমাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছি। 'আমি ঐ থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের দুই অংশীদার লোটন এবং মঞ্জিল সম্বন্ধে সব খবর সংগ্রহ করতে চাই। এ কাজ তোমরা করবে। অস্‌কার বারগাঞ্জার জীবন ইতিহাস আমি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছি'···

চৌগুলে তার কথা শেষ করবার আগেই বিলু আবার অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল, বলল ঃ ও স্যর আপনি তো এই নাটকের হিরোইনকে বাদ দিচ্ছেন।

ঃ হিরোইন ? তুমি কী বলছ বিলু ? অবশ্যি এর জবাব হাসমৎ দিল। বলল ঃ হ্যাঁ স্যর। এই নাটকের হিরোইনের নাম হল শিরীন ভাট। এক পরমাসুন্দরী, 'একেবারে লঙ্কার ঝাল'। একবার ওকে দেখলে সহজে ভুলতে পারবেন না।

ঃ শিরীন ভাট। মেয়েটির নাম আমি আমার বন্ধু বায়রনের কাছে শুনেছি …চৌগুলে বললেন।

ঃ শিরীন ভাট বায়রন সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেনই। 'আর এই বায়রন সাহেবের কথাই বলুন। বোম্বাই'র যতো সুন্দরী সবাই বায়রনের দিকে একই দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হয়েছে…। বিলু এবার জবাব দিল।

ঃ মানে ?

মানে আমাদের কাছে খবর আছে স্যার, বায়রন সাহেবই আজ শিরীন ভাটকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজ অবধি বায়রন সাহেব কোন মেয়ের পেছনে ঘোরেননি। কিন্তু এবার তিনি কেন শিরীনকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, ওকে কাছে টানবার জন্যে চেষ্টা করছেন কেন ?

কেন ? আবার চৌগুলে তার দুই শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ কারণ হল, এবং আমরা দুজনেই এই বিষয়ে একমত, শিরীন ভাট অসৃকার বারগাঞ্জার হত্যার রহস্য জানেন ? হাসমৎ বলল ঃ আর একটা কথা বলব। শিরীন হলেন থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের এক বড় তারকা।

ঃ তুমি কী বলছ হাসমৎ ? চৌগুলের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার সুর ছিল।

ঃ হ্যাঁ, স্যার, অরুণদাস ছিলেন…শিরীনের বন্ধু ; উঁহু বন্ধু বলব না, বলব প্রেমিকা…আমরা শুনেছি হত্যার দিন শিরীন দুবার অরুণের সঙ্গে দেখা করেছিল। আমরা জানবার চেষ্টা করছি শিরীন কী ঐ দিন অরুণদাসের সঙ্গে ভিয়াণ্ডিতে গিয়েছিল। আমাদের পরবর্তী জিজ্ঞাসা হল ঃ শিরীন কী খুনের সময় ঐ 'ডন জুয়ান' লাক্সারি বোটে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ তোমরা কী আর কিছু জানতে পেরেছ ? চৌগুলের উৎকণ্ঠা এবং শিরীন সম্বন্ধে আরো খবর জানবার ঔৎসুক্য বাড়ছিল।

এবার হাসমৎ বলল ঃ না স্যার। আমরা গতকাল শিরীনের ফ্ল্যাট বাড়ির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম আজ গিয়ে মেয়েটিকে জেরা করব। জানবার চেষ্টা করব অসৃকার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে শিরীন কী জানে ? কিন্তু…এই বলে হাসমৎ চুপ করল।

থামলে কেন ? চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন। এবার তিনি মনে মনে স্বীকার করলেন ঃ অসৃকার বারগাঞ্জার হত্যাকাণ্ড সত্যিই এক রহস্যবিজড়িত ঘটনা।

এবার বিলু জবাব দিল। বলল ঃ আজ সকালে গিয়ে জানতে পারলাম যে শিরীন ঐ ফ্ল্যাটে নেই।

ঃ মানে ? চৌগুলে আবার প্রশ্ন করলেন।

ঃ মানে হল, কাল রাত্রে শিরীন তার ফ্ল্যাটে আর ফিরে আসেনি। ফ্ল্যাটের দরোয়ান বলতে পারলেনা শিরীন কোথায় গেছে। শুধু তাই নয়, শিরীন কবে এবং কখন আবার ফ্ল্যাটে ফিরে আসবে এ কথাও সে জানে না। শুধু তাই নয়, দরোয়ান বলতে পারলনা শিরীন কী করে, কী তার অতীত ?

বিলু হাসমৎ-এর মুখে শিরীনের খবর শুনে এবং শিরীন যে অস্কার বারগাঞ্জার খুনের সময় মোটর বোটে উপস্থিত ছিল একথা জানবার পর চৌগুলে যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন। এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে খুনের সময় যে তৃতীয় ব্যক্তি মোটর বোটে উপস্থিত ছিল সেই ব্যক্তিটি কে? সে হল শিরীন ভাট।

বিষয়টি নিয়ে একবার বায়রনের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। কারণ বায়রন গত কাল রাত্রে তাকে টেলিফোন করে বলেছিল ঃ চৌগুলে এ সাধারণ খুন নয়। এর পেছনে অনেক রহস্যর লতাপাতা জড়ানো আছে। আজ বিলু এবং হাসমৎ-এর মুখে ঐ ধরণের কথা শুনবার পর চৌগুলে উত্তেজিত হলেন এবং স্থির করলেন যে আজ বায়রনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় তিনি এই 'তৃতীয় ব্যক্তির' উপস্থিতির কথা নিয়ে কথাবার্তা বলবেন। জানবার চেষ্টা করবেন বায়রন এই 'তৃতীয় ব্যক্তি' এবং শিরীন সম্বন্ধে কতটুকু খবর রাখে।

চৌগুলে এবার বিলু ও হাসমৎকে বললেন ঃ তোমরা শিরীনের ফ্ল্যাটের ওপর কড়া নজর রাখো। আমিও শিরীন সম্বন্ধে কিছু খবর বার করবার চেষ্টা করছি।

*　　　*　　　*

চৌগুলের জন্যে বায়রন বসেছিল। বায়রন আজ বেশ সাজগোজ করেছিল। চৌগুলে বায়রনের সাজ দেখে প্রশ্ন করলেন ঃ বায়রন কী ব্যাপার বলোতো? তোমার নতুন কোন বান্ধবী জুটেছে বুঝি?

হ্যাঁ, বায়রন বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

ঃ তার নাম বলবে কী?

ঃ ইয়াসমিন আবদাল্লা···এই নামটি শুনবার পর চৌগুলে যেন তার মনের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন তোমার নতুন বান্ধবী বুঝি?

ঃ না, নতুন শিকার। বায়রন জবাব দিল। এই বলে বায়রন আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে নিল! চৌগুলে বলল কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই···

ঃ আমি রাজি। আমারও কয়েকটি কৌতূহলের জবাব চাই। জানিনা তুমি আমার মনের কৌতূহল মেটাতে পারবে কিনা···। আগে শুনি তোমার প্রশ্ন।

চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলোতো, তুমি তো অরুণকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে স্থির করেছ।

ঃ একথা তো তোমাকে আগেই বলেছি। তুমি আবার এই প্রশ্ন করছ কেন? এবার তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।

ঃ কী জানতে চাও, শুনি? বায়রন সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল।

ঃ হাসপাতালের নার্স বলছিল তুমি নাকি নারায়ণ দুবে নামে তোমার এক উকিলকে যশলোক হাসপাতালে পাঠিয়েছিলে অরুণের কাছ থেকে এক বিবৃতি আদায় করবার জন্যে। তুমি জানো অরুণ হাসপাতালে থাকলেও সে পুলিশের

হেফাজতে আছে। অতএব আমাদের বিনানুমতিতে তার কাছ থেকে কোন বিবৃতি কিংবা বলব জবানবন্দী আদায় করবার আগে পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নেবার দরকার ছিল। তবে যেহেতু তুমি আমার বন্ধু, তাই এ নিয়ে আর কোন গোলমাল করতে চাই না। এবার বলবে অরুণ কী বলেছে।

ঃ অনেক কিছু। তবে একটা কথা বেশ জোর দিয়ে বলেছে যে সে আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালিয়েছিল।

চৌগুলে কী জানি ভাবলেন। পরে বললেন···আইনতঃ ঐ বিবৃতি পুলিশেরই প্রাপ্য। যাক তুমি বলছ অরুণ বলেছে ঃ যে সে আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালিয়েছিল। তার এই জবানবন্দী কোর্টে মানে জজ সাহেবের কাছে টিকবেনা। অবশ্যি অরুণের এই বিবৃতি আমাদের দরকার হবে।

বায়রন একটু আপত্তির সুরে বলল ঃ সরি ব্রাদার। তুমি আমার বন্ধু তবু তোমার এই অনুরোধ রাখতে পারলাম না। অবশ্যি কোর্টে এই কেস্ উঠবার পর ঐ বিবৃতি তুমি পাবে। কারণ তখন ঐ বিবৃতি হবে কোর্টের সম্পত্তি। যাক আজ অরুণ যা বলেছে তার দু-চারটে কথা তোমাকে বলব। বিবৃতির সব কথা এখনও বলা সম্ভব নয়। এবার শোন অরুণ কী বলেছিল। বলেছিল কথা কাটাকাটির পর অরুণ আত্মরক্ষার জন্যে গুলি চালিয়েছিল। খুব সম্ভবত তার সেই গুলিতে অস্কার বারগাঞ্জা মারা গিয়েছিল। তবে সমস্ত ঘটনা এত দ্রুতলয়ে ঘটে গেল যে অরুণ এখন ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারছে না সে কখন গুলি চালিয়েছিল। তবে সে তার আত্মরক্ষার জন্যে গুলি চালিয়েছিল, এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

চৌগুলে কী জানি ভাবলেন। পরে বললেন ঃ 'তুমি কী বলতে চাও অরুণ কোর্টের কাছে তার দোষ স্বীকার করবে। অসম্ভব। তাহলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবেই হবে।

বায়রন এবার চৌগুলের কথায় বাধা দিয়ে বলল, না আমার মনে হয় না অরুণ এত সহজে তার দোষ স্বীকার করে নেবে। আচ্ছা এবার বলোতো তুমি এই তদন্ত করে এমন কী নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছ যার উপর ভিত্তি করে তুমি অরুণকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করাবে।

ঃ আমি শুনেছি অস্কার বারগাঞ্জার খুনের সময় আর একজন মানে এক 'তৃতীয় ব্যক্তি' ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন···। মানে এক মহিলা···।

এবার বায়রন সত্যি সত্যিই বিস্মিত হল। চৌগুলে কী ডলি জাভেরীর উপস্থিতির কথা বলছেন ? তিনি কী জানতে পেরেছেন যে ডলি জাভেরী রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় ভিয়ান্ডিতে গিয়েছিলেন।

ঃ মহিলা। সত্যিই চৌগুলে তুমি আমাকে অবাক করলে।

হ্যাঁ। চৌগুলে জবাব দিলেন। আর আমি জানতে পেরেছি যে অরুণ দাসের বান্ধবী শিরীন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। পরে শিরীন তার নিজের গলার স্বরকে নকল করে পুলিশকে খবর দেয় যে ভিয়ান্ডির হাউস বোটে এক

ব্যক্তি খুন হয়েছে। মৃত এবং আহত ব্যক্তিকে নিয়ে যাবার জন্যে অবিলম্বে এ্যাম্বুলেন্স পাঠান তুমিতো আমাকে বলেছ শিরীন হল এক রহস্যময়ী নারী।

চৌগুলের জবাব এবং তার মুখে শিরীনের নাম শুনে বায়রনের মনের আশংকা দূর হল। যাক পুলিশ এখনও ডলি জাভেরীর উপস্থিতির কথা জানতে পারেনি।

ঃ এই তৃতীয় ব্যক্তি মানে শিরীন কী সত্যি সত্যি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল তার প্রমাণযোগ্য কোন তথ্য আজ অবধি আমি পাইনি। তবে শিগগির পাবার আশা রাখি। তখন শিরীনকে গ্রেপ্তার করব। আমার মনের সন্দেহ আরো বদ্ধমূল কেন হয়েছে বলতে পার···

ঃ কেন ?

ঃ কারণ আমার দুই ইনফরমার শিরীনের ফ্ল্যাটের উপর কড়া নজর রাখছিল তবে কাল থেকে শিরীন ঐ ফ্ল্যাট থেকে উধাও হয়েছে। তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল ? নিশ্চয় শিরীন আন্দাজ অনুমান করেছিল পুলিশ জানতে পেরেছে আমরা ওকে সন্দেহ করছি ··। তাই সময় থাকতে ঐ স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ···চৌগুলে একটানা বলে গেলেন। কিন্তু আমি যদি এই মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করতে পারি তাহলে আমি প্রমাণ করতে পারব শিরীন খুনের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং পরে শিরীন তার কণ্ঠস্বর নকল করে বোম্বাই পুলিশকে এই খুনের খবর দিয়েছিল। অর্থাৎ···

বায়রন কৌতুকের হাসি হেসে বলল ঃ অর্থাৎ তোমার মতানুযায়ী শিরীনই হল 'তৃতীয় ব্যক্তি'।

ঃ হ্যাঁ, এক্সাক্টলি···

এবার বায়রনের প্রতিবাদ করবার পালা। মাথা নেড়ে বলল ঃ দুঃখিত চৌগুলে তোমার যুক্তি কোর্টে দাঁড়াবেনা। হয়ত কোর্টে প্রমাণিত হবে, শিরীন 'তৃতীয় ব্যক্তি' নয় এবং খুনের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলনা।

ঃ তুমি কী বলছ, কোর্ট স্বীকার করবেনা যে শিরীন হল 'তৃতীয় ব্যক্তি'। তাহলে 'তৃতীয় ব্যক্তি' কে ? কে পুলিশকে টেলিফোন করে এই খুনের খবর দিল।

ঃ যদি বলি আমিই হলাম ঐ 'তৃতীয় ব্যক্তি' ; তবে একটা কথা পরিস্কার করে বলা দরকার যে খুনের সময় আমি ঐ লাক্সারি বোটে উপস্থিত ছিলাম না। আমি খুনের পরে গিয়ে ঐ লাক্সারি বোটে উপস্থিত হয়েছিলাম। এবং পরে আমিই থানে থেকে বোম্বাই পুলিশকে এই খুনের সংবাদ দিয়েছিলাম।

ঃ তুমি ? তুমিই হলে ঐ 'তৃতীয় ব্যক্তি।' অসম্ভব ! আমি মোটেই একথা বিশ্বাস করতে পারছি না ! তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ।

ঃ না চৌগুলে আমি তোমার সঙ্গে মোটে রসিকতা করছিনা। তবে এবার

শোন আমি কেন এবং কী করে ভিয়াণ্ডিতে গিয়েছিলাম এবং বোম্বাই পুলিশকে এই খুনের খবর দিয়েছিলাম।'

এর পর বায়রন চৌগুলেকে কী করে এই কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এবং পরে ভিয়াণ্ডিতে যাবার পটভূমিকা অস্কার বারগাঞ্জার মৃতদেহ আবিষ্কার ও কিষণচাঁদের হত্যার মোটামুটি একটা বিবরণী চৌগুলেকে দিল।

চৌগুলে মন্ত্রমুগ্ধের মত বায়রনের এই কথাগুলি শুনলেন। তার চোখে মুখে ছিল অবিশ্বাসের দৃষ্টি। বায়রনের মুখে খুনের একটা রূপরেখা পাবার পর চৌগুলে বললেন সত্যিই বায়রন; থ্যাঙ্কস্ ভেরী মাচ। তুমি আমাকে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়েছ। তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি এই 'তৃতীয় ব্যক্তি' হত তাহলে বিবাদীপক্ষ তাকে টাকা দিয়ে কিনে নিতো।

এবার বায়রনের জবাব দেবার পালা। বলল: চৌগলে তুমি যেমন 'তৃতীয় ব্যক্তিকে' খুজে বেড়াচ্ছো আমিও তেমনি এক 'তৃতীয় ব্যক্তির' সন্ধানে আছি। যদি তাকে খুঁজে বার করতে পারি তাহলেই আমার এই কেস শেষ হবে।

: তোমার কথাগুলি বড়ডো হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে। আর একটু স্পষ্ট করে খুলে বল তুমি কী বলতে চাও—চৌগুলে অনুযোগের সুরে বললেন।

: ব্রাদার চৌগুলে, এসব কথা পরে হবে আর একদিন। আমি কালই ডলি জাভেরীকে বলব 'যে পুলিশ মনে করে অরুণ জাভেরীই অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে।' আর একটা কথা। গোয়া পুলিশকে খবর দিও আমি অস্কার বারগাঞ্জার খবর নিতে গোয়ায় যাচ্ছি।

চৌগুলে বায়রনের এই কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি বায়রনকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

* * * *

দুদিন পরে চৌগুলির সহকারি মুকুন্দ ফরেনসিক এবং ব্যালিস্টিক এক্সপার্টের রিপোর্ট নিয়ে চৌগুলের ঘরে ঢুকল।

মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করল: স্যার আপনি পরশু দিন বায়রনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। লোকটা নিশ্চয় আপনার কাছে রাজা-উজীর গল্প শুনিয়েছে।

চৌগুলে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন। বললেন: মুকুন্দ বায়রনের মাথায় বুদ্ধি আছে বলতে হবে। আমি ওকে জেরা করতে ওর দপ্তরে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম বায়রনই আমাকে জেরা করতে শুরু করেছে···। বায়রন জানবার চেষ্টা করছিল অরুণের বিরুদ্ধে আমরা কী অভিযোগ আনব এবং কবে থেকে আমরা কেস শুরু করব। বায়রনের এই সব প্রশ্ন করবার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য কী আমাদের জানা দরকার। তাই বলছিলাম বায়রন লোকটা মহাঘুঘু।

: আপনি ঠিক বলেছেন স্যার। বায়রন হল এক ধুরন্ধর প্রাইভেট ডিটেকটিভ। লোকের মনকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে শুধু সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ঘুরে

বেড়ায়। কিন্তু আসলে ওর সব পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে আর একটা উদ্দেশ্য।

ঃ তুমি ঠিক বলেছ মুকুন্দ। বায়রন হয়ত শেষ মুহূর্তে কোন নতুন তথ্য এনে হাজির করবে যে আমাদের কেস, যুক্তি সব ভন্ডুল হয়ে যাবে। এছাড়া বায়রন আমাকে বলছেন এটা শুধু খুনের তদন্ত নয়। এই হত্যার পেছনে রয়েছে এক রোমহর্ষক কাহিনী।

একটু চুপ করে থেকে চৌগুলে আবার বলতে লাগলেন ঃ বায়রনের সহকারি কিষেণচাঁদের কথা তোমার মনে আছে মুকুন্দ।

ঃ জানি স্যর। কিন্তু লোকটা তো খুন হয়েছে।

ঃ আমি জানি কিষেণচাঁদের খুন নিয়েও আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বায়রন বলছে কিষেণচাঁদকে যারা খুন করেছে তারাই অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে।

ঃ এবার কী করব স্যর ?

ঃ খুনীকে খুঁজে বার করব। এই বলে চৌগুলে ফরেনসিক রিপোর্টগুলি দেখতে শুরু করলেন।

* * *

কিছুক্ষণ পরে মিরিয়াম এসে বায়রনের কাছে দাঁড়াল।

কী খবর ? মিরিয়াম ?

ঃ আপনি নিশ্চয় কিষেণচাঁদের মৃত্যুর খবর জানেন ? বায়রন মিরিয়ামের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলনা। শুধু মৃদু কন্ঠে বলল, জানি। ইনসপেক্টর চৌগুলেও আমার কাছে কিষেণচাঁদের মৃত্যুর রহস্য জানতে এসেছিলেন। আমি ওর প্রশ্নের জবাবে বললাম ঃ 'চৌগুলে যারা অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করেছে তারাই কিষেণচাঁদকে খুন করেছে' মিরিয়াম এই কয়েক দিনের মধ্যে কিষেণচাঁদ আমাদের বিরোধী দলের অনেক গোপন রহস্য, তথ্য জানতে পেরেছিল। বলতে পার, কিষেণচাঁদ এত কিছু জানতে পেরেছিল বলে তারই জন্যে তাকে প্রাণ দিতে হল। কিষেণচাঁদ উত্তর প্রদেশ পুলিশবাহিনীতে কাজ করত। ঐ কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছিল। ভালই কাজ করত। যাক এবার আমার সমস্যা হল কিষেণচাঁদের পরিবর্তে কাকে নিই। একজন উপযুক্ত, কর্মঠ এ্যাসিস্টাণ্ট আমার দরকার।

ঃ আপনি যদি অনুমতি দে'ন তাহলে একটি ছেলের নাম করতে পারি··· মিরিয়াম মিষ্টি গলায় বলল। মিরিয়াম জানত মেয়েলি সুরে বা কণ্ঠ বায়রনের মনকে নরম করবেই।

ঃ শুনি তোমার 'বয় ফ্রেণ্ডের' নাম ?

ঃ স্যর ছেলেটি আমার 'বয় ফ্রেণ্ড' নয়। গত দুমাস যাবৎ ছেলেটি প্রায় প্রতিদিনই আমাদের দপ্তরে আসত এবং বসে থাকত। আমাকে বলত আমি বায়রন হাউসের এ্যাসিস্টাণ্ট হয়ে কাজ করতে চাই। আমার ডিটেকটিভ হবার শখ হয়েছে। অবশ্যি তখন কিষাণচাঁদ আপনার হয়ে কাজ করত। তাই ওকে

প্রতিদিন একটানা অজুহাত দিয়ে ভাগিয়ে দিতাম। বলত: ঠিক আছে। আমি ডিটেকটিভ না হতে পারলেও সিনেমার হিরো হব। কিন্তু সিনেমার হিরোর চাকর হবার সুযোগও পায়নি।···সিনেমা জগতে ওর কাজ ছিল প্রডিউসার ডিরেক্টর এবং হিরো হিরোইনদের ছোটখাটো ফরমাইশি কাজ করা। কিছুদিন আগে ছেলেটি ওর প্রডিউসার ডিরেক্টরের কাছে গিয়ে বলেছিল আজ সাত বছর ধরে আপনার সঙ্গে অনেক কাজ করলাম কিন্তু আপনি আমাকে ছবি তুলবার কোন কাজই শেখালেন না।

প্রডিউসার ডিরেক্টর হেসে বলেছিলেন সে কী। এই যে সাত আট বছর তুমি আমার সঙ্গে কাজ করলে, এখন বলছ কিনা আমি তোমাকে ছবি তুলবার কাজ শেখাই নি।

তোমাকে শেখালাম ছবি তুলতে গেলে প্রডিউসারের-ডিস্ট্রিবিউটারের টাকা চুরি করতে হয়। তোমাকে চারশো বিশের কাজ শেখালাম। ফিনানসেয়ারদের কাছে কী করে মিথ্যা কথা বলতে হয়?

ঃ নবাগতা মেয়েদের হিরোইন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কী করে তাদের শয্যাসঙ্গিনী করতে হয় সেই বিদ্যাও শিখিয়েছি। এখন বলছ কিনা তুমি ফিল্ম লাইনের কোন কাজই শেখোনি। না বাপু তোমাকে ফিল্ম লাইনের সব জাল জোচ্চুরি শিখিয়েছি এবার বলতে পারবেনা যে এখন তোমার ছবি তুলবার ক্ষমতা নেই। না থাকে অন্য পেশা ধরো···' তাই ছেলেটি বার বার আমাকে বলছে আমাকে বায়রন ঘাউসের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ দিন। আমি ওঁকে বলব, আমাকে আপনার এ্যাসিস্টাণ্ট করে নিন।

মিরিয়াম একটানা তার কাহিনী বলে গেল। বায়রন মিরিয়ামের প্রতিটি কথাই মন দিয়ে শুনছিল। মিরিয়াম জানে বায়রনের কী ধরনের, কী যোগ্যতার এ্যাসিস্টাণ্ট দরকার। স্মার্ট, কাজকর্মে তৎপর, কোন কাজ করতে ভয় পায় না, সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধি আছে এরকম লোকই বায়রনের পছন্দ।

মিরিয়াম তুমি যখন ছেলেটির জন্যে এত 'রিকোমেণ্ড' করছ তখন তাকে আমাদের দলে নিতে আপত্তি নেই। কিষেণচাঁদকে দুহাজার টাকা দিতাম। ঐ টাকাই ওকে দেব। এছাড়া ট্রাম, বাসের, ট্যাক্সির, ট্রেনের খরচ ইত্যাদি। অর্থাৎ দপ্তরের কাজের জন্যে যা দরকার তাই দেবো। ছেলেটির নাম কি? বায়রন শেষ প্রশ্নটি করে উৎসুক হয়ে মিরিয়ামের মুখের দিকে তাকাল।

ঃ নাম হল ব্যাঙ্জো ডুগডুগি ··ছেলেটির নাম শুনে বায়রন অবাক হল।

ব্যাঙ্জো ডুগডুগি? এ কী ধরনের নাম মিরিয়াম? আমি তো আর শখের যাত্রা কিংবা স্পাইং ট্রেনিং স্কুল খুলিনি যে আমার এ্যাসিস্টাণ্টের নাম হবে ব্যাঙ্জো ডুগডুগি। বাপু তুমি ছেলেটিকে বলে দাও অন্য কোথাও গিয়ে চাকুরি খুঁজুক। আমার এখানে ফিল্মিওয়ালাদের দিয়ে কোন কাজ হবে না।'

মিরিয়াম হেসে বলল: আসলে এই ছেলেটির নাম হল 'বেঞ্জামিন ডিকস্টা'। সিনেমাতে রোল পাবার জন্য নাম পাল্টে ব্যাঙ্জো ডুগডুগি রেখেছে। গোয়ার

বাসিন্দা তবে বড্ডো চালাক চতুর। আমার মনে হয় ছেলেটি আপনার উপযুক্ত এ্যাসিস্টাণ্ট হবে।

ঃ কী করে বুঝলে? এবার বায়রনের সত্যি সত্যি জানবার ইচ্ছে হল মিরিয়াম কী করে ব্যাঙ্জো ডুগডুগিকে উপযুক্ত কর্মদক্ষতার সার্টিফিকেট দিল। মিরিয়াম কী ছেলেটিকে চেনে?

ঃ স্যর সিনেমাতে কাজ করাকালীন ওর কাজ ছিল দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির অভিনেত্রীদের ধরে রাখা...কেউ যেন ডিরেক্টরকে বিরক্ত না করে। অতএব মেয়েরা কী চরিত্রের হয় কী করে তাদের সামলাতে হয় ব্যাঙ্জো ডুগডুগি ভাল করেই জানে।

বায়রন মিরিয়ামের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝতে পারল। এবার সে হেসে বলল ঃ তুমি যখন ছেলেটিকে এত করে সুপারিশ করছ, আমি আর ওর নিয়োগে আপত্তি করব কেন? আর শোন, আমি কাল পানজিমে যাচ্ছি। তদন্তের কাজ করতে। ফিরে এসে এ নিয়ে কথা বলব।

ঃ আর যদি কোন মেয়ে টেলিফোন করে তবে ওদের বোলো আমি কবে ফিরব তার ঠিক নেই। আর একটা জরুরী কাজ করতে হবে। চোগুলেকে বলে দাও, আমি কালই পানজিমে যাবো। ওখানে গিয়ে আমি গোয়ার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করব। অস্কার বারগাঞ্জার অতীত নিয়ে কিছু তদন্ত করব! চোগুলে যেন পানজিম পুলিশকে এ খবর দেয়।

* * *

বায়রন পানজিমে (বর্তমানে পানাজী) পৌছেই গোয়ার পুলিশের আই জী এরিক ডিসুজার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ডিসুজা বায়রনকে দেখে বললেন মি. বায়রন ওয়েল কাম টু গোয়া। আমি আপনার প্রতীক্ষা করছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে পুলিশের আই-জী ডিসুজা বললেন ঃ চোগুলে বলছিলেন আপনি একটি বিশেষ তদন্তের কাজে গোয়াতে এসেছেন। বলুন আমি আপনাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারি?

ঃ অস্কার বারগাঞ্জার নাম শুনেছেন? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

ঃ অস্কার বারগাঞ্জা—এই বলে এরিক ডিসুজা দুই তিনবার নামটি উচ্চারণ করলেন। পরে বললেন ঃ মিঃ বায়রন এই অস্কার বারগাঞ্জার নামটি আমার কাছে অপরিচিত, অজানা নয়। কিন্তু কবে কোথায় কার কাছে শুনেছি সেইটে স্মরণ করে উঠতে পারছিনা। এছাড়া এই লোকটিকে আমি কোন দিন দেখিনি। তবে বলতে পারি কোথায় গেলে আপনি অস্কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে কিছু খবর পেতে পারেন।

বায়রন বলল ঃ মিঃ ডিসুজা, এই অস্কার বারগাঞ্জা হল পুরানো যুগের লোক। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর আগে অস্কার বারগাঞ্জা পর্তুগীজ কর্তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করত! লোকটি ছিল মহাধুরন্ধর...শুনেছি লোকটি পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করত।

এবার ডিসুজার জবাব দেবার পালা। বললেন মিঃ বায়রন আপনি যে বছর, যে সময়ের কথা উল্লেখ করছেন ঐ সময়ে গোয়ার আই-জী ছিলেন রবীন আলবুকের। আপনি যদি অস্কার বারগাঞ্জার চরিত্রের বিবরণী রবীন আলবুকেরকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে তিনি বলতে পারবেন অস্কার বারগাঞ্জাকে তিনি চিনতে পারবেন কী না ?

ঃ রবীন আলবুকের বেঁচে আছেন ? যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তার সঙ্গে দেখা করা কী সম্ভব হবে ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

এবার ডিসুজার জবাব দেবার পালা। বললেন ঃ রবীন আলবুকের বেঁচে আছেন। আপনি যদি চান তাহলে আজ সন্ধ্যায় রবীন আলবুকেরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারেন। আমি ওকে টেলিফোন করছি। উনি আপনার সঙ্গে স্বেচ্ছায় মনে খুলে সব কথা বলবেন।

এই বলে ডিসুজা টেলিফোনে রবীন আলবুকেরকে বললেন ঃ বোম্বাই থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ বায়রন ঘাউস এসেছেন। উনি অপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ?

ঃ কী ব্যাপারে ?

ঃ উনি অস্কার বারগাঞ্জার সম্বন্ধে কিছু খবর জানতে চান। আপনি কী ঐ নামে কাউকে চিনতেন ?

এবার রবীন আলবুকের প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। বললেন ঃ তুমি বলছ কী ডিসুজা। ওর মত শয়তান, চোর আমি সারা জীবনেও দেখিনি। ওর জীবনের অনেক কিছুই আমি জানি।

ঃ লোকটা কী বেঁচে আছে না মারা গেছে···

ঃ শোন ডিসুজা, বিড়াল কয়বার মারা যায় জান ? নয়বার··· ! আমি জানিনে এর আগে অস্কার বারগাঞ্জা কতোবার মারা গেছেন। যাক আমি তোমার বোম্বাই'র বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যা সাতটার সময় 'মাই লাভ' নাইট ক্লাবে দেখা করব। তোমার বন্ধুর নাম কী ?

একটু চুপ করে ডিসুজা বললেন ঃ ওর নাম বায়রন ঘাউস—প্রাইভেট ডিটেকটিভ। উনি হলেন আই-বী'র ডিরেক্টর মাধবন শংকরের ডান হাত—

ঃ মাধবন শংকরের বন্ধু। তাহলে এই কেসটি খুব ইণ্টারেস্টিং হবে। যাক ওকে বলে দিও আমি ওর জন্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় 'মাই লাভ' নাইট ক্লাবে দেখা করব। 'মাই লাভ' নাইট ক্লাব হল ঠিক শেরটনের পেছনে।

এইবার গোয়ার আই-জী ডিসুজা বায়রনকে বললেন ঃ তাহলে আপনি সন্ধ্যা সাতটার সময় ঐ 'মাই লাভ' নাইট ক্লাবে গিয়ে রবীন আলবুকেরের সঙ্গে দেখা করবেন। উনি পর্তুগীজ সরকারের শাসন কালে গোয়ার পুলিশ বাহিনীর কর্তা ছিলেন। তিনি এই গোয়ার একজন সবজান্তা পুরুষ।

সন্ধ্যা সাতটার সময় বায়রন 'মাই লাভ' নাইট ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত হল। এই নাইট ক্লাব বেশ বড় ছিল। ড্রিংক, ডিনার, ক্যাবারে-শো এর হ'ল রুটিন শো'। এছাড়া পাশের ঘরে ছিল রুলেট এবং তাস খেলার

আসর। ক্লাবে সন্ধ্যা থেকে দর্শকে ভর্তি ছিল!

বায়রন গিয়ে ম্যানেজারকে বলল ঃ রবীন আলবুকর কী এখানে আছেন? ম্যানেজার একবার গভীর দৃষ্টিতে বায়রনের মুখের দিকে তাকাল। পরে মৃদু হেসে বলল ঃ আপনিই বোধহয় বায়রন ঘাউস, প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফ্রম বোম্বাই। চলুন আপনাকে রবীন আলবুকরের কাছে নিয়ে যাই।

ঃ আলবুকর বয়স্ক। বয়স হয়ত সত্তর বছরের বেশি হবে। চুলগুলি সাদা, তিনি একটি ছোট হুইস্কি নিয়ে বসেছিলেন। ওটা ছিল তার পানীয়। ম্যানেজার রবীন আলবুকরের সঙ্গে বায়রনের পরিচয় করিয়ে দিল। রবীন আলবুকর বায়রনের হাত ধরে এক লম্বা ঝাকুনি দিয়ে বললেন ঃ ওয়েল কাম টু গোয়া। গ্ল্যাড টু মীট ইউ হিয়ার। তারপর 'মাই লাভ' নাইট ক্লাবের বড় কর্তা জনি গনসালভেজকে ডাকলেন। বললেন ঃ ইনিই হলেন বায়রন ঘাউস। আমার বন্ধু, মাধবন শংকরের সঙ্গে কাজ করেন। ইনি গোয়াতে এসেছেন কেন জানো?

জনি গনসালভেজের বয়স প্রায় পঞ্চাশের উপর। দেখলেই মনে হয় লোকটা, ধূর্ত এবং শয়তান। বিশেষ করে জনি গনসালভেজ যখন হাসেন তখন তার পরিচয় এবং চরিত্র বেশ স্পষ্ট হয়।

ঃ না, জনি গনসালভেজ ছোট জবাব দিলেন।

আমাদের বন্ধু অসকার বারগাঞ্জার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর নিতে গোয়াতে এসেছেন। এই কথা বলবার সময় রবীন আলবুকরের মুখের মৃদু হাসিও মিলিয়ে গেল।

জনি গনসালভেজের মুখ কঠিন হল। দ্যাট, ব্লাডি সোয়াইন···আপনি ওর কথা আমাকে বলবেন না স্যর। লোকটা আমার সর্বনাশ করেছে···

রবীন আলবুকর এবং জনি গনসালভেজের কথা শুনবার পর বায়রনের মনে আর কোন সংশয়, সন্দেহ রইল না যে অসকার বারগাঞ্জার চরিত্র রঙীন এবং কৌতূহলোদ্দীপক।

জনি গনসালভেজ এবার বেয়ারাকে ডেকে ড্রিংকসের অর্ডার দিলেন।

বেয়ারা একটি জনি ওয়াকারের বোতল টেবিলের উপর রেখে গেল। রবীন আলবুকর বায়রনের গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললেন ঃ ডবল খাবেন না 'ফোর ফিঙ্গার'—

ফোর ফিঙ্গার—বায়রন ছোট জবাব দিল।

ঃ আই লাইক 'ফোর ফিঙ্গার' অর্থাৎ ডবল ডবল স্কচ। যাক লেট আস ড্রিংক টু এ লং ফ্রেণ্ডশিপ। বলুন মিঃ বায়রন অসকার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে কী জানতে চান?

আপনি জানেন মিঃ আলবুকর কিছুদিন আগে বোম্বাই'র শহরতলী ভিয়াণ্ডি'তে এক লাক্সারী মোটর বোটে অসকার বারগাঞ্জার মৃত্যু হয়েছে। না বলব ওকে খুন করা হয়েছে, আমি নিজে গিয়ে তদন্ত করেছি···। আমি জানতে চাই এই অসকার বারগাঞ্জা লোকটি কে, তার অতীত জীবন কী? শুনেছি

যখন পর্তুগীজ সরকার গোয়াতে কায়েমী ছিল তখন অস্কার বারগাঞ্জা পানজিমে ছিলেন এবং পর্তুগীজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে বিবিধ ধরনের নোংরা পাপ কাজ করেছেন···বায়রন একটানা কথা বলে গেল।

এবার রবীন আলবুকর এবং জনি গনসালভেজ দুজনেই একসঙ্গে জোরে হেসে উঠলেন। বায়রনের মনে হল এ হল অবিশ্বাস, বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্যের হাসি··· রবীন আলবুকর বললেন ঃ মিঃ বায়রন আপনি জানতে চাইছিলেন অস্কার বারগাঞ্জা কী এবং কে? লোকটি হল শয়তান, ডেভিল। তার মুখের হাসি, মিষ্টি কথাবার্তা শুনলে আপনি অস্কার বারগাঞ্জাকে কখনই অবিশ্বাস করতে পারবেন না। এবং যেদিন থেকে আপনি অস্কার বারগাঞ্জাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবেন সেইদিন থেকে আপনার সর্বনাশ শুরু হল।'···

এবার জনি গনসালভেজ বলতে লাগলেন আপনি বলছিলেন অস্কার বারগাঞ্জা মারা গেছেন। আলবুকর সাহেব তো বললেন ঃ হী হিজ এ ডেভিল এ্যাণ্ড এ ব্ল্যাক ক্যাট। আপনি জানেন বিড়ালের কয়টি জীবন। নয়টি···। অস্কার বারগাঞ্জার কয়টি জীবন আমি জানি না তবে এটুকু বলব যে অস্কার বারগাঞ্জা এই সংসারকে আগুন না জ্বালিয়ে মরবে না। প্রতিবারই লোকটি যে কী করে বেঁচে যায় আমি বলতে পারব না।

জনি গনসালভেজ কিছুক্ষণ কথা বলবার পর বায়রনকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি নিজের চোখে ওর মৃতদেহ দেখেছেন···।

এবার বায়রন জবাব দিতে বেশি সময় নিল না। বলল হ্যাঁ।

কিন্তু মিঃ বায়রন আমি বলব আপনি যে মৃতদেহ দেখেছেন ঐ মৃতদেহ অস্কার বারগাঞ্জার নয় এবার রবীন আলবুকর জবাব দিলেন।

ঃ আপনি এ কথা বলছেন কেন? বায়রন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

ঃ জনিই আপনাকে অস্কার বারগাঞ্জার জীবন-মৃত্যুর কাহিনী শোনাবে··· রবীন আলবুকর এই বলে জনি গনসালভেজের মুখের দিকে তাকালেন। তার মুখের ভাবটি এমন ছিল যে এই আলাপ আলোচনা তুমিই শুরু কর।

কিন্তু জনি গনসালভেজ ঐ কথার জবাবে বললেন ঃ না স্যার, ঐ সময়ে আপনি গোয়া পুলিশের ডি. আই. জী. ছিলেন। আপনি অস্কার বারগাঞ্জা, গোলাম রসুল এবং ডিসিলভা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। আপনার কাহিনী আমার চাইতে রঙীন হবে।

রবীন আলবুকর মদের গ্লাসে এক লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন ঃ অস্কার বারগাঞ্জা, ডিসিলভা এবং গোলাম রসুল এরা তিন জনে ছিলেন পানজিমের 'থ্রী মাস্কেটিয়াস'' ক্লাবের অংশীদার। আর অতীতের 'থ্রী মাস্কেটিয়াস'' ক্লাবের কথা কী বলব। ঐ ক্লাব ছিল 'এক পাপ নগরী'।

সব ধরনের নোংরা কাজ ঐ ক্লাবে হত। জুয়ো, ড্রাগস, সেক্স— বলুন আর কী জানতে চান? আর ঐ সময়ের কথাটাও একটু স্মরণ রাখবেন। পর্তুগীজ সরকারের শাসনের সন্ধ্যাবেলা। ঐ বিদেশি সরকার জানত যে তাদের

রাজত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে। পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনী যারা গোয়াকে রক্ষা করবার জন্যে এদেশে এসেছিলেন তারা প্রায় সবাই সন্ধ্যার পরে ঐ ক্লাবে গিয়ে হৈহল্লা করতেন, জুয়ো খেলতেন এবং মেয়েদের নিয়ে জীবন উপভোগ করতেন। আমি বিভিন্ন কারণে এই থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের উপর পুলিশের কড়া নজর রেখেছিলাম। আমার কাছে খবর এল অস্কার বারগাঞ্জা, ডিসিলভা এবং গোলাম রসুল বোম্বাইতে প্রচুর পরিমাণে মদ স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ওদের জুয়ো খেলার আসরে জাল জোচ্চুরি ছাড়া আর কিছুই হত না। একদিন শুনতে পেলাম অস্কার বারগাঞ্জা পর্তুগীজ মুদ্রা, ডলার-স্টার্লিং জাল করে ক্লাবের বারের মাধ্যমে বাজারে ঐসব জাল নোট বাজারে চালাচ্ছে। অতএব ঠিক করলাম এই জাল নোট বাজারে এলে অস্কার বারগাঞ্জাকে গ্রেপ্তার করব। এই অস্কার বারগাঞ্জাকে গ্রেপ্তার করা খুব সহজ কাজ ছিল না। কারণ অস্কার বারগাঞ্জা যেমন রাত্রিবেলায় ক্লাব হোটেলে জোচ্চুরি, চুরি করত তেমনি দিনের বেলায় অস্কার বারগাঞ্জা ছিল পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের একজন বড় গণ্যমান্য ইনফরমার। পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তারা এই সময়ে খবর সংগ্রহ করবার চাইতে পয়সা সংগ্রহ করবার ফিকিরেই বেশি ছিলেন। এদের মধ্যে আবার অনেকে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ ব্যবসা, স্মাগলিং, ইলগাল সার্ভিসের কাজকর্ম করতেন। অস্কার বারগাঞ্জা ছিল এই সব শয়তানদের ডানহাত।

ঃ অস্কার বারগাঞ্জা আসলে ছিল কেউটে সাপ। আমি ওকে গ্রেপ্তার করবার আগেই অস্কার বারগাঞ্জা আমাকে ছোবল মারল। পর্তুগীজ সরকারের কর্তাদের কাছে গিয়ে নালিশ করল আমি হলাম ভারত সরকারের স্পাই। অতএব আমাকে পুলিশের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা উচিৎ হবে না। আমাকে বদলি করা হল। এই সময়ে পর্তুগীজ এবং ভারত সরকারের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ তুঙ্গে উঠেছিল। পর্তুগীজ সরকার অস্কার বারগাঞ্জার নালিশকে বিশ্বাস করল। এই নালিশ বিশ্বাস করবার আর একটি কারণ ছিল যে অস্কার বারগাঞ্জার পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঠিক এই সময়ে আমার জনি গনসালভেজের সঙ্গে পরিচয় হল।

এই বলে রবীন আলবুকের চুপ করলেন। জনি গনসালভেজ তার মুখ খুললেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ 'শয়তান, বেইমান এবং বদমাশ', এই তিনটি শব্দ দিয়ে আমি আপনার কাছে অস্কার বারগাঞ্জার পরিচয় দেব। আর আলবুকের সাহেবতো বলেছেন এই অস্কার বারগাঞ্জা ছিলেন এক বিষাক্ত কেউটে সাপ।

ঃ অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল গোয়ার 'থ্রী মাস্কেটিয়াস'' নাইট ক্লাবে। আমি ছিলাম ঐ ক্লাবের রুলেট খেলবার 'ক্রুপিয়ের' অর্থাৎ রুলেট খেলবার চাকতি ঘোরাবার দায়িত্ব আমার হাতে ছিল। 'ক্রুপিয়েরের কাজে আমি ছিলাম জহুরী।' এই রুলেটের কাঁটা ঘোরাবার সময়

জাল জোচ্চুরি, সব ধরনের পাপ কাজ আমার চাইতে আর কেউ বেশি ভাল করে করতে পারত না। এই জোচ্চুরি কাজ থেকে আমার প্রচুর লাভ হত। কিন্তু আমার লাভে বখরা বসাতেন অস্কার বারগাঞ্জা, 'ফিফটি ফিফটি।' অবশ্যি আমাদের এই মুনাফায় ডিসিলভার একটি অংশ ছিল। গোলাম রসুল বাইরে স্মাগলিং-এর কাজ করত। তাই জুয়োর আড্ডায় তার কোন শেয়ার ছিল না।

আমি দিনে ঘুমুতাম। রাত্রে ডিউটি করতাম। এই রাত্রের ডিউটি আমার জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনল। বলুন আমার সর্বনাশ হবে না কেন? তরুণী সুন্দরী যুবতী, রাত্রে যদি তার পুরুষকে বিছানায় শয্যাসঙ্গী হিসেবে না পায় তাহলে সে বিগড়ে যাবে না কেন! আমার স্ত্রীর বিগড়ে যাবার আর একটি কারণ হল—অস্কার বারগাঞ্জা। আমার স্ত্রী, অলিভিয়া কী চায় আমি বুঝতে না পারলেও অস্কার বারগাঞ্জা বুঝেছিল। তার দেহের খাই মেটাতে হবে।

এই নাইটক্লাবেই আমার এবং অস্কার বারগাঞ্জার মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল?

একদিন অস্কার বারগাঞ্জা বিনা কারণে, একটা সামান্য কাজের অজুহাতে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। অস্কার বারগাঞ্জা আমার বাড়িতে আসে এটা আমার স্ত্রী অলিভিয়ার ঘোর আপত্তি এবং অপছন্দ ছিল। কারণ এই সময়ে মেয়েঘটিত ব্যাপারে পানজিমের বাজারে অস্কার বারগাঞ্জার বেশ দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই বলত অস্কার বারগাঞ্জা শুধু মেয়েদের সর্বনাশ করে না, তাদের মাছের দরে বাজারে বিক্রী করে থাকে। শোনা গিয়েছিল অস্কার বারগাঞ্জা পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বড় বড় কর্তাদের হাতে গোয়ার যুবতী মেয়েদের তুলে দিত। অস্কার বারগাঞ্জা আমার বাড়িতে আসছে এ খবর শোনবার পরে ডিসিলভা আমাকে ডেকে বলল: খবরদার, এমন মারাত্মক ভুল করিসনে। ঐ হারামজাদা তোর ঘর ভাঙবে। সেদিন অলিভিয়ার অনুরোধ, ডিসিলভার উপদেশ কোনো কিছুতেই কান দিইনি। অস্কার বারগাঞ্জা নিয়মিত ভাবে আমার বাড়িতে আসত।

একদিন অস্কার বারগাঞ্জা আমার কাছে এক অভাবনীয় লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে এল। প্রস্তাবটি এত আকর্ষণীয় ছিল যে প্রথমে আমি সেই প্রস্তাব বিশ্বাস করতে পারলামনা। বারগাঞ্জা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স নাইট ক্লাবের তার নিজের শেয়ার জলের দামে আমাকে বিক্রি করবার প্রস্তাব দিয়েছিল। এই শেয়ারগুলি জন্যে সে বেশি দাম চাইল না। অস্কার বারগাঞ্জা আমার কাছে যে টাকা চাইল আমি সেই টাকা দিতে রাজি হলাম। অলিভিয়া ঘোর অ্যাপত্তি করল। বলল: সর্বনাশ, ঐ শেয়ারগুলি জাল। ঐ সাপের কাছ থেকে কোন শেয়ার কিনো না। লোকটা তোমাকে ঠকাবে। আমি অলিভিয়ার কথায় কান দিলাম না। কারণ আমি কোনদিনই অলিভিয়ার বাধা-আপত্তিতে কান দিইনি। এই সময়ে পুলিশের ডি আই জী রবীন আলবুকরের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হল। তিনি যখন দেখতে পেলেন আমার সঙ্গে অস্কার বারগাঞ্জার গভীর বন্ধুত্ব হয়েছে তিনি আমাকে সাবধান করে বললেন: জনি তুই ঘরে সাপ ঢোকাচ্ছিস।

আমার তখন যে কী হয়েছিল বলতে পারব না, আমি কারো কথায় কান দিলাম না।

তারপর আমার জীবনে পর পর দুটি সর্বনাশ ঘটে গেল। আমার জীবনধারা পাল্টে গেল। প্রথমত জানতে পারলাম অস্কার বারগাঞ্জা আমার কাছে থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের যে শেয়ারগুলি বিক্রী করেছিল সেই শেয়ারগুলি ভুয়ো, জাল। এছাড়া অস্কার বারগাঞ্জা 'থ্রী মাস্কেটিয়াস'' ক্লাবের শেয়ার আমার কাছে বিক্রী করেছে এখবর শুনে ডিসিলভা খুব জোরে হেসে উঠেছিল।

ঃ হাসছিস কেন ডিসিলভা ? ডিলভার মুখে হাসি দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম।

ডিসিলভা আমার প্রশ্ন শুনে আরো জোরে হেসে উঠল। বলল ঃ তুই পাগল হয়েছিস গনসালভেজ। থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে অস্কার বারগাঞ্জায় শেয়ার কোথায় যে ও তোর কাছে শেয়ার বিক্রী করবে ?

ডিসিলভার কথা শুনে আমি অবাক হলাম। বললাম ঃ তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস। বাজারের সবাই জানে যে অস্কার বারগাঞ্জা হল 'থ্রী মাস্কেটিয়াস'' ক্লাবের একজন বড় অংশীদার।

ডিসিলভা তার মুখ গম্ভীর করল। বলল ঃ অস্কার বারগাঞ্জা 'থ্রী মাস্কেটিয়াস'' ক্লাবের অংশীদার। কোন কালেই ওর এই ক্লাবে কোন শেয়ার ছিলনা এবং কোনদিন হবে না। এই ক্লাবে বারগাঞ্জা এক সিকি শেয়ার নেই। ও হল কমিশনড দালাল। আমার এখানে খদ্দের নিয়ে আসে। প্রতি খদ্দের বাবদ কমিশন আদায় করে। এ ছাড়া মেয়েমানুষ যোগার করা, ভাড়া খাটানো সবই হল ওর আয়, উপার্জন। প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের ভাড়া খাটিয়ে দশ পনেরো হাজার টাকা রোজগার করে। মেয়ে যদি একটু কচি হয় এবং সুন্দরী হয় তাহলে সেই মেয়ের ভাড়া হল তিনগুণ। অবশ্যি অস্কার বারগাঞ্জা হল পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের একজন সদস্য। তাই সে আমাদের উপর ছড়ি ঘোরায় এবং সবার কাছে বলে বেড়ায় ও হল থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের একজন বড় অংশীদার। লোকটা আমাকে প্রচুর ব্যবসা এনে দেয়, বড় বড় রুই কাতলা, ভি আই পি'দের নিয়ে আসে। সুন্দরী পরীদের আনে, এবং এদের ভাঙিয়ে আমি বেশ ভাল রোজগার করি। তাহলে আমি কেন অস্কার বারগাঞ্জার এই দাবিকে অস্বীকার করব ? তাই চুপ করে থাকি। কারণ ইচ্ছা করলে অস্কার বারগাঞ্জা 'আমার ক্লাবের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে— এবং আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি করতে পারে। ডি আই জি' আলবুকর সাহেবের নামে মিথ্যা অভিযোগ করে ওকে সি- আই ডি'র পদ থেকে বদলি করিয়েছে। অস্কার বারগাঞ্জা সব কিছু করতে পারে। শয়তানকে ভগবান বানাতে পারে এবং ভগবানকে শয়তান করতে পারে।

'এই হল আমার জীবনের প্রথম দুর্ঘটনা'। এবার পরবর্তী দুর্ঘটনার কথা বলব।

আগেই বলেছি আমি ছিলাম নাইট ক্লাবের রুলেট খেলার ক্রুপিয়ের। রাত্রে

আমার ডিউটি থাকত। রাত্রে প্রায় দুটো তিনটেয় বাড়ি ফিরতাম। অলিভিয়া আমার প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু একদিন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল।

রাত তিনটের সময় বাড়িতে ফিরে দেখলাম অলিভিয়া এবং অস্কার বারগাঞ্জা আমার বিছানায় নগ্ন হয়ে, একে অন্যকেজড়িয়ে শুয়ে আছে। অসম্ভব! প্রথমে আমি এই দৃশ্য বিশ্বাস করতে চাইলাম। অলিভিয়া! কথায় কথায় যে অস্কার বারগাঞ্জাকে গালমন্দো দিত সে কিনা হয়েছে তারই শয্যাসঙ্গিনী। আমি কী স্বপ্ন দেখছি···না আমি এক বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। আমাকে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে দেখে অস্কার বারগাঞ্জা কিংবা অলিভিয়া একটুও ভয় পেলোনা। বরং আমাকে দেখে অলিভিয়া তীব্র ধমকের সুরে বলল: তুই হাঁ করে দাড়িয়ে দাড়িয়ে :দেখছিস কী। আমার জীবনের সব চাইতে সুখের সময় এসে তুই বাধা দিলি। তুই নরকে যাবি। এই বলে অলিভিয়া জামাকাপড় পড়ে অস্কার বারগাঞ্জার হাত ধরে বলল: চল এই 'নরক কুণ্ড' থেকে বেড়িয়ে যাব। এই বলে ওরা বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

অলিভিয়া এবং অস্কার বারগাঞ্জার আলাপ আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে প্রথম যেদিন অস্কার বারগাঞ্জা আমার বাড়িতে এসেছিল সেদিন থেকে ওরা একে অন্যর বিছানার সঙ্গী হয়েছিল।

আমি অলিভিয়ার হাত ধরে বললাম: তুই যাসনে। আমি আজকের ঘটনা সব ভুলে যাব। ও তোর সর্বনাশ করবে....

কিন্তু অলিভিয়া আমার কথায় কান দিলনা। বরং বলল: স্বামী হয়ে তুই জানিসনা বউরা রাত্রে স্বামীর কাছ থেকে কী চায়। তুই যেদিন পুরুষ হবি, বলবি। আমি এখন আর তোর মুখ দেখতে চাইনা...। এই বলে অলিভিয়া এবং অস্কার বারগাঞ্জা ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

অলিভিয়া কী করছে? আমি কী করব ভেবে পেলাম না। ওরা দুজনে চলে গেল।

* * *

এই কাহিনী বলতে বলতে জনি গনসালভেজের চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে লাগল: মি. ঘাউস, আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসতাম। সবাই আমাকে বলেছিল অস্কার বারগাঞ্জাকে বিশ্বাস করিসনা। আমি তো কারু কথায় কান দিইনি। কারণ অস্কার বারগাঞ্জা যে এমনি ভাবে আমার সর্বনাশ করবে, ঘর ভাঙ্গবে এবং বেইমানী করবে তা ছিল কল্পনাতীত।

তবু লোকটা যদি অলিভিয়াকে সুখে রাখতে পারত তাহলে...

বায়রন গনসালভেজের কথায় বাধা দিল। জিজ্ঞেস করল: কেন অলিভিয়া কী সুখে নেই?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জনি গনসালভেজের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। একটু

থেমে বলল, শুনেছিলাম ওরা দুজনে ছয়মাস একসঙ্গে কাটিয়েছিল। পরে অলিভিয়াকে অস্কার বারগাঞ্জা লিসবনের এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করে দিয়েছিল। এখন অলিভিয়া কোথায় কার কাছে আছে জানিনা। জনি গনসালভেজ শুকনো গলায় জবাব দিল।

এতক্ষণ ধরে রবীন আলবুকের বায়রন এবং জনি গনসালভেজের আলাপ আলোচনা শুনছিলেন। কোন মন্তব্য করেননি। এবার তিনি আলোচনায় যোগ দিলেন। বললেন মি. বায়রন আপনি এতক্ষণ জনির কথা শুনলেন। এবার আমি এই অস্কার বারগাঞ্জা সম্বন্ধে কিছু বলব। কারণ এই শয়তান লোকটা আমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল।

আমি গোয়া পুলিশের দপ্তর ছেড়ে পানজিম ডকের সিকিউরিটি অফিসার হলাম। হঠাৎ একদিন ইনফরমারের কাছ থেকে খবর পেলাম যে পানজিমের ডক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বেআইনী মাদক দ্রব্য আমদানী করা হচ্ছে। এই মাদক দ্রব্য স্মাগলিং-এর পেছনে কার হাত আছে একটা আন্দাজ অনুমান করতে পারলাম। আমার ইনফরমার আরো বলেছিল এই স্মাগলিং-এর কাজকর্মের সঙ্গে শুধু অস্কার বারগাঞ্জা নয়, এর সঙ্গে পর্তুগীজ সরকারের এক বড় ইনটেলিজেন্স অফিসারও জড়িয়ে আছেন। আমি স্থির করলাম যে অস্কার বারগাঞ্জার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে হলে আমাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। আমার কাছে অস্কার বারগাঞ্জা বিরোধী আর একটি প্রয়োজনীয় খবর ছিল। শুনতে পেয়েছিলাম অস্কার বারগাঞ্জা জাল বিদেশি এবং পর্তুগীজ মুদ্রা বানাচ্ছে। এই জাল মুদ্রা তৈরি করবার ব্যাপার পর্তুগীজ সরকারের কর্তারা বিশেষ করে গোয়ার গভর্নর সাহেব বিশেষ সজাগ ছিলেন। কী করে এই জাল মুদ্রা বানান হচ্ছে? সেইটে জানবার জন্যে আমি স্থির করলাম যে অস্কার বারগাঞ্জার অনুপস্থিতেতে এই তদন্তের কাজ শুরু এবং শেষ করব। কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা কার্যকরী করতে যে সময় নিল এর মধ্যে আর একটি কাণ্ড ঘটে গেল। ড্রাগস স্মাগলিং এবং মেয়ে নিয়ে ব্যবসা করবার দরুন অস্কার বারগাঞ্জার শত্রুর অভাব ছিল না। শুনতে পেলাম অস্কার বারগাঞ্জা মারা গেছে। আমি প্রথমে বিশ্বাস করলাম না অস্কার বারগাঞ্জা সত্যি সত্যি মারা গেছে। মনে হল অস্কার বারগাঞ্জা লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে বাজারে এই গুজব রটিয়েছে। কিন্তু মি. বায়রন তার পরবর্তী কাহিনী আরো বিস্ময়কর।

এবার জনি গনসালভেজ বলতে শুরু করল। বলল: হ্যাঁ মি. বায়রন এর পরের কাহিনী শুনলে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন। আমরা ক্লাবে অস্কার বারগাঞ্জাকে 'ক্যাট' বলে ডাকতাম। 'দি ব্ল্যাক ক্যাট"। কারণ অস্কার বারগাঞ্জা "ক্যাটের" মতোই ধূর্ত ছিল। আমিই রবীন আলবুকের সাহেবকে গিয়ে বললাম: আমাদের শত্রু অস্কার বারগাঞ্জা মারা গেছেন। আলবুকের সাহেব আমার কথায় বিশ্বাস করলেন না। আমি তাকে যখন বললাম যে অস্কার

বারগাঞ্জার কফিন যখন কবর দে'য়া হচ্ছিল তখন আমি সেইখানে উপস্থিত ছিলাম।

কারণ আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারিনি যে লোকটা মারা গেছে। কিন্তু মি. বায়রন ঐ কফিন যখন কবরে নামান হল তখন আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও কবরে মাটি দিয়েছিলাম। না এর পর আমার আর অবিশ্বাস করবার যো ছিলনা যে শয়তান অস্কার বারগাঞ্জা মারা যায়নি। ঐ কবর দেবার সময় পানজিম শহরের অনেক মেয়েরা যারা অস্কার বারগাঞ্জাকে ভালবাসত, তারা সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকে কাঁদছিলেনও। কিন্তু ঐ সময়ে আমরা যারা ঐ গোরস্থানে উপস্থিত ছিলাম আমরা কখনও কল্পনা করিনি যে আমরা এক বিরাট কৌতূহলোদ্দীপক নাটকের একটি দৃশ্য দেখেছি।

কিন্তু মিঃ বায়রন এর পরবর্তী দৃশ্য ছিল আরো বিস্ময়কর।

এবার জনি গনসালভেজ থামল। রবিন আলবুকর আবার বলতে লাগলেন ঃ অস্কার বারগাঞ্জা খুব উঁচুদরের অভিনেতা ছিলেন। তার অভিনয় এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোন পার্থক্য ছিল না। তাই আমার মন বলতে লাগল অস্কার বারগাঞ্জা হয়তো আদৌ মারা যায়নি। আমাদের সবার মনে, বিশেষ করে, পুলিশ, এবং শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্যে এই মৃত্যুর অভিনয় করছে। আমার মনের সন্দেহের কথা জনির কাছে বললাম।

ঃ কী করবেন ? জনি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

ঃ ভাবছি একবার কবরখানায় কফিন খুলে দেখব লোকটা সত্যি সত্যি মারা গেছে কিনা ?

ঃ আপনি কী বলছেন আলবুকর সাহেব ··

হ্যাঁ, আজ গভীর রাত্রে তুমি আর আমি গোরস্থানে যাব। গোরস্থানার দারোয়ানকে টাকা ঘুষ দিয়ে তার মুখ বন্ধ রাখব···। কফিনের ডালা খুলে দেখব ঐ কফিনের ভেতর কার মৃতদেহ আছে। অস্কার বারগাঞ্জার না অন্য কারো ?

গভীর রাত্রে আমি এবং জনি গোরস্থানে গিয়ে হাজির হলাম। দরোয়ানকে ঘুষ দিলাম। পরে দরোয়ান আমার পরিচয় পেয়ে সে আমাদের সাহায্য করতে লাগল। ঐ কফিন খুলে বার করলাম।

কফিনের ডালাখুলে আমাদের সবার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কোথায় অস্কার বারগাঞ্জার মৃতদেহ ? কফিনে মৃতদেহের পরিবর্তে কয়েক ব্যাগ হেরোন, হাসিস প্রচুর বিদেশি করেন্সী এবং দামি দামি জুয়েলারি দেখতে পেলাম। জুয়েলারি কার বুঝতে অসুবিধা হল না। কিছু দিন আগে পানজিমের এক সমৃদ্ধশালী ধনী ভদ্রমহিলাকে হত্যা করে তার প্রচুর জুয়েলারি চুরি করা হয়েছিল। সন্দেহ করা হয়েছিল তার ভাইপোকে। পুলিশ ভাইপোকে থানায় টেনে এনে জেরা করেছিল এবং তার বাড়ি খানাতল্লাসি করেছিল। কিন্তু তার বাড়ি থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে বাজারে একটা গুজব ছিল যে এই ভাইপো ছিল অস্কার

বারগাঞ্জার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এবার এই গয়না চুরির ঘটনা আমার কাছে স্পষ্ট পরিস্কার হল। অস্‌কার বারগাঞ্জা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গয়নাগুলি এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে যে কেউ জানতে পারবেনা গয়নাগুলি কোথায় ? এছাড়া গয়নাগুলি না পাওয়া গেলে শুধু মাত্র সন্দেহ করে কাউকে জেলে ভরা সম্ভব নয়।

আর এক কারণে হয়তো গয়নাগুলি কফিনের ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ঐ সময়ে বাজারে গুজব ছিল যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী শিগগিরই গোয়া আক্রমণ করবে। ভারতীয় সৈন্যরা যদি গোয়া দখল করে নেয় তাহলেও তারা কখনোই এই সব গয়নার হদিস পাবে না। এছাড়া ঐ কফিনের মধ্যে যে মাদকদ্রব্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তার মূল্য প্রায় লাখ পঞ্চাশেক টাকার।

একটানা রবীন আলবুকের এবং জনি গনসালভেজ শয়তান অস্‌কার বারগাঞ্জাকে নিয়ে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই কাহিনী বলে গেলেন।

এবার বায়রন মনে মনে স্বীকার করলে, অস্‌কার বারগাঞ্জা ছিল 'শয়তানদের রাজা।' তাকে ধরা কিংবা আদৌ সে মারা গেছে কিনা সেই কথা জানা সহজ কাজ নয়।

বায়রন ঠিক করল বোম্বাইতে ফিরে গিয়ে সে একবার থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের সর্দার লোটনকে পাকরাও করবে। তার মুখ থেকে বের করতে হবে, জানতে হবে কে এই অস্‌কার বারগাঞ্জার মৃত্যুর রহস্য কী ? লোটনের পেট থেকে কথা বের করবার এক তীক্ষ্ণ ধারাল অস্ত্র বায়রনের হাতে আছে। লোটনকে বলবে যে অস্‌কার বারগাঞ্জাকে খুন করবার জন্যে সে উত্তেজিত হয়ে এক উড়ো চিঠি লিখেছিল। এই চিঠি তারই দপ্তরের টাইপরাইটারে লেখা হয়েছিল।

বোম্বাই'র থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের লোটন সর্দার এবং গোয়ার থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের ডিসিলভা যে একই ব্যক্তি সেই বিষয়ে বায়রনের মনে আর কোন সন্দেহ ছিলনা। এবার সে অনুমানে, অন্ধকারে যে ঢিল ছুড়বে, দেখা যাক এই ঢিল গিয়ে কার গায়ে লাগে।

* * *

বোম্বাইতে নরীম্যান পয়েণ্টের ফ্ল্যাটে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বায়রনের বেড-রুমের টেলিফোন তীব্র আর্তনাদ করে বেজে উঠল। বায়রন একবার ঠিক করল সে টেলিফোন ধরবে না···কিন্তু কী ভেবে সে রিসিভার তুলল, টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিল শবনম।

বায়রনও একবার ভেবেছিল শবনম এবং দীপচাঁদের কথাবার্তা কতদূর এগোল জানা দরকার···অতএব শবনমের টেলিফোন পেয়ে বায়রন খুশি হল।

ঃ ডার্লিং বায়রন তুমি কোথায় ছিলে বলো তো ? গত তিনদিন ধরে তোমার দপ্তরে টেলিফোন করে শুধু তোমার ঐ লক্ষ্মীছাড়া সেক্রেটারি মেয়েটির গলা শুনেছি। যখনই টেলিফোন করি বলে তুমি নেই। কবে আসবে জানিনা।

কোথায় গেছে জানিনা। বাপস কোথা থেকে এই হতভাগিকে ধরে এনেছ বলোতো। তুমি কী কোন পুরুষ সেক্রেটারি রাখতে পার না ?

ঃ বায়রন বুঝতে পারল শবনম রেগে গেছে। রেগে গেলে শবনম যে এক বিতিকিচ্ছিরে কাজ করে বসবে এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

ঃ কী ব্যাপার ?

শবনম রাগের সুরে জবাব দিল ঃ একবার তো আদর করে কোন কথা বলছ না। কেন দীপচাঁদকে বিয়ে করব বলে ? শোন আমাদের লণ্ডন যাওয়া ঠিক। আর তিনদিন বাদে। দীপচাঁদ লাটারির টিকিট কেটে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা প্রাইজ পেয়েছে। গতকাল খবরের কাগজে মানে 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ার পত্রিকায়' ঐ লটারির রেজাল্ট বেড়িয়েছে ! তুমি কাগজ দেখে নিও। দীপচাঁদ আমাকে বলল ঃ ডার্লিং আমি লটারি জিতেছি। কুড়ি লাখ টাকা পাব। ঐ টাকা দিয়ে আমরা লণ্ডনে যাব। লণ্ডনে বিয়ে, প্যারিসে হনিমুন।

ঃ মাই কনগ্র্যাচুলেশন ডার্লিং। তবে তোমাদের যাবার দিন স্থির হলেই অতি অবশ্যি ঐ যাত্রার তারিখটা জানাবে। আমি যাবার আগের দিন তোমার এবং দীপচাঁদের জন্যে এক বড় রিসেপশন দেব।

প্রথমে শবনম চুপ করে রইল। পরে বলল ঃ ডার্লিং ভাবছি এই রিসেপশনের কথা নিয়ে একবার দীপচাঁদের সঙ্গে আলোচনা করব। পরে তোমাকে আমাদের যাবার তারিখ জানাব।

বায়রন এর জবাবে বলল ঃ সে কী ডার্লিং আমি ঠিক করেছি ঐ রিসেপশনে তোমাকে একটা ডায়মণ্ডের নেকলেশ উপহার দেব। সবাই দেখবে আমি তোমাকে কত ভালবাসতাম...

প্রতিবাদ করলে শবনম বলল, সে কী ডার্লিং, তুমি কী বলছ ? 'ভালবাসতাম' বলছ কেন, বল 'ভালবাসি'। এখনও তোমাকে দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই...

ঃ কিন্তু শবনম তুমি যে বিয়ে করতে যাচ্ছো...

প্রায় ধমকের সুরে শবনম জবাব দিল, রাখো তোমার বিয়ে। তুমি যদি বল কালই আমি এ বিয়ে ভেঙ্গে দেব।

এর পরে শবনম গলার স্বর মিষ্টি করে বলল তোমাকে যে লটারির টিকিটের কথা বলেছি একথা আর কাউকে বল না। আমাদের ঘরের খবর তোমাকে দিলাম। হাজার হক তুমি হলে আমার একান্ত আপনজন।

ঃ যাই হক মনে রেখো যাবার আগের দিন বেশ ধুমধাম করে তোমাদের জন্যে রিসেপশন দেবো।

ঃ ঠিক আছে। যাবার তারিখ পরে জানাব।

* * *

পরের দৃশ্য থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাব। বায়রন এই ক্লাবে ঢুকবার আগে ঠিক করেছিল একবার লোটনের সঙ্গে মন খুলে সব কথা বলা দরকার।

লোটন তার ক্লাব ঘরে বসেছিল...

বায়রন তার ঘরে ঢুকে গেল।

বায়রনকে ঘরে ঢুকতে দেখে লোটন বেশ অবাক হল। এর আগে অমন সহজভাবে কেউ তার ঘরে ঢোকেনি কিংবা ঢুকতে সাহস করেনি। বলা নেই, কওয়া নেই, অমন দুম্ করে লোটনের ঘরে ঢুকবার হিম্মৎ কয়জনার আছে। লোটনের ঘরের চারপাশে বেশ কিছু লোক ঘোরাফেরা করছিল। সবাই হল লোটনের সাগরেদ। ওরা বায়রনকে আচমকা ঘরে ঢুকতে দেখে বেশ অবাক হল।

ঃ আপনি? আপনি হঠাৎ এমনি ভাবে আমার ঘরে ঢুকলেন কেন? লোটনের কণ্ঠস্বরে শুধু বিস্ময়ের সুর ছিল না, ভয়ের সুর ছিল।

বায়রন লোটনের কথার কোন জবাব দিল না। ঘরে ঢুকেই টেলিফোনের লাইন কেটে দিল। পরে লোটনের সামনে একটা ছোট চেয়ার টেনে বসল।

লোটন বিশ্বাস করতে পারল না তার ঘরে অন্য কেউ ঢুকে টেলিফোনের লাইন কেটে দেবে। শুধু তাই নয়, চেয়ার টেনে তার সামনে বসবার সাহস কয়জনার আছে।

ঃ ডিসিলভা, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা আছে।

ঃ ডিসিলভা! আপনি এসব কী বলছেন? ডিসিলভা কে?

ঃ লোটন নাম লুকোবার চেষ্টা করো না। আমি জানি তুমি কে? এবার বল তুমি আমার কাছে মন খুলে কথা বলবে কি না?

ঃ আপনি মারাত্মক ভুল করছেন···

ঃ তাহলে আমাকে পুরান কাসুন্দী ঘাটতে হবে। ও কাজ আমি করতে চাই না। ডিসিলভা তুমি কে আমি জানি। তোমার অতীত আমার জানা আছে। দরকার হলে রবীন আলবুকের কিংবা জনি গনসালভেজকে ডেকে আনতে পারি।

এই দুটি নাম শুনবার পর লোটন বুঝতে পারল সে এক কঠিন বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছে। লোটন তার অতীত জীবনী বিশেষ করে পুরান দিনগুলি নিয়ে কোন কাসুন্দী ঘাটতে চায় না।

ঃ বল তোমাকে কী নাম ধরে ডাকব। যে নাম ধরেই তোমাকে ডাকিনা কেন, তোমার বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আছে। গোয়ার যুদ্ধের সময় তুমি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলে। না বলো না। গোয়ার ডি. আই. জি. রবীন আলবুকের এবং তোমার সহকর্মী জনি গনসালভেজ তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছে। পানজিমে তোমার 'থ্রী মাস্কেটিয়াস' নামে একটি নাইট ক্লাব ছিল। ওখানে হরেক রকমের পাপ কাজ করা হত। মেয়ে বেচাকিনি করা হত। এছাড়া জাল মুদ্রা তৈরি করা ছিল তোমার বিশেষত্ব।

লোটন জবাব দিলনা।

ঃ আমি জানি গোয়ার পুলিশ এবং তোমার শত্রুরা তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই তুমি ডিসিলভা নাম পালটে লোটন নাম রেখেছ। লোটন এবার তোমার বোম্বাইতে দুষ্কর্মের কাহিনী নিয়ে কিছু বলব। শোন আমার সঙ্গে যদি সহযোগিতা কর তাহলে আমি তোমাকে রাজসাক্ষী করব। তাহলে

হয়ত তোমার সাজা একটু লঘু হবে।

ঃ শোন এবার প্রশ্নগুলি।

ঃ শিরীন কে? তাকে তুমি কতদিন ধরে চেনো? তোমার সঙ্গে শিরীনের পরিচয় করিয়ে কে দিয়েছিল। এ পর্যন্ত তুমি তাকে কত টাকা ধার দিয়েছ? এবং টাকা ধার দিলেই বা কেন?

লোটন এই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে সময় নিল। হয়তো জবাব দে'য়া উচিৎ কিনা সেই নিয়ে ভাবল। পরে বলল ঃ স্যার আপনি আমাকে মাপ করুন। আপনি অনেক প্রশ্ন করেছেন। এসব প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই···শিরীনকে আমি চিনি না ··

ঃ লায়ার! বায়রন প্রায় চিৎকার করে বলল। তুমি শিরীনকে না চিনলে ওকে কেন টাকা ধার দিয়েছিলে? অরুণদাসের সঙ্গে কেন তাকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলে? এর নেপথ্য কারণ কী ছিল? এছাড়া শিরীনকে টাকা ধার দিয়েছিলে কেন?

ঃ চুপ করে রইল লোটন।

বুঝতে পারল সে এক কঠিন পাত্রের হাতে পড়েছে...

ঃ তোমাকে আরো বলব ঃ ডিসিলভা...না তোমাকে লোটন বলেই ডাকব। তুমি অরুণদাসকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলে ঃ অস্‌কার বারগাঞ্জা বোম্বাই থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে তোমার ডকুমেণ্টগুলি এবং জাল হুণ্ডিগুলি ওর কাছ থেকে আদায় কর নইলে পস্তাবে। অরুণ যে ভুল করে সাচ্চা ডকুমেণ্ট অস্‌কার বারগাঞ্জাকে দিয়েছিল একথা তুমি কী করে জানতে পেরেছিলে? আর ঐ ডকুমেণ্টগুলি যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল এ খবর তুমি কার কাছ থেকে পেয়েছিলে? না, লোটন মুখ বন্ধ করে রেখো না। তুমি যদি আজ আমার কাছে সব কথা খুলে না বল, তাহলে শুধু শুধু তোমার মৃত্যুকে ডেকে আনবে··· !

ঃ আমি অরুণদাসকে কোন চিঠি লিখে বলিনি যে অস্‌কার বারগাঞ্জা পালিয়ে যাচ্ছে···

ঃ আচ্ছা প্রথমে আমাকে শিরীনের কথা বল? বায়রন এই প্রশ্ন করে লোটনের মুখের দিকে তাকাল।

ঃ শিরীনের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না। আপনি জানেন শিরীন দেখতে সুন্দরী, যাকে বলে ডানাকাটা পরী। শিরীন কী করে আমার এই নাইট ক্লাবে এল আমি জানি না। তবে বোম্বাই'র বিভিন্ন মহলে সবাই জানে জীবন নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ যে চায় তাকে একবার থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে আসতেই হবে। হয়ত শিরীন ঐ জীবন উপভোগ করবার জন্যে আমার ক্লাবে আসত। জুয়ো খেলতে। বাজি হারত।

ঃ তুমি শিরীনকে নিয়মিতভাবে টাকা দিতে...

না টাকা ধার দিতাম না—লোটন বায়রনকে সংশোধন করে বলল।

ঃ হ্যাঁ টাকা ধার দিতে। কেন? নিশ্চয় কেউ তোমাকে বলেছিল

বোম্বাইতে থাকাকালীন শিরীন যেন নিয়মিতভাবে তোমার কাছ থেকে টাকা পায়। এই টাকা দেবার জন্যে তুমি শিরীনকে দিয়ে অনেক সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিলে। অস্বীকার কর না। টাকা দেবার পর তুমি ঐ সাদা কাগজে টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিতে তাই নয় কী ?

'আবার লোটন চুপ করে রইল। পরে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল ঃ আপনি এসব প্রশ্ন করছেন কেন।

ঃ কারণ বলছি, শোন, শিরীনের সাদা কাগজে সই করা একটি কাগজ নিয়ে এসো, বায়রন এবার আদেশের সুরে বলল।

লোটন প্রথমে চুপ করে রইল। পরে বায়রনের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যে মুখ না খুললে তার বিপদ অবশ্যম্ভাবী তাই সে বায়রনের নির্দেশনুযায়ী শিরীনের একটি সই করা সাদা কাগজ নিয়ে এল।

তোমার টাইপ রাইটার কোথায় ?

ঃ টাইপ রাইটার। লোটন বিস্মিত গলাই জিজ্ঞেস করল।

ঃ হ্যাঁ যে মেশিন দিয়ে তুমি অরুণদাসের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলে অসকার বারগাঞ্জা তোমার ডকুমেণ্টগুলি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। চুপ করে থেকোনা। জবাব দাও।

এবার লোটন সত্যি সত্যি বিপদের আশংকা করল। তাই টেবিলের উপর যে একুট 'বেবী হারমিস' টাইপ রাইটার ছিল সে সেই মেশিনটি দেখিয়ে দিল। বায়রন সেই মেশিন দিয়ে একটি চিঠি টাইপ করল। চিঠিখানা লেখা হল বোম্বাই পুলিশের ইন্সপেক্টর চৌগুলের কাছে। চিঠিতে লেখা হল ঃ

'আমার নাম শিরীন ভাট। আমি বোম্বাই'র 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের একজন 'হোস্টেস। ওখানে সবাই আমাকে শিরীন বলে ডাকে।' আমি এই বোম্বাইর অনেক নোংরা খবর রাখি। আপনাকে একটি বিশেষ মূল্যবান খবর দিচ্ছি।

ঃ এ হল একটি খুনের খবর। এই খুনের সঙ্গে অনেক রহস্য জড়িয়ে আছে। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাকে দেবো। বোম্বাইর শহরতলী হল স্মাগলিং-এর আড্ডা। ওখানে একটি পড়োবাড়ি আছে। ভিয়াণ্ডির সবাই ওটাকে ভূতের বাড়ি বলে ডাকে। দেশ ভাগ হবার আগে ঐ পড়ো বাড়ির মালিক ছিলেন এক পাকিস্তানী। বর্তমানে ঐ বাড়ির মালিক হলেন দিল্লীর এক ব্যবসায়ী। কিন্তু বাড়ি দৈনন্দিন দেখাশোনা করেন বোম্বাইর থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের এক বড় অংশীদার নাম লোটন। কিন্তু তার আর একটা নাম হল ডিসিলভা। ভারত-গোয়া যুদ্ধ হবার আগে এই লোটন পানজিমে থাকতেন এবং পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স বাহিনীর কাছে গোয়ানীজ জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাজকর্মের খবর দিতেন।

ঃ এবার বলব ঐ পড়োবাড়িতে কী হয় ? সপ্তাহে একদিন কিংবা দুইদিন ঐ পড়ো বাড়িতে জুয়োর আড্ডা বসে। মেয়েদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করা হয় এবং অনেক টাকার জুয়ো খেলা হয়। আর একটা খবর। ঐ পড়োবাড়ির

প্রতিটি ঘর ভর্তি আছে হেরোন, হাসিস, বিলেতি মদ। এছাড়া এখানে ব্লু ফিল্মও তোলা হয়। বোম্বাই'র অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের নিয়ে এইসব নোংরা ছবি তোলা হয়। পরে এই সব ছবি ব্যবহার করবার হুমকি দিয়ে এই সব মেয়েদের পরিবারকে ব্ল্যাকমেল করা হয়। কিছুদিন আগে এই বাড়িতে একটি খুন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন কিষেনচাঁদ, প্রাইভেট ডিটেকটিভ অফ বায়রন ঘাউসের সহকারি। বায়রন ঘাউসের কাছে এই খুনের পুরো খবর পাবেন।

ঃ আর একটি খবর দেব। যে মেশিন দিয়ে এই চিঠি লেখা হচ্ছে, কিছুদিন আগে এই মেশিন দিয়ে জমুনাদাস জাভেরীর ছেলে অরুণদাসকে উত্তেজিত করে একটি চিঠি লেখা হয়েছিল। ঐ চিঠিতে ছিল অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করবার প্ররোচনা। আর ঐ চিঠি লিখেছিল থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের মালিক লোটন অর্থাৎ ডিসিলভা। পরে এই চিঠি পাবার পর অরুণদাস ভিয়াণ্ডিতে যায় এবং ঐখানে লাক্সারি বোট 'ডন জুয়ানে' খুনোখুনি হয়। ঐ খুনোখুনিতে অস্কার বারগাঞ্জা নিহত হয় এবং অরুণদাস আহত হয়েছিল।'

শেষ কথা, সই জাল করে মঞ্জিল এবং সই জাল করে অস্কার বারগাঞ্জা নিয়মিত ভাবে জমনাদাসকে ব্ল্যাকমেল করত। অরুণ তো প্রায়ই হেরোন খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকত। সে আদৌ জানত না তার নাম করে দুই শয়তান তার বাবার কাছে কী চিঠি লিখছে।

ঃ লোটন এবং মঞ্জিল দুই বড় শয়তান। জানতে চান এদের কোথায় পাবেন? থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে।

ইতি

শিরীন ভাট

চিঠিখানা টাইপ করবার পর বায়রন চিঠিখানা লোটনকে দেখালো। বলল জানি এই চিঠির কথা তোমার ভাল লাগবেনা আর তুমি জান চিঠিতে যা লিখেছি সবই সত্যি। এই চিঠি পুলিশকে কে লিখেছে? শিরীন ভাট। না ওর সই জাল করিনি। এ ছাড়া তুমি জানো লোটন, শিরীন চাইবে না যে তাকে নিয়ে পুলিশ টানা হ্যাঁচরা করুক। তাহলে কী হবে? পুলিশ তোমাকে মানে লোটন সর্দার অর্থাৎ গোয়ার শয়তান ডিসিলভাকে প্রশ্ন করবে। হাজার প্রশ্ন। জানতে চাইবে এই শিরীন মেয়েটি কে এবং তার সঙ্গে থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের কী সম্পর্ক ইত্যাদি। শুধু তাই নয় ভিয়াণ্ডির ঐ পোড়া ভুতুরে বাড়িতে কে থাকে এবং কী ধরনের কাজকর্ম ওখানে করা হয়। এবার লোটন বল তুমি কী করতে চাও? সহযোগিতা না লড়াই?

এতক্ষণ লোটন চুপ করে ছিল। এবার সে মুখ খুলল। বলল ঃ আপনি কী জানতে চান?

ঃ বলেছি তো আমি চাই শিরীন কে জানতে, চাই অস্কার বারগাঞ্জার পরিচয়।

ঃ বলি অস্কার বারগাঞ্জা হলেন থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের একজন

অংশীদার।

মিথ্যা কথা বলবার চেষ্টা কর না। লোটন। অস্কার বারগাঞ্জার আসল পরিচয় দাও বায়রন বেশ ধমকের সুরে বলল।

লোটন এর জবাবে বিচলিত ভাবে বলল ঃ বেশ তাহলে আপনাকে সব কথা ও কাহিনী খুলেই বলছি।

'গোয়াতে আমিই ভালই ছিলাম। মোটামুটি ব্যবসাও ভালই হচ্ছিল। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়ী জীবনে এই অস্কার বারগাঞ্জা এক বিপদ ডেকে আনল। ঐ বিপদের হাত থেকে এড়াবার জন্যেই আমি গোয়া ছেড়ে বোম্বাইতে এলাম। ঐ বিপদ কী ছিল জানেন কি? আমার শ্বাশুড়ী অর্থাৎ আমার স্ত্রী এঞ্জেলার মা ডরোথী। আসল কথা কী বলব মিঃ বায়রন। এঞ্জেলা তার মার কথায় উঠত বসতো। সব সময়েই খালি 'মামি মামি' বলত। আমি কাজ করি নাইট ক্লাবে। প্রতিদিন নিত্যি নতুন মেয়ে আমার ক্লাবে আসত। যদি কখনও ওদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতাম তাহলেই মামি লাঠি নিয়ে ছুটে আসত। একদিন একটি মেয়েকে বেশ বাগিয়ে এনেছিলাম, অমনি সময় মামি' তার লাঠি নিয়ে হাজির। অবশ্যি এ ঘটনা ঘটেছিল ঠিক যুদ্ধের পর। আমি সেই যে পানজিমের মায়া ত্যাগ করলাম তার পরে আর পানজিমে ফিরে যাইনি। কারন ঐ 'মামি' সাধারণ মেয়ে নয়। দানবী, রাক্ষুসী।

পানজিমে ব্যবসা ভালই চলছিল। কারণ পর্তুগীজ সৈন্যরা পয়সা নিয়ে কোন গোলমাল করত না। মেয়ে এবং মদ পেলেই ওরা খুশি থাকত।

বোম্বাইতে এসে প্রথমে একটু অসুবিধায় পড়েছিলাম। আমার কাছে বোম্বাই ছিল নতুন শহর। কিছু জানিনা...কিন্তু আমার পার্টনার গোলাম রসুল বোম্বাই'র অনেক মহারথীদের চিনত। তাই গোলাম রসুলের সাহায্য নিয়ে পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে আমি বোম্বাইর আসর জাঁকিয়ে বসলাম। কিন্তু যেই থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাব বেশ একটু সরগরম হয়ে উঠেছে অমনি শনি এসে আমার পেছু নিল। একদিন আমার ক্লাবে অস্কার বারগাঞ্জা এসে হাজির হল। কোন ভূমিকা না করে অস্কার বারগাঞ্জা বলল ঃ চিনতে পারছিস ডিসিলভা....

'ডিসিলভা' 'আমি এই নামটি শুনে' প্রথমে বেশ অবাক হয়েছিলাম। তবে গলার স্বর, চাউনি, চলাফেরা এবং চেহারা দেখে যেন মনে হল এই হল আমার গোয়ার পুরাতন দিনের বন্ধু অস্কার বারগাঞ্জা। প্রথমে আমি তাকে না চিনবার ভান করলাম। স্বীকার করতে চাইলাম না এই লোকটির সঙ্গে কোন এক সময়ে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। আমি ভাবতে লাগলাম কী করে এই শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাব। রেহাই পাওয়াতো দূরের কথা অস্কার বারগাঞ্জা আমার কাছে যে প্রস্তাব করল, সেই প্রস্তাব শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

ঃ শোন ডিসিলভা···

ঃ আমাকে তুমি লোটন বলে ডাকবে। ডিসিলভা বেঁচে নেই...

অস্কার বারগাঞ্জা হাসল। সেই মিষ্টি দুষ্টু হাসি। আমি এবং গোয়ার সব মেয়েরাই জানত যে এই দুষ্টু হাসির মধ্যে বিষ মেশান আছে। এই হাসি দিয়ে সে যে কত মেয়ের মন ভুলিয়েছে তার হিসেব নেই। আমার চোখ বলতে লাগল আমার সামনে যে লোকটি দাড়িয়ে আছে সে হল অস্কার বারগাঞ্জা কিন্তু আমার মন বলতে লাগল এই লোকটি জাল প্রতারক। কারণ আজকের অস্কার বারগাঞ্জার চালচলনে হাভভাবে এমন নিখুঁত ছিল যা আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করল। কিন্তু এর পরে অস্কার বারগাঞ্জা যখন আমাদের উভয়ের গোয়ার জীবনের এমন নিখুঁত ছবি আঁকল এবং গোয়ার এমন সব গল্প বলতে লাগল যে এরপর আমার মন থেকে সমস্ত সংশয় দূরে হয়ে গেল। আমার মনের সন্দেহ দূর হল। আমি অস্কার বারগাঞ্জাকে স্বীকার করে নিলাম।

ঃ আমাকে দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছিস? তা অনেক বছর বাদে দেখা। চেহারার কিছু পরিবর্তন তো হবেই। গলার স্বরও একটু পাল্টেছে...এই বলে অস্কার বারগাঞ্জা গলার স্বর নিচু করে বলল ঃ দেশে আমার প্রচুর শত্রু আছেরে লোটন। ওদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমি মুখে প্ল্যাস্টিক সার্জারী করে নিয়েছি।

মনে মনে বললাম ঃ খুব যুক্তিসঙ্গত কারণ। এরপর অস্কার বারাগাঞ্জাকে অস্বীকার করা যায় না।

ঃ হয়ত অস্কার বারগাঞ্জা আমার মনের কথা বুঝতে পারল। বলল, আমি এসে গেছি। তোকে আর চিন্তা করতে হবে না। এবার থেকে তোর ব্যবসা খুব রমরমা হয়ে উঠবে। এছাড়া আমি তোর সঙ্গে নতুন হিসেবের খাতা খুলব শুনলাম গোলাম রসুল আর নেই....

ঃ গোলাম রসুল পাকিস্তান চলে গেছে···

ঃ তাহলে আমাদের একজন অংশীদার কমল?

ঃ না গোলাম রসুলের ভাইপো আমার অংশীদার হয়েছে।

ঃ উঁহু উঁহু, এবার থেকে আমি হলাম থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের প্রধান অংশীদার। মঙ্গিল চুনোপুটি। লাভের দুচার পয়সা ওকে দিলেই চলবে। এই নাইট ক্লাবে আমি বড়লোকদের নিয়ে আসব। এছাড়া জুয়ারীদের আনব। আর আসবে সুন্দরী ললনাদের যারা অর্ধনগ্ন সেক্সের ব্যাধিতে ভুগছে।

ঃ অস্কার বারগাঞ্জার আমার কোন কথায় কান দিল না। একটানা সে তার কাহিনী বলতে লাগল ঃ শোন লোটন, এবার থেকে যে নতুন ব্যবসা শুরু করব তার কিছু আভাস তোকে দিচ্ছি। প্রথমত রেসকোর্সে ঘোড়া দৌড়ুবার সময় কিছু হেরাফিরি করতে হবে। রেসকোর্সের মাঠ থেকে টাকা আয় করবার একটা আয়োজন করেছি। এছাড়া ক্লাবের জুয়োর আসর তিন তাস, রুলেট, সব কিছুই আরো জোরদার করে করা হবে। এদেশের সব সুন্দরী মেয়েদের ক্লাবের হস্টেস করে রাখব। ঐ সব সুন্দরী মেয়েদের দেখতে বোম্বাই শহরের বড় পলিটিসিয়ান ব্যবসায়ী এবং ব্যুরোক্র্যাটরা ছুটে আসবে। পরে ওদের সঙ্গে মেয়েদের ছবি

তুলব। এবার করা হবে ব্ল্যাকমেলিং।

যাক তোকে ক্লাবের আর একটা নতুন কাজের কথা বলছি। কাজটা লোভনীয় এবং করতে পারলে ভালো দু'পয়সা রোজগার করা যাবে।

ঃ লোটন তোর জোনাথান মাসকারানিসের কথা মনে আছে? অস্কার বারগাঞ্জা জিজ্ঞেস করল।

ঃ তোর সেই পর্তুগীজ বন্ধু তো? হ্যাঁ মনে থাকবে না কেন? ওর তো গোয়ানীজ মেয়েদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

ঃ শুনেছি পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স বাহিনীতে বড় কাজ করত…

ঃ ঠিক ধরেছিস। জোনাথানকে আমি অনেক কাজে সাহায্য করেছি, বহু মেয়ে বান্ধবী জুটিয়ে দিয়েছি…ইত্যাদি।

ঃ লোকটা কোথায়?

ঃ লিসবনে।

ঃ কী করছে?

ঃ আগে পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স বাহিনীতে এক বড় পদে কাজ করত।

ঃ অস্কার বারগাঞ্জা আবার বলতে লাগল ঃ অবশ্যি ওর এই সরকারি কাজের সঙ্গে সঙ্গে লোকটি এক বড় কল গার্লের ব্যবসা শুরু করেছিল।

ঃ কল গার্লের ব্যবসা? আমার এই ছোট প্রশ্নে উত্তেজনার সুর ছিল।

ঃ হ্যাঁ য়ুরোপে ওর খুব বড় কল গার্লের ব্যবসা আছে। বাঁধা খদ্দের। বিভিন্ন দেশের ইনটেলিজেন্স সার্ভিস কলগার্লের জন্যে জোনাথানের শরণাপন্ন হয়। অবশ্যি জোনাথানের ঐ সব মেয়েদের আমিই সংগ্রহ করি। অধিকাংশই গোয়ানীজ। গরীব, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। পয়সার প্রয়োজনে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি দেহের খিদেও মেটান যায় আপত্তি কিসের?

ঃ বর্তমানে কল গার্লের ব্যবসার জন্যে এই জোনাথান মাসকারনিসের কিছু মেয়ের প্রয়োজন আছে। ওর ব্যবসাকে বাড়াতে চায়। এই জন্যে জোনাথান আমার শরণাপন্ন হয়েছে। অবশ্যি এর বদলে জোনাথান আমাকে একটি বিশেষ মূল্যবান ডকুমেণ্ট দিতে রাজি হয়েছে।

ঃ মূল্যবান ডকুমেণ্ট? আমি আবার বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ। এবার তোকে আরো কয়েকটি কথা খুলে বলব। আমি গোয়া থেকে পালিয়ে লিসবনে চলে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে লণ্ডনে গিয়েছিলাম। লিসবনে থাকাকালীন জোনাথান মাসকারনিস আমাকে তুর্কীর একদল ড্রাগস স্মাগলিং-এর দালালদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

এরা ছিলেন তুর্কীর মানে 'ফারটাইল ক্রিসেণ্ট'—অর্থাৎ তুর্কী, পাকিস্তান এবং আফগানিস্থান এলাকার ড্রাগস স্মাগলার। এই সব দালালদের তুর্কীর ভাষায় 'বাবা' বলা হয়।

তুর্কীর ইজমির এবং উসকুদুরের মাঝে একটি গ্রাম আছে। নাম 'আইফন কারহিসার'। এইখানে হেরোন চাষ করা হয়। এইখান থেকে হেরোন স্মাগল করে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঃ 'বাবারা' অর্থাৎ ড্রাগসের দালালেরা হলেন সিসিলির 'কোসা নোস্টার' লোক। কিন্তু পরে দেখলাম এরা অধিকাংশই পাকিস্তানী, আফগানিস্তানের লোক। বাবারা বলেছেন আমি যদি ভারতের গোল্ড স্মাগলিং করতে পারি তাহলে ওরা আমার কাছ থেকে হেরোন, হাসিস কিনবেন। অবশ্যি কাজের ট্রায়াল স্বরূপ আমাকে লণ্ডনে ড্রাগস স্মাগল করে নিয়ে যেতে হবে।

ঃ প্রায় দু বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, আফগানিস্থান থেকে হেরোন, হাসিস লণ্ডনে ড্রাগস স্মাগল করে হঠাৎ বাবারা আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যদি ওদের দালাল হয়ে কাজ করতে পারি তাহলে লাভের পঞ্চাশ পার্সেণ্ট আমার হবে। তাই আমি ঠিক করেছি এবার আমি এই গোল্ড স্মাগলিং-এর কাজ শুরু করব। সোনার বিস্কুট আনব। এ কাজের জন্যে আমার নিজস্ব কিছু লোকের দরকার হবে। সেই নিয়ে তোকে আর কোন চিন্তা ভাবনা করতে হবে না।'

ঃ অস্কার বারগাঞ্জা ঠিক করেছিল বোম্বাই'র পুলিশ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দেবার জন্য সে বোম্বাই'র কোন ভাড়াটে বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাটে থাকবেনা। সমুদ্রের উপর একটি লাক্সারি বোটে থাকবে। আর ঠিক হল বোম্বাই'র শহরতলী ভিয়াণ্ডিতে ঐ লাক্সারি বোট থাকবে। ভিয়াণ্ডি হল জেলেদের গ্রাম। আর ঐ ভিয়াণ্ডিতে একটি বড় পড়ো বাড়ি ভাড়া করা হল। অস্কার আমাকে পরে বলেছিল, বাড়ির মালিক ছিলেন তার বন্ধু এবং তিনি দিল্লীতে থাকেন। ঐ বাড়িটা হবে আমাদের ড্রাগস, হেরোন রাখবার গুদাম ঘর। এ ছাড়া ওখানে প্রায়ই কয়েকজন লোক আসতেন। এরা কে ছেলে না মেয়ে, জানি না। ঐ পড়ো বাড়ির ঠিকানা আমি জানতাম এবং অস্কার আমাকে বলেছিল ঐ বাড়ি দেখবার ও তত্ত্বাবধানের কাজকর্ম আমাকেই করতে হবে। কিন্তু আমি মাত্র পাঁচ ছয়বার ঐ পড়ো বাড়িতে গিয়েছিলাম।

ঃ আমার এই থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' ক্লাব হল অস্কার বারগাঞ্জার দপ্তর। এখানে বসে তিনি তার সাগরেদদের সঙ্গে গল্পগুজব করত কিংবা শলাপরা-মর্শ করত। সন্ধ্যার পর সে প্রায়ই ভিয়াণ্ডির লাক্সারি বোটে চলে যেত। আমি সাধারণত অস্কার বারগাঞ্জাকে এড়িয়ে চলতাম। কেন জানিনা আমি বড় বিপদের আশংকা করেছিলাম।'

ঃ একদিন অস্কার বারগাঞ্জা আমাকে আড়ালে ডেকে বলল ঃ লোটন তোকে একটা কথা বলছি। শুনছি আমার বোম্বাই'র বন্ধুরা আমাকে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। শোন আমার এই বন্ধুর নাম হল, 'গোলাপ'। লোকটি যদি আমার অনুসন্ধান করতে এখানে আসে মনে করে বলবি বারগাঞ্জা এখানে যেন না আসে এবং ঐ নামে এখানে কেউ থাকে না।

ঃ লোকটির নাম? আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

অস্কার বারগাঞ্জা মুখ গম্ভীর করে বললঃ বললাম তো নাম হল 'গোলাপ'। লোকটি যেন কোন প্রকারে জানতে না পারে আমি বোম্বাইতে আছি? লোকটা

আমার পুরাতন শত্রু।

ঃ লোকটা শত্রু? আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। অস্‌কার বারগাঞ্জা এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। তবে দেখতে পেলাম 'গোলাপ' নামটি বলতেই ওর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

তারপর অস্‌কার বারগাঞ্জা তার ইচ্ছেমত এই রেস্তোরাঁয় যাতায়াত করতে লাগল। একদিন আমাকে বলল, তোকে খুব একটা গোপন কথা বলব। কাউকে বলিস না। আমার সেই পর্তুগীজ বন্ধু জোনাথান মাসকারনিস আমাকে বলেছিল যে পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনী গোয়া থেকে চলে যাবার আগে গোয়ার বিভিন্ন এলাকায় অনেক অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল। কোথায় কোথায় এই সব অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তার একটা ম্যাপও আমাকে দিয়েছিল। এই ম্যাপে যে সব জায়গায় অস্ত্র লুকান আছে সেই জায়গা গুলি চিহ্নিত করা আছে।

ঃ তুই জানিস লোটন আজকাল এদেশে অনেক সন্ত্রাসবাদীদের দল গজিয়ে উঠছে। সন্ত্রাসবাদীদের কাজের জন্যে এদের অস্ত্র প্রয়োজন। আমি জোনাথান মাসকারনিসের কাছ থেকে লুকানো অস্ত্রগুলির ম্যাপ কিনেছি। ঠিক করেছি এই অস্ত্রগুলি খুঁজে বার করবার পর ওগুলোকে চড়াতি দামে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে বিক্রি করব! একটি ম্যাপ আমি আমার এক বন্ধুকে দিয়েছিলাম। বন্ধুটি ঐ ম্যাপ নিয়ে লুকানো অস্ত্র খুঁজে বার করবার জন্যে পানজিমে গিয়েছিল। ওখান থেকে বন্ধু খবর পাঠিয়েছে যে ম্যাপের চিহ্নিত জায়গাগুলি সে খুঁজে পাচ্ছে না। বন্ধুটি শয়তান। হয়ত আমাকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করছে। তাই ভাবছি নিজেই একবার পানজিমে যাব।

যুদ্ধের পরে পানজিম থেকে পালাবার গুজব আগে বাজারে রটিয়েছিলাম, আমি মারা গেছি। ঘটা করে আমাকে কফিনে পুরে কবরও দে'য়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ আলবুকর এবং গনসালভেজ পরে মাটি থেকে কফিন তুলে প্রমাণ করেছে অস্‌কার বারগাঞ্জা মারা যায়নি। কারণ কফিনে আমার দেহ ছিল না। আমি জানি পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এছাড়া অলিভিয়াও আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে...

আমি অস্‌কার বারগাঞ্জার কথা শুনে হেসেছিলাম। বলেছিলামঃ শুধু পুলিশ, অলিভিয়া নয়, আরো অনেক মেয়ে যাদের তুমি যাদের সর্বনাশ করেছ তারা সবাই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সবাই বলছে গোয়ার যুদ্ধের সময় তুমি ছিলে দুমুখী সাপ। অর্থাৎ পর্তুগীজ সরকারের খবর ভারত সরকারের কাছে বিক্রী করতে। আর এই স্পাইংর দোষটা বুঝি ডি. আই. জি. আলবুকরের উপর চাপিয়েছিলে...

আমার কথা শুনে অস্‌কার বারগাঞ্জা হেসে বলল ঃ এই বান্দা বুদ্ধু হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না। এই সংসারে বাঁচতে হলে বন্ধুর ভাই বোন স্ত্রীর গলা কাটতে দ্বিধা বোধ করনা। যদি কর, তাহলে মরবে।

ঃ এই সময়ে আমার ক্লাবে আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। প্রথমতঃ অস্‌কার বারগাঞ্জা মোটর বোটে থাকবার জন্যে একটি লাক্সারি বোট কিনল। নাম দিল

'ডন জুয়ান'। বলল ঐ মোটর বোটে হবে এক বড় নাইট ক্লাব। বড়লোক ছেলে মেয়েদের নিয়ে ঐ নাইট ক্লাবে হৈহল্লা করা হবে। ওখানে ওরা মদ খাবে, ড্রাগস খাবে। ব্লু ফিল্ম তুলব। ব্যস তারপর ব্ল্যাকমেলিং। শুধু শাঁসালো খদ্দেরদের ব্ল্যাকমেলিং করব।

ঃ কিছুদিন পরে আমার ক্লাবে আর একটি মেয়ে এল। মেয়েটির রূপ দেখে আমি থমকে গেলাম। একেবারে যেন আরব দেশের হুরী। এমন সুন্দরী সেক্সী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। মেয়েটি নাম হল শিরীন, শিরীন ভাট। প্রথমে মন বিশ্বাস করছিল না মেয়েটি ভারতীয়। ভেবেছিলাম বিদেশিনী।

অস্‌কার বারগাঞ্জাই শিরীনকে আমার ক্লাবে নিয়ে এলো। বলল ঃ আমার পরিচিত এক বন্ধুর স্ত্রী।

ঃ মেয়েটি বিবাহিতা ? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঃ এতে কী আসে যায়রে। লণ্ডনে থাকাকালীন ওর সঙ্গে আমার এক বন্ধুর বিয়ে হয়েছিল। তবে সাবধানে থাকিস। ওর রূপের আগুনে পুড়ে মরিস না। তবে এখানে এসেছে ভালই হল। মেয়েটিকে দিয়ে নতুন শিকার ধরা যাবে।

শিরীনের প্রথম এবং প্রধান শিকার হল জমনাদাস জাভেরী ছেলে অরুণদাস জাভেরী। অরুণদাসকে আমার ক্লাবে নিয়ে এসেছিল আমার পার্টনার মঞ্জিল। মঞ্জিল আমাকে বলল ঃ অরুণদাস হল বোম্বাইর এক কোটিপতির ছেলে। ব্যর্থ প্রেমিক। ছেলেটি যে মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত সেই মেয়েটিকে তার বাবা দুম করে বিয়ে করেছে। অতএব মঞ্জিলের পাল্লায় পড়ে অরুণদাস জাভেরী এই ড্রাগসের নেশা ধরেছে।

অস্‌কার বারগাঞ্জা অরুণদাসকে তার হাতের মুঠোয় ধরে রাখবার চেষ্টা করল। অরুণের মতো অমন শাঁসালো খদ্দেরকে কে ছাড়ে ? আমিও শিরীনকে অরুণের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলাম। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল যদি একবার অরুণদাসকে হাত করতে পারি তবে ওকে ঠকিয়ে বেশ কয়েক কোটি টাকা করতে পারব। ঐ সময়ে শিরীনের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই আমার প্রস্তাবকে সে বেশ লাভজনক ব্যবসা বলে মনে করল। অবশ্যি শিরীন আমাকে বলেছিল যে অরুণদাসের কাছ থেকে সে একটি মূল্যবান ডকুমেণ্ট আদায় করতে চায়। সেই মূল্যবান ডকুমেণ্টে কী আছে আমি জানতাম না।

অস্‌কার বারগাঞ্জা একেবারেই পছন্দ করেনি শিরীনের সঙ্গে অরুণদাসের হৃদ্যতা বেশ জমে উঠুক। এর কারণ পরে আমি জানতে পেরেছিলাম।

শিরীন সুন্দরী, সেক্সী এবং খুবই দ্রুত জীবন পছন্দ করত। জুয়ো, রুলেট খেলত এবং বাজি হারত। তাই সব সময়েই তার টাকার প্রয়োজন ছিল। যখন তার টাকার প্রয়োজন হত সে আমার কাছ থেকে সাদা কাগজে সই করে টাকা নিত। একদিন আমি তাকে উপদেশের গলায় বললাম ঃ জুয়ো খেলে জীবন নষ্ট করছ কেন...। সংসার কর। শিরীন আমাকে হেসে বলেছিল, লোটন আমার মত

মেয়েরা জীবনের প্রতি পদে পদে আগুন নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে। তারা ঘর বাঁধতে পারেনা। আগুনে পুড়ে মরতে চায়। আজ আমার যে দেহের রূপ দেখছ, হয়ত এ হল আমার সম্পদ কিন্তু কাল এই রূপ যৌবন আমার গলার কাঁটা হয়ে হবে দাঁড়াবে। আমি জীবনে যা চেয়েছিলাম তা পাইনি...

ঃ কী চেয়েছিলে...

ঃ একজন পুরুষকে ?

ঃ কোথায় সে ?

ঃ আমি জানি সে কোথায় আছে। তবে ঠিক স্পষ্ট করে তার নাম ঠিকানা জানিনা। পরে একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল এই অসকার বারগাঞ্জা তুমি ওকে অনেকদিন ধরে চেনো ?

আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ গোয়া থেকে। আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর যাবৎ একে চিনি...

ঃ তুমি হলপ করে বলছ এই লোকটির নাম হল অসকার বারগাঞ্জা। শিরীন জিজ্ঞেস করল। আমি দিলাম ঃ হ্যাঁ।

শিরীন আবার ভেবে বলল ঃ লোটন, লণ্ডনে থাকাকালীন আমি এক অসকার বারগাঞ্জাকে চিনতাম। গোয়ার বাসিন্দা, যুদ্ধের পর পালিয়ে লিসবনে গিয়েছিল, এর পরে লণ্ডনে। ঐ সময়ে অসকার বারগাঞ্জা ভারতীয় পাশপোর্ট পাবার চেষ্টা করছিল। তাই তোমার থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে আবার অসকার বারগাঞ্জার দেখা পেয়ে বেশ অবাক হলাম। লণ্ডনে থাকাকালীন অসকার বারগাঞ্জা আমাকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল। আমাকে দেখলেই কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত। কিন্তু প্রথম যেদিন বোম্বাইতে সে জানতে পারল আমি কে অমনি সে চমকে উঠল। যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে...। আমি ভাবলাম অসকার বারগাঞ্জা ভয় পাচ্ছে কেন ? নিশ্চয় এর কোন নেপথ্য কারণআছে। কী সেই কারণ ? একদিন অরুণদাস জাভেরী প্রায় নেশার ঘোরেই আমাকে বলল যে অসকার বারগাঞ্জা তার কাছ থেকে কিছু গোপন প্রয়োজনীয় ডকুমেণ্ট চাইছে···। কী সেই ডকুমেণ্ট ? অরুণ বলল ঃ চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের কিছু শেয়ারের কাগজ চাইছে। অরুণের এই জবাব শুনে আমি বেশ অবাক হলাম। আমি জানতাম কী কারণে অসকার বারগাঞ্জা ঐ কাগজগুলি চাইছে। চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি হল এক একটা ডায়মণ্ড...

ঃ মিঃ বায়রন, শিরীন এরপর আমাকে আর কিছু বলেনি। তবে অসকার বারগাঞ্জার মৃত্যুর পর বুঝতে পারলাম অসকার বারগাঞ্জার এই ভাবে কেন খুন হয়েছে। এ চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি ফিরে পাবার জন্যে...

ঃ মিঃ বায়রন আমাকে অস্কার বারগাঞ্জার খুনের সঙ্গে আমাকে জড়াবেন না।

বায়রন এতক্ষণ মন দিয়ে লোটনের কথাগুলি শুনছিল। তার কাহিনীতে কোন বাধা দেয়নি। এবার সে তার মুখ খুলল। জিজ্ঞেস করল ঃ তাহলে

অরুণকে সাবধান করে ঐ চিঠি কে লিখেছিল। নিঃসন্দেহে চিঠি খানা তোমার টাইপরাইটারে লেখা হয়েছিল?

একটু ভেবে লোটন বলল, হ্যাঁ। তবে শিরীন আমাকে ঐ চিঠি লিখতে বলেছিল।

ঃ কারণ?

ঃ কী কারণ বলতে পারবনা। তবে শিরীনের ইচ্ছা ছিলনা যে অসকার বারগাঞ্জা ঐ সব জরুরী ডকুমেণ্টগুলি নিয়ে পালিয়ে যায়। তাই ওকে সতর্ক করবার চেষ্টা করেছিল।

ঃআমি জিজ্ঞেস করেছিলাম শিরীন অস্‌কার বারগাঞ্জা তোমার বিরোধী কেন?

ঃ কারণ লণ্ডনে থাকাকালীন আমার এক বন্ধু ছিল। আমরা সবাই তাকে 'গোলাপ' বলে ডাকতাম।আমি জানতাম অস্‌কার বারগাঞ্জা 'গোলাপকে' ভয়পায়।

ঃ শিরীনের মুখে 'গোলাপের' নাম শুনে আমি স্তম্ভিত হলাম। এ নাম যে শিরীনের মখে শুনতে পাব আশা করিনি…

গোলাপ কে? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঃ 'গোলাপ' আমার বন্ধু। মাই ডার্লিং এইটুকু সে আমাকে বলল। হ্যা মিঃ বায়রন, শিরীন এর বেশি কিছু আমাকে বলতে চায়নি।' আমিও ওকে এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করিনি। আজ আপনি প্রশ্ন করলেন বলেই এতগুলি কথা আপনাকে বললাম।'

ঃ এবার আমার ক্লাবের আর একটি ঘটনা বলব। এই ঘটনার পর আমার কাছে অস্‌কার বারগাঞ্জার জীবনের সমস্ত রহস্য পরিষ্কার, স্পষ্ট হয়ে গেল।

একদিন হঠাৎ অলিভিয়া আমার ক্লাবে এল। সেদিন অলিভিয়াকে দেখে আমার মনে যেমন আনন্দ হয়েছিল তেমনি ওর চেহারা এবং রূপ দেখে স্তম্ভিত হলাম। প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে চাইনি যে আমার চোখের সামনে যে মেয়েটি দাড়িয়ে আছে সে হল আমার পুরাতন সহকর্মী জনি গণসালভেজের স্ত্রী অলিভিয়া। প্রথমে অলিভিয়াকে দেখে মনে হল এ কী কাকে দেখছি? অমন সুন্দরী, অলিভিয়া, এই কাকলাশের চেহারা হল কী করে? গাল ভেঙ্গে গেছে, চোখ বসে গেছে তবু তখনও অলিভিয়ার চেহারায় সৌন্দর্যর জৌলুষ ছিল। ওর এই চেহারা দেখে আমি অবাক হলাম।

ঃ তুই? এতদিন কোথায় ছিলি? বেশ অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়ে এই কয়েকটি কথা বেরুল।

ঃ জাহান্নমে। তোর বন্ধু শয়তান কী জানি তার নাম?

ঃ অস্‌কার বারগাঞ্জা…

ঃ না ওর নাম হল শয়তান বারগাঞ্জা...লোকটা আমাকে জনির ঘর থেকে বের করে আনল, বলল ঃ তোকে বিবি করে রাখব। তারপর লণ্ডনে নিয়ে যাবার নাম করে লিসবনে এক কলগার্ল ক্লাবের কর্তার কাছে বিক্রী করল। লোকটা যুদ্ধের সময় পানাজিমে থাকত। অস্‌কার বারগাঞ্জার এক বড় ইয়ার ছিল, নাম

জোনাথান মাসকারনিস...। এক বড় স্পাই চক্রে কাজ করত। প্রথমে ভাবিনি এই জোনাথান মাসকারনিস আমাকে দিয়ে সব নোংরা কাজ করাবে। তারপরে শুরু হল ঃ প্রতিরাত্রে কার না কার বিছানায় রাত্রি কাটাই।' যাক অনেক কষ্টে জোনাথান মাসকারনিসের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। এবার কী চাই জানিস লোটন ?

ঃ কী আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঃ একবার যদি অস্কার বারগাঞ্জাকে হাতের মুঠোয় পেতাম তাহলে ওর মুখে এ্যাসিড ঢেলে দিতাম।

ঃ জোনাথান আসকারনিস প্রথমে আমাকে বলল ঃ অস্কার বারগাঞ্জা মারা গেছে। আমি জোনাথানের কথা শুনে জোরে হেসে বলেছিলাম বিড়ালের কয়টা প্রাণ আছে জোনাথান···

ঃ নয়টি—জোনাথান আমাকে বলেছিল।

ঃ অস্কার বারগাঞ্জারও নয়টি প্রাণ আছে। ওকে তুমি চেনো না। আমি চিনি...

যাক এরপর জোনাথানের এক সাগরেদ আমাকে বলল ঃ লণ্ডনে সহো এলাকায় ওয়ারদুর স্ট্রীটে গিয়ে খোঁজ করুন। ঐখানে আপনি অস্কার বারগাঞ্জার দেখা পাবেন···

অলিভিয়া আমাকে বলতে লাগল ঃ আমি লণ্ডনে সহো এলাকায় গেলাম। কিন্তু অস্কাব বারগাঞ্জার কোন খবর পেলাম না। প্রায় তিন বছর সহোর 'কিটক্যাট' নাইট ক্লাবে রাত্রি কাটিয়েছি। আশা ছিল ওখানে অস্কার বারগাঞ্জার দেখা পাব। গোয়ার দুচার জন বন্ধু আমাকে বলল ঃ অলিভিয়া, দেশ স্বাধীন হয়েছে। তুই পার্নাজিমে ফিরে যা। জনি তোকে ঘরে নেবে। তবে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অস্কার বারগাঞ্জাকে আমার চাই-ই-চাই। বোম্বাইতে ফিরে এলাম। এসে শুনলাম অস্কার বারগাঞ্জা তোর নাইট ক্লাবের অংশীদার হয়েছে। একদিন গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে দেখে অস্কার বারগাঞ্জা প্রথমে না চিনবার ভান করল। পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কী রে অলিভিয়াকে এত শিগির ভুলে গেলি...

প্রতিবাদ করল অস্কার বারগাঞ্জা, বলল ঃ

ঃ কী যে বলিস অলিভিয়া ?

প্রথমে তোকে চিনে উঠতে পারি নি। এবার বল, লিসবন থেকে কবে এলি ? আর তুই কী চাস ?

অস্কার বারগাঞ্জার এই প্রশ্ন আমাকে অবাক করল। অস্কার বলছে কিনা আমি কী চাই... ? বললাম আমাকে যখন 'কুলটা' বলে ঘর থেকে বের করে এনেছিলি এবং পরে টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে তোর লিসবনের ইয়ার জোনাথানের কাছে বিক্রী করলি তখন তোর মনে ছিল না, আমি ভবিষ্যৎ কী করে দিন গুজরান করব। এবার টাকা দে মোটা টাকা তোকে দিতে হবে।

নইলে তোর স্মাগলিং'র কাহিনী সরকারকে বলতে হবে।

অস্কার হাসল। বলল, নিশ্চয় নিশ্চয় ও টাকা পাবি। আমি জুয়ো খেলে, স্মাগল করে টাকা রোজগার করব আর তুই তার শেয়ার পাবি। এই টাকা কী এই ক্লাব ঘরে বসে দে'য়া যায়। চল, আমার হাউস বোটে...। আজ রাত্রিটা আমার সঙ্গে কাটাবি। কাল সকালে তোকে হিসেবপত্র করে টাকা দেবো। তুই জানিস লোটন কেউ যদি আমার কাছে রাত্রিবাসের প্রস্তাব করে তাহলে আমার মন দুর্বল হয়ে যায়। আমি ওর সঙ্গে ভিয়াণ্ডিতে ওর লাক্সারি বোটে যেতে রাজি হলাম। কিন্তু আমার মন বার বার বলতে লাগল অলিভিয়া, ভুল করিস না। অস্কার বারগাঞ্জা মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শয়তান—দানব। হয়ত ঐ হাউস বোটে লোকটা আমাকে খুন করবে। কিন্তু তবু ওর সঙ্গে ভিয়াণ্ডিতে গেলাম। কিন্তু ওর মদের সঙ্গে প্রচুর ঘুমের অষুদ মিশিয়ে দিলাম যেন লোকটা বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকে...। তাই হল। অবশ্যি পরের দিন অস্কার বারগাঞ্জা আমার হাতে প্রচুর টাকা দিয়ে বলল: অলিভিয়া তুই বোম্বাই থেকে চলে যা। আর কক্ষণো বোম্বাইতে আসিসনে। টাকার দরকার হয় চিঠি লিখিস লোটনের ঠিকানায়। আমি তোকে টাকা পাঠিবে দেবো। আর আমার সঙ্গে তুই গতরাত রাত্রিবাস করেছিস একথা কাউকে বলিসনা। বারগাঞ্জার কথা শুনবার পর আমি চলে এসেছিলাম। কিন্তু যে টাকা অস্কার বারগাঞ্জা আমাকে দিয়েছিল সেই টাকা দিয়ে আর কদিন চলে। টাকার জন্যে তোর নাইট ক্লাবের ঠিকানায় চিঠি লিখলাম না। অস্কার বারগাঞ্জার কাছে টাকা চাইবার জন্যে সোজা তোর নাইট ক্লাবে চলে এলাম। এবার বল: অস্কার বারগাঞ্জা কখন আসবে? অলিভিয়ার কণ্ঠস্বরে একটু কর্কশতার সুর ছিল।

আমি অলিভিয়ার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী জবাব দেব ভেবে পেলাম না। তাহলে কী অলিভিয়া খবর পায়নি যে প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে। সে আর বেঁচে নেই···এবার মৃদু গলায় বললাম: দ্যাখ অলিভিয়া তোকে একটা দুঃসংবাদ দেবো। এ খবর পেয়ে তুই খুশি হবি না কাঁদবি বলতে পারি না। অস্কার বারগাঞ্জা যে তোকে জনি গণসালভেজের ঘর থেকে বের করে এনেছিল ঐ পাষণ্ড মারা গেছে। বলতে পারিস ওকে খুন করা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আমার এই কথা শুনবার পর অলিভিয়া খুশি হবে। হালে অলিভিয়া অস্কার বারগাঞ্জাকে দুচোখে দেখতে পারত না···কিংবা অলিভিয়া কী অস্কার বারগাঞ্জার মৃত্যুর খবর শুনে কাঁদবে! না, অলিভিয়া আমার কাছ থেকে এই খবর পেয়ে কাঁদলও না···। বরোং খুব জোরে হেসে উঠল। তারপর অলিভিয়া আমাকে কী বললেন জানেন মি বায়রন।

: বলল: লোটন আমাকে একটা ডবল অন দি রকস হুইস্কি দে। আমি হুইস্কি খাইনা কিন্তু আছ খাবো....

আমি অলিভিয়ার গ্লাসে একটি ডবল স্কচ হুইস্কি ঢেলে দিলাম। অলিভিয়া

কোন কিছু না বলে ঐ দুই পেগ হুইস্কি তার গলায় ঢেলে দিল। পরে খুব জোরে হেসে বলল তুই বলিছিস কী লোটন ?' অস্‌কার বারগাঞ্জা মারা গেছে। তুইতো জানিস অস্‌কার বারগাঞ্জা মারা যায় না। সে শুধু তার খোলস পালটায়। এবার আমি অসহিষ্ণু হয়ে জোরে চিৎকার করে বললাম তুই কী বলতে চাইছিস অলিভিয়া বল ?

ঃ আমি বলেছি বেড়ালের কয়টি জীবন। তাই অস্‌কার বারগাঞ্জা মারা যায়নি।

ঃ তাহলে যার মৃতদেহ পোষ্টমর্টম করা হল ঐ মৃত দেহটি কার ?

এবার তোকে সব খুলে বলছি লোটন। সেদিন রাত্রে আমি যখন অস্‌কার বারগাঞ্জার শয্যাসঙ্গিনী হলাম এবং দুজনেই নগ্ন দেহ নিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলাম তখন আমার মন বলতে লাগল যে লোকটি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল সেই লোকটি পানজিমের অস্‌কার বারগাঞ্জা নয়। বুঝতে পারলাম পানজিমের অস্‌কার বারগাঞ্জার মুখোষ পড়ে অন্য কেউ আমার শয্যাসঙ্গী হয়েছে। কারণ লোকটি যখন নগ্ন হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল তখন দেখতে পেলাম লোকটির বুক ভর্তি আছে পশুর মত লোম। আর আছে দুটো সোনার দাঁত। পানজিমের অস্‌কার বারগাঞ্জার বুকে কোন লোম ছিল না। তার বুকটা ছিল অনেকটা মেয়েদের মত। কিন্তু আমার বিছানার পাশে যে লোকটি শুয়ে আছে তার বুকে এত লোম এল কী করে ? লোকটি হয়ত অস্‌কার বারগাঞ্জা নয়। আমার মনের সমস্ত সন্দেহ দূর হল যখন দেখতে পেলাম এই ডান হাতের উপুরে ছোট উল্কি দিয়ে লেখা আছে 'নাদিম দিমিত্রিভ' লোকটা প্লাষ্টিক সার্জারী করে মুখের আদল পাল্টেছে বটে কিন্তু বুক থেকে লোম সরাতে পারেনি কিংবা হাতের উল্কির লেখাও মুছে যায়নি, হয়ত লোকটার সাহস বেড়েছিল। তাই এসব সাবধানতা নে'য়া প্রয়োজন মনে করেনি।'

*   *   *

অলিভিয়া আরো বলতে লাগল ঃ অস্‌কার বারগাঞ্জা ঘুমিয়ে পড়বার পর আমি লুকিয়ে অস্‌কার বারগাঞ্জার গোপন ড্রয়ার খুললাম। ঐ ড্রয়ারের ভেতর তিনটি ছবি ছিল। একটি ছবির নিচে এক ক্যাপশনে লেখা ছিল 'ইণ্টার পোল ওয়াণ্টস নাদিম দিমিত্রিভ...আল কাপুন অব দি মিডলইষ্ট...'

ঃ এবার বুঝতে পারলেন মি. বায়রন। আমরা ভুল পাত্রকে খুন করেছি। খুনী ব্যক্তির নাম নাদিম দিমিত্রিভ, আলকাপুন কাপুন অব দি মিডল ইষ্ট।' ইণ্টারপোল নাদিম দিমিত্রিভকে খুঁজে বেড়াচ্ছে...কিন্তু সে বোম্বাই শহরে অস্‌কার বারগাঞ্জার ছদ্মবেশ পরে এতদিন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে। এখানে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। ভবিষ্যৎ আর পারবে না।

বায়রন লোটনের কথাগুলি শুনে এত বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে প্রায় আট দশ মিনিট তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরলনা। পরে লোটনকে বলল ঃ কী বলব আমি ভেবে পাচ্ছিনা। তুই আমাকে মিছে কথা বলছিস। এ সম্ভব

নয়। এই লোকটা মধ্য প্রাচ্যর বিখ্যাত ড্রাগ স্মাগলার 'নাদিম দিমিত্রিভ নয়।'

হাসল লোটন, বলল ঃ লোকটাই যে নাদিম দিমিত্রিভ তার অকাট্য প্রমাণ দেব। এই প্রমাণ অলিভিয়া আমার হাতে তুলে দিয়েছে। এই বলে লোটন বায়রনের হাতে একটি পাশপোর্ট তুলে দিল। পাশপোর্টে যে ছবিটি ছিল সেই ছবি ছিল অস্‌কার বারগাঞ্জার। কিন্তু ছবির নীচে লেখা ছিল নাদিম দিমিত্রিভ। পাশপোর্ট ইস্যু করেছিলেন তুর্কীর গভর্নমেণ্ট। শুধু একটি পাশপোর্ট নয়, অলিভিয়া আমাকে বলেছিল অস্‌কার বারগাঞ্জা কিংবা দিমিত্রিভের কাছে সারা দুনিয়ার পাশপোর্ট ছিল। আস্‌কার বারগাঞ্জা সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ছদ্মনাম নিয়ে ঘুড়ে বেড়াত। আর একটি ছিল ভারতীয় পাশপোর্ট। নাদিম দিমিত্রিভের ছবি কিন্তু নাম লেখা আছে অস্‌কার বারগাঞ্জা।

*　　　*　　　*

বায়রন নিস্তব্ধ হয়ে লোটনের কথাগুলি শুনছিল। তার প্রশ্ন হল যে অস্‌কার বারগাঞ্জা ভিয়াণ্ডির লাক্সারি বোটে মারা গেছে তিনি কে? তিনিই কি নাদিম দিমিত্রিভ? মধ্যপ্রাচ্য বিখ্যাত পলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেলার, স্মাগলার, পলিটিক্যাল এজিটেটর— এই নাদিম দিমিত্রিভ, আলকাপুন অব দি মিডল ইষ্ট', আজ ভারতে এসে কেন ছদ্মবেশ ধরে আশ্রয় নিয়েছিল। নিশ্চয় তার লুকিয়ে থাকবার পেছনে অন্য কোন রহস্য ছিল। শুধু 'ইণ্টারপোলের' ভয়ে নয়, বাজারে গুজব ছিল বিভিন্ন দেশের য়্যাণ্টি ড্রাগস স্কোয়া নাদিম দিমিত্রিভকে ধরবার জন্যে এবং—তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে প্রচুর টাকা ঘোষণা করেছে। হয়ত এই কারণেই নাদিম দিমিত্রিভ আজ অস্‌কার বারগাঞ্জার নাম করে বোম্বাই শহরে লুকি. ছদ্মবেশে বসবাস করছে। তবে নাদিম দিমিত্রিভ আসল অস্‌কার বারগাঞ্জার জীবনের প্রতি রহস্য জানে। কিন্তু আসল অস্‌কার বারগাঞ্জা আজ কোথায়। তিনি কী আগে মারা গেছেন? বায়রনের কাছে রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হল।'

*　　　*　　　*

বায়রন চুপ করে লোটনের কথাগুলি শুনছিল। নাদিম দিমিত্রিভ 'আল কাপুন অব দি মিডল ইষ্টকে' যে ভারতে দেখতে পাবে বায়রন আশা করেনি। কারণ ড্রাগস স্মাগলিং-র ব্যাপারে নাদিম দিমিত্রিভের জুড়িদার দুনিয়ায় আর কেউ ছিল না। নাদিম দিমিত্রিভের জীবন কাহিনী ঃ রঙ্গীন এবং বিচিত্র। ড্রাগস স্মাগলিংর কাজ কারবারে নয়, মধ্যপ্রাচ্যর বহু দেশের পুলিশের খাতায় নাদিম দিমিত্রিভের নাম ছিল 'পলিটিক্যাল এজিটেটর'। নাদিম দিমিত্রিভ বাগদাদ চুক্তির সময়ে লেবাননে বাগদাদ চুক্তির সমর্থক কামাল মরেওয়ের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিল। পাকিস্তানের বড় বড় কর্তারা এবং ড্রাগস স্মাগলাররা ছিলেন নাদিম দিমিত্রিভের গ্লাসের ইয়ার।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বায়রন লোটনকে জিজ্ঞেস করল—তাহলে ডন জুয়ান' লাক্সারি বোটে যে অস্‌কার বারগাঞ্জাকে খুন করা হয়েছে সেই লোকটি অস্‌কার বারগাঞ্জা নয়।

ঃ আপনি ঠিক বলেছেন স্যর। যেদিন থেকে অলিভিয়ার মুখে শুনলাম আমরা যাকে অস্কার বারগাঞ্জা বলে জানি এই লোকটি আসল বারগাঞ্জা নয়, এর নাম হল নাদিম দিমিত্রিভ, সেদিন থেকে আমি সাবধান হলাম। বিপদের আশংকা করলাম। বুঝতে পারলাম এই অস্কার বারগাঞ্জা কিংবা তাকে নাদিম দিমিত্রিভই বলুন আমাদের মানে থ্রী মাস্কেটিয়াস' ক্লাবের সর্বনাশ করবে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলান যে কোন বিশেষ কারণে অস্কার বারগাঞ্জার প্রধান শিকার হলেন জমনাদাস জাভেরী। উনি লোটনের সাহায্য নিয়ে জমনাদাসের ছেলে অরুণদাসকে হাত করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত করে তিনি অরুণের সাহায্য নিয়ে জমনাদাসের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান ডকুমেণ্ট আদায় করেছিলেন। ঐ ডকুমেণ্টগুলি কী আমি জানিনা। কিন্তু শিরীন আমাকে বলেছিল ডকুমেণ্ট-গুলি হল 'চাঁদনীমল জুয়েলারি' ফার্মের শেয়ার সার্টিফিকেট...। যদি অস্কার বারগাঞ্জা কোন প্রকারে ঐ শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি হাত করে তাহলে শুধু জমনাদাস জাভেরীর ক্ষতি নয়, এই দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সরকারী কর্মচারিরা বিপদে পড়বেন।'

বায়রন লোটনকে আর কিছু বলল না। শুধু বলল ঃ যতদিন আমার তদন্ত শেষ না হয় ততোদিন তুই বোম্বাই কিংবা দেশের বাইরে যাবার চেষ্টা করবিনা। চেষ্টা করলে বিপদে পড়বি...। তবে তুই এখনও আমাকে বলিসনি শিরীন কে ?

ঃ হুজুর, আপনার হুকুম আমি অমান্য করতে পারি না। আমি সত্যি সত্যি বলছি শিরীন কে আমি জানি না ? তবে এইটুকু জানি কিংবা বলতে পারি শিরীন একটি অসাধারণ রূপসী চতুরা মেয়ে নয়। তার এই সৌন্দয্য এবং রূপের পেছনে আর একটি চরিত্র রয়েছে। সেই চরিত্র কী আমি জানিনা, তবে বলব শিরীন হল এক রহস্যময়ী নারী।

*　　　*　　　*

সেদিন রাত্রে আর একটি ঘটনায় বায়রন এই তদন্তের রহস্যের মধ্যে আলোর রেখা দেখতে পেল।

রাত প্রায় দুটো হবে।

বায়রনের বেডরুমের টেলিফোন বেজে উঠল।

বায়রন টেলিফোন ধরল।

কোন জবাব পেল না।

কিছুক্ষণ পরে আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

আবার টেলিফোনের অপর দিক থিকে কোন জবাব পাওয়া গেল না কী ব্যাপার ?

ঃ তৃতীয়বার টেলিফোন বেজে উঠবার পর বায়রন বেশ কিছুক্ষণ টেলিফোন ধরল না। দেখা যাক এবার কী হয়।

প্রায় তিনচার মিনিট টেলিফোন বাজবার পর বায়রন টেলিফোন ধরল।

ঃ কে ?

ঃ আপনি কে বলছেন ? খুব মৃদু চাপা গলায় অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ঃ কাকে চাই, কী দরকার ? বায়রন এই প্রশ্ন না করে পারল না।

ঃ বায়রন ঘাউস...অর্থাৎ...

ঃ অর্থাৎ মানে কী ? আমি বায়রন কথা বলছি।

তাহলে আপনি সেই 'তৃতীয় ব্যক্তি'। আমি 'ভিক্টর' কথা বলছি...

'ভিক্টর' তৃতীয় ব্যক্তি এই জবাব শুনবার পর বায়রনের বুক উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। বায়রন কখনও আশা করেনি এত রাত্রে ভিক্টর তার সঙ্গে দেখা করবে কিংবা তাকে টেলিফোন করবে।

তাহলে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা উচিৎ কিংবা দেখা করা উচিৎ বলুন, কী করবেন ?

ভিক্টরের নাম শুনবার পর বায়রনের গলার স্বর এত উত্তেজিত হয়েছিল যে তার গলার স্বর বেশ কয়েকমাত্রায় উঁচুতে উঠে গিয়েছিল।

ঃ দেখা করবার আগে, আমি কয়েকটি প্রশ্নের জবাব চাই ভিক্টর প্রশ্ন করল।

ঃ আপনার প্রশ্ন কী ?

ঃ শুনুন, থার্ডম্যান, আমি আগুন নিয়ে খেলা করছি। বলতে পারেন আমার দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, বেইমানী করেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। আমি যে খবর আপনাদের দেবো তার পরিবর্তে কী পাব ?

বায়রন বলল প্রথমে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। পরে আপনার শর্তগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করব। তবে প্রথমেই বলে নিচ্ছি, আপনার শর্ত স্বীকার করা কিংবা নাকচ করে দেবার কোন অধিকার আমার নেই···

ঃ ধরুণ যদি বলি আর আধঘণ্টার মধ্যে আমি দেখা করতে চাই...তাহলে এর জবাবে কী বলবেন ?

আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি বলুন, কোথায় আপনার দেখা পাব ?

ঃ আপনি ঠিক রাত তিনটের সময় আপনার নরীম্যান পয়েণ্টের ফ্ল্যাট থেকে বেড়িয়ে আসুন। তারপর সোজা মেরিন ড্রাইভ দিয়ে হাটবেন...সী গ্রীন হোটেলের কাছে পেঁছুবার পর আপনি একটু মন্থর গতিতে হাটবেন। পেছনে তাকাবেন না। শুধু জুতোর আওয়াজ শুনতে পাবেন···টক-টক-টক। এবার বুঝতে পারবেন আমি আপনার পেছনে আছি। আপনি আরো ধীরে হাটবেন। আমি এসে আপনার সঙ্গে যোগ দেব। তখন সব কথা হবে। শুনুন আমার কোল্ড শব্দ হল 'নো লোড শেডিং'।

বায়রন ভিক্টরের নির্দেশনুযায়ী ঠিক রাত্রি তিনটার সময় তার ফ্ল্যাট থেকে বেড়িয়ে এল।

অমবস্যার রাত্রি :

বাইরে সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই ভাল স্পষ্ট করে দেখা যায় না।

একটু খানি হাটবার পর বায়রন পেছন থেকে জুতোর আওয়াজ শুনতে পেল।

কৈ-কৈ...। না, কোন সন্দেহ নেই। ভিক্টর তার পেছনেই আছে।

সী গ্রীন হোটেল পার হবার পর বায়রন তার হাটবার গতি মন্থর করল। তার পেছনে কে জানি হাটছে। বায়রন ভিক্টরের নির্দেশনুযায়ী পেছনের দিকে তাকাবার কোন চেষ্টাই করলনা।

একটু বাদে একটি বেটে লোক এসে ভিক্টরের কাছে দাড়াল। তারপর খুব মৃদুকন্ঠে বলল ঃ নো লোড শেডিং।

বায়রন জবাব দিল ঃ নো লোড শেডিং।

অন্ধকারের আলোয় বায়রন ভিক্টরকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেল না।

ঃ আপনিই থার্ডম্যান বায়রন ঘাউস।

ঃ হ্যাঁ।

শুনুন আপনাকে আমার অনেক কিছু বলবার ছিল। কিন্তু সব কিছু বলবার সময় আমার নেই। আমি কী করছি না করছি আমার দলের শত্রুরা, বলতে পারেন পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আমার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। হয়ত এই মুহূর্তে ওরা আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। কারণ ওরা আমাকে সন্দেহ করছে যে আমি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। ওরা জানে যে আমি ওদের দলের লোক নই। তাই ওরা আমাকে খুন করতে চায়। হয়ত ওরা আমাকে খুন করবে।

একটু থেমে ভিক্টর আবার বলতে লাগল আমি যে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছি বলতে পারেন এ হল আগুন নিয়ে খেলা। পাকিস্তানী বিদেশ ইনটেলিজেন্স ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে আগুন জ্বালতে চায়, সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করতে চায়। তারা বিভিন্ন পন্থীর রাজনৈতিক দলকে টাকা দিচ্ছে, অস্ত্র দিচ্ছে এবং মদ্দ দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীদের ট্রেনিং মানে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আর একদিন পাকিস্তানীদের এই গোলমাল, হাঙ্গামা সৃষ্টি করবার ব্লু প্রিন্ট সেই নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। যাই হক আপনাকে আমার লেখা তিনটি ডায়েরী দিচ্ছি। এই ডায়েরীতে আমার এই সব বক্তব্যর একটি সারাংশ পাবেন। বলতে পারেন সবকিছু জানতে পারবেন। এই তিনটি ডায়েরী কালই আইবী'র ডিরেক্টর মাধবন শংকরের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন, সরকার যেন আর কোন দেরি না করে পাকিস্তানী স্পাই চক্রকে অবিলম্বে ভেঙ্গে দেয় নইলে এদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। প্রতিদিন সন্ত্রাসবাদের কাজ আরো বাড়বে। ওরা বেআইনী অস্ত্র স্মাগল করে এদেশে আনছে। ড্রাগস আনছে। জাল বিদেশি মুদ্রা, ডলার এদেশের বাজারে প্রচলন করছে। ভারত সরকার গুপ্ত 'টপ সিক্রেট' খবর পাকিস্তানীদের কাছে বিক্রী করছে। বিদেশ এবং ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির টপ সিক্রেট খবর ইস্লামাবাদকে দিচ্ছে। যে সব ভারতীয় সরকারি কর্মচারি এই সব বিভীষণের কাজ করছে তাদের নাম ঠিকানা আমি ডায়েরীতে লিখে রেখেছি। শুধু তাই নয়। জমনাদাস জাভেরীর কাছে দুটি এটাচী কেস জমা আছে। ঐ এটাচী কেসের ভেতর অনেক মূল্যবান কাগজ আছে। স্পাইদের নাম ঠিকানা আছে। পাকিস্তানী স্পাই চক্র ঐ এটাচী কেস দুটি উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে। যেমনি করে হ'ক

ঐ এটাচী কেসগুলি জাভেরী পরিবারের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন···প্রয়োজন হলে ছিনিয়ে নেবেন।

ভিক্টর একটানা কথা বলতে লাগল। বায়রন তার কথায় কোন বাধা দিল না। চুপকরে শুনতে লাগল। কারণ বায়রন জানত ভিক্টরের প্রতিটি কথা মূল্যবান, এবং জরুরী। তার তদন্তের কাজে লাগবে, এছাড়া আজ ভিক্টরের কথা শুনে তার মনে হল ভিক্টর ভয় পেয়েছে। কেন?

ঃ এই ডায়েরীগুলি এবং এটাচীকেস দুটি যেন পাকিস্তানীদের হাতে না পড়ে...। আমার আর বেশিক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলবার সময় নেই থার্ডম্যান।' আমি এক্ষুনি এখান থেকে পালিয়ে যাব। ভবিষ্যৎ কবে এবং কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা করব, টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনাকে জানাব। ঐ কলমের উপর নজর রাখবেন।

হঠাৎ বায়রন শুনতে পেল পেছনে এক মোটর গাড়ির আওয়াজ। পেছনে তাকিয়ে দেখল একটি গাড়ি অন্ধকার ভেদ করে তাদের দিকে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে আসছে!

ভিক্টর চিৎকার করে বলল ঃ আপনি পালিয়ে যান 'থার্ডম্যান।' শত্রু মানে পাকিস্তানী গুণ্ডারা আমাদের পেছু নিয়েছে। আপনার হাতের ডায়েরী তিনটি যেন ওরা না পায়। আমাকে ওরা খুন করবেই। কারণ ওরা জানে আমি ওদের দলের কার্যকলাপের পুরো রহস্য ভারত সরকারকে জানিয়েছি।

গাড়িটা এবার খুবই কাছে এল। বায়রন দেখতে পেল গাড়ির জানালা খুলে দুটি লোক ষ্টেনগান দিয়ে বায়রনের দিকে নিশানা করছে। এবার ভিক্টর এক কাণ্ড করে বসল। 'বায়রনকে হটিয়ে দিয়ে নিজে ষ্টেনগানের সামনে এসে দাড়াল। গুলি ওর গায়ে লাগল। পরে চিৎকার করে বলল ঃ আপনি পালিয়ে যান 'থার্ডম্যান'। নইলে ওরা আপনাকে খুন করবে।

ভিক্টরের মৃতদেহ মেরিন ড্রাইভের ফুটপাথের উপর পড়ে রইল।

বায়রন ভিক্টরের দে'য়া ডায়েরী তিনটি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেল।

* * *

পরের দিন বোম্বাই'র সংগদপত্রে প্রকাশিত হল ঃ গতরাত প্রায় আড়াইটের সময় মেরিন ড্রাইভে বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্ম চাদনীমল জুয়েলার্স এবং তার অনান্য কোম্পানীর একজন প্রধান অংশীদার দুলিচাঁদ নানকানীকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা যায়নি। পুলিশ তদন্ত করছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের চেয়ারম্যান জমনাদাস জাভেরী কিছুদিন আগে বীচকাণ্ডি হাসপাতালে মারা গেছেন।

বায়রন এই খবরটি পড়ে বিস্মিত অবাক হল। তার মনে হল তদন্তের ঘোলাটে জল ক্রমেই পরিস্কার হয়ে আসছে।

* * *

কিন্তু বায়রনের আন্দাজ অনুমান ভুল ছিল

দপ্তরে ছট্টু এসে বলল ঃ স্যার কাল রাত্রে ভোর প্রায় চারটের সময় থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের মালিক লোটন সর্দারকে কে জানি খুন করেছে। লোটনের পার্টনার মঞ্জিলকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না...।

এর পরে কেনী টেলিফোন করে বলল ঃ স্যার শিরীন তার ফ্ল্যাটে ফিরে গেছে।

বায়রন কী জানি ভাবল। পরে বলল ঃ তুমি একটু শিরীনের ফ্ল্যাটের উপর কড়া নজর রাখবে। আমি ওর বিপদের আশংকা করছি।

বায়রন ঠিক করল একবার ভিক্টরের দে'য়া ডায়েরীগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নেবে। পরে কোন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে ডায়েরী তিনটি মাধবন শংকরের কাছে পাঠাবে।

বায়রন মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করল ঃ মিরিয়াম তোমার সেই বয়ফ্রেণ্ড কী জানি তার নাম ? সেই ছেলেটি কোথায় ?

ঃ স্যার ও আমার বয়ফ্রেণ্ড নয়। রোজ দপ্তরে এসে ডিটেকটিভ হবার তালিম নেবার জন্যে এখানে বসে থাকত। গোয়া থেকে ফিল্ম এ্যাক্টর হবার জন্যে বোম্বাইতে এসেছিল। সে হল ফিল্ম এ্যাক্টরের চাকর। তাই এবার ডিক্টেটিভ হবার শখ গজিয়েছে। ওর নাম হল বেঞ্জামিন ডিকস্টা। বোম্বাই'র বাজারে ওর নাম হল ব্যাঞ্জো ডুগডুগি।'

বিশ্বাসযোগ্য। মানে কিষেণচাঁদের মত মুখ বন্ধ রাখতে পারবে তো ?

স্যার মনে হয় মুখ বন্ধ রাখতে পারবে তবে ওর চরিত্রে একটা দুর্বলতা আছে।

ঃ কী দুর্বলতা ? তুমি জানো আমাদের তদন্তের কাজে কোন দুর্বলতা থাকলে চলবে না।

মিরিয়াম মিষ্টি হাসি হাসল। বলল ঃ ও দুর্বলতা সবারই আছে। আর আপনিতো বলেছেন যে ঐ ধরনের দুর্বলতা থাকলে ভাল 'ডিটেকটিভ' হওয়া যায়। ব্যাঞ্জা ডুগডুগির বড় দোষ হল ফিল্ম লাইনের কোন এক্সট্রা মেয়েকে দেখলেই সে তার প্রেমে পড়ে যায়। সে মেয়েটির ঘরের খবর বের করে নেয়। তবে আমি বলতে পারি ব্যাঞ্জা জানে কখন মুখ বন্ধ রাখতে হয়।

ঃ বায়রন বুঝতে পারল সেয়ানা মিরিয়াম কী বলতে চাইছে। কারণ মিরিয়াম জানে যে বোম্বাই'র সুন্দরী মহিলারা সবাই বায়রন বলতে পাগল। রোজ সকাল বিকাল বায়রনের জন্যে অগুনতি টেলিফোন আসে। তাই বায়রন মিরিয়ামের এই কথার কোন জবাব দিল না। শুধু বলল ঃ তুমি ব্যাঞ্জোকে বল কিষেণচাঁদের জায়গায় ওকে ছয় মাসের জন্যে নিয়োগ করা হল। ঐ মাইনেই পাবে। তবে কাল ওকে একটি টপসিক্রেট ডকুমেণ্ট নিয়ে মাধবন শংকরের কাছে ভোরের প্লেনেই দিল্লীতে যেতে হবে।

আমি বলব স্যার...মিরিয়াম মৃদু হেসে চলে গেল।

* * *

বায়রন এবার ভিক্টর অর্থাৎ দুলিচাঁদ নানকানীর ডায়েরী পড়তে লাগল—

লণ্ডন—লিসবন-ইস্তামবুল

গোয়ার লড়াই শেষ হয়েছে।

পানাজিম থেকে পালিয়ে এসে অস্কার বারগাঞ্জা লণ্ডনে আস্তানা গেড়েছে। এখনও স্থির করেনি ভবিষ্যৎ কী করবে।

পানাজিমে থাকাকালীন সে শুধু সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে কলগার্লের ব্যবসা করেছে। যুদ্ধের সময় পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনীর সুন্দরী সুন্দরী গোয়ানিজ মেয়ের প্রয়োজন ছিল। তার কলগার্লের ব্যবসার ঘাটি ছিল থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাব। ঐ ক্লাবের মালিক ডিসিলভা এবং চুনোপুটি মালিক গোলাম রসুল অসকার বারগাঞ্জাকে ভয় করত। অতএব বাজারে অসকার বারগাঞ্জা নিজেকে থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের একজন 'বড় অংশীদার বলে নিজের পরিচয়' দিতে লাগল তখন ডি সিলভা কোন আপত্তি করতে পারল না। এ ছাড়া অস্কার বারগাঞ্জা জানত ডি সিলভা এবং গোলাম রসুল বোম্বাই'র বাজারে মেয়ে স্মাগল করত। এছাড়া ঐ থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে রুলেট তিনতাস, ব্ল্যাকজ্যাক শেমাদ্য ফেয়ার খেলা হত। প্রতিটি খেলায় জোচ্চুরি করা হত। ডিসিলভা এবং ক্রুপিয়ের জনি গনসালভেজ এই জোচ্চুরির কাজ কারবার করত। তাই ওরা সাহস করে অস্কার বারগাঞ্জার কোন কাজের কিংবা কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারত না।

একদিন ঐ ক্লাবে জোনাথান মাসকারনিস নামে এক পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স অফিসারের সঙ্গে অস্কার বারগাঞ্জার আলাপ পরিচয় হল। জোনাথান মাসকারনিস পর্তুগীজ সরকারের কাছে গিয়ে বলল থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে অনেক গোপন জরুরী খবর আদান প্রদান হচ্ছে। অতএব ঐ ক্লাবের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। জোনাথান মাসকারনিসের অবশ্যি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের উপর নজর রাখা। কারণ ঐ সময়ে পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনীর সুন্দরী নারীদের প্রয়োজন ছিল।

ঃ এই সুন্দরী গোয়ানিজ মেয়েদের সংগ্রহ করার জন্যে জোনাথান মাসকার-নিসের একজন সহকারির প্রয়োজন ছিল। আর সেই সহকারি হল অস্কার বারগাঞ্জা। পরে জোনাথান মাসকারনিস এবং অসকার বারগাঞ্জা মিলে একটি 'কলগাল সার্ভিস' খুলল।

ঃ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

জোনাথান মাসকারনিস লিসবনে ফিরে এলেন। পর্তুগীজ সরকার তার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অতএব জোনথান মাসকারনিস পর্তুগীজ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে প্রমোশন পেলেন। হলেন পর্তুগীজ সরকারের খনটেলিজেন্স সার্ভিসের সহকারি ডিরেক্টর। পরে রিটায়ার করলেন।

জোনাথান মাসকারনিস এবার অস্কার বারগাঞ্জাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কী করবে? ভারতে তোমার অনেক শত্রু আছে। অতএব লিসবন, য়ুরোপে আমার সঙ্গে কাজ কর।

ঃ কী ধরনের কাজ ? অস্কার বারগাঞ্জা এই প্রশ্ন না করে পারলনা।

ঃ প্রথম কাজটি সহজ কিন্তু দ্বিতীয় কাজটি কঠিন —

ঃ বলুন প্রথম কাজ কী ? অস্কার বারগাঞ্জা জিজ্ঞেস করল।

ঃ দ্যাখো আমি পর্তুগাল সরকারের সহকারি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রাক্তন ডেপুটি ছিলাম। আমার সঙ্গে য়ুরোপ এবং সি· আই·এর অনেক বড় কর্তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। ওদের স্পাইংর কাজ করবার জন্যে সুন্দরী মেয়ে দরকার। আমরা ওদের সুন্দরী মেয়ে সাপ্লাই করব। বলতে পার আমরা য়ুরোপে এক কলগার্ল সার্ভিস খুলব। এ ব্যবসায় বেশ লাভ আছে। তুমি মেয়ে যোগার করবে। আমি বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।

অসকার বারগাঞ্জা একটু চিন্তা করে বলল ঃ এ কাজ খুব কঠিন নয়। এবার দ্বিতীয় কাজ কী বলুন ?

ঃ দ্বিতীয় কাজ হল ড্রাগস স্মাগলিং। পরে ড্রাগস বিক্রী করে আর্মস কিনব। ঐ আর্মস ক্রয় করে আমরা বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসবাদীর কাছে আর্মস বিক্রী করব — এই কথা বলতে বলতে জোনাথান মাসকারনিস বললেন তোমাকে একটা কথা বলছি ! গোয়া থেকে আমাদের পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনী যখন চলে আসে তখন আমরা প্রচুর অস্ত্র গোয়ার বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। কোথায় কোথায় ঐসব অস্ত্র আছে তার একটি ম্যাপ আমার কাছে আছে। প্রয়োজন হলে আমরা ঐ ম্যাপের সাহায্য নিয়ে ঐ লুকানো অস্ত্রগুলি উদ্ধার করব।

অস্কার বারগাঞ্জা হাসল। বলল ঃ এত খুব কঠিন কাজ নয়।

জোনাথান মাসকারনিস প্রথমে চুপ করে রইলেন। কী জানি ভাবলেন। পরে বললেন ঃ অস্কার আজ তোমাকে কয়েকটি গোপন কথা বলব। সেই কথা যেন বাইরের কারু কানে না যায়। বাইরের কেউ যদি এ খবর জানতে পারে পারে তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। মনে রেখো তুমি এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী জানতে পেরেছ। যদি কেউ জানতে পারে তুমি এই ষড়যন্ত্রের খবর জানো, তাহলে কী হবে জান ? ডেথ। তোমাকে ওরা কুকুরের মত গুলি করে মারবে। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান দুই অভিনেতার হল ভারত ও পাকিস্তান। পর্তুগীজ সরকার গোয়া থেকে চলে এসেছে বটে তবে মনে রেখো আমরা ভারতে গোলমাল হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাই। আমরা এ কাজের জন্যে ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানকে ব্যবহার করব। এছাড়া আমরা শুনেছি পাকিস্তান ভারতে এক বিপ্লব, সন্ত্রাসবাদের কাজ শুরু করতে চায়। ওরা আমাদের কাছে সাহায্য চায়।

এবার তোমাকে এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের কিছুটা আভাষ দিচ্ছি। এখনও তোমাকে পুরো কাহিনী বলবার সময় হয়নি ?

প্রথমতঃ বলছি আমরা সন্ত্রাসবাদীদের জন্যে অস্ত্র কী দিয়ে এবং কোথা থেকে কিনব ? ড্রাগস দিয়ে। এর আগে তোমাকে এই ড্রাগস সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলব।

অস্কার তুমি জানো আজকাল সারা দুনিয়া, বিশেষ করে আমেরিকা, য়ুরোপ, ইংল্যাণ্ডে এই হেরোন-হাসিস আমদানী বন্ধ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু "মাফিয়া" আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড য়ুরোপের চোখে ধুলো দিয়ে হেরোন স্মাগল করছে। তুর্কীতে এই সব মফিয়াদের কাজ হল ড্রাগস বিক্রী করে আর্মস কেনা। এই সব আর্মস-ড্রাগন বিক্রেতাকে তুর্কীর ভাষায় "বাবা" বলা হয়। 'বাবারা' হেরোন কোথায় পায়। ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্থানকে বলা হয় পৃথিবীর সব চাইতে উৎকৃষ্ট আফিম উৎপাদন কেন্দ্র। এই কয়েকটি স্থানকে বলা হয় "গোল্ডেন ক্রিসেণ্ট।" আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড য়ুরোপে এই 'গোল্ডেন ক্রিসেণ্ট' থেকে সব ড্রাগস স্মাগল করা হয়।

দুবছর আগে প্রেসিডেণ্ট নিক্সন তুর্কীতে আপিম চাষ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই সময়ে "বাবার" দল ইরান, পাকিস্তান এবং আফগানিস্থানে আপিম চাষ শুরু করেছিল। সাধারণতঃ পাকিস্তান ও আফগানিস্থানের আপিম ইরান দিয়ে য়ুরোপে নিয়ে যাওয়া হয়।

'বাবারা' শুধু আপিম প্রয়োজনীয় ছিলনা। তারা আপিম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন কী ভারতবর্ষেও আজকাল আপিম স্মাগল করে নিয়ে যায়। ভারতের আপিম স্মাগল নিয়ে বাবার বিস্তারিত বিবরণী তোমাকে পরে দেব।

একবছর আগে 'তুর্কীর' মাফিয়ারা হেরোন বিক্রী করবার জন্যে বিভিন্ন এজেণ্ট নিয়োগ করেছিল। তুর্কীর এজেণ্টদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখযোগ্য, উগুরুলু। উগুরুলুর অনেক সাগরেদ আছে।'

ঃ তোমাকে আর একটা কথা বলব অস্কার। ১৯৬৮ সালে বুলগেরিয়াতে একটি সরকারি সংস্থা 'কিনটেক্স'—গঠন করা হল যার প্রধান কাজ হল "ইলিগ্যাল ড্রাগস" কিনে সেই টাকা দিয়ে আর্মস ক্রয় করা এবং পরে বিদেশে সেই আর্মস স্মাগল করে পাচার করা হয়।

এই 'কিনটেক্স' কোম্পানী মধ্য প্রাচ্য এবং ভারত,শ্রীলঙ্কায় অস্ত্র পাচার করতে শুরু করেছে। এসব দেশ থেকে হেরোন, হাসিস ইত্যাদি ক্রয় করে সেই ড্রাগস য়ুরোপ এবং আমেরিকাতে বিক্রী করা হয়।

এই ড্রাগস স্মাগল এবং এই সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করবার জন্যে সুন্দরী সেক্সী নারীর প্রয়োজন হয়। তুমি এবং আমি এই অপারেশন শুরু করব। তোমার আমার কাজ হবে সুন্দরী নারী সংগ্রহ করা।

*　　　　*　　　　*

জোনাথান আসকারনিসের বিচিত্র কাহিনী শুনে অস্কার বারগাঞ্জা বিস্মিত হয়েছিল। জোনাথান আসকারনিস আজ তার কাছে এক নতুন জগৎ খুলে দিলেন। অতএব অস্কার বারগাঞ্জা জোনাথান আসকারনিসের প্রস্তাব গ্রহণ করতে আর দেরি করল না। অস্কার বারগাঞ্জা এবার থেকে লণ্ডনের সহো এলাকায় আড্ডা জমিয়ে বসল। ঐ আড্ডায় মেয়ে বেচাকিনি, ড্রাগস স্মাগলিং

এবং বিভিন্ন দেশের গোপন খবর বেচাকিনি নিয়ে আলোচনা হত। এই কাজ করবার জন্যে অস্কার বারগাঞ্জা একটি দল গঠন করল। কিন্তু অস্কার বারগাঞ্জা জানতে পারেনি যে তার এই কলগার্লের ব্যবসার কথা ড্রাগস ও আর্মস স্মাগলিং-র বাহিনী লণ্ডনের এবং আমেরিকার য়্যাণ্টি নার্কোটিকস ডিপার্টমেণ্ট জানতে পেরেছিল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস ইংল্যাণ্ডে স্মাগলিং করা হচ্ছে এবং স্মাগলিং-র প্রধান নায়ক হলেন বারগাঞ্জা। এখবর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জানতে পেরেছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান প্রশ্ন হল কী করে অস্কার বারগাঞ্জাকে স্মাগলিং-র সময় মালসমেত ধরা যায়। পরে জানা গেল অস্কার বারগাঞ্জা নিজের হাতে কিছু করেন না। স্মাগলিং-র কাজ করবার জন্যে সে সুন্দরী মেয়ে এজেণ্টদের ব্যবহার করে থাকে। এই সব মেয়েরা তাদের ব্রাসিয়ার এবং প্যাণ্টির ভেতর ড্রাগস স্মাগল করে আনে। তাদের সহজে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল না। এই সব মেয়েদের চোখে মুখে এত নিস্কলঙ্কের চিহ্ন ছিল যে কাষ্টমস অফিসারেরা কখনই এই সব মেয়েদের এজেণ্ট বলে সন্দেহ করেনি।

কিন্তু অস্কার বারগাঞ্জার দলকে ধরবার জন্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করল। তারা ঠিক করল অস্কার বারগাঞ্জার দলের মধ্যে এক বিরোধী শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে এবং দলের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু করতে হবে। উদ্দেশ্য ছিল দুইটি ঃ অস্কার বারগাঞ্জার দলে যেন ভাঙ্গন ধরে এবং পরে দল থেকে যারা বেরিয়ে আসবে তাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে হবে কী করে য়ুরোপ এবং আমেরিকাতে তিন এবং চার নম্বর হেরোন [সবচাইতে দামি হেরোন।) স্মাগল করা হয়।

ঃ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সহোর একটি বার রেস্তোরা থেকে পাঁচ কিলো হেরোন এবং তিনজন গোয়ানিজ এবং দুইজন পাকিস্তানী মেয়েকে অসৎ কাজে লিপ্ত থাকবার দরুণ গ্রেপ্তার করল। এই বার রেস্তোরার মালিক ছিলেন বারগাঞ্জার এক বন্ধু। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাজারে গুজব রটাল যে অস্কার বারগাঞ্জাই এই বার রেস্তোরার মালিককে বিপদে ফেলবার জন্যে এই খবর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে দিয়েছিল।

আরো গুজব রটল যে অস্কার বারগাঞ্জা হলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইনফরমার।

এই সময়ে অস্কার বারগাঞ্জার আর এক বন্ধু জুটল। এই লোকটির নাম হল নাদিম দিমিত্রিভ। লোকটি কোন দেশের কেউ জানত না। তার আসল নাম নাদিম দিমিত্রিভ ছিল কিনা একথা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারল না। তবে জানা গেল নাদিম দিমিত্রিভ হলেন বিখ্যাত তুর্কীর স্মাগলার ড্রাগস-আর্মস আবুজের উগরুলুর ডান হাত। ইস্তানবুলে উগরুলুর নাম ছিল 'গড ফাদার'।

উগরুলুর বুলগেরিয়া এবং তুর্কীতে বসবাস করত। এখান থেকে উগরুলু ড্রাগস কেনা এবং আর্মস স্মাগলিংর ব্যবসা করত। অতএব পুলিশ উগরুলুকে

গ্রেপ্তার করতে পারল না। উগরুলু ডান হাত দিয়ে ড্রাগস স্মাগলিং করত এবং বাম হাত দিয়ে আর্মস স্মাগল করত। বাম হতে কী করছে ডান হাত জানত না। অর্থাৎ নাদিম দিমিত্রিভ শুধু ড্রাগস স্মাগলিংর কাজ কারবার করত। কিন্তু আর্মস স্মাগলিংর কোন খবর রাখত না। নাদিম দিমিত্রিভ আর্মস স্মাগলিংর খবর জানবার চেষ্টাও করেনি। কারণ নাদিম দিমিত্রিভ জানত যে উগরুলুর কাজকর্ম সম্বন্ধে অহেতুক অনিসন্ধিৎসু প্রকাশ করা মানে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা !

ঃ ইতিমধ্যে উগরুলু য়ুরোপ এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলির বিভিন্ন ফ্যাক্টরী থেকে আর্মস কিনত। সেই আর্মস মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতে পাঠান হত।

[মধ্য প্রাচ্যর এবং মধ্য য়ুরোপের কয়েকটি সত্যি ঘটনাকে ভিত্তি করে এই কাহিনী লেখা হয়েছে। এই ড্রাগস স্মাগলিং নিয়ে পরে বিস্তারিত লেখা হবে]

* * *

নাদিম দিমিত্রিভের সঙ্গে অস্কার বারগাঞ্জার বন্ধুত্ব গাঢ় হল। এই সময়ে নাদিম দিমিত্রিভ ইণ্টারপোলের হাত থেকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কারণ উগরুলু তাকে বলেছিলেন নাদিম যেন বুলগেরিয়া তুর্কীর বাইরে গিয়ে কোন কাজ না করে। কিন্তু নাদিম দিমিত্রিভ উগরুলুর আদেশ অমান্য করে লিবিয়ার প্রেসিডেণ্ট গাদাফীর হয়ে কিছু কাজ করছিলেন। কাজ গুলি ছিল রাজনৈতিক এবং এই কাজ করে নাদিম দিমিত্রিভ নাম কেন হল, 'আলকাপুন অব দি মিডল ইষ্ট'। অতএব নাদিম দিমিত্রিভ ইণ্টারপোলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইণ্টার-পোলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নাদিম দিমিত্রিভ লণ্ডনে এসে গা ঢাকা দিয়ে রইল। এই সময়ে তার অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। আলাপ আলোচনায় নাদিম দিমিত্রিভ জানতে পারল যে অস্কার বারগাঞ্জা হল গোয়ানীজ। তবে হালে অস্কার বারগাঞ্জা ভারতীয় পাশপোর্ট নেবার চেষ্টা করছে। নাদিম দিমিত্রিভ মনে মনে ঠিক করল অস্কার বারগাঞ্জার সাহায্য নিয়ে তাকে ইণ্টারপোলের হাত থেকে বাঁচতে হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নাদিম দিমিত্রিভ হবে অস্কার বারগাঞ্জা কিন্তু নাদিম দিমিত্রিভ যদি অস্কার বারগাঞ্জার পরিচয় নিয়ে গোয়াতে যায় তাহলে অস্কার বারগাঞ্জার গোয়ার জীবনের প্রতিটি খুটিনাটি খবর, তার চরিত্র, তার আত্মীয় স্বজনের খবর সংগ্রহ করা দরকার। অতএব নাদিম দিমিত্রিভ ঠিক করল যে অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে তাকে আরো ঘনিষ্ঠ হতে হবে। ইতিমধ্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড প্রচারিত করল যে অস্কার বারগাঞ্জা হল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইনফরমার। অতএব নিজের জীবনকে বাঁচাবার জন্যে অস্কার বারগাঞ্জা তার নতুন বন্ধু নাদিম দিমিত্রিভের কাছে মন খুলে সবকথা বলল। জীবনের কোন কথাই সে বাদ দিল না। এমনকী কত মেয়ের সর্বনাশ সে করেছে এবং অলিভিয়ার সঙ্গে তার যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই খবরও অস্কার বারগাঞ্জা নাদিম দিমিত্রিভকে দিল।

অস্‌কার বারগাঞ্জা এবং নাদিম দিমিত্রিভের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে একথা লিসবনে বসে জোনাথন মাসকারনিস জানতে পারলেন না। ইতিমধ্যে অস্‌কার বারগাঞ্জার সঙ্গে মাসকারনিসের একটা গভীর সম্পর্ক এবং হৃদ্যতা হয়েছিল। কলগার্লের ব্যবসাও বেশ ভাল চলছিল। কারণ এই কলগার্লের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে হাসিস, হেরোনের ব্যবসা করে জোনাথন মাসকারনিস দুচার পয়সা করছিলেন। এছাড়া এই সময়ে অবুজের উগরুলুর সঙ্গে এই ড্রাগস এবং আর্মস স্মাগলিং নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছিল। কিন্তু জোনাথান মাসকারনিস যে উগরুলুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং এই সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার কী পরিনাম হতে পারে একথা জোনাথান মাসকারনিসের অজানা ছিল না। জোনাথান মাসকারনিস ভাবতে শুরু করলেন নাদিম দিমিত্রিভের অস্‌কার বারগাঞ্জার সঙ্গে একজোট হবার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন নেপথ্য কারণ আছে। সেই কারণটি জানা দরকার।

অবশ্যি জোনাথান মাসকারনিসের চিন্তার আর একটি কারণ ছিল। অস্‌কার বারগাঞ্জা এবং নাদিম দিমিত্রিভের গলার স্বর হুবহু এক ছিল। চেহারারও প্রচুর মিল ছিল....জোনাথান মাসকারনিস এবার যেন অন্ধকার আলো দেখতে পেলেন...। নাদিম দিমিত্রিভের পেছনে অনেক পুলিশের হুলিয়া ঝুলছে।—তাহলে কী...

*　　　*　　　*

অস্‌কার বারগাঞ্জা তার ড্রাগস স্মাগলিংর এবং কলগার্লের ব্যবসা কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রেখেছিল। প্রধান কারণ বাজারে গুজব রটেছিল যে অস্‌কার বারগাঞ্জা হল পুলিশের ইনফরমার। অতএব কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকা যাক।

কিন্তু অস্‌কার বারগাঞ্জা একেবারে চুপ করে বসে থাকবার পাত্র ছিল না। তাকে কিছু একটা করতেই হবে।

একদিন সে তার বন্ধু নাদিম দিমিত্রিভকে বলল ঃ দ্যাখো আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে। কিন্তু একাজে অনেক বিপদ আছে।

ঃ কী কাজ এবং আর বিপদই বা কী? নাদিম দিমিত্রিভ জিজ্ঞেস করল।

শোন, পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনী ভারতের কাছে যুদ্ধ হারবার পর এবং গোয়া থেকে চলে আসবার পর তাদের অস্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন শহরে লুকিয়ে রেখেছে। অনেক টাকার অস্ত্র। প্রায় আট দশ কোটি টাকার মতো হবে....। একবার যদি ঐ অস্ত্র হাত করতে পারি তাহলে ঐ অস্ত্র বিক্রি করতে পারব।

ঃ কার কাছে? নাদিম দিমিত্রিভ জিজ্ঞেস করল।

ঃ ধর যদি বলি...

অস্‌কার বারগাঞ্জা তার কথা শেষ করল না। চুপ করে রইল। নাদিম দিমিত্রিভ পরিচিত বন্ধু হতে পারেন বটে, তবে মনে খুলে সব কথা বলা তার কাছে

যায় না।

অস্কার বারগাঞ্জাকে চুপ করে থাকতে দেখে নাদিম দিমিত্রিভ প্রশ্নটি নিয়ে আর নাড়াচাড়া করল না।

বেশ এই সব অস্ত্র গোয়ার কোথায় লুকান আছে আমরা জানব কী করে ?

গোয়াতে যে সব স্থানে এই সব অস্ত্র লুকানো আছে তার একটি ম্যাপ আছে।

তোমার কাছে আছে ? নাদিম দিমিত্রিভ জিজ্ঞেস করল।

না, আমার বন্ধু জোনাথান মাসকারনাসিরের কাছে আছে।

তিনি কে ?

ঃ পর্তুগাল ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রাক্তন সহকারি ডিরেক্টর। তার নাম হল জোনাথান মাসকারনিস। আজকাল কলগার্লের ব্যবসা করছেন। তিনি বলেছেন যদি আমি গোয়ায় যাই তাহলে আমরা ঐ ম্যাপের সাহায্যে অস্ত্রগুলি খুঁজে বার করতে পারব। পরে ঐ অস্ত্র বিক্রী করে যা পাব তার ভাগ হবে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। অবশ্যি বর্তমানে ওকে ম্যাপের জন্যে কুড়ি হাজার ডলার দিতে হবে।

তুমি ওকে ঐ টাকা দিচ্ছ না কেন ? ম্যাপটা হাত করা দরকার...

তার কারণ ভারতে আমার শত্রুর অভাব নেই। অবশ্যি যদি ভারতীয় পাশপোর্ট ইতিমধ্যে পেয়ে যাই তাহলে অবশ্যি গোয়াতে যাওয়া অনেক সুবিধা হবে...

ঃ পাশপোর্টের জন্যে তুমি চিন্তা কর না। দরকার হলে আমরা পাশপোর্ট জাল করব। হাতের লেখা, সই নকল, জাল পাশপোর্ট করতে আমার জুড়িদার নেই। বলতে পার নকল এবং জালিয়াতির কাজে আমি বাদশা।

একটু চুপ করে থেকে নাদিম দিমিত্রিভ বলল ঃ তুমি কোন চিন্তা করনা অস্কার। একবার আমরা যদি জোনাথান মাসকারনিসের কাছ থেকে ঐ ম্যাপ উদ্ধার করতে পারি তাহলে আমি জানি ঐ ম্যাপ দিয়ে কী করতে হবে।

ঃ কী করবে ? অস্কার বারগাঞ্জার মনে হল জোনাথান মাসকারনিস এবং গোয়াতে যে অস্ত্র লুকানো আছে একথা নাদিম দিমিত্রিভকে না বললেই ভাল হত। কিন্তু কথা এখন অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। পেছু ফিরবার যো নেই।

ঃ শোন অস্কার তুই আর আমি লিসবনে গিয়ে জোনাথান মাসকারনিসের কাছ থেকে ঐ ম্যাপটি আদায় করব, তারপর ঐ ম্যাপ অন্য কারু কাছে বিক্রী করব কিংবা আমরা দুজনে গোয়াতে যাব। কী বলিস ? নাদিম দিমিত্রিভ প্রস্তাব করল।

অস্কার বারগাঞ্জার বলবার কিছুই ছিল না। মনে মনে সে অতংকিত হয়েছিল। নাদিম দিমিত্রিভকে সে ভয় করতে শুরু করেছিল।

*　　　*　　　*

অস্কার বারগাঞ্জাও নাদিম দিমিত্রিভ এবার লিসবনের পানে রওনা দিল।

অবশ্যি যাবার আগে অস্‌কার বারগাঞ্জা লিসবনে জোনাথান মাসকারনিসের টেলিফোন করে বলেছিল ম্যাপটি তৈরি করে রাখুন। আমরা ঐ ম্যাপটি চড়া দামে কারু কাছে বিক্রী করব।

জোনাথান মাসকারনিস অস্‌কার বারগাঞ্জার টেলিফোন পাবার পর বেশ একটু অবাক হয়েছিলেন। কারণ মাত্র কিছুদিন আগে তিনি অস্‌কার বারগাঞ্জাকে বলেছিলেন, অস্‌কার আজকাল ভারতবর্ষে প্রচুর সন্ত্রাসবাদীর দল গজিয়ে উঠছে। এদের কাছে আমরা ঐ অস্ত্র বিক্রী করব—। ঐ সময়ে অস্‌কার বারগাঞ্জা এই ম্যাপটি ব্যবহার করবার জন্যে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখায় নি। কিন্তু আজ হঠাৎ তার নতুন উৎসাহ গজিয়ে উঠল কেন? জোনাথান মাসকারনিসের মনে হল আজ নাদিম ডিমিত্রিভ হয়েছে অস্‌কার বারগাঞ্জার প্রধান পরামর্শদাতা। নিশ্চয় বিশেষ কোন কারণে আজ দুজনেরই ঐ ম্যাপটির দরকার হয়েছে। জোনাথান মাসকারনিস নিজেও ছিলেন ধুরন্ধর, শয়তান। তাই ঠিক করলেন তিনি অস্‌কার বারগাঞ্জা এবং নাদিম দিমিত্রিভের কাছ থেকে ম্যাপের জন্যে আরো বেশি টাকা চাইবেন। শুধু তাই নয়। তিনি যে ম্যাপটি অস্‌কার বারগাঞ্জা এবং নাদিম দিমিত্রিভের কাছে বিক্রী করবেন সেই ম্যাপটি হবে এক জাল ম্যাপ।' 'এই প্ল্যানটি করবার পর জোনাথান মাসকারনিস মনে মনে হাসলেন।

তিনি আরো ঠিক করলেন যে অস্‌কার বারগাঞ্জা এলে তিনি একবার যাচাই করে দেখবেন যে অস্‌কার বারগাঞ্জার উপর নাদিম দিমিত্রিভের প্রভাব কতটুকু বিস্তার হয়েছে।

* * *

অস্‌কার বারগাঞ্জা ও নাদিম দিমিত্রিভ লণ্ডন থেকে লিসবনের পানে রওনা দিল। ডোভারে ইমিগ্রেশন অফিসার অস্‌কার বারগাঞ্জার পাশপোর্ট নম্বর টুকে রাখল। পরে অ্যান্টিনার্কোটিক্স ডিপার্টমেন্টকে টেলিফোন করে বলল ঃ অস্‌কার বারগাঞ্জা লিসবনে যাচ্ছে। পরে এই খবরটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে দে'য়া হল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এবং নার্কোটিকস ডিপার্টমেন্ট ভাবতে শুরু করল ঃ কী কারণে অস্‌কার বারগাঞ্জা লিসবনে যাচ্ছে। বাজারে একটা গুজব রটেছিল অস্‌কার বারগাঞ্জা তুর্কীর বিখ্যাত আপিম মাফিয়া রাজা আবদুজের উগরুলুর সঙ্গে আপিম স্মাগলিং-র কাজ কারবার নিয়ে একটা চুক্তি করবার জন্যে লিসবনে যাচ্ছে।

ট্রেনে উঠবার আগে অস্‌কার বারগাঞ্জা এবং নাদিম দিমিত্রিভ প্রচুর মদ পান করেছিল। নাদিম দিমিত্রিভ আর একটি শয়তানী করেছিল। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে এবং পরে ষ্টীমারে অস্‌কার বারগাঞ্জার হুইস্কির সঙ্গে প্রচুর ঘুমের অষুদ মিশিয়ে দিয়েছিল। হুইস্কি এবং ঘুমের অষুদ, দুইটি মিলিয়ে হল ডবল এফেক্ট। জাহাজে উঠে তারা দুজনে আবার মদ খেল। এবার মদ খাবার পর অস্‌কার বারগাঞ্জা আর হাটতে পারছিল না। নাদিম দিমিত্রিভ অস্‌কার বারগাঞ্জার অসার দেহটি বিছানায় শুইয়ে রাখল। পরে পকেট থেকে অস্‌কার

বারগাঞ্জার পাশপোর্ট এবং ট্রাভেলার্স চেক বের করে নিল। তারপর জাহাজ যখন মাঝ সমুদ্রে পৌঁছুল তখন নাদিম দিমিত্রিভ অস্কার বারগাঞ্জার অসার দেহটি জলে ফেলে দিল। জাহাজের কেউ জানতে পারল না যে একটা লোককে সমুদ্রে ফেলে দে'য়া হচ্ছে।

পরে নাদিম দিমিত্রিভ জালিয়াতি শুরু করল। অস্কার বারগাঞ্জার পাশপোর্ট থেকে তার ছবিটি খুলে নিয়ে পাশপোর্টে নিজের ছবি লাগিয়ে নিল। এবার থেকে 'ক্যালের' ইমিগ্রেশনের কাছে নিজের পরিচয় দেবে অস্কার বারগাঞ্জা, বিজনেসম্যান। পরে ট্রাভেলার্স চেক দেখে নাদিম দিমিত্রিভ অস্কার বারগাঞ্জার সই নিয়ে মকশো করল। একটু বাদেই অস্কার বারগাঞ্জার সই'র সঙ্গে তার সই একেবারে মিলে গেল। চেহারার একটু অদল বদল করল। শুধু তাই নয়, এবার সে অস্কার বারগাঞ্জার হাতের লেখা এবং সই জাল করে জোনাথান আসকারনিসকে এক চিঠি লিখলঃ বিশেষ কোন কারণে শেষ মুহূর্তে যেতে পারলাম না। বন্ধু নাদিম দিমিত্রিভ লিসবনে যাচ্ছে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে এর হাতে ম্যাপটি তুলে দিতে পারেন। ম্যাপের বাবদ যে টাকা চাইবেন নাদিম আপনাকে সেই টাকা দেবে। যদি ম্যাপ কোন কাজে লাগাতে পারি তাহলে যা মুনাফা হবে তার পঞ্চাশ পার্সেণ্ট আপনি পাবেন। নাদিম দিমিত্রিভ ইচ্ছে করেই জোনাথান মাসকারনিসকে লোভ দেখাবার জন্যে পঞ্চাশ পার্সেণ্ট শেয়ার দিতে রাজি হল। দেখা যাক না নাদিম দিমিত্রিভ যে জাল বিস্তার করেছে সেই জালে কয়টি রাঘব বোয়াল ধরা পড়ে।

'ক্যালে' ইমিগ্রেশনের কাছে নাদিম দিমিত্রিভ নিজেকে অস্কার বারগাঞ্জা বলে পরিচয় দিল। তারপর পারীর গেয়ার দ্য নর্থ থেকে ট্রেনে করে সোজা গিয়ে লিসবনে হাজির হল এবং দেরী না করে জোনাথান মাসকারনিসের দপ্তরে গিয়ে উপস্থিত হল।

জোনাথান মাসকারনিসের সন্দেহ একেবারে অমূলক ছিল না। শয়তান নাদিম দিমিত্রিভ নিজেই লিসবনে এসেছে। এমনকী অস্কার বারগাঞ্জাকে সঙ্গে করে আনে নি। কেন আনে নি, একথা সহজেই আন্দাজ অনুমান করতে পারল। নাদিম দিমিত্রিভ অস্কার বারগাঞ্জাকে ঠকাতে চায়। অবশ্যি জোনাথান মাসকারনিসের একবারও মনে হয়নি যে নাদিম দিমিত্রিভ মাঝ সমুদ্রে অস্কার বারগাঞ্জাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু জোনাথান মাসকারনিস তার মনের সন্দেহের কথা ঘুনাক্ষরেও নাদিম দিমিত্রিভকে জানতে দিলেন না। শুধু একবার দুঃখ প্রকাশ করে বললেনঃ অস্কার এলনা কেন? এলে ভালই করত। আমাদের ব্যবসা নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে পারতাম।'

হাসল নাদিম দিমিত্রিভ। হাসবার সঙ্গে সঙ্গে তার উপরের সোনার দুটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। জোনাথান মাসকারনিস অস্কার বারগাঞ্জাকে গোড়া থেকে চিনতেন। কৈ অস্কার বারগাঞ্জার তো কোন সোনার দাঁত ছিল না। কিন্তু জোনাথান আসকারনীস আবার তার মুখ বন্ধ করে রইলেন। দেখা যাক

ব্যাপারটি কতদূর গড়ায়। অবশ্য জোনাথান আসকারনীস এই ধরনের একটা কিছু ঘটতে পারে তার আশা করেই ছিলেন।

নাদিম দিমিত্রিভ প্রথমে আলোচনা শুরু করল। বলল আমি এবং অস্কার হলাম হরিহর আত্মা। লণ্ডনে সব সময়ে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকতাম। কিন্তু হঠাৎ কী হল। অস্কার আমাকে বলল যে তার এক বান্ধবী লণ্ডনে আসছে। তার সঙ্গে ওর দেখা সাক্ষাৎ একান্ত আবশ্যক।

বান্ধবীর কী নাম ? জোনাথান মাসকারনিস জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ অলিভিয়া ? আপনি ওর এই বান্ধবীকে চেনেন ?

জোনাথান মাসকার নাম নাদিম দিমিত্রিভের কথা শুনে বেশ একটু বিচলিত হলেন। অলিভিয়া নামটি শুধু তার পরিচিত নয়, ভদ্রমহিলাও তার বিশেষ পরিচিত। জোনাথান মাসকারনিস মনে মনে স্বীকার করলেন অলিভিয়া সুন্দরী, অপ্সরা। প্রায় বছরখানেক আগে অলিভিয়া লিসবনে একবার এসেছিল। কিন্তু ঐ সময়ে জোনাথান মাসকারনিস দপ্তর সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে তিনি অলিভিয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেননি কিংবা তার সঙ্গে প্রেম করবার সুযোগ পাননি। এবার জোনাথান মাসকারনিস স্বীকার করলেন নাদিম দিমিত্রিভ অস্কার বারগাঞ্জার অন্তরঙ্গ বন্ধু না হলে সে কখনই অলিভিয়ার নাম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া অন্য কারু কাছে বলতে পারতনা।

এবার জোনাথান মাসকারনিস বললেন ঃ কথা ছিল অস্কার বারগাঞ্জা নিজে এসে আমার প্রাপ্য টাকা দিয়ে ম্যাপটি নিয়ে যাবে। তোমার কাছে ম্যাপ দেবার কোন কথা আমাকে সে বলেনি।

ঃ আপনি ঐ ম্যাপের জন্যে অস্কারের কাছ থেকে কত টাকা চেয়েছিলেন ? নাদিম দিমিত্রিভ প্রশ্ন করল।

ঃ পঁচিশ হাজার ডলার জোনাথান মাসকারনিস জবাব দিলেন।

ঃ আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ক্যাশ ঐ টাকা আপনাকে দেবো—নাদিম দিমিত্রিভ বলল।

ঃ ধর, আমি যদি দশ হাজার ডলার বেশি চাই ? জোনাথান মাসকারনিস বললেন। এবার নাদিম দিমিত্রিভের বিস্ময়ের পালা। জিজ্ঞেস করল—দশ হাজার টাকা বেশি চাইছেন কেন ?

ঃ কারণ আমি জানি নাদিম দিমিত্রিভকে ইণ্টারপোল খুঁজে বেড়াচ্ছে—। আমি যদি ইণ্টারপোলের কর্তাদের টেলিফোন করে বলি কুখ্যাত স্মাগলার, নাদিম দিমিত্রিভ আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ; তাহলে কী হবে ? তাহলে তোমাকে বেশিদিন হাজতের বাইরে থাকতে হবেনা—এবার জোনাথান মাসকারনিস বেশ দৃঢ় গলায় জবাব দিলেন।

নাদিম দিমিত্রিভ হাসল। বলল দেখুন আমি জানি আপনি নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনবেন না। আপনি যদি ইণ্টারপোলের কাছে বলেন নাদিম দিমিত্রিভ আপনার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ; তাহলে আমি বাধ্য হয়ে

পুলিশের কাছে, উহুঁ শুধু পুলিশের কাছে কেন, দুনিয়ার সবাইকে বলব, অলিভিয়ার এক সন্তানের পিতা হলেন জোনাথান মাসকারিনস। আপনি অলিভিয়ার এ্যাবরশনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি। আমি জানি অলিভিয়া আপনার কাছ থেকে তার সন্তানের খোরপোষ বাবদ টাকা চেয়েছে। আপনি দেননি। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে অলিভিয়া দু একদিনের মধ্যে লণ্ডনে অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসবে। ঐ সময়ে অলিভিয়া যদি বৃটিশ সংবাদপত্রে আপনার বিরোধী এক বিবৃতি দেয় তাহলে এর জবাবে আপনি কী বললেন ? আর একটা শুনুন, সহো, পিগাল, বার্লিন এবং আমষ্টারড্যামে যে কলগার্লের ব্যবসা ফেঁদেছেন। এবং যেখান থেকে আপনি বিভিন্ন দেশের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসগুলিকে এবং ফ্রান্সের পলিটিসিয়ানদের মেয়ে সাপ্লাই করে থাকেন তাহলে তারও জবাবদিহি আপনাকে করতে হবে। জেনে রাখুন, কলগার্ল ব্যবসার হিসেবপত্রের ফাইল কোথায় আছে আমি জানি। ঐ ফাইলের অনেক তথ্য যদি প্যারিস, লণ্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহলে আপনি এবং আপনার দেশের সরকার বিপদে পড়বেন এবং বেইজ্জতি হবেন।' অতএব মি. মাসকারিনস আমার সঙ্গে হেরাফিরি করবেন না। আপনি টাকা চান! বলেছি তো ঐ টাকা আমি দেবো। এবার ম্যাপটি আমাকে দিন।

ঃ কত দেবেন ?

ঃ কুড়ি হাজার ডলার—নাদিম দিমিত্রিভ জবাব দিল।

ঃ ত্রিশ...

ঃ না পঁচিশ পাবেন, এবার জবাব দেবার সময় নাদিম দিমিত্রিভের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

ঃ জোনাথান মাসকারিনস এবার ড্রয়ার খুলে গোয়ার একটি বড় ম্যাপ বের করে বললেন ঃ গোয়া থেকে পর্তুগীজ সেনাবাহিনী চলে আসবার সময় গোয়ার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল। কোথায় কোথায় এই সব অস্ত্র লুকানো আছে সেই জায়গাগুলি ম্যাপে চিহ্নিত করে রেখেছি। আমাদের কাছে খবর আছে অস্ত্রগুলি এখনও ভাল অবস্থায় আছে। ব্যবহার করা যাবে। বিক্রী করলে বেশ কয়েক কোটি টাকা পাওয়া যাবে—অবশ্যি অস্কার বারগাঞ্জা এই ম্যাপের বদলে আর একটি জিনিষ আমাকে দেবে বলেছে।

ঃ কী ?

ঃ আমাদের লণ্ডন, পিগাল, আমষ্টারডাম, যে সব নাইট ক্লাব আছে তার শেয়ারগুলি আমার নামে লিখে দেবে...

এবার নাদিম দিমিত্রিভ জবাব দিতে একটু সময় নিল। বলল আমি অস্কার বারগাঞ্জাকে এই কথা বলব।

ঃ চমৎকার।

এরপর নাদিম দিমিত্রিভ এটাচী কেস খুলে পঁচিশ হাজার ডলার ক্যাশ নোট

দিল। পরে বলল গুনে নিও ..জোনাথান মাসকারনিস স্যুটকেশটি নিজের কাছে নিলেন। পরে নাদিম দিমিত্রিভের হাতে গোয়ার একটি বড় ম্যাপ তুলে দিলেন। বললেন এই ম্যাপে সব পাবে .

ঃ ধন্যবাদ।

নাদিম দিমিত্রিভ ম্যাপটি নিয়ে দরজার কাজে গিয়ে বলল ঃ জোনাথান তোমাকে একটি দুঃসংবাদ দেব .' ঐ যে পঁচিশ হাজার ডলার নোট তোমাকে দিলাম। ও নোটগুলি বাজারে চালাবার চেষ্টা করোনা। ওগুলি জাল, তবে কলগার্লরা এ টাকা নিতে কোন আপত্তি করবেনা। কারণ ওরা জাল কিংবা সাচ্চা নোট বুঝতে পারেনা। থ্যাঙ্কস...

প্রথমে জোনাথান মাসকারনিস নাদিম দিমিত্রিভের কথা শুনে বিস্ময়ের ভান করলেন। তবে তিনি জানতেন যে তিনি নাদিম দিমিত্রিভের হাতে যে ম্যাপটি তিনি তুলে দিয়েছেন সেই ম্যাপটি হবে নাদিম দিমিত্রিভের মৃত্যুবান। কারণ জোনাথান মাসকারনিস যে ম্যাপটি দিয়েছেন সেই ম্যাপটি জাল। ঐ ম্যাপের সাহায্য নিয়ে অস্ত্র খুঁজে বার করতে গেলে নাদিম দিমিত্রিভ কিংবা তার বন্ধুরা যে পুলিশের হাতে পড়বে এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। আবার ম্যাপের একটি স্থানে চিহ্ন দে'য়া হহেছিল সেই স্থানটি ছিল ঠিক পুলিশ ষ্টেশনের পাশেই। এ ছাড়া অন্য যে সব স্থানে এবং করবখানায় চিহ্ন দে'য়া হয়েছে সেই স্থানগুলির অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জোনাথান মাসকারনিস নাদিম দিমিত্রিভকে বললেন না যে নাদিম যদি তাকে জাল নোট দিয়ে থাকে, তাহলে জোনাথান মাসকারনিসও তাকে এমন একটি ম্যাপ দিয়েছেন সেইটি হল জাল।

* * *

লিসবন থেকে নাদিম দিমিত্রিভ প্যারিসে চলে এল।

এ্যাভিনু ক্লেবারে তার পূর্ব পরিচিত এক প্ল্যাষ্টিক সার্জন ছিল। নাদিম দিমিত্রিভ তার কাছে গেল।

ঃ বলুন কী করতে পারি? প্ল্যাষ্টিক সার্জন নাদিম দিমিত্রিভকে জিজ্ঞেস করলেন। নাদিম দিমিত্রিভ প্ল্যাষ্টিক সার্জনকে অস্কার বারগাঞ্জার একটি ছবি দেখাল। বলল ঃ এই লোকটির মুখের মত আমার মুখের আদল করে দিতে হবে। কোথাও যেন একটু খুৎ না থাকে। যদি খুৎ থাকে তাহলে পয়সা পাবে না।

প্ল্যাষ্টিক সার্জন জানতেন যে নাদিম দিমিত্রিভ হলেন একজন কুখ্যাত শয়তান, জালিয়াৎ...। তিনি সন্দেহ করলেন নাদিম দিমিত্রিভ নিশ্চয় কারু দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করছেন এবং সেই কারণে মুখের আদল পাল্টাবার চেষ্টা করছে। খুব সম্ভবতঃ ইণ্টারপোলের। কিন্তু প্ল্যাষ্টিক সার্জনের একবারও মনে সন্দেহ জাগেনি যে নাদিম দিমিত্রিভ একটি লোককে খুন করে তারই মুখকে নকল করবার চেষ্টা করছে। এই মুখ নকল করবার পেছনে এক বিরাট জাল,চক্রান্ত ষড়যন্ত্র আছে। নাদিম দিমিত্রিভ অস্কার বারগাঞ্জার পরিচয় দিয়ে গোয়াতে যেতে চায়

এবং জেনাথান মাসকারনিসের ম্যাপ অনুযায়ী অস্ত্রগুলি খুঁজে বার করতে চায়। পরে সে ঐ অস্ত্র চড়া দামে ভারতের কিংবা পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের কাছে বিক্রী করবে। প্ল্যাষ্টিক সার্জন বললেন : হ্যাঁ ঐ ছবির লোকটির মুখের মত করে দেব। আর গলার স্বরও পাল্টে দিতে পারি...তবে এই দুই কাজের জন্যে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হবে...পাবেন।

আমার কাছে ডলার আছে...নাদিমদির্মিত্রিভ জবাব দিল। আপনি নেবেন ?

প্ল্যাষ্টিক সার্জ এবার কোন আপত্তির স্বর তুললেন না। বললেন আপত্তি নেই, ডলার হলেই চলবে। প্ল্যাষ্টিক সার্জনের মনে একবারও সন্দেহ জাগেনি যে নাদিম দির্মিত্রিভ তাকে জাল ডলার দেবেন!

ছয়ঘণ্টা পরে নাদিম দির্মিত্রিভ তার নতুন চেহারা এবং নতুন গলার স্বর নিয়ে বেড়িয়ে এল।

নতুন করে জন্ম নিল অস্কার বারগাঞ্জা, মধ্যপ্রাচ্যের শয়তান, জালিয়াৎ স্মাগলার নাদিম দির্মিত্রিভের মৃত্যু হয়েছে।

* * *

এবার আর একটি ঘটনা বলতে হবে।

নাদিম দির্মিত্রিভ যে অস্কার বারগাঞ্জাকে জাহাজ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সেই মৃতদেহটি ভাসতে ভাসতে ইংল্যাণ্ডের ডাঙ্গায় এসে পৌঁছুল। ঐ মৃতদেহ পোষ্টমর্টম করা হল। পোষ্টমর্টমের রিপোর্ট থেকে জানা গেল যে লোকটি প্রচুর মদ পান করেছিল। সেই মদের সঙ্গে কোন বিষাক্ত জাতীয় মাদকদ্রব্য মেশান ছিল। লোকটি জাহাজ থেকে পড়ে গিয়েছিল, হয়ত এই লোকটি আত্মহত্যা করেছে। মৃত ব্যক্তির হাতে একটি ডায়মণ্ডের আংটি ছিল। সেই আংটির ভেতর লেখাছিল O. B. অর্থাৎ অস্কার বারগাঞ্জার আদ্যাক্ষর। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এবং নার্কোটিক্স ডিপার্টমেণ্ট স্বস্তির ফেলল। ভাবল হয়ত এবার ড্রাগস স্মাগলিং কিছুটা বন্ধ হবে।

এই ঘটনার প্রায় পনের দিন পরে ডোভারের ইমিগ্রেশন অফিসার খবর দিল অস্কার বারগাঞ্জা মারা যায় নি। সে আবার লণ্ডনে ফিরে এসেছে। ইমিগ্রেশন অফিসার কোন ভুল করেনি। তারা তাদের ব্ল্যাকবুকের সঙ্গে পুরান অস্কার বারগাঞ্জার ছবি মিলিয়ে দেখেছে। ছবির সঙ্গে পাশপোর্টের ছবির কোন অমিল নেই।

এবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভাবনা শুরু হল। তাহলে সমুদ্রের জলে যে মৃত লোকটিকে পাওয়া গেছে এবং যার অনামিকা আঙুলে একটি O. B. লেখা ডায়মণ্ডের আংটি ছিল এই লোকটি কে ?

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তিনটি বিশেষ বিভাগের কর্তারা অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্থির করলেন যে অস্কার বারগাঞ্জার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, সমুদ্রে যে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছে এবং অস্কার বারগাঞ্জা আবার লণ্ডনে ফিরে এসেছে, এই তিনটি ঘটনা নিয়ে হৈ-চৈ করে কোন লাভ হবে না! নীরবে, গোপনে তদন্ত করাই ভাল।

কারণ সমস্ত ব্যাপারটি রহস্যজনক এবং সন্দেহ জনক বলে মনে হচ্ছে। গোপনে তদন্ত করবার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে খবর এসেছিল যে মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্থান ও তুর্কী থেকে প্রচুর পরিমাণে আপিম ইংল্যাণ্ডে আসতে শুরু করছে। এই সব মাদক দ্রব্যকে স্মাগল করে আনা হচ্ছে। ডোভারের ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছ থেকে খবর পাবার পর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একদল বলতে শুরু করল ঃ অসকার বারগাঞ্জা মারা যায়নি। কারণ ইয়ার্ডের কর্তারা পর্তুগালের প্রাক্তন ডেপুটি ইনটেলিজেন্স অফিসারের কাছে থেকে আর একটি খবর পেয়েছেন যে অস্কার বারগাঞ্জা তার কাছে একটি ম্যাপ বিক্রী করতে এসেছিল এবং ঐ ম্যাপ দেখান আছে গোয়ার কোথায় কোথায় কিছু পুরান অস্ত্র লুকানো আছে। ঐ সব অস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের কাছে বিক্রী করা হবে। এখানে বলা প্রয়োজন জোনাথান মাসকারানিস ইচ্ছে করেই এবং নাদিম দিমিত্রিভকে বিপদে ফেলবার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে মিথ্যা খবর দিয়েছিলেন যে অস্কার বারগাঞ্জা তার কাছে একটি ম্যাপ বিক্রী করতে এসেছিল। জোনাথান মাসকারনাস আরো বলেছিলেন ঐ ম্যাপটি অস্কার বারগাঞ্জা খুব সম্ভবত পাকিস্তানীদের কাছে বিক্রী করবেন।

শুধু তাই নয় অস্কার বারগাঞ্জা আজকাল জাল ডলার, ষ্টার্লিং নোট তৈরি করতে শুরু করেছে।

শুধু উড়ো খবরের উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। অতএব স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অস্কার বারগাঞ্জা ওরফে নাদিম দিমিত্রিভের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে লাগল।

ঃ আর একটি খবরে বলা হল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, বৃটিশ নার্কোটিকস ডিপার্টমেন্ট আমেরিকার ডিরেক্টরেট অব এনফোর্সমেন্ট এজেন্সী যারা ড্রাগস স্মাগলিং-এর বিরোধী কাজ করে তারা খবর পেয়েছেন যে আফগানিস্থান,পাকিস্তানে কিছু কিছু রাজনৈতিক উত্তেজনা শুরু হবার দরুণ, পাকিস্থানের একদল বর্দ্ধিষ্ণু আপিম চাষীরা ইরান এবং তুর্কীর চাষীদের সঙ্গে একত্র হয়ে আপিম, এবং আর্মস স্মাগল করবার জন্যে, একটি 'সিণ্ডিকেট' গঠন করেছে। কারণ এই সব পাকিস্থানী বর্দ্ধিষ্ণু চাষীরা পাকিস্তানের প্রশাসনের কাঠামো এবং বর্তমান সরকারকে হটাবার চেষ্টা করছে। এই কাজে তাদের তৎপর হবার প্রধান কারণ হল, আমেরিকান সরকার ইসলামাবাদকে সহজ স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, আপিমের চাষ বন্ধ কর। নইলে ভবিষ্যৎ অনুদান দেব না।

তাই পাকিস্তানের কোয়েটা, চমন, মরদানের আপিম চাষীরা চেষ্টা করছে জিয়াউল হককে হটিয়ে তাদের মনোনীত প্রার্থীকে পাকিস্তানের রাজসিংহাসনে বসান হক। জিয়াউল হককে গদি থেকে সরাবার প্রধান উপায় হল দেশে এক অসন্তোষ সৃষ্টি করা, হাঙ্গামা আরম্ভ করা এবং গোলমাল করবার সবচাইতে উৎকৃষ্ট উপায় হল ভারতের সঙ্গে লড়াই শুরু করা। সিণ্ডিকেটের অর্থাৎ পাকিস্তানী আপিমের চাষীরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা

করছে। এই ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করবার ব্যাপারে তারা অনেকদূর এগিয়ে ছিল।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আর একটি উড়ো খবর শুনতে পেয়েছিল। খবরটি হল অসকার বারগাঞ্জা লণ্ডন থেকে চলে যাবার আগে পাকিস্তানী হাই কমিশনের ইনটেলিজেন্স অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। এছাড়া আর একটি খবর ছিল অসকার বারগাঞ্জা ভারতীয় হাই কমিশন থেকে পাশপোর্ট নেবার চেষ্টা করছিল।

বিষয়গুলি নিয়ে গভীর ভাবে অ্যালোচনা করবার জন্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট, নার্কোটিকস ডিপার্টমেণ্ট এবং আমেরিকার ড্রাগস এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সীর মধ্যে এক দীর্ঘ বৈঠক হল, মধ্য প্রাচ্য থেকে আপিম স্মাগল বন্ধ করা যায় কী করে? প্রশ্নটির জবাব বেশ কঠিন ছিল। কারণ আমেরিকান ড্রাগস এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সী তাদের রিপোর্টে বললেন ঃ এই ড্রাগস স্মাগলিং-এর সঙ্গে আর্মস স্মাগলিং জড়িয়ে আছে। এই স্মাগলিং-এর নেতা হলেন তুর্কীর আবদুজের উগরলু, এবং তার দুই সাগরেদ, বেকির সেলিনক এবং নাদিম দিমিত্রিভ।

বেকির সেলিনক বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার এক বড় হোটেলে বসবাস করেন। তিনি পাকিস্তানী এবং ইরানী তুর্কীর স্মাগলারদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কয়েক জন বিশেষ বন্ধু এবং সুন্দরী সুন্দরী বান্ধবীদের মাধ্যমে রাখেন। সেলিনক এজেণ্টরা লণ্ডন, জুরিখ, ভিয়েনা, মিলান, বেরুট, দামাস্কাসে বিভিন্ন আর্মস খরিদ্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তার আর্মস ক্রয়ের একজন বড় খদ্দের হলেন লিবিয়ার কর্নেল গাদাফী। মধ্যপ্রাচ্যর এবং বিশেষ করে পাকিস্তানী সর্দারদের সঙ্গে বেকির সেলিনক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এই আর্মস ক্রয়ের ব্যাপার পাকিস্তানী ইনটেলিজেন্স বিভাগের বড় কর্তাদের সঙ্গে বেকির সেলিনিকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন হল। সেলিনিক পাকিস্তানী আপিম চাষীদের কাছ থেকে ড্রাগস কিনতেন এবং টাকার পরিবর্তে পাকিস্তানীদের আর্মস বিক্রী করতেন।

*　　　　*　　　　*

আমেরিকান ড্রাগস এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সীর কাছ থেকে এই বিবৃতি শুনবার পর বৃটিশ নার্কোটিকস এজেন্সী বলল, ব্যাপারটি গুরুতর। কারণ আমরা জানি সেলিনক আয়ারল্যাণ্ডে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে আর্মস বিক্রী করছেন। আয়ারল্যাণ্ডের সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ আমাদের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর জবাবে আমেরিকান ড্রাগস এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সীর কর্তা বললেন এরা শুধু আয়ারল্যাণ্ডে সন্ত্রাসবাদীদের আর্মস ডেলিভারি দিচ্ছে না। আমাদের কাছে খবর আছে এরা পাকিস্তানীদের কাছে আর্মস দিচ্ছে।

পাকিস্তানীরা ঐ আর্মস দিয়ে কাশ্মীরে একটা গোলমান হাঙ্গামা সৃষ্টি

করবার চেষ্টা করবে। এই কারণে কাশ্মিরীদের কাছে আর্মস বিক্রী করা হচ্ছে। এ ছাড়া পাঞ্জাবী উগ্রপন্থীদের কাছে আর্মস বিক্রী করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় বোম্বাইর কোন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে না, বলব তার অজ্ঞাতসারে ঐ আর্মস বোম্বাইতে পাঠন হচ্ছে। বোম্বাই'র ঐ ব্যবসায়ীকে সতর্ক এবং সজাগ করে দে'য়া হয়েছে যে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করবার জন্যে আর্মস স্মাগল করছেন। কিন্তু তিনি একাজে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন।

বৃটিশ নার্কোটিকস্ ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি বললেনঃ আমার সহকর্মীরা যে কথাগুলি বল'লন ঐ সব কথা সত্যি। কারণ আমরাও খবর পেয়েছি যে মধ্যপ্রাচার ড্রাগস বিক্রীর টাকা দিয়ে আর্মস কেনা হচ্ছে। আমাদের কাছে খবর আছে যে কাশ্মীরও পাঞ্জাব উগ্রপন্থীদের প্রায় পনের কুড়ি কোটি টাকার আর্মস সাপ্লাই করা হয়েছে। আরো করা হবে।

ঃ আরো একটা খবর পেয়েছি যে শিগিরই এই ড্রাগস স্মাগলার এবং আর্মস স্মাগলার দের মধ্যে হয়ত এক বিরাট লড়াই হবে। ঝগড়ার কারণ এই ড্রাগস আর্মস স্মাগলিং-র বখরা নিয়ে। কারণ হালে আবুজের উগরুলুদের আর এক শিষ্য নাদিম দিমিত্রিভ এই ড্রাগস স্মাগলিংর জন্যে আর বেশি টাকা শেয়ার চাইছে। শুধু তাই নয়। নাদিম দিমিত্রিভ দাবি করছে এই ড্রাগস আর্মস বেচাকিনির মধ্যে তাকে পার্টনার করা হক। বিশেষ করে পাকিস্তান এবং উগরুলুর মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তির একজন বড় অংশীদার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু উগরুলু কিংবা বেকির সেলিনিক নাদিম দিমিত্রিভকে তাদের ড্রাগস আর্মস ব্যবসার পুরো শেয়ার দিতে রাজি নয়। তারা নাদিম দিমিত্রিভকে ড্রাগস স্মাগলিং-র মুনাফার শেয়ার দিতে রাজি কিন্তু আর্মস স্মাগলিং-র কোন শেয়ার দিতে তারা অনিচ্ছুক।

ঃ এই ঝগড়া বিবাদের দরুণ বেকির সেলিনক নাদিম দিমিত্রিভের কার্যকলাপের খবর দিয়ে ইণ্টার পোলের কাছে একে উড়ো চিঠি লিখেছে। লিখেছে যে নাদিম দিমিত্রিভ নিয়মিত ভাবে মধ্য-প্রাচ্য থেকে ড্রাগস স্মাগল করে য়ুরোপ ভারত এবং আমেরিকাতে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার পর স্থির করা হল বৃটিশ নার্কোটিকস ডিপার্টমেণ্ট এবং আমেরিকার ড্রাগস এনফোর্সমেণ্ট (ডি-ই-ন) স্থির করল এই ড্রাগস-আর্মস স্মাগলিং-র বিষয়টি আরো ভাল করে তদন্ত করে দেখা দরকার। এই কাজের জন্যে একজন স্পেশাল এজেণ্ট নিয়োগ করা দরকার। এই এজেণ্ট হবেন ভারতীয়, এমন একজন যিনি হবেন বৃটিশ নাগরিক, অর্থাৎ যিনি নিরপেক্ষ ভাবে ভারত পাকিস্তানে যে ড্রাগস এবং আর্মস স্মাগল করা হচ্ছে তার রিপোর্ট দিতে পারবেন। শুধু তাই নয়, এজেণ্টকে স্মাগলার-দের কার্যকর্মের খবর, দলের নেতার নাম দিতে হবে।

এই সব আলাপ আলোচনা অন্তে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের এ্যাসিটান্ট কমিশনার বললেন আমার দপ্তরে একজন বৃটিশ নাগরিক আছেন।

দেশ ভাগের আগে তিনি অবিভক্ত ভারতের একজন নাগরিক ছিলেন। তার কাছে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী দুইটি পাশপোর্ট আছে। কাজে অতি দক্ষ, বিশ্বাসী এবং আমার তার উপর পুরো আস্থা আছে। লোকটির নাম হল আকবর আলি'। আকবর আলির এক ঘনিষ্ঠ ভারতীয় বন্ধু ছিল। তার নাম ছিল দুলিচাঁদ নানকানী।' দুলিচাঁদ নানকানী দীর্ঘকাল গানাতে ছিলেন। পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে ব্যবসা করতে শুরু করলেন। তার ভারতীয় বৃটিশ পাশপোর্ট ছিল। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তার আকবর আলির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়।

দেশভাগ হবার পর আকবর আলি একটি পাকিস্তানী পাশপোর্ট সংগ্রহ করেছিলেন।

ঃ দুবছর আগে দুলিচাঁদ নানকানী মারা যান। বন্ধুর মৃত্যুর পর আকবর আলি তার জিনিষপত্র নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এমন কী পাশপোর্টের ছবি পালেট তিনি দুলিচাঁদের পাশপোর্ট ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তদন্তের সুবিধার জন্যে আকবর আলি আজকাল তিনটি পাশপোর্ট ব্যবহার করছেন। এক, তার বৃটিশ পাশপোর্ট। দুই, তার পাকিস্তানী পাশপোর্ট, নাম আকবর আলি। তিন, তার ভারতীয় পাশপোর্টের নাম হল দুলিচাঁদ নানকানী। এই দুলিচাঁদের মামার নাম হল চণ্ডীরাম চাঁদনীমল। ভারতে তার এক বড় জুয়েলারিফার্ম আছে।

একটানা কথা বলে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের এ্যাসিটান্ট কমিশনার কিছুক্ষনের জন্যে চুপ করলেন। পরে মিটিংর সবাই জিজ্ঞেস করলেন ঃ

আপনি আকবর আলিকে নিয়ে কী করতে চান?

ঃ তাকে যদি আমাদের এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে কেমন হয়। আকবর আলি তুর্কী, ইরান এবং পাকিস্তান থেকে আমাদের কাছে এই দেশগুলির কাছে যে হেরোন এবং আর্মস স্মাগলিং করা হচ্ছে তার খরাখবর পাঠাবেন। তাহলে আমরা জানতে পারব কবে কোথায় ড্রাগসের পরিবর্তে আর্মস স্মাগলি করা হচ্ছে। আমরা দলের নাম ঠিকানা জানতে চাই।' অর্থাৎ মধ্য প্রাচ্যে, পাকিস্তান ভারতের ড্রাগস আর্মস স্মাগলের খবর। এবার আমেরিকার ড্রাগস এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সীরই DEA কর্তা বললেন ঃ চমৎকার আইডিয়া। আমরা এই আকবর আলিকে এমন ভাবে ব্যবহার বরব যে স্মাগলাররা তাকে দলের একজন সদস্য বলে স্বীকার করে নেয়। পরে ঐ সব দলগুলির ভেতর ঢুকে আকবর আলি আমাদের কাছে নিয়মিত ভাবে খবর পাঠাবে। আমেরিকান সরকার বৃটিশ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এই প্রস্তাবকে পুরোপুরি সমর্থন করলেন। তাদের এই এজেণ্টকে পরিচালনার ভার বৃটিশ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের এ্যাসিটান্ট কমিশনারের হাতে তুলে দে'য়া হক। আপনাদের কারু কোন আপত্তি আছে?

সবাই প্রায় একসঙ্গে এই কথার জবাব দিলেন না।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারের সামনে আকবর আলি বসে ছিলেন। এ্যাসিসটাণ্ট কমিশনার বললেন ঃ আকবর আলি, ডিপার্টমেণ্ট তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ, বলতে পার বিপদসঙ্কুল কাজের দায়িত্ব দিচ্ছে। যদি তুমি এ কাজ সুসম্পন্ন করতে পার তাহলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার এবং প্রমোশান দে'য়া হবে। বলতে পার তুমি এক বড় হাইজাম্প পাবে।

বলুন কী করতে হবে ?

ঃ কাজটির একটা মোটামুটি বিবরণ তোমাকে দিচ্ছি। প্রথমতঃ তুমি জানো, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণে হেরোন, হাসিস স্মাগল করে আনা হচ্ছে। আমাদের দেশে শুধু ড্রাগস নয়, আর্মস স্মাগল করা হচ্ছে। আবার কিছু আর্মস আইরিশ রিপাব্লিকান আর্মির কাছে বিক্রী করা হচ্ছে। শুধু আমাদের কাছে আর্মস বিক্রী করা হচ্ছে নয়। আমরা খবর পেয়েছি যে পাকিস্তানের একদল সমৃদ্ধশালী, বর্দ্ধিষ্ণু আপিমের চাষী, যারা কোয়েটা, মরদান ইত্যাদি স্থানে আপিমের চাষ করছে তারা সেই ড্রাগসের টাকা বিভিন্ন ধরনের আর্মস কিনে বোম্বাই'র কোন এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতে আর্মস স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছে। পরে ঐ সব আর্মস পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং দেশের অনান্য সন্ত্রাসবাদীদের কাছে বিক্রী করা হচ্ছে। যেমন তারা আমাদের প্রশাসনে গোলমাল সৃষ্টি করতে চায়, তেমনি পাকিস্তানী আপিম চাষীরাও এবং পাকিস্তানের কিছু নেতারা বর্তমান প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হককে হটাবার জন্যে এক বিরাট চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্র করবার প্রধান কারণ জিয়াউল হক পাকিস্তানে আপিম চাষ বন্ধ করতে চান। অতএব জিয়াউল হককে হটাতে হলে দেশে গোলমাল হাঙ্গামা সৃষ্টি করা দরকার। এবং দেশে হাঙ্গামা, বিশৃংখলা শুরু করতে হলে পাকিস্তান ভারতের মধ্যে লড়াই শুরু করা একান্ত আবশ্যক।

এই কারণে পাকিস্তানী নেতারা কিছু পাঞ্জাবী উগ্রপন্থীদের এবং কাশ্মীরের মোল্লাদের উত্তেজিত করছে। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার চেষ্টা করছে।

ঃ যাক তোমাকে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় খবর দেব। হয়তো তুমি জানতেনা দুলিচাঁদ নানকানী কে ছিলেন ? এই দুলিচাঁদ নানকানী ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্ম চণ্ডীরাম চাঁদনীমলের ভাগ্নে। কোন এক সময়ে ঐ ফার্মের প্রধান অংশীদার ছিলেন চণ্ডীরাম চাদনীমল কিন্তু পরে বৃদ্ধ বয়েসে তিনি তার অধিকাংশ শেয়ার বোম্বাই-এর ধনকুবের ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরীর কাছে বিক্রী করেন। তার কিছু শেয়ার ছিল এবং সেই অংশ দুলিচাঁদ নানকানীর প্রাপ্য। তুমি যদি দুলিচাঁদ নানকানীর ভূমিকায় অভিনয় কর, তাহলে ঐ শেয়ারের মালিক হবে তুমি। যাই হক বর্তমানে তুমি মধ্যপ্রাচ্য-পাকিস্তান থেকে এই ড্রাগস আর্মস স্মাগলিং-এর সমস্ত খবর সংগ্রহ করে আমাদের দেবে।

বাজারে একটা গুজব ছিল এই অস্‌কার বারগাঞ্জা শুধু নাইট ক্লাব, এবং কলগার্লের ব্যবসা করত না, হালে সে তার লিসবনের বন্ধুর মাধ্যমে এই ড্রাগস স্মাগলিং-এর এ কাজে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছিল।

ঃ এবার প্রশ্ন হল তুমি কী করে এই সব খবর সংগ্রহ করবে।

ঃ এই বিষয়টি নিয়ে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করেছি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের এ্যাসিটাণ্ট কমিশনার বলতে লাগলেন। আমরা ঠিক করেছি যে এই খবর সংগ্রহ করবার জন্যে তুমি পাকিস্তানী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে যোগ দেবে। কী করে যোগ দেবে তার উপায়ও বাৎলে দিচ্ছি। প্রথমে জেনে রাখো যে পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে দুইটি ভাগ আছে। একটি বৈদেশিক ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এবং অপরটি হোম ইনটেলিজেন্স সার্ভিস অর্থাৎ আই বী', কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স সার্ভিস। এই দুইটি সার্ভিসের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঝগড়া বিবাদ লেগে আছে। বলতে পার একে অন্যর শত্রু। জেনে রাখো পাকিস্তনী সৈন্য বাহিনীর অনেকেই প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং তারাও পাকিস্তানীর আপিম চাষের সর্দারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং আমরা শুনেছি যে এরা প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হককে হত্যা করবার চেষ্টা করছে।

আকবর আলি একটানা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের এ্যাসিটাণ্ট কমিশনারের কথা মন দিয়ে শুনলেন। স্বীকার করলেন এ কাজে বিপদের ঝুকি আছে, কিন্তু আনন্দও আছে।

ঃ স্যার আপনি যে সব খবর জানতে চাইছেন, অর্থাৎ এই হেরোন, আর্মস স্মাগলিং-এর খবর সংগ্রহ করতে গেলে আমাকে যদি পাকিস্থানী ইনটেলিজেন্স বিভাগের সঙ্গে যোগ দিতে হয় তাহলে কোন দলের সঙ্গে যোগ দেব। পাকিস্তানী বিদেশী ইনটেলিজেন্স না আই বী কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে কাজ করব, আকবর আলি জিজ্ঞেস করলেন। হাসলেন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের এ্যাসিটাণ্ট কমিশনার। বললেনঃ তুমি কোন দলে যোগ দেবে এবং কী ভাবে আমাদের কাছে খবর পাঠাবে তার একটা ছক আমরা কেটে রেখেছি। প্রথমতঃ আই বী-তে যোগ দিয়ে লাভ নেই—যদিও পাকিস্তানী আই বী বিদেশ ইনটেলিজেন্স বিভাগের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বড় এবং শক্তিশালী হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তোমাকে পাকিস্তানী বিদেশ ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে কাজ করতে হবে কারণ তারাই বুলগেরিয়ার 'কিনটেক্স' কোম্পানী থেকে আর্মস কিনে ভারতে আর্মস পাচার করছে। আমরা এই 'কিনটেক্স' কোম্পানীর কাজকর্মের পুরো খবর চাই। আমরা জানতে চাই 'কিনটেক্স' কোন কোন দেশের কোম্প্যানী থেকে আর্মস কিনছে। আমরা জানতে চাই কী করে এই ড্রাগস কোন কোন রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন দেশে স্মাগল করা হয়।

ঃ এবার শোন, আমাদের কাছে খবর আছে লণ্ডনের পাকিস্তানী এম্বাসীর ইনটেলিজেন্স দপ্তরের বড় কর্তা ইকবাল মুহম্মদ ইংল্যাণ্ড থেকে কিছু পাকিস্তানী নাগরিককে রিক্রুট করে ইস্লামাবাদে বিদেশ ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতে পাঠাচ্ছে। উপযুক্ত পাকিস্তানী লোক পাবার জন্যে তারা ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানী ছাত্রের অনুসন্ধান করছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

আমাদের এক বন্ধু অধ্যাপকের কাছে ইকবাল মুহম্মদ তার রিক্রুটমেণ্টের কাজের জন্যে সাহায্য চেয়েছেন। এই অধ্যাপক আমার বিশেষ বন্ধু। তবে তার পাকিস্তানী প্রীতি, প্রেম প্রবল। এ কথা পাকিস্তানী হাইকমিশনের কর্তারা জানেন। অতএব আমার এই অধ্যাপক বন্ধু যদি পাকিস্তানী হাইকমিশনের ইকবাল মুহম্মদের কাছে তোমার নাম সুপারিশ করেন, তাহলে তোমার ঐ বিদেশ ইনটেলিজেন্স বিভাগে কাজ পেতে কোন অসুবিধা হবে না। যাই হ'ক পাকিস্তানের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে তুমি যে নামেই পরিচিত হও না কেন আমাদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খাতায় তোমার নাম লেখা হবে "ভিক্টর"। এই 'ভিক্টর' নামে আমরা তোমাকে চিনব। যদি কখনও কাজ করতে গিয়ে বিপদে পড় তাহলে যে কোন উপায়ে আমাদের কাছে খবর পাঠাবে ; আমরা তোমাকে সাহায্য করব। নাউ গেট রেডি মাইডিয়ার বয়, উহুঁ মাইডিয়ার 'ভিক্টর'। তোমার নাম যে আকবর আলি কিংবা দুলিচাঁদ নানকানী একথা আমাদের ভুলতে হবে।

* * *

লণ্ডন সহোর আর একটি দিক। এই নাইট ক্লাব এলাকায় সুন্দরী সেক্সী মেয়েদের খুজে বেড়ান সুলেমান আবদাল্লা। তিনি নাইট ক্লাবের বাইরে দাড়িয়ে সুন্দরী মেয়েদের ছবি দেখে বেড়ান।

সুলেমান আবদাল্লার বাবার নাম হল ওসমান আবদাল্লা। বৃটিশ শাসনকালে তিনি ছিলেন ভারতীয় নাগরিক। ঐ সময়ে তিনি দিল্লীতে থাকতেন এবং দিল্লীর কনাট সার্কাসের বিখ্যাত চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের একজন অংশীদার ছিলেন। তিনি, চণ্ডীরাম চাঁদনীমল এবং জমনাদাস জাভেরী তিন জনে মিলে এই জুয়েলারি ফার্ম খুলেছিলেন। এই জুয়েলারি ফার্মের সঙ্গে দুইটি এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা এবং একটি বড় ইঞ্জিনিয়ারিন কোম্পানী ছিল, তবে কোম্পানীর প্রতিদিনের কাজজমনাদাস জাভেরী দেখতেন। চণ্ডীরাম চাঁদনীমল এবং ওসমান আবদাল্লা শুধু কোম্পানীর শেয়ারের মোটা অংশ নিতেন। কাজকর্ম বিশেষ করতেন না। তবে কোম্পানীর নামের সঙ্গে ডিরেক্টর হিসেবে তাদের নাম লেখা ছিল। তারপর দেশ ভাগ হল! পাকিস্তান গঠন হল এবং ওসমান আবদাল্লা পাকিস্তানী পাশপোর্ট নিয়ে তার পরিবার নিয়ে লণ্ডনে চলে এলেন। লণ্ডনে আসবার সময় ওসমান আবদাল্লা জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের কিছু শেয়ার বন্ধক রেখে প্রচুর টাকা ধার করেছিলেন। তবে কিছু শেয়ার তিনি নিজের হাতে রেখেছিলেন। ওসমান আবদাল্লা এবার তার শেয়ারগুলি বিক্রী করবার চেষ্টা করছিলেন···।

চন্ডীরাম চাঁদনীমল হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। তার বিরাট সম্পত্তির ওয়ারিশ ছিলেন তার ভাগ্নে দুলিচাঁদ নানকানী। মৃত্যুর আগে চণ্ডীরাম বহুবার তার ভাগ্নেকে দেশে ফিরে এসে তার সম্পত্তি বুঝে নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু দুলিচাঁদ নানকানীর দেশে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছাই ছিলনা। তার মামা চন্ডীরাম চাঁদনীমল, চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্ম এবং ঐ কোম্পানী

পরিচালিত আরো কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শেয়ারগুলি তার ভাগের নামে লিখে লণ্ডনে পাঠিয়ে ছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে চণ্ডীরাম চাঁদনীমল মারা গেলেন। দুলিচাঁদ তার বন্ধু আকবর আলিকে শেয়ারগুলি দিয়ে বললেনঃ এই শেয়ারগুলি বাজারে বিক্রী করবার জন্যে চেষ্টা কর। শেয়ার তোমার নামে লিখে দিলাম। কিন্তু এরপর দুলিচাঁদ নানকানী হঠাৎ মারা গেলেন।

ঃ এবার আকবর আলি মনে মনে স্থির করলেন যে তিনি একসঙ্গে দুটি পাশ-পোর্ট, আকবর আলি এবং দুলিচাঁদ নানকানীর ব্যবহার করবেন। বিষয়টি নিয়ে আকবর আলি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এ্যাসিট্যাণ্ট কমিশনারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। এ্যাসিটাণ্ট কমিশনার আকবর আলির প্রস্তাব শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন, আকবর চমৎকার। তুমি এই দুলিচাঁদ নানকানীর পাশপোর্ট নিয়ে ভারতীয়দের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারবে। আর আকবর আলির পরিচয় দিয়ে তুমি পাকিস্তানী এদ্যাসীতে যাবে…

পরে আকবর আলি ভেবে দেখলেন যেন প্রস্তাবটি চমৎকার। কারণ আকবর আলির কাজ ছিল ভারতীয় এবং পাকিস্তানীদের উপর শকুনির নজর রাখা।

লণ্ডন-মণ্টিকার্লো-ইসলামাবাদ এবং রাওয়ালপিণ্ডি

এই সময়ে রামচাঁদ খেমপ্রকাশ নামে এক ভারতীয় প্রতিদিন লণ্ডনে পাকিস্তানী এম্বাসীতে যেতেন। তার পাকিস্তানী এম্বাসীতে যাবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পাকিস্তানে তার বহু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল। পাকিস্তান গঠন হবার পর রামচাঁদ খেমপ্রকাশ ঐ সম্পত্তি বিক্রী করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিদেশি ভারতীয় নাগরিক বলে তিনি এই সম্পত্তি বিক্রী করতে পারেন নি। পরে তিনি ঐ সম্পত্তির খেসারৎ পাবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাকে কোন খেসারৎ দেননি।

একদিন রামচাঁদ খেমপ্রকাশ পাকিস্তান এম্বাসীতে এক অফিসারের ঘরে হঠাৎ হার্ট এ্যাটাকে মারা গেলেন। তবে পাকিস্তান এম্বাসীর কর্তারা এই মৃত্যুর খবর বাজারে রটালেন না। গোপনেই রামচাঁদ খেমপ্রকাশের দেহ দাহ করা হল। রামচাঁদ খেমপ্রকাশ অকৃতদার ছিলেন। কাজেই আত্মীয় স্বজনকে জানাবার কোন দরকার হল না।

ঃ পাকিস্তান এম্বাসীর বিদেশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা মুহম্মদ ইকবাল সবার চোখে ধুলো দেবার জন্যে এক নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। স্থির করলেন মৃত রামচাঁদ খেমপ্রকাশকে আবার জিইয়ে তুলতে হবে। আর একজন পাকিস্তানী ইনটেলিজেন্স অফিসারকে রামচাঁদ খেমপ্রকাশের পরিচয় এবং পাশপোর্ট দিয়ে বোম্বাই, দিল্লীতে স্পাই'র কাজ করবার জন্যে পাঠান হবে।

কে হবেন এই রামচাঁদ খেমপ্রকাশ। এই সময়ে পাকিস্তানী এম্বাসীতে ওসমান আব্দাল্লা পাকিস্তানী এম্বাসীতে প্রায়ই যেতেন। মুহম্মদ ইকবাল তার কাছ থেকে জানতে পারলেন যে ওসমান আবদাল্লা হলেন ভারতের বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্ম চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের একজন ডিরেক্টর এবং অংশীদার। ওসমান আবদাল্লার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মুহম্মদ ইকবার জানতে পারলেন যে ওসমান আবদাল্লা চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের তার শেয়ারগুলি বিক্রী করবার চেষ্টা করছেন।

মুহম্মদ ইকবাল ওসমান আবদাল্লার এই ইচ্ছায় বাধা দিলেন।

ঃ কেন ?

ঃ কারণ আমরা আপনার চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মে আমাদের একজন ইনফরমারকে ঢোকাতে চাই।

ঃ আপনি এ সব কথা কী বলছেন ?

ঃ আপনি পাকিস্তানী নাগরিক। আমরা যা বলব, তাই আপনাকে করতে হবে।

ঃ কিন্তু আমি যদি শেয়ারগুলি বিক্রী না করি ?

ঃ আপনার কোন ছেলে আছে ?

ঃ হ্যাঁ

ঃ তার নাম ?

ঃ ওসমান আবদাল্লা।

ঃ বেশ তাই যে আপনার ছেলেকে ঐ শেয়ারগুলি দিন…। আর একটি কথা বলুন ! এই চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের অন্য ডিরেক্টররা কে ?

সমস্ত ঘটনা এত দ্রুতলয়ে ঘটে গেল যে ওসমান আবদাল্লা মুহম্মদ ইকবালের মনের ইচ্ছা স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেন না।

ঃ এই ফার্মের আরো দুইজন অংশীদার আছেন। প্রধান অংশীদার হলেন জমনাদাস জাভেরী, বোম্বাইর এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় অংশীদার হলেন চণ্ডীরাম চাঁদনীমল। তবে হালে তিনি মারা গেছেন। তিনি এই ফার্মের শেয়ারগুলি তার ভাগ্নে দুলিচাঁদ নানকানীকে দিয়ে গেছেন। বর্তমানে দুলিচাঁদ লণ্ডনে আছে নতিনি তার বন্ধুর সঙ্গে থাকেন…। ওদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে।

ঃ চমৎকার। আপনি দুলিচাঁদ নানকানীর ঠিকানা জানেন ?

ঃ ওসমান আবদাল্লা দুলিচাদের ঠিকানা মুহম্মদ ইকবালকে দিলেন।

ঃ জমুনানাস জাভেরী মানে যিনি এই কোম্পানীর মালিক তিনি কোথায় থাকেন ? মুহম্মদ ইকবাল প্রশ্ন করলেন।

ঃ বোম্বাইতে ? প্রতিদিন দিল্লীর রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়ী মহলে তার প্রসার এবং প্রভাব বাড়ছে। বর্তমানে তিনি ভারতের একজন গন্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। তবে তিনি তার ব্যবসার আরো প্রসার উন্নতি করতে চান। তাই ঐ চাদনীমল জুয়েলারি ফার্মের সঙ্গে আরো দুইটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান জুড়ে দিয়েছেন। একটি হল এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ফার্ম। হরেক রকম জিনিষ ইমপোর্ট নিয়ে এই কোম্পানী আমদানী রপ্তানী করেন। আর একটি কোম্পানী হল ইঞ্জিনিয়্যারিং ফার্ম। বিদেশ থেকে মেশিনরী ইত্যাদি আমদানী করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন।

ঃ মিঃ আবদাল্লা এবার বলুন জমুনাদাস জাভেরীর চরিত্রে এমন কোন দুর্বলতা আছে, যার সুযোগ আমরা নিতে পারি…।

আবার কী জানি ভাবলেন ওসমান আবদাল্লা। পারে বললেনঃ দেখুন এই জনুনাদাস জাভেরী হলেন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তার ব্যবসার বুদ্ধিও প্রখর। তিনি অতি ছোট, সামান্য ফেরিওয়ালা থেকে আজ বোম্বাইতে, উহু শুধু বোম্বাই নয়, সারা ভারতে একজন পয়লা নম্বরের ব্যবসায়ী হয়েছেন ? তবে জীবনের প্রথম কয়েকবছরে ব্যবসার বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে দু-চারটে আইন বিরোধী কাজ করেছেন।

ঃ আইন বিরোধী ? আপনি কী বলছেন মিঃ আবদাল্লা। তার আইন বিরোধী কাজেয় নমুনা দিল।

ঃ ধরুণ ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী ভারতের বড় বড় জুয়েলারি ফার্মগুলি সোনা, ডায়মণ্ড ইত্যাদি আমদানী করতে পারে। পরে গয়না তৈরি করে ঐ সোন্য, ডায়মণ্ড দেশের বাইরে ফেরৎ পাঠান হয়। কিন্তু জমনাদাস জাভেরী কোন এককালে এই আমদানি রপ্তানীর মধ্যে হেরাফিরি করেছেন এবং প্রচুর

সোনা স্মাগলিং করে দেশে এনে বিক্রি করেছিলেন। ধনী ব্যবসায়ী হবার এই হল তার পটভূমিকা…ওসমান আবদাল্লা, একসঙ্গে এই জবাবগুলি দিলেন। তিনি অবশ্যি তখনও বুঝে উঠতে পানেনি মুহম্মদ ইকবাল কী উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে এই সব প্রশ্ন করছেন।

ঃ আর কোন দুর্বলতা তার আছে…মুহম্মদ ইকবাল জিজ্ঞেস করলেন।

কী জানি ভাবলেন ওসমান আবদাল্লা। পরে বললেন ঃ না প্রথম জীবনে জমনাদাস জাভেরীর চরিত্রে কিংবা ব্যবসায়ের নীতিতে তিনি দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন…পরে তার সেই দুর্বলতা আর নেই। না বর্তমানে তার বিরোধী অভিযোগ করবার মত কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। তবে ·· এই বলে ওসমান আবদাল্লা চুপ করলেন।

ঃ থামলেন কেন ? বলুন, আপনি কী বলতে চাইছেন ? এবার মহম্মদ ইকবালের কণ্ঠস্বর একটু দৃঢ় হল।

ওসমান আবদাল্লা মুহম্মদ ইকবালের কথার কোন জবাব দিলেন না।

কী ব্যাপার ? চুপ করে রইলেন কেন ? মুহম্মদ ইকবাল আবার গম্ভীর গলায় এই প্রশ্ন করলেন।

ঃ দেখুন জমনাদাস জাভেরী আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। আমি ওর বিরোধী কোন কিছু বলতে চাইনা ওসমান আবদাল্লা জবাব দিলেন।

ঃ দেখন, রাজনীতিতে ব্যক্তিগত বন্ধু বলে কিছু নেই। আছে ব্যক্তিগত স্বার্থ।

ঃ আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ কী ? ওসমান আবদাল্লা জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ স্বার্থ হল আপনার একমাত্র সন্তান সুলেমান আবদাল্লা ! উনি বেকার। আমরা জানি বিবাহিত কিন্তু সহোর চারদিকে সুন্দরী মেয়েদের সন্ধানে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা আরো জানি উনি হলেন একজন 'প্লেবয়'।' আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা ওকে আমাদের বিদেশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে চাকুরী দিতে পারি।

মুহম্মদ ইকবাল এবার সুলেমান আবদাল্লার সবচাইতে দুর্বল স্থানে আঘাত করলেন। বহুদিন ধরে ওসমান আবদাল্লা তার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। তার ছেলে যে কঠোর পরিশ্রমের জন্যে উপযুক্ত নয় একথা তিনি জানতেন। আজ মুহম্মদ ইকবালের কথা শুনবার পর তিনি যেন অন্ধকারে আলো খুঁজে পেলেন। তাহলে তার বেকার ছেলের একটা হিল্লে করা যাবে।

আপনি কী জানতে চান ? ওসমান আবদাল্লা প্রশ্ন করলেন।

জমনাদাস জাভেরীর চরিত্রের দুর্বলতা কী ?

ঃ এর জবাব আগে দিয়েছি।

ঃ আপনি ওর চরিত্রের আরো খুৎ জানেন। আমাদের সব খবর দিন....

একটু চুপ করে থেকে ওসমান আবদাল্লা বললেন ঃ জমনাদাস জাভেরীর স্ত্রী আশা জাভেরী জুয়ো খেলতে ভালবাসেন। তিন তাস, পোকার, রুলেট...। তবে

জুয়ো খেলে তিনি কোনদিনই বাজি জেতেন না। প্রচুর টাকা হারেন। বলব বছরে প্রায় কুড়ি পঁচিশ লাখ বাজি হারেন। শধু জমনাদাস জাভেরী একজন সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী বলেই তার এই লোকসান গায়ে লাগছে না। আশা জাভেরী প্রতিবছর মাণ্টিকার্লো, লাস ভেগাস হামবুর্গের কাসিনোতে জুয়ো খেলতে যান। এর মধ্যে মণ্টিকার্লোর কাসিনো দ্য পারীই হল তার সবচাইতে প্রিয় জুয়ো খেলার স্থান।

ঃ চমৎকার. মিঃ আবদাল্লা। এবার আপনাকে বলব, আমরা আপনার ছেলে ওসমান আবদাল্লাকে ইনটেলিজেন্সের কাজের প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে ইস্লামাবাদে পাঠাব। ওখানে তিনি বছর খানেক বিদেশ ইনটেলিজেন্স দপ্তরে প্রশিক্ষণ নেবেন। তারপর উনি দিল্লীতে যাবেন। তখন তার নাম এবং পাশপোর্ট পালটাতে হবে। তাকে আমরা ভারতীয় পাশপোর্ট দেব। তার নতুন নাম হবে রামচাঁদ খেমপ্রকাশ।

ঃ রামচাঁদ খেমপ্রকাশ ! বিস্মিত অবাক হয়ে তিনি মুহম্মদ ইকবালের মুখের দিকে তাকালেন। উনি কে ? ওসমান আবদাল্লা বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করলেন।

মিঃ আবদাল্লা আপনি রামচাঁদ খেমপ্রকাশের অতীত জানবার চেষ্টা করবেন না। আমরা যা বলছি তাই করুন। আমরা রামচাঁদ খেমপ্রকাশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ তিনি কেন দিল্লীতে যাবেন এবং ওখানে গেলে তার কাজ কী হবে ? আপনি কালই জমনাদাস জাভেরীকে চিঠি লিখে জানান যে চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মে আপনার যে শেয়ার আছে ঐ শেয়ারগুলি আপনি রামচাঁদ খেমপ্রকাশের কাছে বিক্রী করেছেন। এ ভাবে কাজ করলে আপনার ঘরের শেয়ার ঘরেই থাকবে, আপনার ছেলে একটা চাকুরী পাবে, এবং আমরাও চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মকে আমাদের হাতের মুঠোয় আনতে পারব।

ঃ কিন্তু ঐ ফার্মের আরো দুজন অংশীদার আছেন...বিস্মিত হতবাক হয়ে ওসমান আবদাল্লা বললেন।

ঃ সেই বিষয়টি নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। কিছুদিন আগে আমাদের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বন্ধু অধ্যাপক তার এক ছাত্রকে আমাদের কাছে চাকুরীর জন্যে পাঠিয়েছেন। ছাত্রটি পাকিস্তানী। নাম আকবর আলি। আপনি বলছেন এই আকবর আলি হল দুলিচাঁদ নানকানীর বন্ধু। আমরা আকবর আলির সাহায্য নিয়ে দুলিচাঁদকে বশ করব। আর জমনাদাস জাভেরীকে বশ করবে আমার বন্ধু আবু মুসা—

* * *

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মুহম্মদ ইকবাল তার আই বী'র এক বন্ধু আবু মুসার শরনাপন্ন হলেন। মুহম্মদ আলি আবু মুসার চরিত্রের দুর্বলতা ভাল করেই জানতেন। তার চরিত্রের সেই দুর্বলতা ছিল সুন্দরী মেয়ে। লাহোরের বহু মেয়ে আবু মুসার প্রেমে পড়েছিলেন কিন্তু আবু মুসা কার প্রেমে পড়েছিলেন

স্পষ্ট করে জানা যায় নি। যে মুহূর্তে উনি কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেন, ঐ মুহূর্তে মনে হত আবু মুসা তার প্রেমে পড়েছেন। এ্যাবরপন প্রায়ই এই প্রেমের ইতি হত কোন প্রাইভেট ক্লিনিক কিংবা নার্সিং হোমে। কেস শেষে লাহোরে থাকাকালীন আবু মুসা, সৈন্যবাহিনীর এক পুরো জেনারেলের তরুণী ভার্যার সঙ্গেদৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুললেন, তখন জেনারেলের অনুরোধে আবু মুসাকে লণ্ডনে এক বছরে জন্যে বদলি করা হয়েছিল।

আবু মুসা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। সুন্দর হলেও তার চেহারার মধ্যে পৌরুষত্ব ছিল তাই মেয়েরা অত সহজে তার প্রেমে পড়ত।

ওসমান আবদাল্লা চলে যাবার পর মুহম্মদ ইকবাল আবু মুসাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মুসা, সবাই বলে তুমি হলে জুয়ো খেলার রাজা। তুমি শুধু তাস খেলার রাজা নও, তুমি মেয়েদের জীবন নিয়ে জুয়ো খেলো। আজ আবার তোমাকে আবার জুয়ো খেলতে হবে।

একটু অবাক হয়ে আবু মুসা জিজ্ঞেস করলেন ঃ মুহম্মদ, তোমার কথা আর একটু স্পষ্ট করে খুলে বল।

ঃ শোন মুসা, এবার আমরা এক বড় রুই মাছ ধরবার চেষ্টা করছি। এই রুই মাছকে কোথাও পাওয়া যাবে জানো ?

ঃ কোথায় ?

ঃ আগামী মাসে প্রথম সপ্তাহে আমাদের শিকার—স্বামী এবং স্ত্রী মণ্টি কার্লোর কাসিনো দ্য পারীতে রুলেট খেলতে যাবেন। এই শিকারকে বধ করতে হবে। স্ত্রীর জুয়ো খেলার তীব্র নেশা আছে। স্বামী স্ত্রীকে বাধা দিতে পারবে না। এদিকে স্বামী তার সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা খরচ করতে অনিচ্ছুক।

তার মানে হল, স্ত্রী জুয়ো খেলে হারবেন এবং আমাকে ঐ বিদেশি মুদ্রা ধার দিতে হবে…। আবু মুসা বললেন।

ঃ আমার মনের কথা তুমি বুঝতে পেরেছ। মুহম্মদ ইকবাল বললেন। আমরা আজ ওর স্ত্রীকে টাকা ধার দেব। আগামী কাল ঐ টাকার শুদ নেবো।

অর্থাৎ ? আবু মুসা জানবার কৌতুহল প্রকাশ করলেন।

ঃ আমরা ওর চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মে আমাদের দুজন লোককে ডিরেক্টর হিসেবে বসাতে চাই। একজনের নাম হল ঃ সুলেমান আবদাল্লা। কিন্তু উনি রামচাঁদ খেমপ্রকাশের নাম পরিচয় এবং পাশপোর্ট নিয়ে দিল্লী বোম্বাইতে যাবেন। এই ফার্মে আমাদের দ্বিতীয় যে লোকটি বসবে তার নাম হল দুলিচাঁদ নানকানী কিন্তু ওর নাম হল আকবর আলি। আমরা আকবর আলিকে সদ্য হালে রিক্রুট করেছি। এবার আমরা ঐ চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের প্রধান অংশীদার যমনাদাস জাভেরীকে বধ করতে চাই। যদি ওকে আমরা ব্ল্যাকমেল করতে পারি তাহলে ঐ চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্ম এবং তার সঙ্গে আরো দুটি যে কোম্পানী আছে সব আমাদের কবজায় এসে যাবে। আমরা তখন ঐ কোম্পানীকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারব।

ঃ তোমার প্ল্যান অতি চমৎকার। কিন্তু তোমার এই প্ল্যানের কথা কী বড় কর্তারা জানেন ? আবু মুসা এই প্রশ্ন না করে পারলেন না। চাকুরীর সিনিয়ারিটিতে আবু মুসা মুহম্মদ ইকবালের চাইতে এক ধাপ উচুতে। তিনি কাজেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তার অধিকাংশ শিকার ছিল সুন্দরী মহিলার দল। তাদের সাহায্য নিয়ে তিনি স্পাইং-এর কাজ করেন।

না, আমার পুরো প্ল্যানটি এখনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে ইস্লামবাদের কর্তাদের জানাইনি। আমার এই চক্রান্ত কিংবা ষড়যন্ত্র খুবই কৌতূহলদ্দীপক। যাই হ'ক এবার তোমাকে তো চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মে আমাদের হাতের মুঠোয় কেন আনতে চাই বলছি। ঐ চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো দুটি ফার্ম, একটি এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ফার্ম, এবং অপরটি হল এক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী। এরা বিদেশ থেকে বহু ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস থেকে বিভিন্ন জিনিস, মেশিন টুল, পাইপ ইত্যাদি ইমপোর্ট করে। এই দুইটি কোম্পানী হবে আমাদের ভারতে আর্মস স্মাগল করবার পাইপ লাই—অর্থাৎ এই দুইটি কোম্পানির মাধ্যমে আমরা আর্মস ভারতে নিয়ে যাব...।

ঃ তারপর ? কৌতূহল বাড়ল। আবু মুসা প্রশ্ন করলেন।

ঃ ঐ সব অস্ত্র আমরা কাশ্মীরের গড়িলাদের, পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের কাছে বিক্রী করব। কারণ আমরা ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে শহরে অরাজকতার আগুন জ্বালাত চাই...

ঃ চমৎকার। বেশ আমি কালই মণ্টি কার্লোর পানে রওনা দিচ্ছি—এই বলে আবু মুসা চলে গেলেন।

* * *

এরপর মুহম্মদ ইকবাল ইস্লামাবাদে বিদেশ ইনটেলিজেন্স দপ্তরের বড় কর্তা জোরাব খানকে এক দীর্ঘ ব্যক্তিগত, 'হাইলি কনফিডেনশিয়াল' চিঠি লিখলেন এই চিঠির সারাংশ ছিল এই প্রকার।

শুধুমাত্র জোরাব খানের জন্যে টপ—সিক্রেট

প্রিয় ডিরেক্টর,

একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আপনি যদি আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহলে আমি নিজে ইস্লামাবাদে এসে আপনার সঙ্গে বসে সমস্ত প্ল্যানটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বর্তমানে আপনি প্ল্যানটি নিয়ে কার সঙ্গে কোন আলোচনা করবেন না। কারণ আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন এই প্ল্যান হল এক 'ডিনামাইট'। কোন কারণে যদি এই ডিনামাইট বেটাইমে বিস্ফোরণ হয় তাহলে আপনি, আমি, উহুঁ বলব সমস্ত পাকিস্তান বিদেশ ইনটেলিজেন্স দপ্তর বিপদে পড়বে। আর আমরা যদি দাবার চাল অনুযায়ী 'ডিনামাইট' ফাটাতে পারি, তাহলে আমরা সারা ভারতে আগুন জ্বালাতে পারব—যে আগুন ঐ দেশকে পুড়ে ছাই করে দেবে অতএব এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের প্ল্যান অতি নিখুঁত ভাবে তৈরি করেছি এবং আ

সুনিপুণভাবে ঐ প্ল্যানকে কার্যকরী করতে হবে। আশা করি প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হক এই প্রস্তাবকে অনুমোদন করবেন।

ঃ এবার প্ল্যানের সারাংশ দিচ্ছি।

সরদান, দেরাইসমাইল খানের কিছু কিছু পাকিস্তানী আপিম চাষের সর্দাররা ভারতে হেরোন স্মাগল করবার চেষ্টা করছেন এবং আমাদের সাহায্য চেয়েছেন। কিছুদিন আগে লণ্ডনে আমার এক গোয়ানীজের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। নাম হল অস্কার বারগাঞ্জা। গোয়া—ভারতের যুদ্ধের সময় বারগাঞ্জা ডবল এজেণ্টের কাজ খুবই দক্ষতার সঙ্গে করেছিল। ভারত এবং পর্তুগীজ সরকার উভয়েই বুঝতে পারেনি যে অস্কার বারগাঞ্জা কোন দলের।

অস্কার বারগাঞ্জা বর্তমানে পর্তুগালের প্রাক্তন এক গণ্যমান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারি র বিশেষ বন্ধু। গোয়ার যুদ্ধের সময় লোকটি পর্তুগীজ সরকারের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের দুই নম্বর অর্থাৎ ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন। নাম জোনাথান মাসকারনিস। তিনি অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে একত্র হয়ে য়ুরোপে এক কলগার্সের ব্যবসা শুরু করেছেন। প্যারিস, হামবুর্গ, আমস্টারডাম, জুরিখে এদের কয়েকটি নাইট ক্লাব আছে। এই সব নাইট ক্লাবে মেয়ে সাপ্লাই করেন বারগাঞ্জা। ক্লাব এবং ব্যবসা পরিচালনা করেন জোনাথান মাসকারনিস। আর একটি বিশেষ কাজ করেন অস্কার বারগাঞ্জা। তিনি বিভিন্ন নাইট ক্লাবে হেরোন, কোকেন সাপ্লাই করে থাকেন। এ কাজ করতে গিয়ে অস্কা বারগাঞ্জা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং বৃটিশ নার্কোটিকস দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ঃ অস্কার বারগাঞ্জা বিলেতি মদ এবং সিগারেট কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে স্মাগল করে থাকেন।

ঃ আমরা খবর পেয়েছি তুর্কীর আপিম চাষের সর্দার আবুজের উগরুলু স্মাগলিং-এর কাজকর্মের জন্যে অস্কার বারগাঞ্জাকে নিয়োগ করবার চেষ্টা করছেন। খবর পেয়েছি সে অস্কার বারগাঞ্জাকে হাসিস, হেরোন, কোকেন তৈরি করবার দায়িত্ব দে'য়া হবে। কারণ ইতালি এবং মেসার্বতে হেরোন, কোকেনকে বিশুদ্ধ করবার এবং এক নম্বর হেরোনকে চার নম্বর হেরোনে (সব-চাইতে দামি হেরোন) তৈরি করবার পদ্ধতি অস্কার বারগাজাকে শেখান হয়েছে।

ঃ কিন্তু বর্তমানে অস্কার বারগাঞ্জা একটু বিপদে পড়েছেন। কারণ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এবং আমেরিকান ড্রাগস এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সী অস্কার বারগাঞ্জার অস্তিত্বের খবর পাবার পর অতীত এবং বর্তমানের কাজকর্মের খবর সংগ্রহ করেছেন। অস্কার বারগাঞ্জা তাই লণ্ডন থেকে অন্য কোথাও গিয়ে আস্তানা গাড়বার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনের হাইকমিশনের কাছে ভারতীয় পাশপোর্টের জন্যে আবেদন করেছেন। ভারতীয় পাশপোর্ট হয়ত পাবেন।

ঃ কিছুদিন আগে পাকিস্তানের 'মরদানা' শহরে আপিম চাষের এক বড় সর্দার ফাদিল আল আব্বাস অস্কার বারগাঞ্জাকে অনুরোধ করেছেন যে তিনি যদি

বোম্বাইতে এই হেরোন হাসিস স্মাগল করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে ঐসব ড্রাগস রিফাইন করেন অর্থাৎ বিশুদ্ধ করে নেবার পর বোম্বাই থেকে ঐ সব ড্রাগস বিদেশে পাচার করা হয়, তাহলে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাবে। ফদিল আল আব্বাস অস্কার বারগাঞ্জাকে বলেছেন তিনিই যদি বোম্বাইতে থেকে এই কাজের তদ্বির তদারগ করেন, তাহলে অস্কার বারগাঞ্জাকে লাভের এক বড় পার্সেণ্ট দে'য়া হবে। এই এক পার্সেণ্ট মুনাফার আয় হল বেশ কয়েক লাখ ডলার।

ঃ পরে ফদিল আল আব্বাস আমার কাছে অনুরোধ করেছেন পাকিস্তান বিদেশ ইনটেলিজেন্স এই ড্রাগস স্মাগলিং-এর কাজের দায়িত্ব নেয়, তাহলে এই রিফাইণ্ড হেরোন, হাসিস বিক্রী করে যে লাভ হবে তার পঞ্চাশ পার্সেণ্ট প্রফিট তিনি আমাদের মানে পাকিস্তান সরকারকে দিতে রাজি আছেন। সেই মুনাফার বিদেশি মুদ্রা দিয়ে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের জন্যে অস্ত্র কেনা হবে। নেবেন। সব প্রফিটের টাকাই ডলারে দে'য়া হবে। অস্কার বারগাঞ্জা আমাদের অধীনেই কাজ করবেন। তবে আমরা ভারতে কী ধরনের গুপ্তচরের কাজ তার কোন আভাষ তাকে দেয়া হবে না। লোকটা মহা ধুরন্ধর।

ফদিল আল আব্বাস আরো বলেছেন যে অস্কার বারগাঞ্জাকে পরিচালনা করবার পুরোপুরি দায়িত্ব আমাদেরই থাকবে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হল এই ড্রাগস বিক্রী করে আমরা যে টাকা পাব সেই টাকা নিয়ে য়ুরোপের আর্মস বাজার থেকে অস্ত্র কিনব। সেই অস্ত্র স্মাগল করে বোম্বাইতে নিয়ে যাব এবং ঐ অস্ত্র কাশ্মীরি এবং পাঞ্জাবের গড়িলাদের কাছে বিক্রী করব। এবং সমস্ত ভারতে বিদ্রোহ বিপ্লব সৃষ্টি করবে। তবে আর্মস স্মাগলিং-এর খবর অস্কার বারগাঞ্জাকে দেব না।

এই আর্মস স্মাগল করা হবে চাঁদনীমল স্মল জুয়েলারি ফার্মের এক্সপোর্ট ইনপোর্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আমরা চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মে আমাদের নিজস্ব দুজন লোককে অংশীদার করে পাঠাচ্ছি। ধরে নিতে পারেন ঐ জুয়েলারি ফার্ম এবং তার অন্য দুইটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যৎ আমাদেরই হবে। এই ফার্মের প্রধান অংশীদারকে ব্ল্যাকমেল করে বশ করছি।

'স্বাধীন' কাশ্মীরের কিছু লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তারা কাশ্মীরে যে আন্দোলন শুরু করবেন, তার একটি খসড়া আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন। সেই আবেদন এবং পাঞ্জাবের উগ্রপন্থী নেতা কিষেণ সিং-এর চিঠি আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। পড়ে দেখবেন। অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে গতকাল দেখা হয়েছিল। তিনিও আমাদের কাছে গোয়ার একটি ম্যাপ বিক্রী করতে চান। আমাকে বলেছেন ঐ ম্যাপে গোয়ার যে সব স্থানে অস্ত্র লুকান আছে সেই স্থানগুলিতে চিহ্ন দে'য়া হয়েছে। বারগাঞ্জা বলেছেন এই অস্ত্র পর্তুগীজ সেনাবাহিনী গোয়া থেকে চলে আসবার সময় গোয়ার বিভিন্ন স্থানে ও পানজিমের কবর খানায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল) তিনি এই ম্যাপটি আমাদের কাছে দশলাখ টাকায় বিক্রী করতে চান। অস্ত্র পাওয়া গেলে আরো দশলাখ টাকা দিতে হবে।

কোথায় কোথায় এই সব অস্ত্র লুকান আছে সেই স্থানগুলি আমাদের লোক দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে। যদি আপনারা এই ম্যাপ কিনতে রাজি থাকেন তাহলে জানাবেন। আমি আপনাদের নির্দেশনুযায়ী কাজ করব।

ঃ আমাদের ভারতে গোলমাল শুরু করবার আগে ভারত সরকার বিভিন্ন দপ্তরে ইনফরমার রাখতে হবে। কারণ আমরা জানতে চাই ভারত সরকার আমাদের কাজ কর্মের কী খবরাখবর নিচ্ছেন বা রাখছেন।

সবশেষে আর একটা কথা বলব। আমাদের ড্রাগস স্মাগলিং এবং আর্মস স্মাগলিং হবে পৃথক পৃথক দপ্তর। অস্কার বারগাঞ্জাকে ড্রাগস স্মাগলিং করবে এবং তাকে আমাদের দলের বিভিন্ন কার্যকলাপের কিংবা আর্মস স্মাগলিং-এর কোন খবর দেওয়া হবে না এবং তিনি যেন কোন খবর না নিতে পারেন সেই চেষ্টা করতে হবে।

ঃ আমরা এই অপারেশনের নাম দেব, 'অপারেশন ডিনামাইট'।

* * *

কিছুদিন পরে মুহম্মদ ইকবাল বিদেশ ইনটেলিজেন্স দপ্তর থেকে একটি জরুরী চিঠি পেলেন। চিঠিখানা লিখেছিলেন জোরাব খান, বিদেশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বড় কথা। এই চিঠিতে জোরবখান মুহম্মদ ইকবালকে লিখেছিলেনঃ ধন্যবাদ। তোমার প্ল্যান চমৎকার। প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হক এই প্ল্যান অনুমোদন করেছেন। শুধু তাই নয়। তিনি বলেছেন যে তুমি হবে এই 'অপারেশন ডিনামাইটের' কেস অফিসার এর্থাৎ যিনি অপারেশনের প্রধান কর্তা হবে তাকে কেস অফিসার বলা হয়।] তুমি অবিলম্বে দিল্লীতে যাবে। বৃটিশ পাশপোর্ট নিয়ে যাবে। এই আর্মস এবং ড্রাগস স্মাগলিং-এর কাজ এমন ভাবে করবে যেন অস্কার বারগাঞ্জা আমাদের স্পাইং কিংদা আর্মস স্মাগলিং-এর কোন খবর না পায়। যদি কোন প্রকারে আমাদের আর্মস স্মাগলিং-এর খবর পায় তাহলে আমাদের অস্কার বারগাঞ্জাকে সরাতে হবে। তোমার সাফল্য কামনা করি।

* * *

এবার বলা দরকার ইয়াসমিন আবদাল্লার কী করে সুলেমান আবদাল্লার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বিবাহটা ছিল আকস্মিক দৈব ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা।

ইয়াসমিন আবদাল্লা বিয়ের আগে ছিলেন ইয়াসমিন শেখ...

ইয়াসমিনের বয়স যখন মাত্র কুড়ি, একেবারে ফুটন্ত গোলাপ, তখন তিনি তার তার বাবা আফজল শেখের সঙ্গে পার্টি এবং সমাজের অন্যান্য পার্টিতে যেতে শুরু করেছিলেন। আফজল শেখ ছিলেন পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর এক সামান্য কর্মচারি।

কয়েকদিনের মধ্যে ইয়াসমিন শেখ লাহোরের সমাজে, বিশেষ করে সামরিক মহলে, আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। সবাই হলেন ইয়াসমিন আবদাল্লার পাণিপ্রার্থী। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

একদিন এক ককটেল পার্টিতে ইয়াসমিন শেখ, জেনারেল ইদ্রিস খানের নজরে

পড়ে গেলেন। শুধু নজরে পড়ে গেলেন বললে ভুল হবে, পঞ্চাশ বছরের পাকিস্তান আর্মির দুদ্ধর্ষ জেনারেল ইদ্রিস খান ইয়াসমিন শেখের গভীর প্রেমে পড়ে যাবেন কেউ আশা করেননি। তাদের দুজনের প্রেম-ভালবাসা দেখা শোনা নিয়ে নিয়ে শুধু সামরিক মহলে নয় লাহোরের বিভিন্ন সমাজে মুখরোচক কাহিনী হয়ে দাঁড়াল। ইদ্রিস খান দীর্ঘকাল কাশ্মীরে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর প্রধান কর্তা ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন জেনারেল জিয়াউল হকের ডান হাত। সৈন্যবাহিনীতে তার প্রভাব, প্রতিপত্তি প্রচুর ছিল। সবাই জেনারেল ইদ্রিস খানকে ভয় করতেন।

একদিন ইদ্রিস খান ইয়াসমিনের বাবা আফজল শেখকে ডেকে বললেন ঃ কাল থেকে তোমার মেয়ে হবে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী।

আফজল শেখ বুদ্ধিমান, দূরদর্শি ছিলেন। তিনি ইদ্রিস খানের এই প্রস্তাবে বিপদের গন্ধ পেলেন। কিন্তু তার ঐ মুহূর্তে ইদ্রিস খানের প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার কোন উপায় কিংবা সাহস ছিল না। সামরিক বাহিনীর সবাই জানত যে ইদ্রিস খানের স্ত্রী সালমা খান এক জাদরেল সিংহী ছিলেন। গুজব ছিল যে সালমা খানই তার স্বামীর সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতেন। এ ছাড়া সালমা খান ছিলেন জিয়াউল হকের অতি নিকট আত্মীয়া 'ফুপার' অর্থাৎ তার মেয়ে।

কিছুদিনের মধ্যে ইদ্রিস খান তার সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডের কথা ভুলে গিয়ে তিনি তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ইয়াসমিন শেখকে নিয়ে মশগুল হয়ে রইলেন। বাজারে ইদ্রিস খান এবং ইয়াসমিন শেখের প্রেমের গল্প রটে গেল।

একদিন সালমা খান তার স্বামীর ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখতে পেলেন পাকিস্তানের পরম প্রতাপশালী জেনারেল ইদ্রিস খান একটি কুড়ি বছরের কিশোরীকে জড়িয়ে চুমু খাচ্ছেন। সালমা খান আর দেরি করলেন না। সোজা জেনারেল জিয়াউল হকের কাছে গেলেন। সালমা খান জিয়াউল হককে ইদ্রিস খান এবং ইয়াসমিন শেখের চুমু খাবার দৃশ্যর কথা বললেন। জিয়াউল হক, ইদ্রিস খান এবং ইয়াসমিন শেখকে নিয়ে বহু মুখরোচক কাহিনী আগেই শুনতে পেয়েছিলেন। কিন্তু ইদ্রিস খান ছিলেন জিয়াউল হকের ডান হাত, পরম প্রিয় ভক্ত জেনারেল, তিনি ছিলেন বন্ধু পরামর্শদাতা, এদিকে সালমা খানের নালিশকে জিয়াউল হক একেবারে তুচ্ছ, অবহেলা করতে পারলেন না। কারণ জিয়াউল হক জানতেন যে সালমা খান হলেন পাকিস্তান মহিলা সমিতির প্রেসিডেণ্ট। একবার সালমা খান স্বামীর এই কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কাহিনী নিয়ে যদি আলোচনা, বলাবলি শুরু করেন তাহলে এর পরিনাম কী হবে তিনি জানতেন। মোল্লারা চিৎকার করবেন। সৈন্যবাহিনীর কেচ্ছা কেলেঙ্কারী তিনি আর বাড়াতে চান না। ইদ্রিস খানকে যদি একটি কিশোরীর সঙ্গে প্রেম করবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে পাকিস্তানের অন্যান্য জেনারেল, কম্যাণ্ডিং অফিসার ইদ্রিস খানের দৃষ্টান্তকে অনুকরণ এবং -অনুসরণ করবেন। এ ছাড়া এই ইয়াসমিন শেখকে নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে রেষারেষি এবং ঝগড়া বিবাদ বাড়বে।

অতএব জিয়াউল হক বিদেশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা জোরাব খানকে ডেকে হুকুম দিলেন ঃ আমি সৈন্যবাহিনী থেকে আফজল শেখকে আপনার সার্ভিসে বদলি করছি। আপনি অবিলম্বে আফজল শেখকে লণ্ডনে আমাদের এম্বাসীর ইনটেলিজেন্স দপ্তরে বদলি করুন।

প্রেসিডেন্টের আদেশ, জোরাব খান অবজ্ঞা করতে পারলেন না। আফজল শেখ তার কন্যা ইয়াসমিন শেখকে নিয়ে লণ্ডনে চলে এলেন।

কোন বাপের মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তাহলে সেই মেয়ে অনেক সময় বাপের দুর্ভাগ্যের এবং চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে। ইয়াসমিন শেখ ছিলেন তার মধ্যে একজন। আফজল শেখ এবং ইয়াসমিন লণ্ডনে পৌঁছুবার আগেই ইসলামাবাদে ইদ্রিস খানের প্রেমের কাহিনী লণ্ডনে পাকিস্তানী এম্বাসীতে বেশ মুখরোচক গল্প এবং আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অবশ্যি এম্বাসীতে আফজল শেখের কদর বাড়ল। প্রায় প্রতি রাত্রেই পাকিস্তানের বিভিন্ন অফিসারেরা বাপ এবং মেয়েকে ডিনার কিংবা ড্রিংকসে নেমন্তন্ন করত। বাপ আসুক বা না আসুক মেয়ের প্রতি পার্টিতে আসা একান্ত আবশ্যক, প্রয়োজনীয় ছিল। তাই প্রতি রাত্রেই আফজল শেখ ইয়াসমিন প্রায় ভোর চারটার সময় বাড়ি ফিরতেন।

একদিন আফজল শেখ এবং ইয়াসমিন পাকিস্তানের এম্বাসডারের এক ডিনার পার্টিতে গিয়েছিলেন) সেইখানে পাকিস্তান এম্ব্যাসডারের কর্তার তার মেয়ের প্রতি লোভনীয় চাউনি দেখে আফজল শেখ আবার বিপদের আংকা করলেন। ভাবলেন কী করবেন কিংবা কী করা যায়? আফজল শেখ যখন তার এই কঠিন সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন তখন তার সামনে ওসমান আবদাল্লা এবং সুলেমান আবদাল্লা এসে উপস্থিত হলেন। 'সুলেমান আবদাল্লা ইতিমধ্যে ইয়াসমিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনা বলা যায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছিলেন। এমন কী দুজনে স্থির করে নিরেছিল আগামীকাল রাত্রে সহোর কোন নাইটক্লাবে গিয়ে তারা ডিনার ড্যান্স করবেন। ইতিমধ্যে আফজল শেখ ওসমান আবদাল্লার মধ্যে আলাপ পরিচয় হল। দুজনেরই দুজনকে ভাল লাগল। এখানে বলা দরকার ঐ সময়ে ওসমান আবদাল্লা এবং মুহম্মদ ইকবালের মধ্যে চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের শিক্ষার বেচাকিনি বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল? এই আলোচনার একটি সিদ্ধান্ত ছিল পাকিস্তানী বিদেশ ইনটেলিজেন্স সুলেমান আবদাল্লাকে তাদের দপ্তরে একটি ভাল চাকুরী দেবে। সুলেমান আবদাল্লার চাকুরী করবার কোন প্রয়োজন ছিল না! কারণ তার অগাধ সম্পত্তি এবং ক্যাশ টাকা ছিল। কিন্তু ওসমান আবদাল্লা ভাবলেন বেকার বসে থাকার চাইতে ছেলের চাকুরী করা অনেক যুক্তি সঙ্গত কাজ হবে। আর একটা কারণে ওসমান আবদাল্লার বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। সুলেমান আবদাল্লা অবিবাহিত ছিলেন। তাই তিনি সুন্দরী মেয়েব সন্ধানে সহো এলাকায় ঘুড়ে বেড়াতেন। আফজল শেখের একটি সুন্দরী কন্যা আছে শুনে ওসমান আবদাল্লা তার ছেলের সঙ্গে

আফজল শেখের মেয়ে ইয়াসমিমের বিয়ের প্রস্তাব করলেন। মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্যে আফজল শেখ ব্যগ্র ছিলেন। অতএব এই প্রস্তাব তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন। ইয়াসমিনের চরিত্রে সব চাইতে বড় দর্বলতা ছিল যে কারু প্রেমে পড়তে তার বড় বেশি সময়নিতো না। অতএব সুলেমান আবদাল্লার সঙ্গে কয়েকদিন ঘুরবার পর ইয়াসমিন আবদাল্লাকে বিয়ে করতে রাজি হল।

বিয়ে হয়ে গেল। এই হল ইয়াসমিন শেখের ইয়াসমিন আবদাল্লা হবার পটভূমিকা।

কিন্তু বিয়ের পরের প্রথম রাত্র থেকে ইয়াসমিন বুঝতে পারল সে ভুল করেছে তার জীবনের একটি বড় ভুল। তাদের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়েছে। বিছনার প্রেম লীলার খেলায় সুলেমান আবদাল্লা অপটু। সুলেমান আবদাল্লা ইয়াসমিনের দেহের খিদে মেটাতে পারল না। বরং বাড়াল। ব্যর্থতার দুইটি কারণ নিল। কারণ ইয়াসমিন আবদাল্লা, যৌন আকাঙ্ক্ষায় ছিলেন বাঘিনী, স্বামী তার যৌন আকাংখা পূরণ করতে পারেনি। আর লণ্ডনে থাকা কালীন এবং বিয়ের দু তিন মাস পরে ইয়াসমিন আবদাল্লা এক ককটেল পার্টিতে পাকিস্তানী সরকারের ইনটেলিজেন্স দপ্তরের আবুমুসার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল প্রথন দর্শনেই ইয়াসমিন আবুমুসার প্রেমে পড়ে গেল। তীব্র প্রেম… ইয়াসমিন আবদাল্লার আযুমুসাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। আর তার দেহের খিদে যখন অত প্রবল তখন ইয়াসমিন সুলেমান আবদাল্লাকে বিয়ে করল।

* * *

এই সময়ে আবুমুসা আর একটি সরকারি কাজে মন্টিকার্লোতে গিয়েছিলেন মন্টিকার্লোতে যাবার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ মুহম্দ ইকবাল আবুমুসাকে বলেছিলেন ঃ জমনাদাস এবং তার স্ত্রী আশা জাভেরী মণ্টি-কার্লোতে গিয়েজেন। আর দেরী নয়। এবার ফাঁদে আটকাবার জাল ফেলতে হবে। বেশি দেরি করনা। তাহলে হয়ত জমুনাদাস জাভেরী মন্টিকার্লোতে থেকে চলে আসতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সের 'কান' শহরে আবুমুমা একটি একটি ফরাসি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিল। তারা স্থির করেছিল যে মন্টিকার্লোর কাজ শেষ করে আবুমুসা কাজ শহরে চার পাঁচ দিন বান্ধবীকে নিয়ে কাটাবেন।

* * *

মন্টিকার্লো।

রাত প্রায় এগারটা।

কাসিনো দ্য পারীর রুলেট খেলবার ঘরে অসংখ্য জুয়ারী উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরী এবং তাঁর স্ত্রী আশ জাভেরীও রুলেট খেলছিলেন।

আশা জাভেরী জীবন উপভোগ করতে ভালবাসেন। তিনি জানেন কী পথ অনুসরণ করে তার স্বামী জমনাদাস জাভেরী দেশের একজন গণ্যমান্য

ব্যবসায়ী হয়েছেন। বড় বিখ্যাত, লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী এত বড় হবার জন্য জমনাদাস জাভেরী অনেক বেআইনী পথ অনুসরন করেছিলেন।

ঐ দুঃখের সময় সমাজে স্থান পাবার জন্যে আশা জাভেরী তার স্বামীর কোন অন্যায় কাজে বাধা দেন নি। জমনাদাস জাভেরী আজ কোটিপতি হয়েছেন। জমনাদাস জাভেরী শেয়ার মার্কেটে ভাগ্য নিয়ে জুয়ো খেলেন। স্ত্রীর ভাগ্য ভাল। তাই তিনি কোটিপতির বউ হতে পেরেছেন। তার স্ত্রী আশা জাভেরী রুলেট খেলায় ভাগ্যের অন্বেষণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। বিদেশে জুয়ো খেলতে হলে বিদেশি মুদ্রার প্রয়োজন হয়। এবার জমনাদাস জাভেরী কিংবা আশা জাভেরীর প্রধান চিন্তা হল মণ্টিকার্লোতে এত বিদেশি মুদ্রা কোথায় পাবেন।

প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে স্বামী-স্ত্রী কাসিনোর বার রুমে গিয়ে লাভ লোকসানের হিসেব খতিয়ে দেখছিলেন। এমনি সময় তাদের টেবিলে আর একজন ভারতীয় এসে বসলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক বললেন ঃ আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্যে আপনাদের টেবিলে এসে বসলাম। মনোকো শহরে ভারতীয়দের দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই কাসিনো দ্য পারীর রুলেটের ঘরে আপনাদের দেখতে পেয়ে আলাপ করবার জন্যে ছুটে এলাম।'

'বিদেশে, বিশেষ করে মণ্টিকার্লোতে একজন ভারতীয়র মুখ দেখতে পেয়ে জমনাদাস জাভেরী কতটা খুশি হয়েছিলেন বোঝা গেল না। তবে আশা জাভেরী এই ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কারণ কী করে রুলেটে বাজি জেতা যায় তার নিয়ম কানুন আশা জাভেরী জানতে চান।

ভদ্রলোক অবশ্য জমনাদাস জাভেরীর কাছ থেকে জবাব পাবার আগেই একটানা কথা বলে গেলেন।

ঃ আমার নাম রায়চাঁদ মালহোত্রা, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার। আর্মস এ্যাণ্ড ইকুইপমেণ্ট সেকশনের কর্তা। আমরাই স্থির করি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভবিষ্যতে কী ধরনের অস্ত্র, প্লেন, ট্যাঙ্ক ব্যবহার করবে।

জমনাদাস জাভেরী এবার তার নিজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রায়চাঁদ মালহোত্রা জমনাদাস জাভেরীর নাম শোনা মাত্র বাধা দিয়ে বললেন ঃ আপনি কে আমি জানি। আপনি তো হলেন বোম্বাই'র শেয়ার মার্কেটের একজন বড় অপারেটর। এবার বলুনতো আপনার রুলেটের টেবিল থেকে হঠাৎ চলে গেলেন কেন ? আরপর বার রুমে চুপচাপ বসে আছেন কেন ? রুলেটের টেবিলে ভাগ্য পরীক্ষা করুন।

এবার জবাব দিলেন আশা জাভেরী বললেন ঃ আমি কী আর সেই চেষ্টা করিনি। তবে আমাদের ভাগ্য খারাপ। আজ রাত্রে ভাগ্য পালটাবার জন্যে সব চেষ্টা করেছি। ব্ল্যাকজ্যাক খেলেছি, শেঁমা দ্য ফেয়ারও পয়সা ঢেলেছি তারপর জ্যাকপট, এবং শেষে রুলেটে টাকা ঢাললাম...কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন

হল না। 'ব্যাডলাক' ছাড়া আর কী?

স্ত্রী'র কথায় সুর মিলিয়ে জমনাদাস জাভেরী বললেন ঃ বিদেশে জুয়ো খেলবার অনেক অসুবিধা মিষ্টার মালহোনা। ব্যাঙ্কে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা থাক চাই। আমাদের অতো টাকা নেই।

এবার রায়চাঁদ মালহোত্রা মৃদু হাসলেন। বললেন ঃ আপনি কী বলছেন মিঃ জাভেরী। আপনি হলেন দেশের প্রথম সারির ব্যবসায়ী, শেয়ার মার্কেটের রাজা। আজ মণ্টিকার্লোতে ভাগ্য পরীক্ষা করবার মত টাকা আপনার নেই। সত্যি আপনার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে —। আপনার বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা নেই। অসম্ভব! যাক আপনি বিদেশের ব্যাকে টাকা রাখতে চান?

ঃ আমার বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা আছে বটে তবে কোন 'বিদেশি ব্যাঙ্কে টাকা নেই'। জমনাদাস জাভেরীর এই জবাবে একটিও সত্যি কথা ছিল না। বিদেশের কয়েকটি ব্যাঙ্কে তিনি বেনামদারী'তেবেশ মোটা টাকা জমা রেখেছিলেন যার কোন আভাষ তিনি স্ত্রীকে দেননি। এবার তবে রায়চাঁদ মালহোত্রার বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা রাখবার প্রস্তাব শুনবার পর তার মনে কৌতুহল এবং লোভ দুই'ই হল। 'বলুন, এবার কী করে বিদেশেব ব্যাঙ্কে টাকা রাখব? জমনাদাস জাভেরী জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ঃ তাহলে আমার প্রস্তাব শুনুন?

আপনি দিল্লী বোম্বাই-এর বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্মে'র মালিক?

বাধা দিলেন জমনাদাস জাভেরী। বললেন ঃ মালিক বলা উচিৎ হবে না; বলুন, আমি হলাম ঐ কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার। আমার আরো দুজন পার্টনার আছেন। এক নম্বর পার্টনার ছিলেন—ছিলেন বলছি কারণ হালে তিনি মারা গেছেন—চণ্ডীরাম চাঁদনীমল। উনি মারা গেছেন। তিনি তার শেয়ার তার ভাগ্নে দুলিচাঁদ নানকানীকে দিয়েছেন। আমি তাকে এখনও দেখিনি। দুই, আর একজন পার্টনার ছিলেন ওসমান আবদাল্লা। তিনি তার শেয়ার রামচাঁদ খেমপ্রকাশ নামে এক সিন্ধী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করেছে।

চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের আরো দুটি বড় কোম্পানীর মালিক—

ঃ হ্যাঁ আমাদের একটি এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ফার্ম এবং অপর আর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসট্রাকশন ফার্ম আছে।

ঃ বেশ এবার শুনুন, আপনি এই এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ফার্মের এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কন্‌সট্রাকশন ফার্মের আর একটি নতুন শাখা খুলুন। এই শাখা হবে আর্মস পারচেজিং ডিভিসন...

ঃ কিন্তু মিঃ মালহোত্রা আমি যে আর্মস বেচা কিনির কিছুই জানিনা।

ঃ শিখে নেবেন, রায়চাঁদ মালহোত্রা খুরেই মৃদুস্বরে এই কথা গুলি বললেন। আমি ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির আর্মস এ্যাণ্ড ইকুইপমেণ্ট ডিভিশনের বড় কর্তা। এই ডিভিশনের কাজ হল আগামী কালের জন্যে আর্মস পারচেজ করা। আপনি এই ব্যবসা শুরু করল। আমি আপনাকে বলব এবং সাহায্য করব কী অস্ত্র আমাদের

দেশের দরকার হবে। এখবর আপনাকে অনেক আগেই দেব। অতএব আপনি আগে থেকে এ অস্ত্র বিক্রেতার কাছ থেকে বুকড করে রাখবেন। পরে মোটা কমিশনে ঐ সব অস্ত্র সরকারের কাছে বিক্রী করবেন।

ঃ কিন্তু সরকার আমাকে এসব অস্ত্র কিনবার পারমিট দেবেন কেন? আর কার কাছ থেকে এই অস্ত্র কিনব?

জমনাদাস জাভেরীর অনুসন্ধিৎসা এবং কৌতূহল প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বাড়ছিল। তবে মনের আশংকাও বাড়ছিল।

ঃ এনিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমার এক বন্ধু এখানেই উপস্থিত আছেন। নাম বসন্ত সাহনী, নন রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান। লণ্ডনে থাকেন, দীর্ঘকাল ধরে তিনি আর্মস বেচাকিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। যদি তিনি আর একটি প্রফেশনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। ওটা তার শখ অর্থাৎ প্রফেশনাল ফটোগ্রাফী। মিঃ সাহনী এত বিশ্বস্ত আপনি নিশ্চিন্ত মনে এই আর্মস কিনবার দায়িত্ব ওর হাতে ছেড়ে দিতে পারেন। শুধু তাই নয়, পারমিট কী করে পেতে হয় তার উপায় উনি বলে দেবেন। অর্থাৎ পলিটিক্যাল কনেকশন রাখতে হবে। প্রথমে পলিটিক্যাল পার্টির কাউকে ধরবেন, তাকে টাকা দিন, তাহলেই বাকী সব কাজ তাকে দিয়ে করান যাবে। পরে পার্লামেণ্টের একজন সদস্যকে বশ করতে হবে...। তিনি সরকায়ের এবং ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির সঙ্গে কনটাক্ট রাখবেন। এছাড়া দেশে আপনার প্রচুব টাকা আছে। আপনি এবার টাকা দিয়ে পলিটিক্যাল পার্টি-গুলিকে কিনে রাখুন। আরে রাজনীতি হল টাকার খেলা। টাকা দিয়ে সব করা যায়। যেদেশে টাকা দিয়ে ঈশ্বরকে কেনা যায় সেখানে সবই সম্ভব।

আলোচনায় বাধা পড়ল। রায়চাঁদ মালহোত্রার বন্ধু ঐ টেবিলে এসে বসলেন। রায়চাঁদ মালহোত্রা জমনাদাস জাভেরী এবং তাঁর স্ত্রী আশা জাভেরীর সঙ্গে বসন্ত সাহনীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আশা জাভেরী বসন্ত সাহনীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত সুন্দর সুপুরুষ এর আগে তিনি কখনও দেখেননি। আজ তার মনে হল জমনাদাস জাভেরী তার কাছে পুরান, বাসী হয়ে গেছেন। ভালবাসা যদি করতে হয় তাহলে এমনি সুপুষদের সঙ্গে করতে হয়।

ঃ রায়চাঁদ মালহোত্রা বললেন, মিঃ জাভেরী মিঃ সাহনী অনেকদিন ধরে বলতে পারেন, পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে ইংল্যাণ্ডে আছেন। আর্মস বেচাকিনির ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। আমাদের দেশের কাছে উনি আর্মস বিক্রী করতে চান।

তার এই ব্যবসার জন্যে তিনি একজন বিজনেস পার্টনার খুজছেন। এমন একজন পার্টনার যার টাকা আছে, ভাল পলিটিক্যাল কনটাক্ট আছে এবং রায় সঙ্গে আর্মির ভাল যোগাযোগ আছে। ওর ব্যবসায়ের টার্মস ভাল।

বসন্ত সাহনী একবার আশা জাভেরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন, বললেনঃ মি মালহোত্রা, শুধু শুধু আমার প্রশংসা করছেন। আমি অতো

প্রশংসা পাবার যোগ্য নই। কিন্তু আজ মন্টিকার্লোতে আমরা বেচাকেনা এবং ব্যবসা নিয়ে কোন আলোচনা করব না। আর একদিন, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করব। এখানে জীবন উপভোগ করতে এসেছি। এবার বলুন, আপনারা কী ড্রিংকস করবেন?

ঃ আমরা ড্রিংকস করিনা....জমনাদাস জাভেরী জবাব দিলেন।

ঃ মিঃ জাভেরী বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে হলে আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুন পালন করতে হয়। উঁহু, এসব চলাবনা, আজ আমরা সবাই ড্রিংকয করব। আপনাদের আপত্তি শুনব না।

এই বলে বসন্ত সাহনী বারের ওয়েটারকে ডেকে বলল ঃ শ্যাম্পাইন রথচাইল্ড ১৯৫২।

ওয়েটার রথচাইল্ড শ্যামাইনের বোতল নিয়ে এল।

রায়চাঁদ মালহোত্রা মন্তব্য করলেন আমাদের বসন্ত সাহনী কোন মদের কী নাম, কত দাম সব জনানেন। বাস্তব জীবন সম্বন্ধে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।

আবার বসন্ত সাহনী মিষ্টি হাসলেন। রায়চাঁদ মালহোত্রার কথায় কান না দিয়ে তিনি আশা জাভেরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

আপনি আবার রুলেট টেবিলে যাবেন। এই প্রশ্ন শুনবার পর আশা জাভেরীর মুখ শুকনো হল। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দিলেন, রায়চাঁদ মালহোত্রা। বললেন, আজ মিসেস জাভেরী রুলেটের টেবিলে প্রচুর টাকা হেরেছেন...

চুপ করে রইলেন আশা জাভেরী। মন্টি কার্লোর এই কাসিনো দ্য প্যারিসে খেলা তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। আজ এখানে এসে তিনি রুলেটের টেবিলের ভাগ্য পরীক্ষা না করে, হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন একথা তিনি কল্পনা করতে পারলেন না।

এদিকে বোম্বাই শহরের তার কী নেই। বাড়ি, গাড়ি, চাকর...অথচ মন্টিকার্লোতে তিনি কপর্দকহীন। আশা জাভেরী জানতেন তার স্বামী ন্যায়ের পথ অবলম্বন, অনুসরণ করে ধনী, বিখ্যাত ব্যবসায়ী হননি, অতএব তিনিই বা কেন অন্যর কাছ থেকে টাকা ধার নিতে সংকোচ বোধ করবেন।

সমর্থন এল বসন্ত সাহনীর কাছ থেকে। তিনি বললেন, সত্যিই মিসেস জাভেরী আপনি হলেন আমাদের দেশের একজন গণ্যমান্য মহিলা। আপনার আজ বিদেশে টাকার প্রয়োজন হয়েছে, আমি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছে। আজকের রুলেট খেলায় আপনি বাজি জিতবেন। চমৎকার। বাজি না জিতলে কুছ পরোয়া নেই। আমি দেশে ফিরে গেলে আপনার কাছ থেকে টাকা ফেরৎ নেব। আর আজ আমি দু'লাখ ডলার বাজি জিতেছি। অকারণেই কী বলেন মিঃ মালহোত্রা? আজকাল তো এই ধরনের টাকার লেনদেন প্রায়ই হয়ে থাকে।

ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়, রায়চাঁদ মালহোত্রা সমর্থন করে বললেন।

ঃ জমনাদাস জাভেরী চুপ করে রইলেন। আশা জাভেরী বললেন ঃ সত্যি আপনি যে আমাকে এইভাবে সাহায্য করবেন, ভাবিনি।

ঃ না, তা, এমন কী আর করছি। এই নিন পঞ্চাশ হাজার ডলার। এবার রুলেট টেবিলে গিয়ে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করুন....জানেন তো, ধারের টাকায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। একটু সাবধানে খেলবেন। এখানকার রুলেট টেবিলের ক্রুপিয়ারেরা বড্ড শয়তান এবং ধূর্ত।

ঃ আশা জাভেরী শুধু মৃদু কণ্ঠে বললেন ঃ থ্যাঙ্কস। এই বলে তিনি পঞ্চাশ হাজার ডলারের বাণ্ডিল নিয়ে রুলেট খেলতে চলে গেলেন।

জমনাদাস জাভেরীর কাছে পর পর কয়েকটি ঘটনা বেশ বিস্ময়কর বলে মনে হল। ঘটনাগুলি এত দ্রুত লয়ে ঘটে গেল যে জমনাদাস জাভেরী এই লেনদেনের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করবার সুযোগ পেলেন না। ধুরন্ধর ব্যবসায়ী, শেয়ার মার্কেটে যিনি জুয়ো খেলে বড় হয়েছেন এবংব্যবসা-বাণিজ্যর ক্ষেত্রে যিনি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিলেন না, তিনি যেন এই ঘটনায় বিপদের গন্ধ পেলেন। কিন্তু তার এই চিন্তা ছিল ক্ষণিকের। কারণ হঠাৎ তার মনে হল, ভাগ্য নিয়ে জুয়ো খেলতে হলে এই রকম একটু বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় বৈকী? কিন্তু জমনাদাস জাভেরী স্থির করলেন, লণ্ডনে পেঁাছে গিয়ে তিনি তার লুকানো ব্যাঙ্ক একাউণ্ট থেকে এই টাকা তুলে ধার শোধ করবেন।

ঃ আশা জাভেরী যখন রুলেট টেবিলে তার ভাগ্য পরীক্ষা করছিলেন, তখন রায়চাঁদ মালহোত্রা, বসন্ত সাহনী এবং জমনাদাস আর্মস ক্রয়বিক্রয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করছিলেন।

বসান্ত সাহনী বললেন আমি আপনার নাম আগেও শুনেছিলাম। কিন্তু আলাপ পরিচয় হয়নি। আজ আমার পরম সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে এই ক্যাসিনো দ্য প্যারিসে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় হল। রায়চাঁদ মালহোত্রা আপনাকে বলেছেন আমি কী চাই। গুড বিজনেস। আর গুড বিজনেস মানে আর্মস বিজনেস। আপনার দেশের ব্যবসায়ী মহলে সুনাম আছে, সরকারি এবং রাজনৈতিক মহলে প্রভাব আছে। অতএব আমরা বিদেশ থেকে আর্মস কিনে ভারত সরকারের কাছে সহজেই আর্মস বিক্রী করতে পারব। আপনি ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, কী ধরনের আর্মস ভারত সরকারের দরকার, সেই খবর রায়চাঁদ মালহোত্রা আপনাকে আগেই দেবেন। আর বিদেশ থেকে আর্মস ক্রয় করা এবং ভারতে ঐ আর্মস ইমপোর্ট করবার দায়িত্বও আমি নিচ্ছি।' আপনি শুধু আপনার কোম্পানীর মাধ্যমে জিনিষগুলি ইনপোর্ট করবার অনুমতি দেবেন।

জমনাদাস জাভেরী যেন বসন্ত সাহনীর কথাগুলি বুঝতে পারলেন না। বিদেশ থেকে আপনি আর্মস কিনবেন এবং ঐ আর্মস ভারতে ইমপোর্টের ব্যবস্থা আপনিই করবেন? কিন্তু কেন? আমার একটি এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানী আছে। না, আপনার প্ল্যানটি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না মি. সাহনী। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটি রহস্যজনক বলে মনে হল।

এবার বসন্ত সাহনী জোরে হেসে উঠলেন। বললেন ঃ মি. জাভেরী এই

অর্মাস ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে আমরা আপনাকে বেশি বিরক্ত করতে চাইনা। কারণ এই আর্মসের ব্যবসা অতি বিপজ্জনক, ভেরী কমপ্লিকেটেড। কারণ আমরা এমন দেশ থেকে আর্মস কিনব যে বাজারে এই আর্মস ক্রয় করা খুবই মুনাফাজনক হবে। কিন্তু পরে মাল ইমপোর্ট এমন ভাবে করতে হবে যেন ট্রান্সপোর্ট বাবদ খরচপত্র বেশি না হয়। অর্থাৎ বোম্বাই'র দিল্লীর বাজারে সরকারের কাছে যখন আমরা আর্মস ডেলিভারি দেবো, তখন আমাদের এই বেচ-কিনির মধ্যে ত্রিশ-চল্লিশ পার্সেন্ট নীট প্রফিট রাখতে হবে....

ঃ ত্রিশ চল্লিশ পার্সেন্ট প্রফিট? আপনি বলছেন কী মি. সাহনী? জমনাদাস জাভেরী তার মনের বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না। আর্মস ক্রয় বিক্রয়ে যে এত প্রফিট করা যায় তিনি কল্পনাই করতে পারেননি।

ঃ হ্যাঁ, এই জন্যে বললাম আমরা আর্মস ক্রয় করব এবং পরে আর্মস ভারতে নিয়ে ডেলিভারী দেবার মধ্যে একটু কারসাজি না করলে কী করে চলবে? যাক, আপনি ব্যবসায়ী। যে কোন ব্যবসায়ে একটু হেরাফিরি করতে হয় একথা আপনি জানেন? কোন দেশের ব্যবসায়ীই ধর্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়....। আপনি সবই জানেন বোঝেন মি· জাভেরী? আপনি এই ব্যবসার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। আমরা শুধু আপনার নাম, কোম্পানীকে ব্যবহার করব আর আপনি পাবেন প্রফিটের কুড়ি পার্সেন্ট। আমাদের জমনাদাস জাভেরী চুপ করে কী জানি ভাবলেন। ঠিক কথাই বলেছেন বসন্ত সাহনী। এ ছাড়া আর্মস বেচাকিনি করে যদি কুড়ি পার্সেন্ট প্রফিট পাওয়া যায় মন্দো কী? এ ছাড়া আজকাল এদেশে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হওয়া সম্ভব নয়। একটু চিন্তা ভাবনা করবার পর জমনাদাস জাভেরী স্বীকার করলেন যে আর্মসের ব্যবসায়ে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। অতএব এই ধরণের কমপ্লিকেটেড ব্যবসা তিনি একা নিজের হাতে কখনই করতে পারবেন না। অবশ্য, এই ব্যবসায় তার বসন্ত সাহনীকে পার্টনার হিসেবে নিতে কোন আপত্তি নেই। আর্মস বেচাকিনি এবং ইমপোর্টের কাজ বসন্ত সাহনী করবেন। জমনাদাস জাভেরী শুধু দিল্লীর সরকারী এবং রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। লাভের কুড়ি ভাগ তিনি পাবেন। বাকী প্রফিট বসন্ত সাহনীর। এবং রায়চাঁদ মালহোত্রা ডিফেন্স মিনিষ্টির গোপন খবর দেবার জন্যে একটা টাকা কমিশন পাবেন? এছাড়া চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের সঙ্গে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেসের প্রতিষ্ঠানটি আছে তারই নামেই আর্মস ইমপোর্ট করা হবে। তাহলে আর্মসের পুরো ব্যবস, তার নিজের হাতের মুঠোয় থাকবে। কারণ চাঁদনীমল জুয়েলারি হল ঐ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানীব ষোল আনা মালিক।'

বসন্ত সাহনী বললেনঃ যে তিনি কিংবা তার কোন প্রতিনিধি দিল্লী বোম্বাইতে বসে এই আর্মস ইমপোর্টের ব্যবসা দেখবেন। পরে জমনাদাস জাভেরীকে বললেন আপনি ইচ্ছে করলে আপনার যে কোন প্রতিনিধি এই ব্যবসা দেখবার জন্যে রাখতে পারেন। এমন লোক দেবেন যিনি কথা গোপন রাখতে

পারেন। অর্থাৎ আমরা কোথা থেকে আর্মস, কিনছি, কত দরে কিনছি এবং কোন পথ দিয়ে আর্মস বোম্বাই কিংবা দিল্লীতে নিয়ে যাচ্ছি সেই সব কথা গোপন রাখতে পারবে। আর একটা কথা। এই আর্মসের ব্যবসা করবার জন্যে ভারত সরকারের বেশ কিছু কর্মচারিদের বশ করতে হবে। অর্থাৎ ওদের ঘুষ দিতে হবে। ঘুষ ছাড়া আর্মস ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করা যায় না।

জমনাদাস জাভেরী একটু চিন্তা করে বললেনঃ মি. সাহনী আসনার প্রস্তাবগুলি যুক্তিপূর্ণ কারণ আর্মস ক্রয় বিকয়ের হলো প্রতিযোগিতার ব্যবসা এ ছাড়া যে কোন ব্যবসা করতে গেলে সরকারি কর্মচারিদের ঘুষ দিতেই হবে। আমার আপত্তি নেই।আমার চাঁদনীমল জুয়েলারিফার্মে যে দুজন পার্টনার আছেন আমি তাদের বিশ্বাস করি। ওরা হবে আমার প্রতিনিধি। আমি ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরে বলব আপনার আর্মস বেচাকিনির ব্যবসায়ে এদের মধ্যে কে আমার প্রতিনিধি হবেন ?'

ঃ আলোচনা শেষ হবার আগেই আশা জাভেরী শুকনো মুখ নিয়ে আবার ফিরে এলেন। এই শুকনো মুখের অর্থ কী কারু বুঝতে অসুবিধা হলনা।

আশা জাভেরীর মুখ দেখে সবাই বুঝলেন, মুখ শুকনো হবার কারণ কী ? আশা রুলেটের টেবিলে পঞ্চাশ হাজার ডলার হেরেছেন।

বসন্ত সাহনী আশা জাভেরীকে উৎসাহ দিয়ে বললেনঃ আপনি চিন্তা করছেন কেন ? এ টাকা আমি দেশে গিয়ে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব নইলে মি. জাভেরী এধং আমি যে নতুন ব্যবসা শুরু করছি সেই ব্যবসার প্রফিটের থেকে এই পঞ্চাশ হাজার ডলার কেটে রাখব। কী বলেন মি. জাভেরী ?

এই প্রস্তাবের জবাব দিলেন আশা জাভেরী। বললেনঃ মি. সাহনী আপনার প্রস্তাবটি চমৎকার।

ব্যবসার মুনাফা থেকে এই পঞ্চাশ হাজার ডলার কেন নেবেন না।

হাসলেন বসন্ত সাহনী।

বলা দরকার এই বসন্ত সাহনী ছিলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত আবুমুসা, পাকিস্তান ইনটেমিজেন্স সার্ভিসের যুক্ম ডিরেক্টর।

*   *   *

আফজল শেখ এবং ওসমান আবদাল্লার আলাপ আলোচনা অনুযায়ী ইয়াসমিন শেখ এবং সুলেমান আবদাল্লার বিয়ে হয়ে গেল।

এই সময়ে লণ্ডনে হঠাৎ এক পাকিস্তান এম্ব্যাসীর ককটেল পার্টিতে ইয়াসমিন আবদাল্লার জীবনে এক নতুন প্রেমের জোয়ার এল ? আর এই প্রেমের জোয়ারের কারণ হলঃ আবুমুসা ইয়াসমিন যখন প্রথমে আবুমুসাকে দেখতে পেল তার মনে হল তিনি তার জীবনের আল্লাকে খুঁজে পেয়েছে। ককটেল পার্টিতে আবুমুসাকে দেখবার পর ইয়াসমিন বেশ কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে আবুমুসার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মনে হল এক সুন্দর রাজপুত্র এসে তার চোখের সামনে দাড়িয়েছে। ইয়াসমিন আবদাল্লা প্রথমে কী করবে ভেবে পেলনা।

ভাবতে পারেনি এমন সুন্দর সুপুরুষ সে কখনও দেখতে পাবে।

আবুমুসা জানতেন কী করে নারী হৃদয়কে জয় করতে হয়? বিশেষ করে যে নারী প্রথম দর্শনেই মনে মনে তার জীবনকে সঁপে দিয়েছে তাকে বশ করতে বেশি সময় দিলনা।

প্রথম দিন ককটেল পার্টিতে কিছু আলাপ হল। পরে প্রায় বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোঁরায় তাদের প্রায়ই দেখা হত, প্রেমালাপ হত। আবুমুসাকে কাছে পাবার পর ইয়াসমিন আবদাল্লা তার চার পাশের সংসারকে ভুলে গেল। ভুলে গেল সে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। সুলেমান আবদাল্লাকে ভুলে গেল। এবার ইয়াসমিন কী করবে? ইয়াসমিন একদিন আবুন্নাকে জিজ্ঞেস করল তুমি আমাকে বিয়ে করবে। তুমি বিবাহিত, আবুমুসা জবাব দিয়েছিল। আমি তালাক নেব —ইয়াসমিন জবাব দিয়েছিল।

এই সময়ে ইল্লামাবাদ থেকে আবুমুসার ডাক পড়ল। কেন তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে সেই কারণ অবশ্যি খুলে বলা হল না। কাজটি জরুরী, বিশেষ গোপনীয়। আর ঠিক একই সময়ে সুলেমান আবদাল্লা এবং আকবর আলিকে ইসলামাবাদে ডেকে পাঠান হল। তাদের বলা হল দুজনকেই এক গুরুত্ব পূর্ণ কাজের জন্যে ট্রেনিং দে'য়া হবে। পরে তাদের বিদেশে পোষ্টিং করা হবে।

এই পরিস্থিতিতে ইয়াসমিন আবদাল্লা কী করবে ভেবে পেল না। কিন্তু ইতিমধ্যে আবু মুসা ইসলামাবাদে চলে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান, আই বী মানে কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের ডিরেক্টর, বজলুর রহমান আবুমুসাকে তার নিজের দপ্তরে বদলি করালেন। বলা হল তাকে আইবী'র ডেপুটি ডিরেক্টর করা হবে অর্থাৎ এই প্রমোশান পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হক অনুমোদন করেছিলেন। অবশ্যি আবুমুসার এই প্রমোশানে দুঃখিত হয়েছিলেন বিদেশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা, জোরাব খান। কারণ তিনি জানতেন আবুমুসা কর্মঠ এবং তিনি ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি রায়চাঁদ মালহোত্রা এবং জমনাদাস জাভেরী নামে এক ব্যবসায়ীকে হাত করেছেন একথাও তার অজানা ছিলনা। আবুমুসাকে ইসলামাবাদে বদলি হবার পর জোরার খান মুহম্মদ ইকবালের অনুরোধে আবুমুসাকে দিল্লীতে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার এই চেষ্টা সফল হয়নি। কারণ বজলুর রহমান আবুমুসাকে প্রমোশান দেবার পর আবুমুসা বিদেশ ইনটেলিজেন্স দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। অবশ্যি বজলুর রহমান স্থির করেছিলেন যে আবুমুসার প্রধান কাজ হবে বিদেশ ইনটেলিজেন্স দপ্তরের বিশেষ করে জোরাব খানের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। পাকিস্তানের কাউন্টার ইনটেলিজেন্সজানতে পেরেছে জোরাব খান সম্প্রতি 'মরদান' এলাকার হাসিস, হেরোন চাষ উৎপাদনকারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। বজলুর রহমান সন্দেহ করেছেন যে মরদানের এই ধনী চাষীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে জোরাব খান জিয়াউল হককে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের গদি থেকে হটাতে

চান। কিংবা অন্য কোন বড় ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের পুরো রূপরেখা ফজলুর রহমান জানতে চান এবং ঐ খবর, জানবার জন্যেই তিনি আবুমুসাকে তার সহকারি হিসেবে নিয়োগ করেছেন। বাজারে অজানা নেই জোরাবখান এবং ফজলুর রহমানের মধ্যে রয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং একে অন্যকে হটাবার জন্যে এবং গদীচ্যুত করবার চেষ্টার করছেন এ কথা সবাই জানে। ফজলুর রহমান জোরাব খানকে হটিয়ে বিদেশ ইনটেলিজেন্স এবং আইবীর দপ্তরকে এক করে পাকিস্তানের ইনটেলিজেন্সের পুরো দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা হতে চান। জিয়াউল হক ইনটেলিজেন্স বিভাগের দুই কর্মকর্তার মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে জানতেন। কিন্তু তিনিই এই ঝগড়া বিবাদ জিইয়ে রেখেছিলেন। কারণ দেশের অভ্যন্তরে সৈন্যবাহিনীতে কী হচ্ছে তিনি তার পুরো কাহিনী আইবী, বিদেশ ইনটেলিজেন্স এবং মিলিটারি ইনটেলিজেন্স থেকে জানতে চান।

আবুমুসা ইসলামাবাদে চলে আসবার পরে ইয়াসমিন আবদাল্লাও ইসলামাবাদে চলে এলেন। তার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা আগেই চলে এসেছিলেন এবং তিনি তার নাম পরিচয় পরিবর্তন করে নতুন পাশপোর্ট দিল্লীতে চলে গেছেন।

ইসলামাবাদে ফিরে গিয়ে ইয়াসমিন দেখতে পেল আবুমুসাকে শয্যাসঙ্গী হিসেবে পাবার জন্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। কিন্তু ইয়াসমিন আবুমুসাকে ছেড়ে দেবার পাত্রী ছিল না। সে আবুমুসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরো দৃঢ় করবার চেষ্টা করল। আবার আর একদিন ইয়াসমিন আবুমুসার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করল। আবুমুসা এর জবাবে বলল ঃ তুমি বিবাহিতা।

ঃ তুমি একবার 'হ্যাঁ' কর, তাহলে ঃ আমি 'তালাক' নেবার বন্দোবস্ত করব। আবুমুসাও সহজে ইয়াসমিনের কাছে ধরা দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি হেসে বললেন ঃ তোমায় স্বামী সুলেমান আবদাল্লা দিল্লীতে গুপ্তচর হয়ে গেছেন। তাই তিনি তোমাকে তার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেননি। তার অবর্তমানে তুমি যদি তাকে তালাক দেবার চেষ্টা কর তাহলে সরকারচক তোমাকে বাধা দেবে কারণ সুলেমান আবদাল্লা এই গুপ্তচরের কাজ নেবার আগে জোবার খানের সঙ্গে শর্ত করেছেন যে তোমার উপর যেন একটু নজর রাখা হয়। অতএব তুমি জোরাব খানের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা কর।

এই কথা বলে আবু মুসা ইয়াসিনকে এড়াবার চেষ্টা করলেন। কারণ ইতিমধ্যে রাওয়ালপিণ্ডিতে আবু মুসার একগুচ্ছ সখীর দল জুটে গিয়েছিল।

তারপর কয়েকটি ঘটনা এত দ্রুতলয়ে ঘটে গেল যে ইয়াসমিন আবদাল্লা এক বিরাট ষড়যন্ত্র কিংবা বলা যায় স্পাইং-এর কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। এই স্পাইং-এর কাজ করবার জন্যে তার একমাত্র যোগ্যতা ছিল, তার দেহের সৌন্দর্য এবং সেক্স।

সুলেমান আবদাল্লাকে দিল্লীতে পাঠাবার সময় জোরাবখান তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি ইয়াসমিনের উপর কড়া নজর রাখবেন। প্রথমে এই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। পরে যখন শুনতে পেলেন যে কোন এক অজ্ঞাত কারণে বজলুর রহমান তার দক্ষ কর্মচারি আবু মুসাকে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করেছেন তখন জোরাব খানের মনে সন্দেহ হল কী কারণে আবু মুসাকে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তার মনে একটি সন্দেহ জাগল। এই প্রমোশান দেবার নিশ্চয় কোন গোপন কারণ আছে এই নেপথ্য কারণটি কী তার জানবার আগ্রহ হল। এখবর তাকে বার করতেই হবে। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে এক ঢিলে দুই পাখী মারতে হবে এখবর বার করবার জন্যে তিনি রূপের রাণী, 'সেক্স সিম্বল' ইয়াসমিনকে ব্যবহার করবেন। কারণ জোরাব খান এক গোপন সূত্রে জানতে পেরেছিলেন যে বর্তমান ইয়াসমিন হল আবুমুসার হৃদয়ের রাণী অর্থাৎ তার শয্যাসঙ্গিনী। জোরাব খান স্থির করলেন যে এই খবর ব্যবহার করে তিনি ইয়াসমিনকে 'ব্ল্যাকমেল' করবেন। আজ বিভিন্ন কারণে ইয়াসমিনকে তার বিশেষ প্রয়োজন। তিনি আরো জানতেন ইয়াসমিনকে বশ করতে তার বেশি সময় নেবেনা। কারণ তাকে বশ করবার মন্ত্র হল 'আবু মুসা।'

ঃ অন্য যে কারণে ইয়াসমিনকে তার প্রয়োজন হয়েছিল সেই কারণটি হল জোরাব খান লণ্ডনের হাইকমিশনের চীফ ইনটেলিজেন্স অফিসারের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন। চীফ ইনটেলিজেন্স অফিসার লিখেছিলেন আপনাকে একটি মূল্যবান খবর দিচ্ছি। ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনের কোড সাইফার ডিপার্টমেণ্টে শংকর মালহোত্রা নামে ইণ্ডিয়ান ফরেইন সার্ভিসের একজন সেকেণ্ড সেক্রেটারী আছেন। ছেলেটির চরিত্র সম্বন্ধে অনেক মুখরোচক কাহিনী আমার কানে এসেছে। কয়েক বছর আগে ছেলেটি প্যারিসে তৃতীয় সেক্রেটারী অর্থাৎ প্রবেশনার হিসাবে কাজ করছিল। ঐ সময়ে বহু ফরাসি এবং ভারতীয় নারীর শয্যাসঙ্গী হয়েছিল। এই সব মেয়েদের মধ্যে একটি পাকিস্তানী মেয়ে ছিল। তার কাছ থেকে শুনেছি যদি শংকর মালহোত্রাকে একবার বিছানায় নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান খবর পাওয়া যাবে। আর একটা কথা মনে রাখবেন! শংকর মালহোত্রা কোড সাইফার টপসিক্রেট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন এবং ভারতের বিদেশ মন্ত্রনালয় এবং ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনারের মধ্যে যে চিঠিপত্র এবং টেলিগ্রাম আদান প্রদান করা হয় সেই খবর তার কাছ থেকে জানতে পারব। এ কাজের জন্যে আপনি একজন সুন্দরী পাকিস্তানী এবং বিশ্বস্ত মেয়েকে নিয়োগ করুণ। এই সেকেণ্ড সেক্রেটারীর নাম হল শংকর মালহোত্রা, বিবাহিত তবে এই বিবাহ তার চরিত্রে এর উদ্দাম জীবনে কোন প্রভাব সৃষ্টি করেনি। শংকর মালহোত্রা দাম্ভিক। প্রধান কারণ তিনি সর্বদাই সজাগ যে তিনি হলেন 'ইণ্ডিয়ান ফরেইন সার্ভিস অফিসার।' দ্বিতীয় কারণ তার কাকা রায়চাঁদ মালহোত্রা হলেন নিউ দিল্লীতে ডিফেন্স

ডিপার্টমেণ্টের আর্মস এ্যাণ্ড ইকুইমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের অর্থাৎ যে সেকশন বিদেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় করে তার ডিরেক্টর। রায়চাঁদ মালহোত্রা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকেন। অতএব তার ভাইপোকে আমাদের দলে টানা দরকার। এ কাজের জন্যে 'সেক্স ব্ল্যাকমেলিং' হল সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা…

* * *

জোরাব খান যতোই লণ্ডনের চীফ ইনটেলিজেন্সের অফিসারের প্রস্তাবটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন ততোই তিনি উত্তেজিত হলেন। যদি তিনি শংকর মাহহোত্রাকে বশ করতে পারেন এবং তার কাছ থেকে ভারত সরকারের পাকিস্তানে ভারতীয় হাইকমিশনারকে লেখা গোপন চিঠি, 'টপ সিক্রেট' চিঠি, টেলিগ্রাম, কোড সাইফারের বইগুলি উদ্ধার করতে পারেন তাহলে পাকিস্তান সরকার অতি সহজেই জানতে পারবে ভারত সরকারের কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কী ভাবে করতে চায়। যুদ্ধ না মীমাংসা। আর এই সব গোপন চিঠি টেলিগ্রাম এবং ভারত সরকারের টপসিক্রেট কোড সাইফারের বইগুলি জিয়াউল হককে দেখিয়ে তিনি বাহাদুরি দেখাবেন এবং ফজলুর রহমানকে টেক্কা দেবেন। এইসব কথা নিয়ে চিন্তা করতে করতে জোরাব খান ইয়াসমিনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন।

ঃ আপনি? ইয়াসমিন জোরাব খানকে তার বাড়িতে দেখবার আশা করেনি। তাই তাকে দেখে বিস্মিত অবাক হল। অবশ্যি সে জানত যে সুলেমান আবদাল্লা বিদেশে যাবার আগে জোরাব খানকে বলে গিয়েছিল আমার স্ত্রী'র উপর একটু দৃষ্টি রাখবেন। তাহলে কী জোরাব খান তার এবং আবু মুসার সঙ্গে যে দৈহিক সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছেন?

ঃ আমি কেন এসেছি জান? জোরাব খান প্রশ্ন করলেন।

ঃ না, বলুন…

ঃ তোমার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা বিদেশে যাবার আগে আমাকে বলেছিল আমি যেন তোমার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখি। আমি হালে জানতে পেরেছি তুমি আই বী'র ডেপুটি ডিরেক্টর আবু মুসার সঙ্গে বড্ডো বেশি ঘোরাফেরা করছ। তোমাদের এই বন্ধুত্ব এবং বলতে পার প্রেম, প্রেসিডেণ্টের কানে গিয়ে পৌঁচেছে।' প্রেসিডেণ্ট আমাকে বলেছেন তোমাকে যেন কোন কাজে ব্যস্ত রাখি…

ঃ আমি আবু মুসাকে বিয়ে করতে চাই। ইয়াসমিন এবার সাহস নিয়েই এই কথা বলল। না, অস্বীকার করবার যো নেই সুলেমান আবদাল্লার সঙ্গে তার বিয়ে ব্যর্থ হয়েছে—।

ঃ হাসলেন জোরাব খান। বললেনঃ এ বিয়ে করবার আগে তোমাকে দুচারটে কথা বলতে চাই। প্রথমতঃ তুমি বিবাহিতা। তালাকের আগে অন্য পুরুষের শয্যা সঙ্গিনী হওয়া কোরানের আইন বিরোধী। অবশ্যি তুমি যদি আমাদের একটি কাজ কর, তাহলে আমরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে দেখব। বল এবার কী করবে?

ধরুন আমি যদি আপনাদের কাজ করতে রাজি হই, তাহলে আমার ইনাম

কী হবে ?

সুলেখান আবদুল্লা তোমাকে তালাক দেবে...

তবে অবশ্যি, তুমি জান, আবু মুসা হল লাহোর ও ইসলামাবাদের মহিলা মহলের এক আকর্ষণীয় চুম্বক। ওকে কাছে পাবার জন্যে অনেকে মহিলা আত্মহত্যা করেছেন....

আবু মুসাকে আঁকড়ে ধরে রাখার দায়িত্ব আমার এই বিষয় নিয়ে আপনি কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না। এবার জবাব দেবার সময় ইয়াসমিনের গলার স্বর কেঁপে উঠল। আজ জোরাব খান তার মনে এক সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাহলে বাজারের গুজব নিছক মিথ্যা নয়। লাহোর, ইসলামাবাদের বহু বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মহিলারা আবু মুসার প্রেম প্রার্থী এবং তাকে তারা তাদের জীবনের সঙ্গী হিসাবে পেতে চায়।

এবার বলুন আমাকে কী কাজ করতে হবে ? ইয়াসমিন আবদল্লা জানতে চাইল তার কী কাজ হবে।

ইসলামাবাদের ভারতীয় হাইকমিশনের একজন ডিপ্লোম্যাটকে আমরা বশ করতে চাই।—পরে তাকে ব্ল্যাকমেল করব, জোরাব খান বললেন।

.. এ কাজের জন্য আমিই কী সবচাইতে উপযুক্ত ?

আমাদের হিসেব অনুযায়ী একাজ তুমি যত সহজে করতে পারবে অন্য কেউ করতে পারবে না।

কেন ?

কারণ, এই ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটের সুন্দরী মেয়েদের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে। ছেলেটি ভারতীয় হাই-কমিশনের কোড-সাইফার ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে। ভারত থেকে যেসব "টপ সিক্রেট" টেলিগ্রাম এখানে পাঠান হয় তার ডিসাইফার করবার দায়িত্ব এই ডিপ্লোম্যাটের উপর। ওর কাছ থেকে সব গোপন টেলিগ্রামের খবরগুলি জেনে নেবে। এই সঙ্গে আরও কয়েকটি কাজ তোমাকে করতে হবে। এক, আমরা চাই ভারতীয় হাই-কমিশনের কোড সাইফার ওয়ানটাইম "প্যাড" যার সাহায্য নিয়ে আমরা ভারতের বিদেশ মন্ত্রনালয়ের সব টেলিগ্রামগুলি অনুবাদ করতে পারব। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়ই এই ভারতীয় ডিপ্লোম্যাট তার ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লাহোরে যান। লাহোরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলটের হাতে এই ব্যাগ তুলে দিয়ে তার দায়িত্ব শেষ হয়।

তোমার কাজ হবে ছেলেটিকে কোন ছলে-বলে তোমার শোবার ঘরে আটকে রাখা। ঐ সময়ের মধ্যে আমরা ডিপ্লোম্যাধিক ব্যাগ খুলে গোপন চিঠিপত্রগুলি ফটোকপি করে নেব।

যদি ধরা পড়ি··· ? ইয়াসমিন আবদল্লা জিজ্ঞেস করল।

বিদেশি দূতাবাসের ব্যাগ খুলে চিঠি পড়া হল আমাদের প্রাত্যহিক রুটিনের একটি কাজ। শুধু তোমার কাজ হবে লোকটিকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা এবং সে যেন তোমার প্রেমে মশগুল হয়ে যেন তার ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের কথা

ভুলে যান। বাকি কাজ আমরা করব।

আপনি আমাকে "সেক্স স্পাইং" করতে বলছেন ? ইয়াসমিন এই প্রশ্নটি না করে পারল না।

তুমি এতো সহজে এই কথা এত দেরিতে বুঝতে পারলে। যাক তোমার এই প্রেম লীলার জন্য একটি 'সেফ হাউস' অর্থাৎ নিরাপদ বাড়ি ঠিক করে দেব।

এবার ইয়াসমিন আবদল্লার মনে চিন্তার রেখা দেখা দিল। আবু মুসাকে পাবার জন্য তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং হয়ত ভবিষ্যৎ করতে হবে। আবু মুসা কী জানতে পারবে সে আজ কী কারণে তার দেহ বিক্রি করে দিচ্ছে ? অবশ্য সব কথা আবু মুসাকে বলা যাবে না। তাহলে আবু মুসা তাকে সন্দেহ করবে। "সেক্স স্পাইং"-এর কাজের মধ্যে উত্তেজনা আছে বটে কিন্তু ইয়াসমিনের প্রধান চিন্তা হল আবু মুসাকে নিয়ে। সে জানলে কী ভাববে কিংবা কী করবে ?

কিছুক্ষণ পরে জোরাব খান বললেনঃ তাহলে আমাদের কাজটি আর একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমাদের কাছে খবর আছে যে একমাস পরে শংকর মালহোত্রার স্ত্রী লাহোর থেকে দিল্লী চলে যাবে। তিনমাসের ছুটিতে। স্ত্রী চলে যাবার পর আমাদের "সেক্স স্পাইং" শুরু করতে হবে। এই আপারেশনের নাম হবে "অপারেশন সেক্স"।

শংকর মালহোত্রা প্রায়ই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ নিয়ে লাহোরে যান। কিছুক্ষণের জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকেন। ঐ সময়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে তুমি শংকর মালহোত্রার সঙ্গে প্রেম করবে। ঐ সুযোগে আমরা সব গুরুত্বপূর্ণ টপসিক্রেট কাগজগুলির ফটোকপি করে নেব।

আমি আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

* * *

লাহোর বিমানবন্দরে ভারতীয় দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারী শংকর মালহোত্রা ইয়াসমিনের মতো একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে বিশেষ উত্তেজিত হয়েছিল। তবে ঐ সময়ে তার হাত-পা বাঁধা ছিল। প্রথমতঃ তার সঙ্গে তার স্ত্রী ছিল। যতক্ষণ স্ত্রী সঙ্গে থাকবে অতক্ষণ এই সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকানও নিষেধ। এছাড়া হাইকমিশনের সিকিউরিটি অফিসের তেওয়ারী তাকে বার বার বলেছেন যতক্ষণ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ তোমার সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ তুমি অন্য কোন দিকে তাকাবে না। কিন্তু আজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। সুন্দরী মেয়েটি বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিল। শংকর মালহোত্রাও মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে পারে নি।

আজ বিমানবন্দরে ইয়াসমিনের মত এক সুন্দরী মেয়েকে দেখে শংকর মালহোত্রার জীবনে প্রেমের বন্যা এল।

স্ত্রী চলে যাবার পর শংকর মালহোত্রা ইয়াসমিনের কাছে এল। জিজ্ঞেস

করল সে কী কোন প্লেনের যাত্রী না, কারুর জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছে ?

ইয়াসমিন হেসে বলল—না, আমি পাকিস্তানের এক 'ট্রাভেল সার্ভিসের' প্রতিনিধি। রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকি। কাজের জন্যে লাহোরে এসেছিলাম। এই বলে ইয়াসমিন বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। হঠাৎ তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটুকরো কাগজ মাটিতে পড়ে গেল। শংকর মালহোত্রা কাগজটি তুলে দেখল তাতে লেখা আছে ঃ ইয়াসমিন আবদাল্লা, ৭ নম্বর জিন্না এ্যাভিনিউ, রাওয়ালপিণ্ডি, এবং পেছনে লেখা ছিস। "মীট মি, টুমরো এ্যাট নাইন পি. এম."।

শংকর মালহোত্রা ইয়াসমিনের প্রেমে এত মত্ত হল যে সেই রাত্রে তার খাওয়া-দাওয়া সবই বন্ধ হল। সে বুঝতেও পারল না যে, সে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ছে।

পরের দিন শংকর মালহোত্রা দপ্তরে গেল না। দুপুর থেকে সে ঘড়ি দেখতে লাগল কখন রাত নটা বাজবে এবং কখন সে ইয়াসমিন আবদল্লার দেখা পাবে। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে সে রাওয়ালপিণ্ডিতে পেঁছে গেল।

রাওয়ালপিণ্ডির ৭ নম্বর জিন্না এ্যাভিনিউ খুঁজে বার করতে তার কোন অসুবিধা হল না।

তুমি বাড়ি সহজে খুঁজে পেয়েছো ? ইয়াসমিন জিজ্ঞেস করল।

তারপর ইয়াসমিন আবদাল্লা শংকর মালহোত্রাকে জড়িয়ে তার ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। শংকর মালহোত্রার মনে হল ইয়াসমিনের দেহ ভারী নরম ! কৈ তার স্ত্রী তো ইয়াসমিনের মতো তাকে অতো আদরযত্ন করে না।

ইয়াসমিন মালহোত্রাকে বসিয়ে তার জন্য ড্রিংকস্ আনতে গেল।

না, না, তুমি কাছে বসো, শংকর মালহোত্রা জোর করে ইয়াসমিনকে সোফা সেটে বসাবার চেষ্টা করল।

এই ধরনের দুর্বল চরিত্রের পুরুষকে বশ করার সব রকমের কৌশলই ইয়াসমিন জানত। সে শংকর মালহোত্রার কোলে গিয়ে বসল। শংকর মালহোত্রা ইয়াসমিনকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ "ডার্লিং, ডালিং আই লাভ ইউ"।

ইয়াসমিন হাসল, পরে বলল ঃ আস্তে কথা বল। পাশের বাড়ি থেকে হয়ত ওরা তোমার গলার আওয়াজ শুনতে পাবে।

শংকর মালহোত্রা অবশ্যি জানতেও পারল না যে জোরাব খানের লোক তার বাড়ি ঘিরে রয়েছে, এবং তার ঘরের প্রতি কোনে স্পাই ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন বসানো আছে। অর্থাৎ শংকর মালহোত্রা যেসব কথাগুলি বলবে এবং যখনই ইয়াসমিনকে চুমু খাবার চেষ্টা করবে তখনই সব কথা এবং চুম্বনের আওয়াজ টেপ রেকর্ড করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছবিও তোলা হবে।

এবার ইয়াসমিন দুটি গ্লাসে হুইস্কি নিয়ে এল। ইয়াসমিন জোরার খানের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে গেল। সে বেশী কথা বলল না. শংকর মালহোত্রাই কথা বলতে লাগল। ইতিমধ্যে শংকর মালহোত্রার হুইস্কির নেশা হতে শুরু

করেছিল। শংকর মালহোত্রা ইয়াসমিনকে বলল ঃ আমি রোজ রোজ তোমাকে দেখতে চাই। ইয়াসমিন হাসল। হাসলে তাকে আরো সুন্দরী দেখায়। বলল ঃ বাঁধা কিসের ?

এর জবাবে শংর মালহোত্রা বলল, বাঁধা আছে। এই বাঁধা পাকিস্তানীরাই সৃষ্টি করেছে। তোমাদের স্পাইআবীর লোক আমাদের পেছনে চড়কি বাজির মতো ঘুরছে। আমরা কী করি, না করি কার সঙ্গে মেলামেশি করি সবাই জানতে চায়।

কী যে বল? পাকিস্তানিরা কী এতো খারাপ হয় নাকি? ইয়াসমিন সুরেলা গলায় জবাব দিল।

তোমার সঙ্গে দেখা করার একটি প্ল্যান করেছি। শংকর মালহোত্রা বলল।

শুনি তোমার প্ল্যান ইয়াসমিন জানবার অগ্রহ প্রকাশ করল।

শোন, আমার এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মানে সহকারীরা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ নিয়ে সপ্তাহে চারবার রাওয়ালপিণ্ডি যায়। সেখান থেকে লাহোর যায়। এবার থেকে ভাবছি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ অন্য আর কারুর হাতে দেব না। আমি নিজেই প্রতি সপ্তাহে চারবার করে ব্যাগ নিয়ে এখানে আসব। এই সুযোগে তোমার সঙ্গেও দেখাও করে যাবে।

সত্যি বলছ! ইয়াসমিন একটু উত্তেজিত গলায় বলল। আর উঁচু দরের অভিনয়।

হ্যাঁ, সত্যি বলছি, শংকর মালহোত্রা বলল। ইয়াসমিন বুঝতে পারল শিকার ধরা দিয়েছে।

কবে আবার আসবে? ইয়াসমিন জিজ্ঞেস করল।

পরশু, জান আমি যে সব ব্যাগ নিয়ে আসি আসবো ঐ সব ব্যাগে "টপ সিক্রেট" চিঠিপত্র থাকে। আমাদের হাইকমিশনার এবং মিলিটারী এ্যাটাচী সবাই প্রতিদিন দিসতা দিসতা গোপনীয় চিঠি দিল্লীতে লেখেন।

ইয়াসমিন বলল, তুমি পরশু একটু আগে আসতে পারবে? ইয়াসমিনের এই কথা বলবার একটি নেপথ্য কারণও ছিল! যদিও সে শংকর মালহোত্রার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছিল কিন্তু তার মন পড়েছিল আবু মুসার পানে।

আবু মুসাকে সে বিশ্বাস করে না। ইয়াসমিনের বক্তব্য হল কোন পুরুষকেই বিশ্বাস করা যায় না। নইলে তার মত সুন্দরী বউ ঘরে থাকতে সুলেমান আবদাল্লা লণ্ডন শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াত কেন? ইয়াসমিনের কাছে খবর ছিল লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডির বড় ঘরের মহিলাদের প্রতিটি বেডরুমেই আবু মুসার প্রবেশের অবাধ অধিকার ছিল। এই ধরনের চরিত্রের লোককে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

ইয়াসমিন ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত প্রায় বারোটা বাজে। আজ একবার তাকে আবু মুসার বাড়ীতে যেতেই হবে। সে এক অছিলায় শংকর মালহোত্রার কাছ থেকে ছুটি নেবার চেষ্টা করল।

রাত অনেক হল। তোমাকে আবার ইসলামাবাদে ফিরে যেতে হবে। এত

রাতে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হবার ভয় আছে।

শংকর মালহোত্রার আরও কিছুক্ষণ থাকবার ইচ্ছা ছিল। ঐ সুন্দরী মেয়ের সান্নিধ্য, তার হাতের ছোঁয়া সবই শংকর মালহোত্রার মনে এবং হৃদয়ে নেশা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। বাধ্য হয়ে তাকে ফিরে যেতে হল।

শংকর মালহোত্রা চলে যাবার পর ইয়াসমিন গাড়ি করে সোজা আবু মুসার বাড়িতে চলে এল।

বাড়ির দারোয়ান বলল : সাহেব রাত ৮টার পর ডিনার জ্যাকেট পরে বাইরে চলে গেছেন।

ইয়াসমিনের বুকে কে জানি পাথর দিয়ে আঘাত করল। বেয়ারা আরো বলল যে, "সাহেব বলে গেছেন আজ রাত্রে উনি বাড়ি ফিরবেন না।

শেষের কথাগুলি শুনবার পর ইয়াসমিনের মুখ শুকিয়ে গেল বুঝতে পারল এই রজনীতে আবু মুসা অন্য কোন মহিলার বেডরুমে রাত কাটাবে। তার মনে হল সবই চক্রান্ত এবং তার দুর্ভাগ্য। শুধু তাই নয়, এর আগে প্রতি সন্ধ্যায় রাত আটটার সময় ডিনার জ্যাকেট পরে আবু মুসা ইয়াসমিনকে নিয়ে বাইরে ডিনার খেতে যেত। অবশ্য আবু মুসা যখন বিদেশ ইনটেলিজেন্সে বিভাগেকাজ করত। কিন্তু এখন সে বদলি হয়ে আইবীতে কাজ করছে। তাই আবু মুসা এখন তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। ইয়াসমিন মনে মনে শংকর মালহোত্রাকে গালমন্দ দিতে লাগল। "দ্যাট ড্যাম্ ব্লাডি ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট।" তার জন্যেই এত দুর্ভাগ্য।

*　　　*　　　*　　　*

পরের দিন জোরাব খান ইয়াসমিনের কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে, শিকার ধরা পড়েছে। এবার জাল গোটাতে হবে।

দুদিন পরে শংকর মালহোত্রা আবার ইয়াসমিনের বাড়িতে এল।

চলে এলাম—শংকর মালহোত্রা বলল : কী করছিলে ?

তোমার কথাই ভাবছিলাম—ইয়াসমিন একটা বড় মিথ্যা কথা বলল।

তুমি সত্যি বলছ ? ইয়াসমিনের জবাব শুনে শংকর মালহোত্রা যেন প্রায় অবাক হয়ে গেল। শংকর বলল : ডালিং তুমি যে সব সময়ে আমার কথা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে, তা আমি জানি। আমি এই দুই দিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। অফিসে কোন কাজে মন বসাতে পারিনি। যাইহোক তোমার বাড়িতে কোন সিন্দুক কিংবা লকার আছে।

ইয়াসমিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল : ব্যাপার কী বল তো ? সিন্দুক দিয়ে তুমি কী করবে ?

ডালিং—এই বলে শংকর মালহোত্রা ইয়াসমিনকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আজ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগটি কোন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখতে চাই। ঐ ব্যাগে আছে সোনার খনি। হাইকমিশনার কী বিষয় নিয়ে লিখেছেন জানো ?

ইয়াসমিন কৌতূহল প্রকাশ করে বলল বাঃ রে আমি জানব কী করে ?

ঐ কাশ্মীরের গোলমাল নিয়ে এক বড় 'টপসিক্রেট' চিঠি লিখেছেন। অদূরে ভবিষ্যতে কাশ্মীরে গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর শিগ্গিরই কাশ্মীরী গরিলাদের দমন করবার জন্যে ক্যাম্প খোলা হবে সে খবর দেয়া হয়েছে। শংকর মালহোত্রা জবাব দিল।

ঐ খবরটি তোমাদের কে দিল ?

জানি না, আমাদের ইনটেলিজেন্স অফিসার হাইকমিশনাকে বলেছেন যে তোমাদের কোন এক কর্মচারী যিনি সামরিক দপ্তরে কাজ করেন আমাদের কাছে নিয়মিত খবর দিয়ে থাকেন। আমরা এই খবরের বিনিময়ে তাকে প্রচুর টাকা দিয়ে থাকি।

শংকর মালহোত্রার জবাবে অধৈর্য্যের স্বর ছিল। না, ইয়াসমিন প্রথমে ব্যাগ-গুলি একটা সিন্দুকে রেখে দিই। তারপরে দুজনে বসে জোর প্রেম করব।

ইয়াসমিন শংকরের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে পাশের ঘরের এক সিন্দুকে রেখে দিল। সিন্দুকের চাবি শংকর মালহোত্রার হাতে দিয়ে বলল—এই নাও সিন্দুকের চাবি। তোমার আর কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না।

শংকর মালহোত্রা খুশি হয়ে ইয়াসমিনকে চুমু খাবার চেষ্টা করল। ইয়াস-মিন শংকর মালহোত্রাকে এড়িয়ে গেল। বলল না এখনও সময় হয়নি। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে নিই। পরে প্রেম করব...ইয়াসমিন বলল।

শংকর মালহোত্রা নিরাশ হল বটে তবে সে আশাস বসে রইল। ইয়াসমিনকে এতো কাছে পাবার পর সে তার দুনিয়াকে ভুলে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে জোরাব খান পাশে ঘরে চুপচাপ বসেছিলেন না। তিনি সিন্দুর থেকে নকল চাবির সাহায্যে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ দুটি বের করে নিলেন। দুটি "টপ সিক্রেট" চিঠি বের করে চিঠিগুলির ফটোকপি করে নিলেন। পরে চিঠি-গুলি ব্যাগের ভরে রেখে ব্যাগটির মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং সিন্দুকের ভিতর রেখে দিলেন।

প্রায় তিন ঘণ্টা হয়ে গিয়েছিল। শংকর মালহোত্রা ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, না আজ যাবার সময় হয়েছে। কারণ, কিছুক্ষণ বাদে লাহোরে যাবার প্লেন আসবে। কিন্তু যাবার আগে ইয়াবমিন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলঃ যাবার আগে কি ?

একটা চুমু খেতে চাই...

আজ নয়, ডার্লিং। তুমি আবার করে আসবে ?

বলো তো কালই ?

না, কাজ ছাড়া এ বাড়িতে এলে লোকে লোকে তোমাকে সন্দেহ করবে।...

দাঁড়াও মনে পড়েছে। পরশু তিন দিল্লী থেকে এক বিশেষ কুরিয়ার কোড সাইফারের প্যাডের ব্যাগ নিয়ে আসবেন। এই ব্যাগ খুব প্রয়োজনীয় টপসিক্রেট। তাই দিল্লী থেকে এক বিশেষ কুরিয়ার এই ব্যাগ নিয়ে লাহোরে আসছেন। ভাবছি ব্যাগটি নিয়ে যখন লাহোর থেকে ফিরব তখন রাতটা তোমার ওখানে

বসে কাটাবো ঃ সেদিন কিন্তু তোমাকে চুম্বন করতে দিতে হবে। 'না' করতে পারবে না…

হাসল ইয়াসমিন। বলল, জানো শংকর একবার চুমু খেলেই ভালোবাসা, প্রেম কর্পূরের মত উড়ে যায়। তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসবো—এইতো মোদ্দা কথা।

ঃ তোমাকে কাছে না পেয়ে আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

কেন তুমি তো আমাকে সবসময়েই কাছে পাচ্ছো।

উহুঁ চুমু না খেলে কী কাউকে কাছে পাওয়া যায়।

ইয়াসমিন জবাব দিল না। শুধু হাসল, বলল আচ্ছা, সেদিন হবে এক স্পেশাল ডে। কারণ, এর আগে যতবারই শংকর মালহোত্রা ইয়াসমিনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে গিয়েছিল ততবারই ইয়াসমিন কোন না কোন অজুহাত দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এর দরুন শংকর মালহোত্রার যৌন ক্ষুধা আরো প্রবল তীব্র হয়ে উঠেছিল। সে ভাবল হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না থাকলে সে ইয়াসমিনকে হয়তো আরো কাছে পেতো। সত্যি যৌন খিদে পেটের খিদের থেকে আরো তীব্র।

তিন দিন পরে শংকর মালহোত্রা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ নিয়ে ইয়াসমিনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। বললঃ কাল রবিবার। অতএব কাল ব্যাগ দপ্তরে জমা না দিলেও চলবে, ভাবছি পরশু দিন ব্যাগ জমা দেব। এ দুটো দিন ব্যাগ আমার কাছে থাকবে। কাজেই আজ রাত্রে ইসলামাবাদ না ফিরলেও চলবে।

কথাটা আর একটু পরিস্কার করে বল? ইয়াসমিন জিজ্ঞেস করল।

ঃ শোন ডার্লিং আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক রাখবার কতগুলি বিশেষ নিয়ম কানুন আছে। ধরো যেদিন ব্যাগ আসবে সেদিই দপ্তরের লকারে ব্যাগ জমা রাখতে হবে। দেরী করে জমা দিলে অনেক জবাবদিহি দিতে হয়। ব্যাগটি তোমার লকারে রেখে দাও। তোমার লকার নিরাপদ তো?

কী যে বল ডার্লিং। ব্যাগটি আমার লকারে রেখে চাবিটি নিজে কাছে রেখে দিও।

"ঠিক বলেছো। দ্যাটস্ গুড আইডিয়া"। শংকর মালহোত্রা বলল।

সেদিন জোয়াব খান ইয়াসমিনকে বলেছিলেন তোমার অভিনয় আজ 'পারফেক্ট' হওয়া চাই। আমি শংকর মালহোত্রার মদের গ্লাসে ঘুমের ঔষধ দিতে পারতাম, কিন্তু ও তাতে সন্দেহ করবে। তুমি আজ শংকরকে প্রেমে মশগুল রাখবে। ঐ সময়ে আমরা ব্যাগ খুলে কোড সাইফারের পুরো বইটি ফটোকপি করে নেব। এই কাজটি করতে আমাদের প্রায় দুঘণ্টা সময় নেবে। পারবে তো এই সময় ওকে মশগুল রাখতে? জোয়াব খান জিজ্ঞেস করলেন।

চেষ্টা করবো, তবে বলে রাখছি আপনাদের এই ভারতীয় ডিপ্লোম্যাট একেবারে 'সেক্স ম্যানিয়াক'—ইয়াসমিন জবাব দিল। যত শীঘ্র এর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

শংকর ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগটি রেখে ইয়াসমিনকে জোর করে টেনে এনে সোফা সেটে বসাল। এবার প্রেমের নাটক শুরু হল। শংকর মাহহোত্রা বিশেষ উত্তেজিত হয়েছিল। বলল ডার্লিং তুমি জানো না, তোমাকে কাছে না পেলে আমি মনে কষ্ট পাই। যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ হল সেদিন থেকে আমি এতো উত্তেজিত হয়েছি যে আজকাল দপ্তরে কোন কাজ করতে পারছি না। এমনকি খেতেও পারছি না। খালি তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছা করে—

ইয়াসমিন জানত কী করে পুরুষদের উত্তেজিত করতে হয়। তাই সে নিজেকে অর্দ্ধ নগ্ন রেখেছিল। বুকে উঁচু প্যাড করা ব্রা পড়েছিল। তবে সে নিজেকে শংকর মালহোত্রার ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখেছিল। বহুবার চেষ্টা করেও শংকর মালহোত্রা যখন ইয়াসমিনকে চুমু খেতে পারল না তখন তার বুকে এক যন্ত্রনা হল। শংকর বলতে লাগল তুমি জানো আমি হাইকমিশনে খুব বড় কাজ করি, "অফিসার ইন চার্জ অব কোড এ্যাণ্ড সাইফার।" আমি বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের সব গোপন টেলিগ্রামগুলি ডিসাইফার করি। আমার কাছে আছে ভারত সরকারের সব গোপন খবর। ইয়াসমিন শংকর মালহোত্রার সব কথাগুলি শুনল বটে তবু শংকরের কাছে নিজেকে ধরা দিল না।

সেই রাত্রে ইয়াসমিন শংকর মালহোত্রার সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা প্রেমের অভিনয় করে কাটাল। এই সময়ের মধ্যে জোরাব খান এবং তার সঙ্গীরা লকার থেকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ খুলে সাইফার প্যাড এবং টপ সিক্রেট চিঠিগুলির ফটোকপি করে নিলেন। ব্যাগটি আবার বন্ধ করে তারপরে যথাস্থানে রেখে দিলেন।

এর কিছুক্ষণ পরে ইয়াসমিন শংকর মালহোত্রার বিছানা থেকে উঠল। ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটের কাছে দেহ বিক্রি করার ইচ্ছা তার ছিল না। তার কাছে আবুমুসা হল এক পৃথক জগতের মানুষ। আবুমুসার কথা মনে পড়তেই তার মন ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটের বিরোধী হয়ে উঠল। আজ তার জন্য যে আবুমুসাকে হারাতে বসেছে। আজও তার কোন ব্যতিক্রম হল না।

দুদিন পরে এক সন্ধ্যায় শংকর মালহোত্রা হঠাৎ ইয়াসমিনের বাড়িতে এসে হাজির হল। সেদিন ঐ "সেফ হাইসে" আবুমুসার ইয়াসমিনের সঙ্গে বসে গলপগুজব করছিলেন। ঠিক এই সময়ে শংকর মালহোত্রার আগমন ইয়াসমিনের কাছে বিরক্তিজনক মনে হল। চোখে মুখে তার বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। তাই আজ শংকর মালহোত্রার আগমনে এক অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হল। লাহোর কিংবা রাওয়ালপিণ্ডিতে আবুমুসার প্রেমিকার অভাব ছিল না। তবে আবুমুসার তার প্রেনের ব্যাপারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী একেবারেই পছন্দ করতেন না। কিছুদিন আগে আবুমুসার কানে একটা উড়ো খবর এসেছিল যে তার একজন প্রেমিকা ইয়াসমিন একজন ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে গোপনে প্রেম করছে। প্রথমে মনে একটু ঈর্ষা হয়েছিল। তবে তাকে একটা বিশেষ প্রয়োজনে ইয়াসমিনকে তার কাছে করতে হয়েছে।

আবুমুসা ছিলেন পাকিস্তান সরকারের আই. বি. অর্থাৎ কাউণ্টার ইনটেলি-

জেন্স ডিপার্টমেন্টের ডেপ্যুটি ডিরেক্টর। আই. বী. ছিল বিদেশ ইনটেলিজেন্স দপ্তরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথমে তিনি জোরার খানের অধীনে বিদেশ ইনটেলিজেন্স বাহিনীতে কাজ করতেন। লন্ডনে কিছুদিন ছিলেন। ঐ সময়ে তার ইয়াসমিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল কিন্তু দেশে আসবার পর বিদেশ ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা জোরাব খানের সঙ্গে মনকষাকষি হয়। আই. বীর কর্তা বজরুল ইসলাম তাকে আই. বী'তে নিয়োগ করলেন। সেই থেকে পাকিস্তানের এই দুই ইনটেলিজেন্স দপ্তরের মধ্যে মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আরো জোরদার হয়। দীর্ঘকাল ধরে জোরাব খান এবং বজরুল ইসলাম একে অপরকে সহ্য করতে পারতেন না। আবুমুসা আই. বী'তে যোগ দেবার পর এই ঝগড়া-বিবাদ আরো বেড়ে গেল। কিছুদিন আগে বজলুর রহমান খবর পেয়েছিলেন জোরাব খান কাউন্টার ইনটেলিজেন্স দপ্তরকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের কাছে একটা প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী দুই বিভাগকে একত্র করা হবে। একজন ডিরেক্টর থাকবে। নতুন ডিরেক্টর হবেন জোরাব খান। বর্তমান আই. বী'র ডিরেক্টর বজলুর রহমান তার অধীনে কাজ করবেন।

অবশ্যি জিয়াউল হক এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তিনি ইচ্ছা করেই এই ঝগড়া বিবাদ জিইয়ে রেখেছিলেন।

বজলুর রহমান ভাবতে লাগলেন কী করে জোরাব খানের চেষ্টায় বাধা দে'য়া যায়, জোরার খানের অধীনে তাকে কাজ করতে হবে একথা তিনি কল্পনাই করতে পারেন না।

এমন সময়ে বজলুর রহমানের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এল।

জোরাব খান পাকিস্তানের "ড্রাগস্ সিণ্ডিকেটের সাহায্য নিয়ে ভারতে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন শুরু করবার প্ল্যান করছেন। প্ল্যানটি কী সেইটে জানবার জন্যে তিনি আবুমুসাকে ইয়াসমিনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কারণ, ইতিমধ্যে বজলুর রহমান খবর পেয়েছিলেন বিদেশ ইনটেলিজেন্স একজন ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটকে ব্ল্যাকমেল করছে। এ খবর বার করার জন্য ইয়াসমিন আবদাল্লা নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ইয়াসমিন আবদাল্লার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা বর্তমানে একটি স্পেশাল অপারেশনে" ভারতে গিয়েছেন ?

দুদিন আগে ইয়াসমিন আবামুসার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। দুদিন ধরে আবুমুসা ইয়াসমিনকে কোন টেলিফোন করেনি। আবুমুসা নিশ্চয় অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে, কিংবা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আজ বজলুর রহমানের আদেশে কিংবা নির্দেশে আবুমুসা ইয়াসমিনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে তার বাড়িতে এসেছিল। সবাই জানে বিবাহিতা ইয়াসমিন আবদাল্লার অকৃতদার, আবুমুসার সঙ্গে একটা গভীর সম্পর্ক আছে।

আজ যখন ইয়াসমিন আবুমুসার সঙ্গে বসে তাদের ঝগড়া বিবাদ নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল ঠিক ঐ সময়ে শংকর মালহোত্রা এসে হাজির হল। ইয়াসমিন শংকর মালহোত্রাকে দেখে বিরক্ত বোধ করল। এই সময়ে ইয়াসমিন

কোনমতেই শংকর মালহোত্রাকে সহ্য করতে পারল না।' কিন্তু তাকে আবার বিদায় দিতেও পারছে না। কারণ, জোরাব খান তাহলে অসন্তুষ্ট হবেন।

অন্য দিকে রয়েছে তার 'বয়ফ্রেণ্ড' আবু মুসা, তার 'প্রাণের দেবতা', এই পরিস্থিতিতে ইয়াসমিন কী করবে।

শংকর মালহোত্রাকে দেখার পর আবু মুসা বিদায় নেবার সুযোগ পেল। যাবার আগে বলল আমি পরে টেলিফোন করব।

আবু মুসা চলে যাবার পর ইয়াসমিন শংকর মলেহোত্রাকে রূঢ়স্বরে বলল : তুমি আজ এসময়ে এসেছ ? তোমার তো আজ আসবার কথা ছিল না।

ইয়াসমিনের গলার স্বর শুনে শংকর মালহোত্রা বুঝতে পারল যে ইয়াসমিন তার উপর রাগ করেছে হঠাৎ ইয়াসমিনের রাগ করবার কোন কারণ সে খুঁজে পেল না। অথচ শংকর মালহোত্রা নিজের চাকুরী জীবনের ভবিষ্যতকে তুচ্ছ করে ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তারই কথানুযায়ী সে ভারত সরকারের অনেক গোপন তথ্য, কোড সাইফারের বই, নিয়ে এসেছে। এছাড়া অপরিচিত আবু মুসাকে ইয়াসমিনের বাড়িতে দেখে শংকর মালহোত্রার মেজাজ বিগড়ে গেল। পরে যখন ইয়াসমিন ধমকের সুরে কথা কথা বলতে লাগল তখন সে তার বাণ্ডিল থেকে এক গুচ্ছ কাগজ বের করে বলল এই নাও তোমার কোড সাইফারের ফাইল। কাশ্মীরের উপর কিছু জরুরী কাগজপত্রও এর ভেতরে আছে। তুমি যা চেয়েছিলে তাই আমি নিয়ে এসেছি।

ইয়াসমিন ঐ কাগজগুলির উপর কোন নজর দিল না। আবু মুসা চলে যাবায় পর তার মেজাজ বেশ তিরিক্ষি হয়েছিল। তাই সে কাগজগুলি মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। এবার কঠিন দৃষ্টিতে ইয়াসমিনের দিকে তাকিয়ে শংকর মালহোত্রা চলে গেল।

*　　*　　*

ইসলামাবাদে ফিরবার সময় শংকর মালহোত্রা যদি একটু সাবধান হত তাহলে তার দুটি লোকের উপর নজর পড়ত। প্রথম লোকটি ছিল, পাকিস্তান কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের আই-বীর স্পাই। দ্বিতীয় লোকটি ছিল ভারত সরকারের একজন গুপ্তচর। এই গুপ্তচরের অবশ্যি ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। আর একজনের মাধ্যমে এই গুপ্তচর দিল্লীর বিদেশ ইনটেলিজেন্স বিভাগ 'র'-র সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।

কিছুক্ষণ বাদে জোরাব খান ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আবু মুসা চলে যাবার পরই ইয়াসমিনের মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। পরে শংকর মালহোত্রা যখন সাইফার কোডের ফাইল এবং টপ সিক্রেট কাগজগুলির কপি এনে তাকে দিল তখন ইয়াসমিনের মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। ইয়াসমিন বলতে লাগল সব সময়েই শুধু কাজ আর কাজ। প্রেম-ভালাবাসা বলে কী কিছু নেই। দেহ দমনে শুধু উত্তেজনা সৃষ্টি করা ড্রাগস খাবার মত। কিন্তু তার দেহ-মনের উত্তেজনা তৃপ্ত হলে কৈ ?

জোরাব খান ইয়াসমিনের ঘরে ঢুকেই শংকর মালহোত্রার যেসব গোপনীয় কাগজগুলি ইয়াসমিন বেছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেইগুলি দেখতে গেলেন। ঐ কাগজ গুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে জোরাব খান কাগজগুলির গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। শংকর মালহোত্রা যে কেবলমাত্র একজন নারীর লোভে দেশের মূল্যবান কাগজগুলি শত্রুর হাতে তুলে দেবে জোরাব খান তা ভাবতেও পারে নি।

ইয়াসমিন এই কথায় কোন জবাব দিল না।

জোরাব খান ইয়াসমিনের স্পাইং-র প্রশংশা করে বললেন—এবার তবে নাটক শেষ হল। তোমাকে আর অভিনয় করতে হবে না। কাল থেকে শংকর মালহোত্রার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। যদি কখনও কোথাও তার সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তুমি তাকে না চিনবার ভাল করবে। শংকর মালহোত্রা তোমার খোঁজে এখানে আসলে তাকে বলা হবে ইয়াসমিন আবদাল্লা নামে কোন মহিলা এখানে থাকে না। আমরা কাল থেকে এই "সেফ হাউস" বন্ধ করে দিচ্ছি।

আপনারা কেন শংকর মালহোত্রাকে ছেড়ে দিচ্ছেন? লোকটার কাছ থেকে তো অনেক মূল্যবান খবর পেয়েছেন—ইয়াসমিনের জানবার আগ্রহ প্রকাশ হল।

এবার জোরাব খান হেসে বললেন মাই-ডিয়ার ইয়াসমিন। এই স্পাই গেম্‌ হল এক বিচিত্র লুকোচুরি খেলা। এই খেলায় আছে আনন্দ, উত্তেজনা এবং বিপদ। বলতে পারো অনেকটা ড্রাগস খাবার। মনে হচ্ছে তুমি এই খেলায় এখনও পাকাপোক্ত হতে পারোনি।

শংকর মালহোত্রাকে ছেড়ে দেবার অনেক কারণও আছে। প্রথমতঃ ভারত সরকারের বিদেশ গুপ্তচর বিভাগ নিশ্চয় ইতিমধ্যে খবর পেয়েছে যে আমরা হাই-কমিশনের কোন ডিপ্লোম্যাটিক অফিসারকে বশ করেছি এবং তার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করবার আশা রাখি। হাইকমিশন শংকর মালহোত্রাকে সন্দেহ করবে। কারণ এই ধরনের নারীর প্রেমে পড়ে খবর বিক্রি করা তার জীবনে এই প্রথম নয়। প্যারিসে এই ধরনের কাজ সে করেছিল।

আমাদের শংকর মালহোত্রার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার আর একটি কারণ হল পাকিস্তানের আই-বীর দপ্তর এবং তার ডিরেক্টর বজলুর রহমান নিশ্চয় আমাদের কাজকর্মের আভাস পেয়েছেন। আমাদের প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হক আই-বীর খবরগুলির উপর লপর বিশেষ গরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ, দেশের ঘরোয়া খবরগুলি হল তার কাছে জীবন-মরণ সমস্যা। বজলুর রহমান এই খবর দিয়ে প্রেসিডেণ্টের উপর তার প্রভাব বাড়াতে চাইছেন।

'কিছুদিন আগে বজলুর রহমান ফরেইন ইনটেলিজেন্সের কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্টের কাছে নালিশ করেছেন। নালিশের বক্তব্য আমার জানা দরকার। একটা কথা তুমি জেনো রাখো যে পাকিস্তানে জীবন-যাত্রায় একটু বেসামাল এলে তুমি মারা যাবে।'

যাক এবার শংকর মালহোত্রার কাছ থেকে যে খবরগুলি পেলাম, সেইগুলি

মূল্যবান। প্রেসিডেন্টকে বলবো আমরা ভারত সরকারের অনেক গোপন খবর জানতে পেরেছি এবং তাদের কোড সাইফার, সংকেতিক ভাষার অর্থ আমরা খুঁজে পেয়েছি। জোরাব খান একটানা কথা বলে গেলেন। ইয়াসমিন চুপ করে ছিল। জোরাব খানের কথা শেষ হবার পর ইয়াসমিন জিজ্ঞেস করল এবার আমি কী করব ?

কিছুদিনের জন্যে তোমার ছুটি। পরে আবার যখন তোমার প্রয়োজন হবে জানাবো। তবে মনে রেখো তুমি হলে পাকিস্তান ফরেইন ইনটেলিজেন্সের একজন যোগ্য কর্মচারী।

শোন, এবার তুমি কিছুদিনের জন্য উধাও হয়ে যাবে। শংকর মালহোত্রা যেন জানতে না পারে তুমি কোথায় গিয়েছো ?

জোরাব খান এই বলে চলে গেলেন।

*　　　*　　　*

একটানা 'ভিক্টরের' ডায়েরী পড়বার পর বায়রণ ক্লান্তি অনুভব করল। এবার সে একটি ডবল 'স্কচ' গলায় ঢেলে আবার 'ভিক্টরের' লেখার দ্বিতীয় ডায়েরীটি পড়তে লাগল। ভিক্টর লিখেছিল ইয়াসমিনের বাড়ী থেকে চলে আসার পর শংকর মালহোত্রা তার বুকে একটা তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করল। সে ইয়াসমিনকে নিয়ে অনেক মধুর স্বপ্ন দেখেছিল। অনেক কল্পনার জাল বুনেছিল। তার মনে হল দেশ ভাগ না হলে জীবন অনেক মধুর মিষ্টি হত। সে ঠিক করল ইয়াসমিনের কাছে গিয়ে মাপ চাইবে।

শংকর মালহোত্রা পরের দিন রাওয়ালপিণ্ডির ৭ নম্বর জিন্না এভিনিউতে গিয়ে উপস্থিত হল।

দরজা বন্ধ।

তার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল।

তাহলে ইয়াসমিন কী বাড়িতে নেই ? সে কোথায় গেল ?

সে বাড়ীর গেট খুলবার চেষ্টা করল।

একটু বাদে একটি লোক এগিয়ে এসে উর্দুতে জিজ্ঞেস করল আপনি এখানে কী চান ?

ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি শংকর মালহোত্রা ইংরাজীতে বলল।

ভদ্রলোক 'ইয়াসমিন' নামটি দুবার উচ্চারণ করল। পরে বলল—কোন ইয়াসমিন ? কে ইয়াসামিন।

ইয়াসমিন হল এই বাড়ীর মালিক, শংকর মালহোত্রা জবাব দিল।

লোকটি বলল—এখানে ইয়াসমিন বলে কেউ থাকে না।

শংকর মালহোত্রা বেশ জোর দিয়ে বলল—হ্যাঁ, এখানে ইয়াসমিন থাকে এটা তো ৭নম্বর জিন্না এভ্যুনিউ।

হ্যাঁ, তবে আপনি ভুল করছেন, আপনি যে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা হল ফতেমা জিন্না ক্লিনিক। এখন ক্লিনিক বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি কাল

আসবেন।

আপনারা কী যে বলছেন? আমি জানি এটা হলো ইয়াসমিনের বাড়ী কোন ক্লিনিক নয়!

ক্রমে ক্রমে দুপক্ষেরই গলার স্বর উঁচুতে হতে লাগল। পাশের কিছু লোকজন ভীড় করে কাছে এসে দাঁড়াল।

সবার মুখে একই প্রশ্ন।—কী ব্যাপার?

এই লোকটি ইয়াসমিন আবদাল্লা নামে একজন মহিলার খোঁজে এসেছেন। আমি বারবার বলছি এটা হল ফতেমা জিন্না ক্লিনিক। আমার কথা তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

এবার একজন ষণ্ডা চেহারার লোক এগিয়ে এসে বলল—দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিদেশি। ভারতীয়, রাওয়ালপিণ্ডি শহরের কিছুই জানেন না।

ভারতীয় মানে 'ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট' ভীড়ের মধ্য থেকে একজন মন্তব্য করে উঠল।

ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট!...কয়েজ জন একসঙ্গে বলে উঠল।

না, ইনি হলেন ভারতীয় স্পাই। এক বান্ধবীর খোঁজে এসেছেন। লজ্জা করে না 'ভারতী'য় হয়ে একজন পাকিস্তানী মেয়ের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছো।

শংকর মালহোত্রার কাছে সমস্ত ঘটনা যেন অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল। গতকাল, বিকেলে এই সময়ে এই বাড়ীতে ঢুকে সে ইয়াসমিনের সঙ্গে কথা বলেছে। আজ সবাই বলছে এ হল ফতেমা জিন্না ক্লিনিক। অসম্ভব। তার মনে হল এ হল বিরাট চক্রান্ত।

জনতা ক্রমেই বাড়ছিল। ভীড়ের মধ্যে একজন মন্তব্য করল পুলিশ ডাকা দরকার। বিদেশি ভারতীয় স্পাই, কোন গোপন খবর নেবার জন্য মেয়েটির খোঁজ করছিল। ভারতীয় স্পাইতে দেশটা ভর্তি হয়ে গেছে।

পুলিশের নাম শুনে শংকর মালহোত্রা ভয় পেয়ে গেল। এবার তার মনে হল না যে সে এক বিরাট চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়েছে। এখান থেকে সরে পড়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। শংকর মালহোত্রা তার বাড়িতে ফিরে এল। এবার তার পুরানো কয়েকটি দিনের কথা মনে পড়ল।

ইয়াসমিন মেয়েটি কে? গনিকা, নাইট ক্লাব গার্ল...না কোন ভদ্রঘরের মেয়ে। এবার শংকর মালহোত্রা বুঝতে পারল যে ইয়াসমিন একজন স্পাই ছাড়া আর কিছু নয়।

শংকর মালহোত্রা মনে করবার চেষ্টা করল সে এই কয়েকদিন ইয়াসমিনের সঙ্গে সে কী করেছে? পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইয়াসমিন তাকে জড়িয়ে ধরতে দেয় নি। চুমু খাবার ভান করেছে। দু-চারবার তার ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়েছে—এইটুকুই পর্যন্ত।

ইয়াসমিন একমাত্র অর্দ্ধ নগ্ন হয়ে প্যাণ্ট, পড়ে বিছানায় তার পাশে শুয়েছিল।

এর পরিবর্তে শংকর মালহোত্রা কী করেছে। দেশের গুপ্ত খবর, কাশ্মীর সমস্যার বিষয় নিয়ে ভারত সরকারের গোপন চিঠির ফাইল, কোড সাইফারের বই ইত্যাদি সবকিছু ইয়াসমিনকে দিয়েছে। ইয়াসমিন যদি পাকিস্তানী স্পাই হয় তাহলে ভারত সরকারের সব গুপ্ত খবরই পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো পেয়ে গেছে।

সর্বনাশ! এবার শংকর মালহোত্রা কী করবে ভেবে পেল না।

পরে সেদিন রাওয়ালপিণ্ডিতে ৭ নম্বর জিন্না এ্যাভিনুর ঘটনার বিবরণী ভারতীয় হাইকমিশনার পেলেন।

তিনি শংকর মালহোত্রার দিল্লীতে বদলির জন্যে লিখলেন।

এক সপ্তাহ বাদে শংকর মালহোত্রার বদলির হুকুম এল

* * *

পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জিউল হকের শাসনকাল।

দেশের ভিতর অসন্তোষ, বিক্ষোভ, গোলমাল, হাঙ্গামা প্রতিদিনই বাড়ছে। বেনজির ভুট্টো এবং রাজনৈতিক দল ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। আর একটি তৃতীয় দল ইস্লামিক মৌলীবাদের দলগুলি ক্রমেই দানা বেঁধে, শক্তিশালী হচ্ছে। এই মৌলবাদী নেতাদের পেছনে আছেপাকিস্তানের ড্রাগ-স্মাগলারের সিণ্ডিকেট। এদের শিবির হল মরদান, ডেরা ইসমাইল খান শহরে। এখান থেকে এরা পপি স্মাগল করে বিদেশে সেই পপি বিক্রি করে প্রচুর অর্থ রোজগার করছে। এদের বাধা দেবার কেউ নেই। বজলুর রহমানের কাছে পাওয়া খবর অনুযায়ী এই স্মাগলার সিণ্ডিকেট দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। এরা ইসলামিক মৌলীবাদ দলটিকে সাহায্য করছে। কারা এরা জিয়াউল হকের পতন চায়।

অনেক চিন্তাভাবনার পর জিয়াউল হক ঠিক করেছিলেন তার শাসনে যদি যদি আরো শক্তিশালী করতে হয় তিনি ভারত পাকিস্তানের সীমান্তে দাঙ্গা -হাঙ্গামা, গোলমাল, সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করবেন। কিছুদিন আগে বিদেশ ইনটেলিজেন্স এজেন্সির কর্তা জোরাব খান তাকে বলেছেন, স্যার আমরা শিখ উগ্রপন্থীদের সাহায্য করব। এজন্যে বিদেশ থেকে বেআইনী অস্ত্রের আমদানী করবার প্রয়োজন আছে।

এছাড়া আমরা খবর পেয়েছি গোয়া যুদ্ধের পর পর্তুগীজ সেনাবাহিনী গোয়ার বিভিন্ন শহরে কিছু অস্ত্র লুকিয়ে রেখে চলে এসেছে। কোথায় কোথায়অস্ত্রলুকানো আছে তার একটি ম্যাপও আমরা পেয়েছি। অবশ্যি আপনার অনুমতি ছাড়া কিছুই করতে পারি না। আমরা উগ্রপন্থীদের সাহায্য করতে চাই। এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করুন। বিদেশ ইনটেলিজেন্সের কর্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর, জিয়াউল হক জোরাব খান, আই-বী'র ডিরেক্টর বজরুল রহমান এবং মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের কর্তা ইসমাইল আল হাজীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। পরে এই তিন জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। স্থির হল ভারত থেকে খবর চুরি করে আনার দায়িত্ব, আর্মস স্মাগল করে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া এবং সন্ত্রাসবাদীদের হাতে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া এবং

ভারতে গোলমাল শুরু করবার দায়িত্ব এবং খালিস্তান নিয়ে আন্দোলন করবার পুরো দায়িত্ব জোরাব খানকে দে'য়া হবে। কাশ্মীরে গড়িলাদের কাজ কর্মের দেখাশোনা করবেন জেনারেল আল হাজী, এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিশেষ করে, পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি অর্থাৎ বেনজির ভূট্টোর পপ দলের কাজ কর্মের উপর কড়া নজর রাখার দায়িত্ব আই. ব' বড় ডিরেক্টট বজলুর রহমানকে দে'য়া হল। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দে'য়া হল জোরাব খানকে।

আই. বী'র ডিরেক্টর বজলুর রহমান মনে মনে অখুশি হলেও প্রকাশ্যে কিছু বলবার সাহস পেলেন না। তিনি ঠিক করলেন সমস্ত প্ল্যান বানচাল করে দেবেন। আর তার এই কাজের প্রধান সহায়ক হবেন তার ডেপুটি "লেডি কিলার" আবুমুসার বুদ্ধি ও পরামর্শে আজলাল সমস্ত কাজকর্ম করে থাকেন।

আর একদিন জোরাব খান গিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে বললেন ঃ স্যর আমরা এক ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটকে বশ করে তার কাছ থেকে ভারত সরকারের অনেক গোপন খবর সংগ্রহ করেছি। এমনকি ভারতীয় হাইকমিশনে, গোপন টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য যে কোড সাইফারের বই ব্যবহার করা হয় সেই বইও পেয়েছি। ভারতীয় হাইকমিশনের কাশ্মীরের উপর যে ফাইল তৈরী করেছে সেই ফাইলগুলিও পেয়েছি।

খবরটা শুনে জিয়াউল হক খুশি হলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার বলো তো তুমি কী করে এই খবরগুলি সংগ্রহ করলে।

স্যর, কী করে এই খবর সংগ্রহ করেছি কিংবা করে থাকি তার বিবরণী কারুর কাছে বলা নিষেধ। এই নির্দেশ আপনিই আমাকে দিয়েছেন।

হাসলেন জিয়াউল হক। বুঝতে পারলেন এই খবর সংগ্রহের পিছনে নিশ্চয় কোন গুপ্ত রহস্য আছে। জোরাব খান তাকে সেই রহস্য বলতে চান না। অবশ্য এই গোপন কাহিনী, রহস্য প্রেসিডেন্ট অতি সহজেই বার করতে পারবেন জোরার খানের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনার সারাংশ তিনি আই. বী'র ডিরেক্টর বজলুর রহমানকে দেবেন এবং তার কাছ থেকে তিনি জানতে চাইবেন কী করে এই ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটকে বশ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের দৈনিক সংবাদপত্র 'আলহিলাল' একটি সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করল। এই প্রবন্ধের লেখক ছিলেন 'ভূট্টোর' শিষ্য আবদুল কাদের। লেখক তার প্রবন্ধে গুরুত্ব অভিযোগ করে বলেছিলেন যে পাকিস্তানের বিদেশ ইনটেলিজেন্স এজেন্সি ভারত থেকে খবর সংগ্রহের নাম করে প্রচুর টাকা খরচ করছে। প্রবন্ধের লেখকের হিসাব অনুযায়ী এই খরচের অংশ প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। বাকী টাকাও শিগগির খরচ করা হবে। এই বিদেশ ইনটেলিজেন্স এজেন্সী সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের খুশি রাখার জন্য বড় বড় জেনারেলদের কাছে নিয়মিতভাবে অল্প বয়সী সুন্দরী মেয়েদের ভেট দিয়ে থাকেন। এইভাবে সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তাদের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হল এই বিদেশ ইনটেলিজেন্স কী ধরনের

খবর সংগ্রহ করছে। এবং কী কাজের জন্যে এত টাকা খরচ করা হচ্ছে। আমরা শুনেছি স্পাই-ং-র কাজের জন্য মেয়েদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এইসব মেয়ে কে? আশা করা যায় প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হক এই সম্পর্কে পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে তার পুরো বিবৃতি দেবেন।

প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হক 'আলহিলালের' এক প্রবন্ধটি আই. বী'র ডিরেক্টর বজলুর রহমানকে দেখিয়ে বললেন? আমি এই প্রবন্ধের অভিযোগ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

প্রেসিডেণ্ট অবশ্য জানতেন না বজলুর রহমান ছিলেন প্রবন্ধের আসল লেখক আবদল কাদেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রবন্ধের অধিকাংশ তথ্য বজলুর রহমানই তার দিয়েছিলেন। এর কারণও ছিল। বজলুর রহমান এর আগে বড় বড় জেনারেলদের কাছে এমনকী জিয়াউল হকের কাছে পাকিস্তানের বিদেশ ইনটেলিজেন্স এবং তার ডিরেক্টর জোরাব খানের বিরুদ্ধে নালিশ করে আশানুরূপ কোন ফল পাননি। তাই তিনি এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তার বক্তব্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন। জোরাব খানের সঙ্গে পাকিস্তানের ড্রাগস্ সিণ্ডিকেটের সদস্যদের একটা গোপন সম্পর্কে এবং আতাঁত আছে। একথাও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে।

আজ বজলুর রহমান পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হকের কাছে জোরার খানের বিরুদ্ধে নালিশ করবার সুযোগ পেলেন। তিনি আনন্দবোধ করলেন। বললেন, স্যর এই চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার বন্ধু ভারতে কী নাটক প্রহসন শুরু করছেন। এই ধরনের কাজ করলে আপনার এবং পাকিস্তানের বদনাম করবে।

জিয়াউল হক চিঠি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। চিঠির লেখকের নাম ছিল জোনাথান মাসকারনিস, পর্তুগালের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রাক্তন ডেপুটি ইনটেলিজেন্স ডিরেক্টর। জোনাথান মাসকারনিস আই-বীর ডিরেক্টরের কাছে তার চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ কিছুদিন আগে আমার গোয়ার এক বন্ধু অস্কার বারগাঞ্জা আমার কাছে একটি বিশেষ কাজে এসেছিলেন। কাজটি ছিল পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনী গোয়া থেকে চলে যাবার আগে অনেক অস্ত্র, মেশিনগান, ইত্যাদি গোয়ার বিভিন্ন শহরে এবং কবরখানায় লুকিয়ে রেখেছিল। কোথায় কোথায় এইসব অস্ত্র লুকানো আছে তার একটা ম্যাপ আমার কাছে ছিল। কিছুদিন আগে অস্কার বারগাঞ্জা আমার কাছ থেকে ঐ অস্ত্র লুকাবার ম্যাপটি নিয়ে গেলেন। তবে আমি তাকে যে ম্যাপটি দিয়েছি সেইটি জাল। এই জাল ম্যাপ দেবার কারণ হল, এই ম্যাপের দাম বাবদ তিনি কিছু জাল ডলার আমাকে দিয়েছিলেন। এছাড়া যে লোকটি অ 'র কাছ থেকে ম্যাপটি নিয়েছিলেন তিনি আসল বারগাঞ্জা নন। লোকটির আসল হল নাদিম দিমিত্রিভ। ইণ্টারপোলের খাতায় এর আর একটা পরিচয় হল "নাদিম দিমিত্রিভ, আলকাপন অব্ দি মিড্‌ল ইস্ট"। এই নাদিম দিমিত্রিভ সর্বপ্রকার শয়তানি, জালিয়াতি, স্মাগলিং, সাবোটাজ, ব্ল্যাক-মেলিং, ব্ল্যাকমার্কেটিং এবং প্রাইভেট পলিটিক্যাল আজেজটর ইত্যাদি বিভিন্ন

প্রকার কাজ করে থাকেন। লোকটি হল পাকা জুয়াড়ী, তিনি হলেন মধ্যপ্রাচ্যের কুখ্যাত স্মাগলার উগ্গুর খুব গুরুলুর শিষ্য। তুর্কীর ইস্তানবুল থেকে আমেরিকার লাসভেগাস ষহর পর্যন্ত সবাই জানে স্মাগলিং-এর কাজে নাদিম দিমিত্রিভের মতো লোক পৃথিবীতে আর নেই।

আমার কাছে খবর আছে জোনাথান মাসকারনিস তার চিঠিতে লিখেছিলেন যে এই নাদিম দিমিত্রিভ তার স্মাগলার বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে এই জাল ম্যাপটি পাকিস্তান সরকারের কাছে বিক্রী করেছে বা করবার চেষ্টা করছে। শুনেছি এই ম্যাপটির জন্য নাদিম দিমিত্রিভ পঁচিশ লাখ টাকা চাইছে এবং পাকিস্তান সরকার এই মূল্য দিতে রাজি হয়েছে।

আর একটা কথা আপনাদের বলা দরকার। নাদিম দিমিত্রিভের প্রধান উদ্দেশ্য হল পাকিস্তান সরকারকে দুনিয়ার কাছে হেয় করা, এবং পরে আপনাদের ব্ল্যাকমেল করা এবং ভয় দেখিয়ে প্রচুর টাকা আদায় করা। পাকিস্তান সরকার ঐ দেশের ড্রাগস্ স্মাগলারদের নিয়ে ভারতবর্ষ, আমেরিকা এবং য়ুরোপে ড্রাগস্ এবং আর্মস স্মাগল করছে। উনি আমেরিকান সরকারের কাছে প্রমাণ করতে চান যে পাকিস্তান এই ড্রাগস্ স্মাগলারদের সাহায্য করছে। কারণ পাকিস্তান সরকার বিশ্বাস করেন যে আমেরিকান সরকার আমেরিকাতে এবং য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে ড্রাগস্ স্মাগলিং-এর কাজ বেড়ে গেলে স্মাগলিং বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে আরো বেশি টাকা অনুদান দেবে। নাদিম দিমিত্রিভ একদিন না একদিনপাকিস্তান সরকারকে ব্ল্যাকমেলিং করবেন। এই স্মাগলিং-এর প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ করবার জন্যে নাদিম দিমিত্রিভ অস্কার বারগাঞ্জার নাম, পরিচয় দিয়ে বোম্বাইতে শেকড় গেড়ে বসেছেন। আমি পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করব তারা যেন অবিলম্বে নাদিম দিমিত্রিভের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়।

তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার প্রধান উপায় হল তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া।

ইতি—

জোনাথান মাসকারনিস

পুনশ্চঃ আপনাদের ইনটেলিজেন্স বাহিনীতে 'ভিক্টর' নামে এক বিদেশী স্পাই কাজ করছে।

জিয়াউল হক চিঠিখানা পড়ে বজলুর রহমানের মুখের দিকে তাকালেন। তার চোখে মুখে ছিল বিস্ময়! তার আমলে পাকিস্তানে এই ধরনের বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে, অথচ তিনি তার বিন্দু বিসর্গ জানেন না। কী ব্যাপার বজলুর? জিয়াউল হক অবিশ্বাসের সুরে এই প্রশ্ন করলেন।

এবার বজলুর রহমানের জবাব দেবার পালা। তিনি বললেন স্যার, আমরা এক বড় শয়তানের হাতে পড়েছি। শয়তানরা জোরাব খানকে বুঝিয়েছে পাকিস্তান যদি 'পাপি', হাসিস্ স্মাগল করে য়ুরোপ, আমেরিকার বাজারে বিক্রি করে তবে বিক্রির ডলার দিয়ে বিদেশ থেকে আর্মস কেনা যাবে। পরে ঐসব আর্মস

স্মাগল করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ভারতের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দলের কাছে ঐসব আর্মস বিক্রি করা যাবে। এই সব আর্মস বিক্রির টাকা দিয়ে ওরা ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে গোপন খবর সংগ্রহ করবে। আজ তিন বছর হয়ে গেল আমরা ভারত সরকারের কাছ থেকে কোন গোপন খবর বার করতে পারি নি।

এদিকে খবর পেয়েছি 'ভিক্টর' নামে যে বিদেশি স্পাই আমাদের দলে কাজ করছে, সেই লোকটি এই পাকিস্তান দলের বিভিন্ন খবর ভারত সরকারকে দিচ্ছে। এতে আমাদের স্পাইং কাজের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিয়াউল হক জিজ্ঞেস করলেন—এই 'ভিক্টর' কে? বজলুর রহমান বললেন—কিছুদিন আগে গোলাম রসুল নামে আমাদের এক এজেণ্টকে বিদেশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কিছু প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ওদের ধার দিয়েছিলাম। গোলাম রসুল ভারতে গিয়েছিল এবং ওখান থেকে একটি মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিল! খবরটি হল অস্কার বারগাঞ্জাই হল "ভিক্টর"।

তার মানে তোমার নাদিম দিমিত্রিভ? জিয়াউল হক জিজ্ঞেস করলেন। এই খবরটি যখন গোলাম রসুল বিদেশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে দিয়েছিল তখন তাকে খুন করা হল বজলুর রহমান প্রেসিডেণ্টকে আরো বললেন।

কেন? উৎসুকী হয়ে জিয়াউল হক জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ ওরা সন্দেহ করেছিল গোলাম রসুল যদি অস্কার বারগাঞ্জার আসল পরিচয় কাউকে দেয়, তাহলে ওরা বিপদে পড়বে। ওরা জানতে পেরেছে অস্কার বারগাঞ্জা এক মস্তো বড় শয়তান। গোলাম রসুল কোন এক সময়ে অস্কার বারগাঞ্জার বন্ধু ছিল, ওরা দুজনে গোয়াতে ছিল।

এবার তুমি কী করতে চাও জিয়াউল হক প্রশ্ন করলেন।

আমাদের কাজ হবে পাঞ্জাবে এবং কাশ্মীরে যে গোলমাল শুরু করেছি, তার উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়। তার উপর কড়া নজর রাখা, এছাড়া ড্রাগস স্মাগলিং এবং আর্মস বিক্রি করে আমরা যে টাকা উপার্জন করেছি তার হিসাব রাখা। আমাদের আরো তিনটি বড় কাজ করতে হবে, প্রথমতঃ অস্কার বারগাঞ্জা যেন ভবিষ্যতে আমাদের কোন প্রকার ব্ল্যাকমেল করতে না পারে। তার পথঘাট বন্ধ করা। দরকার হলে তাকে আমাদের খুন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এই গোয়া শহরে যে অস্ত্র লুকানো আছে, সে সম্পর্কে আরো খোঁজ-খবর নে'য়া, তৃতীয়তঃ এই ভিক্টর লোকটির আসল পরিচয় বার করা।

আমাদের দেখতে হবে ভিক্টর যেন ভারত সরকারের কাছে আমাদের স্পাইচক্র এবং পাঞ্জাবের সীমান্তে ও কাশ্মীরে যে আন্দোলন শুরু করেছি তার কোন খবর না দিতে পারে। এই কাজটি কঠিন। এই সব কাজ করার জন্য আমি আমার একজন বিশ্বস্ত সৎসাহসী, কর্মচারীকে ভারতে পাঠাতে চাই। লোকটি বিভিন্ন উপায় অনুসরণ করে সব কাজ হাসিল করবে। এজন্যে তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা দিতে হবে। সে যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন জিয়াউল হক। দেশের সৈন্যবাহিনী তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু দেশের জনগণ? জনগণের সমর্থন এবং সাহায্য সম্বন্ধে জিয়াউল হকের ঘোর সন্দেহ ছিল। এই অবস্থায় তিনি দেশের মৌলীবাদীদের এবং ড্রাগস স্মাগলারদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে চান না। শয়তান অস্কার বারগাঞ্জার মুখ বন্ধ করা দরকার। তিনি এই বিষয় নিয়ে জোরার খানের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা করতে চান না। কারণ, জিয়াউল হক জানেন দেশের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ জেনারেল এবং সামরিক বাহিনীর কর্তাদের জোরাব খান তার হাতের মুঠোয় রেখেছেন। জোরাব খানের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে গেলে সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তারা জিয়াউল হক বিরোধী এক বিরোধী চক্র গড়ে তুলবে।

তুমি কাকে এই বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে ভারতে পাঠাবে? এমন একজন লোককে পাঠাবে যার ভারতে উপস্থিতির কথা জোরাব খানের লোকেরা যেন জানতে না পারে। প্রেসিডেন্ট বললেন।

ঃ সেই বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি আমার সহকারী আবু মুসার কথা বলছি। এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে আমি ওকে ভারতে পাঠাব। আবু মুসা লোকটি উপযুক্ত সৎসাহসী এবং জানে কী করে বিভিন্ন সময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। বজলুর রহমান জবাব দিলেন।

ঃ আবু মুসা; দ্যাট লেডি কীলার ..জিয়াউল হক জিজ্ঞেস করলেন। পরে সন্দেহের সুরে বললেন ঃ তুমি যোগ্যপাত্র নির্বাচন করেছো তো। কারণ, লাহোর থেকে অনেক বাড়ির মহিলারা নালিশ করেছেন আবু মুসা তাদের পরিবারে অনেক অশান্তি এবং কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করেছে। অতএব লোকটি যদি কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরে গিয়ে থাকে সাহলে সবাই খুশি হবে। অবশ্যি আব মুসাকে বলে দিও আমার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করে তাহলে তাদের কঠোর শাস্তি দে'য়া হবে। বজলুর একথা তুমি সবাইকে জানিয়ে দিও।

আপনি দেখবেন স্যার, আমার কাজের কোন ত্রুটি হবে না। তবে আমার একটা আর্জি আছে বজলুর রহমান। আজকের এই আলোচনার কোন খবর যেন জোরাব জানতে না পারে।

তুমি কোন চিন্তা করোনা বজলুর, তোমার সঙ্গে আমার যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তার কোন আভাষ জোরাব খান পাবে না।

* * *

সেদিনই দপ্তরে গিয়ে বজলুর রহমান আবু মুসাকে ডেকে বললেন যে, তোমাকে অবিলম্বে ভারতে যেতে হবে। এর আগেও তুমি ভারতে গিয়ে অনেক কিছু মূল্যবান কাজ করছিলেন। কিন্তু এবারের কাজ আরও কঠিন।

পরে বজলুর রহমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তরে সারাংশ তিনি আবু মুসাকে দিলেন। তিনি বললেন, আমরা জোরাব খান এবং নাদিম দিমিত্রভকে নিয়ে একটি ফাইল তৈরী করেছি। তুমি ভারতে যাবার

আগে ঐ ফাইলটি একবার পড়ে নিও। দেখবে ওর মধ্যে অনেক মূল্যবান খবর আছে যার সমস্যার সামাধান তোমাকে ঘটনাস্থলেই করতে হবে। এই ব্যাপারে তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। আর জানতে চেষ্টা করবে অস্কার বারগাঞ্জার আসল পরিচয় কী? তার অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চেষ্টা করবে। তিনি কী পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কিছু করবার চেষ্টা করছেন একথা জানবার চেষ্টা করবে। আরো জানতে চেষ্টা করবে "ভিক্টর" লোকটি কে? তিনি কি বিদেশি স্পাই? আমাদের সম্পর্কে তিনি কী কী জানেন? এছাড়া বোম্বাই-এ জমনাদাস জাভেরী নামে একজন ব্যবসায়ী আছেন। তার সম্বন্ধে সমস্ত খবর চাই।

আবু মুসা তার কর্তার নির্দেশগুলি চুপ করে শুনল। পরে বলল ঃ আপনি যখন আমাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং প্রেসিডেণ্টের যখন আমার উপর বিশ্বাস আছে তখন আমার কাজের কোন ত্রুটি হবে না।

বজলুর রহমানের প্রস্তাব শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আবু মুসা ঠিক করে ছিল যে এই কাজের দায়িত্ব তাকে নিতেই হবে। আবু মুসা কিছু দিনের জন্য ইয়াসমিন আবদাল্লার হাত থেকে রেহাই পেতে চান। ইয়াসমিন তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডি যেখানেই যাক্ না কেন ইয়াসমিন তার পেছনে পেছনে যায়।

প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হক এবং বজলুর রহমানের সঙ্গে তার যে দেখা হয়েছিল এবং ঐ দিনের আলোচনার বিষয় বস্তু জোরাব খান তার ইনফরমারের কাছ থেকে জানতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী বজলুর রহমান আবার শক্তিশালী হবার চেষ্টা করছে। সময়মতো যদি তিনি বজলুর পাখা কাটতে না পারেন তাহলে খুব শীঘ্রই তাকে ইনটেলিজেন্স সার্ভিস থেকে বিদায় নিতে হবে। তার কাছে এখন প্রতিটি মুহূর্তেই মূল্যবান।

এবার জোরাব খান তার কমিটির অন্য সদস্য এবং মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের বড়কর্তা ইসমাইল আলহাজির শরণাপন্ন হলেন।

ইসমাইল আলহাজি ছিলেন প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হকের ডান হাত। কারণ, আলহাজি সৈন্যবাহিনীর গোপর খবরাখবর জিয়াউল হককে দিতেন জিয়াউল হক ইসমাইলকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন।

ইতিমধ্যে জোরাব খান আরো খবর পেয়েছেন যে তাদের যে অপারেশন অর্থাৎ ভারতে গোলমাল এবং আন্দোলন সৃষ্টি করবার প্ল্যান করা হয়েছিল বজলুর রহমান সেই প্ল্যানের কথা জানতে পেরেছেন এবং প্ল্যানকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন ধরে তিনি দিল্লী থেকে নৈরাশ্যজনক খবর পেয়েছেন যে আর্মস স্মাগলিং-এর কাজে ভাটা পড়েছে। তিনি আরো জানতে পেরেছেন সে 'ভিক্টর' নামে একজন 'ডবল এজেণ্ট' তার স্পাই চক্রের ভেতর ঢুকেছে। এবং তাদের কাজকর্মের সব খবরাখবর জেনে নিচ্ছে। তিনি এও জানতে পেরেছেন যে 'ভিক্টর' হল এক বিদেশি সিক্রেট সার্ভিসের এজেণ্ট। তবে প্রশ্ন হল ভিক্টর

কে? লোকটি কী অস্কার বারগাঞ্জা? না অন্য কেউ? অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে তার মনে পড়ল যে তিনি বেশ তাড়াহুড়ো করে অস্কার বারগাঞ্জাকে তার দলে নিয়েছিলেন, এবং তার হাতে ড্রাগস স্মাগলিং-এর দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। আজ প্রায় তিন-চার বছর হল, অপারেশনের কাজ শুরু করা হয়েছে তবু এই অপারেশন সফল হতে পারে নি। আর একটি খবর হল যে বজলুর রহমান প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হককে বুঝিয়েছেন যে ভারত বিরোধী প্ল্যান চক্রান্তের অপারেশন শুধু স্বপ্ন, কল্পনা এবং পয়সা অপচয় করবার ব্লু প্রিণ্ট।

সমস্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য তিনি ইসমাইল আলহাজির দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। ইসমাইল আলহাজিও বজলুর রহমানের বিরোধী ছিলেন।

ইসমাইল আলহাজিরও আজ জোরাব খানকে প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনের কারণ হল মেয়েঘটিত একটি ব্যাপার।

ইসমাইল আলহাজির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ ছিল যে তিনি একটি অল্প বয়সী মেয়েদের ধরে এনে 'রেপ' করতেন। কিছুদিন আগে এক ভদ্রমহিলা এসে অভিযোগ করেছেন যে, তার সতেরো বছরের মেয়েকে ইসমাইল আলহাজি 'রেপ' করেছেন। মেয়েটির মা ইসমাইল আলহাজির কাছে পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। তিনি শাসিয়েছেন যে, এই ক্ষতিপূরণ না দিলে তিনি প্রেসিডেণ্টের কাছে গিয়ে নালিশ করবেন। ইসমাইল আলহাজি জানতে পেরেছেন যে, মেয়েটির মা বজলুর রহমানের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। তাকে বিপদে ফেলার জন্য বজলুর রহমান এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করেছেন।

এই নাবালিকা মেয়েটিকে 'রেপ' করবার এবং তার মার ইসমাইল আলহাজির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করার কথা জোরাব খান জানতেন। অবশ্য ইসমাইল আলহাজকে বশ করার আর একটি মারাত্মক অস্ত্র জোরার খানের হাতে ছিল। তার ইনফরমারের কাছে খবর আছে যে ইসমাইল আলহাজি হলেন ভারত সরকারের একজন "সিক্রেট এজেণ্ট।" তার ড্রাইভারের মাধ্যমে তিনি ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। জোরাব খান আরো জানতে পেরেছেন যে আমেরিকাতে তার মেয়ের পড়াশুনার খরচ এক ভারতীয় ব্যবসায়ী দিয়ে থাকেন। এই ভারতীয় ব্যবসায়ী হল "ভারতীয় ইনটেলিজেন্স" বিভাগের এক কর্মচারী। এছাড়া ভারতীয় ইনটেলিজেন্স ইসমাইল আলহাজি জেনিভার "নম্বরড" একাউণ্টে টাকা জমা দেন এহল বাজারের গুজব।

জোরাব খান ইসমাইল আলহাজির কাছে গিয়ে বললেন ঃ বজলুর রহমান তাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছেন? আর ঐ যে মেয়েটি যার মা আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন ওর পেছনে কে আছে জানেন? বজলুর রহমান। বজলুর রহমান প্রেসিডেণ্টের চেয়ে আপনাকে হেয় করতে চান।

এর জবাবে ইসমাইল আলহাজি বললেন যে, জিয়া তো আমাকে ছাড়া এক মিনিটও চলাফেরা করতে পারেন না। সৈন্যবাহিনীর কোথায় কী ঘটছে সব

খবর ওর চাই। আমাকে উনি প্রায়ই বলেন, ইসমাইল আগে সৈন্যবাহিনীর ঘরের খবর নিয়ে এসো। পরে অন্য খবর শুনবো। হাসলেন জোরাব খান বললেন ঃ আপনি জানেন প্রেসিডেন্ট সহজে লোকের কথাগুলি বিশ্বাস করেন। বজলুর রহমান প্রেসিডেন্টকে নিশ্চয় বলেছেন যে, আপনার সঙ্গে ভারত সরকারের একটা সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ আপনাকে ক্ষমতা থেকে তাড়াবার চক্রান্ত।

ইসমাইল আলহাজি এবং তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন যে আমার সঙ্গে ভারত সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। সেকথা আমি-আপনি জানি।

তাহলে আমাদের কী করতে হবে? ইসমাইল আলহাজি জিজ্ঞেস করলেন।

এবার জোরাব খান বললেন, আমাদের খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। এমন চাল চালবো যেন বজলুর রহমানের মুখে চুন কালি পড়ে। আপনি প্রেসিডেন্টকে বলুন যে "ভিক্টর" হল বজলুর রহমানের লোক। সে বিদেশি ইনটেলিজেন্সর স্পাই। আমাদের ভারত বিরোধী প্ল্যান, ষড়যন্ত্রকে বানচাল করছে কারণ বজলুর রহমান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে আমেরিকা এবং অন্য বিদেশি সরকারের কাছে হেয় করতে চায়। প্রেসিডেন্ট চায় না কোন প্রকারে আমেরিকার কাছে তার সম্মান কোন হানি হয়। প্রেসিডেন্টকে গিয়ে আরো বলুন বজলুর রহমান হলেন "ভিক্টরের" 'কন্টোল'।

কিন্তু 'ভিক্টর' কে? ইসমাইল-আল-হাজি জিজ্ঞেস করলেন।

"এ স্পাই ফ্রম ইনল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকান আমরা এখনও তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানি না জানবার চেষ্টা করছি।

ঃ তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না জোরাব। আমি কালই প্রেসিডেন্টকে গিয়ে বলব যে স্পাই 'ভিক্টর' আমাদের ঘরের গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করছে। 'ভিক্টর' সব খবর সংগ্রহ করে আমেরিকাকে দেবে। তার মানে হল ভবিষ্যতে আমরা আমেরিকার থেকে আর কোন অনুদান বা আর্মস পাব না। এইসব চক্রান্তের পেছনে আছেন বজলুর রহমান।

'বজলুর রহমান মাস্ট গো।'...

*   *   *

জোরাব খান তার নতুন দাবার চালে খুশিই হয়েছিলেন।

এবার জোরাব খান ইয়াসমিন আবদাল্লাকে ডেকে পাঠালেন। আজ ইয়াসমিনের সাহায্য তার আবার দরকার হবে। আবুমুসা হঠাৎ কাউকে না বলে পাকিস্তান থেকে উধাও হয়ে গেল কেন? কোথায় সে গেল কেউ জানে না। একদিন শোনা গেল আবুমুসাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খবরটা শুনে ইয়াসমিনের মন খারাপ হয়ে গেল। আগের দিন রাত্রেও আবুমুসা তার সঙ্গে ডিনার খেয়েছে। এবং তারা দুজনে এক বিছানায় শুয়েছে। কিন্তু যাবার আগে একবারও বলে গেল না যে সে বিদেশ চলে যাবে। তাই সে প্রথম যখন শুনতে পেল আবুমুসাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন ইয়াসমিন বেশ চিন্তিত

হল। কারণ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে কাজ করা বড় বিপজ্জনক।

ইয়াসমিন জোরাব খানের তলব শুনে খুব খুশি হল না।

জোরাব খান বললেনঃ শোন তোমাকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে।

বলুন এবার কোন্ ডিপ্লোম্যাটকে বশ করতে হবে। ইয়াসমিন ঠাট্টা করে জবাব দিল।

না, এবার তোমার শিকার শক্তিশালী এবং কাজটি আরো কঠিন।

ঃ আর একটু ব্যাখ্যা করে বলুন, কী করতে হবে ?

তুমি প্রথমে ভারতে যাবে। সেখান থেকে দিল্লী, তারপর বোম্বাইতে।

এই দুই শহরে আমাদের 'কেস্ অফিসার' বলতে পারো আমাদের স্পাইং-এর কাজের প্রধান কর্তা বসে আছেন। তিনি জানেন তুমি একটা বিশেষ কাজে ভারতে যাচ্ছো। তোমাকে দুটি বড় কাজ করতে হবে। এক, একটি ছেলের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। ছেলেটি ভারতের এক ব্যবসায়ীর ছেলে, নাম অরুণদাস জাভেরী। ছেলের বাবা কোটিপতি। ছেলেটিকে বশ করার মানে হল বাপকে আমাদের হাতের মুঠোয় রাখা। বাপ শুধু ব্যবসায়ী নন, ভালো রাজনীতিবিদ। দেশের সরকারের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই ছেলেটি এক শয়তানের পাপচক্রে পা দিয়েছে। এই শয়তানের নাম হল অস্কার বারগাঞ্জা। বোম্বাইতে তার ঠিকানা হল 'থ্রী মাস্কেটিয়াস" ক্লাব। তুমি সব সময়ে এই শয়তানের উপর কড়া নজর রাখবে। কারণ, অরুণদাস জাভেরীকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

'আমাদের আই. বী'র বন্ধু বজলুর রহমান আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। আমরা ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা করছি। তিনি এর বিরোধিতা করছেন। এ কাজ করার জন্য তিনি ভারতে এক বিশেষ লোক পাঠিয়েছেন। এই লোকটি কে আমাদের জানা দরকার। আমরা জানি লোকটি আমাদের আর্মস স্মাগলিং-এর চেষ্টাকে স্যাবোটাজ করবে। এই লোকটিকে আরো কয়েকটি বিশেষ কাজের দায়িত্ব দে'য়া হয়েছে। সেই বিশেষ কাজগুলির খবর তোমাকে বের করতে হবে।

আর একটি খবর তোমাকে দেব। তোমার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা গোয়াতে মারা গেছেন।

সুলেমান আবদাল্লা মারা গেছে ? ইয়াসমিন বেশ জোরেই বলে উঠল।

অবশ্য তবে তার চোখে কোন জল ছিল না।

হ্যাঁ, কিছুদিন আগে আমরা এই খবরটি পেয়েছি। সুলেমান একটি বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে গোয়াতে গিয়েছিল। সেইখানে হয়ত তার মৃত্যু হয়েছে কিংবা সে হয়তো নিখোঁজ হয়েছে। আমরা আর একটি খবর পেয়েছি, সুলেমান আবদাল্লা ভারত সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এইসব গুজব সত্যি না মিথ্যে তোমাকে বার করতে হবে। কারণ, গুজবের খবরে বলা হয়েছে যে তোমার

স্বামী এই 'ভিক্টরের' বন্ধু ছিলেন। সুলেমান আবদাল্লা খুব দক্ষ স্পাই ছিলেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মদ পান এবং মেয়ে নিয়ে ঘুরতেন বটে তবে স্পাইর কাজে কোন গাফিলতি করতেন না।

জোরাব খান আরো বললেন ঃ তোমাকে আমরা নতুন পাশপোর্ট এবং নতুন পরিচয় দেবো। তুমি এই পাশপোর্ট নিয়ে লণ্ডনে যাবে এবং পরে সেখান থেকে দিল্লি যাবে। তোমার অতীত তুমি ভুলে যাও। ভারতে টাকার প্রয়োজন হলে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের মালিক লোটন সর্দারের কাছ থেকে ধার করবে। শুধু সাদা কাগজে সই করলেই চলবে। পরে আমরা ওর সঙ্গে হিসাবপত্র করে নেবো। লোটন আমাদের বন্ধু....তবে আমরা কী ধরনের কাজ করি তার কোন খবর সে জানে না। বজলুর রহমান যে লোকটিকে ভারতে পাঠিয়েছেন তার সঙ্গে লোটনের কোন পরিচয় থাকবার কথা নয়। তবু থাকা অসম্ভব নয়। তুমি অপূর্ব সুন্দরী, দিল্লি, বোম্বাই-এর বিভিন্ন ক্লাবে তোমার স্তাবকের অভাব হবে না। এদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলো।

এই ছিল জোরাব খানের উপদেশ।

*　　+　　*

ইয়াসমিন আবদাল্লা কিছুদিন পরে লণ্ডন থেকে দিল্লিতে এলো। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে কাস্টমস্ এবং ইমিগ্রেশন অফিসার তাকে কোন প্রশ্ন করল না। ইয়াসমিন সহজে রেহাই পেল।

দিল্লীতে এসে ইয়াসমিন রামচাঁদ খেমপ্রকাশের অনুসন্ধান করতে চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মে গিয়ে হাজির হল। জানবার চেষ্টা করলো সে কোথায় যাচ্চে? সে জানতে পারল রামচাঁদ খেমপ্রকাশ বোম্বাইতে থাকেন? আপনি কে?

আমি তার এক বিশেষ আত্মীয়।...এই খবর পাবার পর ইয়াসমিন ঠিক করল পরের দিন প্লেনে করে সে বোম্বাইতে যাবে। কারণ, অন্য কোন কাজ শুরু করবার আগে তার জানা দরকার তার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা এখনও বেঁচে আছেন কি না? বোম্বাইতে যাবার পথে তার জীবনে দুটি বড় বিভ্রাট ঘটল।

দিল্লিতে কনাট সার্কাসের কাছে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিস। ইয়াসমিন বোম্বাইতে যাবার জন্যে এয়ারলাইনস্ অফিসে গেল। বোম্বাই যাবার যাত্রীদের জন্যে বড় একটা লাইন হয়েছিল। ইয়াসমিন গিয়ে বোম্বাই-এর লাইনে দাঁড়াল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল একজন অল্পবয়সী লোক এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি এড়াবার জন্যে ইয়াসমিন চোখে কালো চশমা পড়ল। খানিকবাদে সে আবার পেছনে তাকালো। না, লোকটির নজর তারই দিকে রয়েছে। লোকটি ভারী অসভ্য তো? কিন্তু ইয়াসমিন মনে মনে ভয় পেল। জোরাব খান তাকে বার বার বলেছেন—তুমি সুন্দরী। ভারতে সবাই তোমার প্রেমিক হবার কিংবা তোমাকে পাবার চেষ্টা করবে। তাই সাবধানে থেকো। সে আবার পেছন ফিরে তাকালো। বেশিক্ষণ সে তার কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না। ভালো করে যাচাই করে দেখা দরকার লোকটি কে?

কয়েকবার পেছনে তাকালো। লোকটি কাছে এল, প্রায় মুখোমুখি হল, লোকটিকে ভালো করে দেখার পর ইয়াসমিন আতংকিত হল। তার সন্দেহ ভুল হয় নি। এই লোকটি হল শংকর মালহোত্রা! 'মাইগড', ইয়াসমিনের মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে। শংকর মালহোত্রা যে তার জীবনে আবার ফিরে আসবে সে কখনই কল্পনা করে নি। এবার সে কী করবে? শংকর মালহোত্রা কী তাকে চিনবে না! না সে এড়িয়ে যাবে?

দিল্লী-বোম্বাই

ইয়াসমিন তুমি এখানে ? শংকর মালহোত্রা তার লাইন ছেড়ে ইয়াসমিনের কাছে এসে দাঁড়াল।

আপনি কাকে চান ? ইয়াসমিন জিজ্ঞেস করল।

ঃ না, তোমাকে চিনতে আমি কোন ভুল করি নি। মনে নেই, ইয়াসমিন রাওয়ালপিণ্ডিতে তুমি আমি কত সন্ধ্যা, কত রাত্রি একসঙ্গে কাটিয়েছি। তারপর কী হল বুঝতে পারলাম না। একদিন ৭ নম্বর জিন্না এ্যাভিনিউ গিয়ে শুনলাম ওটা তোমার বাড়ি নয়। ওটা হল একটা ক্লিনিক, আর ইয়াসমিন নামে কেউ ওখানে থাকে না কিংবা থাকতো না। তাহলে কী আমি শুধু স্বপ্ন দেখেছি। এবার বল হঠাৎ তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

ইয়াসমিন এবার মেজাজী গলায় জবাব দিল আপনি এসব কী প্রলাপ বকছেন ? ইয়াসমিন কে ? আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

এই আলাপ-আলোচনার সময় দুজনেরই গলার স্বর উঁচু হয়েছিল। না, আমি ভুল করিনি। এই ভদ্রমহিলার নাম ইয়াসমিন আবদাল্লা। উনি রাওয়ালপিণ্ডির ৭ নম্বর জিন্না এ্যাভিনু থাকতেন।

ইয়াসমিন বিপদের আশংকা করল। এবার সে মরিয়া হয়ে বলল দেখুন আপনি শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করছেন।

ইয়াসমিন আবদাল্লাকে আমি জানি না। আমার নাম হল শিরীন ভাট। এই দেখুন আমার পাসপোর্ট। আমি ভারতীয়—এই বলে ইয়াসমিন আবদাল্লা তার পাশপোর্ট সবাইকে দেখাল।

শিরীন ভাট এই নামে ছিল পাশপোর্ট। উপস্থিত সব ভদ্রলোক ইয়াসমিনের কথা বিশ্বাস করল। একজন বললেন ঃ আজকাল সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ছেলের দল তাদের বিব্রত করে তোলে। এই লোকটিও ঐরকম একজন বড় শয়তান। দু-এক ঘা মার খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

একজন শংকর মালহোত্রাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি করেন কী মশাই ?

আমি পাকিস্তানে ভারতীয় হাইকমিশনে সেকেণ্ড সেক্রেটারী ছিলাম। রওয়ালপিণ্ডিতে এই ইয়াসমিন আবদাল্লার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল।

মিথ্যে কথা। আমি এই ভদ্রলোককে কোনদিন চোখে দেখিনি। উনি আমাকে শুধু শুধু বিরক্ত করছেন।

লোকটা জোচ্চোর—সবাই বলল একে পুলিশের হাতে তুলে দিন।

একজন শংকর মালহোত্রাকে জিজ্ঞেস করল—আপনি সরকারী চাকরী করেন ? তার কোন প্রমাণপত্র আপনার কাছে আছে ? আই মীন্ আপনার আইডেনটিটি কার্ড কোথায় ?

ঃ আইডেনটিটি কার্ড আমি বাড়ীতে ফেলে এসেছি—শংকর মালহোত্রা জবাব দিল।

আপনি মশাই একজন ঠগ, জোচ্চোর—সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

ঘটনাস্থলে পুলিশের পৌছুতে বেশি সময় নিলনা। শংকর মালহোত্রাকে পুলিশ

ধরে নিয়ে গেল।

শংকর মালহোত্রা বিপদের আশংকা করল। পুলিশকে অনুরোধ করল আপনি বিদেশ মন্ত্রনালয়ের সিকিউরিটি অফিসারকে টেলিফোন করুণ। উনি বলবেন আমি কে?

পুলিশ অফিসার বিদেশ মন্ত্রনালয়ের সিকিউরিটি অফিসারকে টেলিফোন করলেন।

এবার সবাই জিজ্ঞেস করল যে মেয়েটি নিজেকে শিরীন ভাট বলে পরিচয় দিয়েছিল সেই মেয়েটি কোথায়?... ভীড়ের মধ্যে মেয়েটি উধাও হয়ে গেল নাকি?

খানিক বাদে বিদেশ মন্ত্রনালয়ের সিকিউরিটি অফিসার এলেন। তিনি শংকর মালহোত্রাকে শনাক্ত করলেন। কিন্তু শিরীন ভাটকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ব্যাপারটি সন্দেহজনক বলে দিল্লির আই-বী'র দপ্তরে শংকর মালহোত্রার ডাক পড়ল।

সেইখানে শংকর মালহোত্রা রাওয়ালপিণ্ডিতে ইয়াসমিনের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে তার বহু রাত্রির অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করল।

শংকর মালহোত্রা বলল: ইয়াসমিন আবদাল্লা কিংবা শিরীন ভাটই বলুন, তার পটভূমিকা রঙ্গীন, অতীত কুয়াশায় আচ্ছন্ন এবং তিনি যে পাকিস্তানী স্পাই এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

মাধবন শংকর ইয়াসমিন আবদাল্লা, শিরীন ভাট এবং শংকর মালহোত্রার কাহিনী মন দিয়ে শুনলেন। পরে বললেন: এই শিরীন ভাট-এর সম্বন্ধে আরো কিছু খবর জানা দরকার। এই মেয়েটির আসল পরিচয় কী? সেদিন হঠাৎ সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেল কেন? একে খুঁজে বার করতে হবে।

খানিক পরে মাধবন শংকর বললেন: এই মেয়েটির কাগজপত্র এবং এ পর্যন্ত পাওয়া সমস্ত কাগজপত্র বোম্বাইতে বায়রণ ঘাউসের কাছে পাঠিয়ে দাও। বায়রন পারলে এই ইয়াসমিন আবদাল্লা কিংবা শিরীন ভাটকে খুঁজে বার করুক। আমার মনে হয় শংকর মালহোত্রা সত্যি কথা বলছে। যাক্ শংকরের উপরেও আমাদের তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

*   *   *

বায়রন ডায়েরী তিনটি পড়া শেষ করে আর একবার এক ডবল 'স্কচ' গলায় ঢালল। পরে ঠিক করল একবার শিরীন ভাটের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়া দরকার। এবার তার কাছ থেকে শিরীন আর তার নিজের পরিচয় গোপন করতে পারবেননা। কারণ ভিক্টরের লেখা ডায়েরী থেকে আজ সে শিরীনের কিংবা বলা যায় ইয়াসমিন আবদাল্লার আসল পরিচয় জানতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, 'ভিক্টর' যে সব কাহিনী তার ডায়েরীর বর্ণনা করছিল তার অনেক খবর শিরীনের

ঘরে পাওয়া ইয়াসমিন আবদাল্লার লেখা ডায়েরীতেও লেখা ছিল। তবে ইয়াসমিনের ডায়েরী ছিল অস্পষ্ট...

পরের দিন বায়রন বেণীপ্রসাদকে টেলিফোন করল।

ঃ বেণী, ঐ যে শিরীন ভাট নামে মেয়েটিকে কোন সেফ হাউসে লুকিয়ে রেখেছ।

ঃ পালি হিলে...

ঃ চমৎকার। মেয়েটির সঙ্গে তোমার কী কোন কথা হয়েছে ?

ঃ খুব ভোরে একবার ঐ সেফ হাউসে গিয়েছিলাম। গিয়ে বললাম মেয়েটির মদের নেশা এখনও যায়নি—ভাবছি বিকেল নাগাদ আর একবার ওখানে যাব।

ঃ তোমার যাবায় দরকার হবে না, আমিই বিকেলে মেয়েটির সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। পরে তুলি আমাকে টেলিফোন করে জেনে নিও, মেয়েটিকে নিয়ে কী করব!

বিকেল চারটে নাগাদ বায়রন পালি হিলের একটি ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হল। এই ফ্ল্যাটই ছিল বায়রনের 'সেফ হাউস'। অর্থাৎ প্রয়োজন মত লোকদের সঙ্গে গোপনে নিভৃতে দেখা করবার জন্যে বায়রন ঐ ফ্ল্যাটটি ব্যবহার করত। তাই এই ফ্ল্যাটের নাম ছিল 'সেফ হাউস' অর্থাৎ 'নিরাপদ স্থান।'

বায়রনকে দেখে শিরীন চিৎকার করে উঠল। আপনারা সবাই শয়তান। আমাকে মদ খাইয়ে, মিথ্যে কথা বলে এখানে এনে আটকে রেখেছেন কেন ? আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছেন। আমি এক্ষুণি পুলিশ ডাকব।

শিরীন, আমরা জানি তুমি কে ? পরিচয় লুকোবার চেষ্টা কর না। তারপর বায়রন প্রায় একটানা দেড় ঘণ্টা তার কথাগুলি বলে গেল।

শিরীনের মুখ প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। কথা বলবার শক্তি তার ছিল না। এবার সে চিৎকার করে বলল আপনি মিথ্যাবাদী। আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছেন। আমি এক্ষুণি পুলিশ ডাকবো।

ডাকো—আপত্তি নেই। পুলিশ জানবে শিরীন ভাটের আসল পরিচয় কী ? ইয়াসমিন আবদাল্লা কে ? তার সঙ্গে পাকিস্তানের চিফ ইনটেলিজেন্স ডিরেক্টর জোরাব খানের কী সম্পর্ক ? শুধু তাই নয়। পুলিশ আরো জানতে পারবে তোমার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা হলেন চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের একজন অংশীদার। নাম, পরিচয়, জাল করে তিনি এদেশে ছিলেন। তার নাম ছিল রামচাঁদ খেমপ্রকাশ। রামচাঁদ খেমপ্রকাশ কিছুদিন আগে গোয়াতে গিয়েছিল। একটি জরুরী কাজের দায়িত্ব নিয়ে, এই কাজটি ছিল ম্যাপ দেখে যে সব জায়গায় পর্তুগীজ সৈন্যরা অস্ত্র লুকিয়ে রেখে গেছে সে জায়গাগুলি খুঁজে বার করা। এইসব অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে তোমার স্বামী সুলেমান আবদাল্লা ওরফে রামচাঁদ খেমপ্রকাশ খুন হন। তার হত্যাকারী কে ? অসকার বারগাঞ্জা না অন্য কেউ ? আমরা অনুমান করছি অসকার বারগাঞ্জা তোমার স্বামীকে খুন করেছেন। তারই

প্রতিশোধ নেবার জন্যে তুমি লোটল সর্দার এবং অরুণদাসকে উত্তেজিত করেছিলে যেন তারা অস্কার বারগাঞ্জার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নে'ন।

যাক্ ইয়াসমিন, না তোমাকে শিরীন নামেই ডাকবো তুমি বলছ আমি তোমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছি। না, ব্ল্যাকমেল আমি করি না। তবে আমি তোমার কাছে ইয়াসমিন আবদাল্লার ডায়েরীর খানিকটা অংশ পড়ে শোনাতে চাই। 'এ' ডায়েরী যিনি লিখেছিলেন তিনি তোমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন। এ ছাড়া তোমার ডায়েরীও পড়ব। এর খানিকটা অংশ তোমাকে শোনাব।

না, না এসব মিথ্যা কথা...আমি জানি আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছেন। আপনার অনুচররা আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার জন্যে মিথ্যা কথা বলে "লাভার্স গ্রীলে" নিয়ে গিয়েছিল। আপনার পেশা হল 'ব্ল্যাকমেলিং'।

ঃ তুমি ঠিক বলছ শিরীন। লোকের মুখ থেকে কথা বার করা অর্থাৎ স্বীকারোক্তি আদায় করা হল আমার পেশা। তবে এই স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য আমি কাউকে ব্ল্যাকমেল করি না। আমার খবর বার করার নিয়ম হল জল ঘোলা করা। পরে ঘোলা জল থেকে জলের নিচে যে ময়লা বেরিয়ে আসে সেই ময়লা কে ভিত্তি করেই আমি আমার তদন্ত করি। আর যদি জলঘোলা না থাকে অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য কোন খবর যদি না পাওয়া যায় তাহলে খবর বার করবার জন্যে একটা গোলমাল সৃষ্টি করি। অর্থাৎ জল ঘোলা করি। পরে সেই গোলমাল থেকে সত্যি কথা বেরিয়ে আসে। যাই হোক মিস্ ইয়াসমিন বা শিরীন ভাট তুমি তোমার প্রেমিককে বাহুডোরে ধরে রাখতে পার নি। ব্যর্থ হয়েছে।

ঃ তুমি এখনও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোন মেয়ে যদি কোন পুরুষকে এত ভালোবাসে এবং সেই ভালোবাসা যদি গভীর হয় তাহলে প্রেমিকা দরকার হলে প্রেমিককে খুন করতে পারে। তুমি যদি তোমার প্রেমিককে খুন করতে চাও তাহলে আমি তার দিন তারিখ ঠিক করে দেব।

একটু ধৈর্য্য ধরো...শিরীন যেন বায়রনের কথাগুলি বুঝতে পারল না। কী বলছে বায়রন ? এসব কথার মানে কী ?

বায়রন হেসে বলল ঃ ঠিক বুঝতে পারবে না আমি কী বলছি ? তুমি হয়তো আদৌ কল্পনা করনি তোমার প্রেমিক আবু মুসা জমিলাকে কিংবা অন্য কোন মেয়েকে নিয়ে বিদেশে যায় নি। আবু মুসা এই শহরে মানে বোম্বাইতে আছে। একথা তুমি জানো। মনে পড়ে অর্থাৎ তোমার ডায়েরী অনুযায়ী এয়ারপোর্টে তুমি একটি অতি-পরিচিত ঘনিষ্ঠ লোকের দেখা পেয়েছিলে। বোম্বাই শহরে তুমি যে এই লোকটির দেখা পাবে কখনই তা আশা করো নি। তোমার মনে হল স্বপ্ন দেখছো। তাই নয় কী ? লোকটিকে তুমি এতো কাছে দেখেছ যে সহজে সে তোমাকে কেউ কাউকে এড়াতে পারে নি। এই লোকটিই ছিল আবু মুসা।

আবু মুসাকে দেখে তোমার মনে খুন করার ইচ্ছা জেগে উঠল।

ইয়াসমিন আবদাল্লা আবু মুসাই হল আজকের আমাদের কাহিনীর প্রধান নায়ক। একটু দেরী করো শিগ্গিরই আমি তোমার প্রেমিককে খুন করবার দিন তারিখ ঠিক করে দেবো। সেদিনই তুমি এই আবু মুসার আসল পরিচয় পাবে। তখন তুমি তোমার প্রতিশোধ নিতে পারবে।

* * *

সেদিন রাত্রে প্রায় দশটার সময় রতন বিলমোরিয়া বায়রনকে টেলিফোন করলেন। কী ব্যাপার? এত রাত্রে! বায়রন জিজ্ঞেস করল।

ঃ তোমাকে একটি জরুরী কথা বলতে চাই বায়রন—রতন বিলমোরিয়া বললেন। বিকেলে তোমার দপ্তরে টেলিফোন করছিলাম। তুমি ছিলে না। তুমি এক্ষুনি আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো। রতন বিলমোরিয়া পেডার রোডে থাকতেন। তার ওখানে গিয়ে বায়রনের পৌঁছাতে প্রায় আধঘণ্টা সময় নিল।

ঃ আপনি আমাকে এত রাত্রে স্মরণ করলেন কেন মিঃ বিলমোরিয়া?

একটু চুপ করে থেকে রতন বিলমোরিয়া বললেন ঃ আমার কাহিনী দীর্ঘ, সব কথা বলা সম্ভব হবে না।

কিছুটা বলতে পারবো—সম্পূর্ণ নয়।

ঃ অর্থাৎ আপনার ক্লায়েন্ট মিসেস জাভেরী আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তার বেশি কিছু বলবেন না। একথা আমি আগেই জানতাম।

বায়রনের কথা শুনে রতন বিলমোরিয়া অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার মনের কথা জানলে কী করে?

কারণ, ডলি জাভেরী আপনাকে ডেকে যে নতুন একটা নির্দেশ দেবেন একটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। এবার বলুন উনি কি নির্দেশ দিয়েছেন?

ঃ আমরা ডলি জাভেরীকে চিনতে ভুল করেছিলাম। কারণ আমরা ওকে যা ভেবেছিলাম উনি তার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী। আজ সকালে উনি যখন আমাকে ডেকে পাঠালেন তখন আমি ভেবেছিলাম উনি হয়ত তার মৃত স্বামীর জন্যে কান্নাকাটি করবেন। কিন্তু তার মনে স্বামীর মৃত্যুর জন্য কোন দুঃখ দেখতে পেলাম না। বরং উনি আমাকে বললেন যে অস্কার বারগাঞ্জার হত্যার রাত্রে উনি 'ডন জুয়ান" লাক্সারি বোটে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে উনি আরো বললেন যে, তুমি একথা জানো। আরো বললেন যে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি এমন সব তথ্য দেবেন যার থেকে প্রমাণিত হবে অরুণদাস আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালিয়েছিল, কারণ, গুলি চালান ছাড়া অরুণদাসের অন্য কোন পথ ছিল না।

বায়রন চুপ করে রতন বিলমোরিয়ার কথাগুলি শুনল। কোন জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না।

এবার রতন বিলমোরিয়া জিজ্ঞেস করলেন ঃ অরুণদাস নির্দোষ, এমন কোন তথ্য বা প্রমাণ তুমি কী সংগ্রহ করতে পারবে? কেসটি জটিল, বায়রন, সমস্ত তথ্য নির্ভুল এবং সত্য হওয়া চাই।

যদি অন্য ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে এ কেসটি আরো দুর্বল হবে ..

একটু ভেবে রতন বিলমোরিয়া আবার বলতে লাগলেন, শোন বায়রন— অরুণের নির্দোষিতা সম্বন্ধে তোমার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে তুমি এ কেস থেকে "রিজাইন" করতে পারো। কেস পরিচালনার দায়িত্ব মিসেস জাভেরীর হাতে তুলে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

ঃ অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন তথ্য এবং প্রমাণগুলির চাইতে জজ সাহেব মিসেস জাভেরীর কথাগুলি বেশি বিশ্বাস করবেন। অর্থাৎ অরুণ আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালিয়েছিল। আর এই কথাটি বলবার জন্যই আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ঃ না, উনি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকার চেক দিয়েছিলেন। উনি বলেছেন, আমি যেন তোমার কাছ থেকে ঐ টাকার হিসাবটা নিই।

এবং উনি আপনাকে আরো বলেছেন যে এই হিসাব পাবার পর আমাকে যেন এই কেস থেকে ছুটি দে'য়া হয়।

ঃ ঠিক বলেছো। তুমি এত কথা জানলে কী করে ?

আমি যে ভবিষ্যত বলতে পারি মিঃ বিলমোরিয়া। মিসেস জাভেরী যদি আমার কাছ থেকে সব তথ্য গোপন রাখেন তাহলে আমি কী করবো ? মিসেস জাভেরী ভাবেন আমি যদি পুরো ঘটনা জানতে পারি তাহলে হয়তো এমন একটা গণ্ডগোল করব, যাতে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে পড়বে। না, মিসেস জাভেরী এই কেসটাকে আরো জটিল করে তুলছেন।

তাহলে অরুণদাসকে বাঁচাবার জন্য কী করব ? চৌগুলে তো শিগ্‌গির ওকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে...।

ঃ আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আসামী নিজে এসে ধরা দেবে।

এবার চিৎকার করে বলে উঠলেন, রতন বিলমোরিয়া তুমি কী বলছ···তুমি কী স্বপ্ন দেখছ ? আমি কখনও শুনিনি খুনের আসামী কসে বলবে...আমি নিজের হাতে খুন করেছি। আমার গলায় দড়ি ঝোলাও।

ঃ হ্যাঁ, আসামী নিজে ধরা দেবে। যাক মিঃ বিলমোরিয়া আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, সেই প্রশ্ন হল ডলি জাভেরী কী তার একাউণ্ট থেকে কোন টাকা তুলেছেন।

হ্যাঁ...। একথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। উনি আজ ওর একাউণ্ট থেকে কুড়ি লাখ টাকা তুলেছেন, বললেন যে, কাল টাকাটা ওর খুব দরকার।

বায়রন টাকার অঙ্ক শুনে চমকে উঠল।

এবার বায়রন তার অতীতের স্মৃতিচারণ করল, বলল ঃ মিঃ বিলমোরিয়া প্রথমে যখন মাধবন শংকর, আপনি এবং আমি দিল্লির এক ককটেল পার্টিতে একটা কেসের সমস্যা সমাধান নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলাম, আপনি তখন আমাদের বলেছিলেন যে বিখ্যাত ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরীর ছেলে তার

বাপের কাছে চিঠি লিখে টাকা নিচ্ছে, এবং আপনারা সন্দেহ করেছিলেন যে এর পিছনে নিশ্চয় কোন ব্ল্যাকমেলারের হাত আছে। আপনি এবং আপনার ক্লায়েণ্ট জানতে চেয়েছিলেন এই ব্ল্যাকমেলার কে ? সেই খবর কী অনুসন্ধান করে বের করতে পারবে ?

হ্যাঁ, রতন বিলমোরিয়া ছোট জবাব দিলেন।

না, মিঃ বিলমোরিয়া আমি তদন্ত করে দেখলাম কেসটি খুন কিংবা ব্ল্যাক-মেলিং-এর কেস নয়। কেসটি খুবই রহস্যজনক।

এ-কেসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক গোপন তথ্য। কারণ, এদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একথাগুলি জানা দরকার। এ হল রেপ, মার্ডার, ব্ল্যাকমেলিং স্মাগলিং, মেয়ে বেচা-কেনা, আর্মস স্মাগলিং এবং সবশেষে উল্লেখযোগ্য হল স্পাইং-এর কাজ-কারবার। আজ দেশের চারদিকে সন্ত্রাসবাদীরা কাজ করছে। তাদের সাহায্য করছে কে ? এইসব ঘটনার তদন্ত করতে সময়ের দরকার।

তুমি কবে এই কেসের তদন্ত শেষ করতে পারবে—রতন বিলমোরিয়া উৎসুকী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

কাল কিংবা পরশু আমি আর একটা খবর পাবার আশা করছি—তারপরেই জাল গোটাবো। আপনি মিসেস ডলি জাভেরীকে বলবেন, উনি যেন ব্যস্ত না হন। তাহলে কেস আরো জটিল হবে। আর একটা কথা বলব। আমার এক প্রিয়তমা বান্ধবী শবনমের বিয়ে উপলক্ষে আমি কাল বিকাল পাঁচটার সময় এক ছোট চায়ের পার্টির আয়োজন করেছি। আপনার এই পার্টিতে নিমন্ত্রণ রইল। আপনি আসবেন কিন্তু। ডলি জাভেরীকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমার নরীম্যান পয়েণ্টের ফ্ল্যাটে। ওর আসা আবশ্যক।

রতন বিলমোরিয়া বললেন, ধরো যদি ডলি জাভেরী, না আসেন ?

আমি চৌগুলেকে বলেছি, উনিও থাকবেন। আর শুনুন, ডলি জাভেরী আগুন নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন। উনি জানেন না আমার সঙ্গে অসহযোগিতা করে উনি কী বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন। বলবেন যে, ওর পক্ষে এ কেস হল তার জীবন-মরনের খেলা। তাই ওর আসা চাই-চাই, এই পার্টিতে আমার অনেক বন্ধু আসবেন। আমি ওদের সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবো। বিশেষ করে আমার বান্ধবী ও তার হবু স্বামীকে দেখলে আপনি এবং মিসেস জাভেরী খুশি হবেন। আমার বান্ধবী হল বোম্বাই-এর সেক্স কুইন একেবারে 'ক্লিউপেট্রা'।

এই বলে বায়রন রতন বিলমোরিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

* * *

ডালিং আমি বায়রন বলছি—বায়রন মাঝপথ থেকে শবনমকে টেলিফোন করল। তুমি কী করছ ?

ঃ কী আর করব ? জিনিসপত্র প্যাক করছি। কাল রাত এগারটার সময় আমাদের লণ্ডনে যাবার প্লেন, শবনম জবাব দিল। ডার্লিং তুমি শেরটনের

বারে একা বসে ড্রিংক করছ না ইভন কিংবা আলবেলা তোমার সঙ্গে আছে। ঐ দস্যি মেয়েগুলি যদি তোমার সঙ্গে না থাকে তাহলে ভোর চারটের আগেই তুমি আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো। খুব ভালো হবে। দীপচাঁদ বলেছেন, আজ ওর এক দিল্লীর বান্ধবীর সঙ্গে ডিনার খাবে, ড্রিংক করবে, এবং পরে ড্যান্স করবে। বলেছো তো তিনটে চারটের সময় বাড়ি ফিরবে। আমার মনে হয় তিনটার আগে যে বাড়ি ফিরতে পারবে না। তুমি তো জানো বায়রন, বোম্বাইয়ের মেয়েগুলো দীপচাঁদকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আর করবেই না কেন? দীপচাঁদ দেখতে সত্যি খুব সুন্দর। তুমি এক্ষুনি আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো। তুমি আমি বসে গল্প করব, প্রেম করব। এদেশ থেকে বিদায় নেবার আগে আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে একটু নিরিবিলিতে গল্পগুজব করব।

এবার আমার দেরী হবে না, বায়রণ ছোট জবাব দিল।

'এরোজ' সিনেমার পেছনেই ছিল শবনমের ফ্ল্যাট। দোতলায় ঘর। বায়রন হেঁটেই ওর ফ্ল্যাটে চলে গেল।

বায়রন, ডার্লিং দেখ কী চেয়েছিলাম, কী পেলাম। চাইলাম তোমাকেঃ পেলাম দীপচাঁদকে, শবনম বায়রনকে জড়িয়ে ধরল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শবনম আবার আবার বলতে লাগল, ডার্লিং তোমার জন্য আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। ভাবছি এবার তুমি কোন্ ডাকিনীর খপ্পরে গিয়ে পড়বে। তোমার মত ভাল লোককে পেয়ে ওরা তোমার রক্ত শুষে খাবে...

ঃ এবার বল, বিয়েটা কবে হচ্ছে? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

বিয়ে, বিয়ে বিয়ে....। সত্যি বায়রন তোমার কী হয়েছে বলোতো? তুমি দিনরাত বিয়ের স্বপ্ন দেখছ অথচ নিজে বিয়ে করছো না। না, আমি বিয়েতে একেবারেই বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি 'লিভিং টুগেদার'। বিয়ে করবো না অথচ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবো। কিন্তু দীপচাঁদ একটু রক্ষণশীল। ওর বিয়ের খুব শখ। ভাবছি আমরা প্লেনে করে লণ্ডনেই যাবো। লণ্ডনেই বিয়ে করবো, প্যারিসে হনিমুন করব। তবে ব্যাপার খারাপ দেখলে সোজা মস্কোতে দিগে ডিভোর্সের কেস ঠুকে দেবো।

এরপর গলার স্বর একটু মিষ্টি করে কলল ঃ জান বায়রন দীপচাঁদ হল এক রূপার চাঁদ। অমন সুন্দর চেহারার স্বামী তুমি কোথায় পাবে বলতো? আর কী মিষ্টি ব্যবহার? আমার যখন যে জিনিসের দরকার হয় তক্ষুনি সেই জিনিস কিনে দিচ্ছে। সেন্ট, পাউডার, শাড়ী, গয়না।

ঃ তাহলে দীপচাঁদ তোমার জন্যে প্রচুর পয়সা খরচ করছে...। বায়রন বলল।

হ্যাঁ, ডার্লিং, আমি এসব প্রেজেন্ট চাই না। আমি কী চেয়েছিলাম জানো? তোমাকে? মাই সুইট ডার্লিং বায়রনকে। আই লাভ ইউ বায়রন, কিস্ মী।

তুমি বলছ কী? পরশু দিন তুমি অন্যের বউ হবে। আর আজ তুমি আমাকে চুমু খেতে বলছ।

না, ডার্লিং, আমি যাকেই বিয়ে করি না কেন ? আমি চিরকালই তোমারই থাকবো। যাক, তোমাকে একটা গোপন কথা বলব, কাউকে বলবো না। প্রমিস ?

প্রমিস—বায়রন জোর গলায় জবাব দিল।

ঃ শোন প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম, পরশু কিংবা তার পরের দিন লণ্ডনে যাব। কাল থেকে দীপচাঁদের কী হল বুঝতে পারছি না ··কাল সারা রাত্রি ধরে "টাইমস অব্ ইণ্ডিয়ার' বিজ্ঞাপনের পাতা পড়ল। তারপর কী জানি হিসেব করল। পরে বলল ··ডার্লিং আমি এবার লটারী জিতেছি ! বেশ কয়েক লাখ টাকার প্রাইজ। সত্যি কী মজার ব্যাপার হবে। ভাবছি এতগুলি টাকা নিয়ে কী করব ?

তারপরে আজ সকালে উঠে আমাকে বলল ঃ ডার্লিং ভেবেছিলাম দুদিন পরে যাবো। কিন্তু লাটারীর টাকা পাবার পর ঠিক করছি কালই রাত এগারটার প্লেনে লণ্ডনে যাবো। বলেছে আগামীকাল টাকা পেলে টিকিট কেটে আনবে। আমাদের দুজনেরই পাশপোর্ট রেডি। লণ্ডনে গিয়ে নতুন নামে পাশপোর্ট করব। অর্থাৎ আমি হব মিসেস দীপচাঁদ অরোরা। নো মোর্ ক্যাবারে গার্ল অব্ মিড্‌নাইট ক্লাব বার।

ঃ জানো দীপচাঁদ চায় আমি যেন প্রতিদিন সেজেগুজে বসে থাকি। আর আমার ভালো সাজসজ্জা না দেখলে ভীষন রেগে যায়। তবে লোকটা একটু অসভ্য। বলে ওর নাকি 'ন্যুড্ মেয়ে দেখতে ভালো লাগে।

ঃ হয়ত তোমার দীপচাঁদ হল 'সেক্স ম্যানিয়াক।"

বায়রণের এই জবাব শবনমকে খুশি করল কিনা বোঝা গেল না। মুখ গম্ভীর হল।

এই জন্যেই তো আমি তোমাকে চেয়েছিলাম। তুমি হলে পারফেক্ট জেণ্টলম্যান, একেবারে চব্বিশ ক্যারাটের গোল্ড। আমি আগেই বললাম দীপ-চাঁদকে বিয়ে করছি বটে তবে আমার মনপ্রাণ তোমার জন্যেই পড়ে থাকবে। তুমি সেদিনই আমাকে ডাকবে সেদিনই আমি তোমার কাছে ছুটে চলে আসবো।

কিন্তু দীপচাঁদের কী হবে ? বায়রন এই প্রশ্ন না করে পারল না।

জাহান্নমে যাক দীপচাঁদ। তোমার কাছে দীপচাঁদ ? মণিমুক্তোর কাছে কানাকড়ি ? ওর মতো পুরুষের আবার কী মেয়ের অভাব আছে নাকি ? শুনেছি ওর অগুনতি বান্ধবী আছে। এখনও দু-তিনটে মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে এদের মধ্যে আমাকে একটু বেশি ভালোবাসে এই যা। তাইতো ওকে আমি বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। রোজ আমাকে বলছে তোমার মতো অপ্সরা, গুণী মেয়ে পাওয়া সহজ কথা নয়।

ঃ চমৎকার তাহলে আর চিন্তা করছ কেন ? বায়রণ আবার বলল, থাক তোমাকে আসল যেকথা কথা বলতে এসেছিলাম তা বলতে ভূলেই গিয়েছিলাম তোমরা তো কাল রাত্রে চলে যাচ্ছ।

বায়রন একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আধার বলতে লাগল জানি না তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে। তাই ঠিক করেছি তোমাদের জন্য কাল বিকেল পাঁচটার সময় এক চায়ের পার্টি দেব। আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ও ডেকেছি। তোমাদের দুজনের সঙ্গে ওদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবো। তোমাদের ওদের খুব ভাল লাগবে। ঐ সময়ে আমি তোমাকে একটা ডায়মণ্ডের নেকলেশ দেব। তোমার বিয়ের উপহার হিসেবে। আমার সেক্রেটারী মিরিয়ামকে বলেছি তোমার জন্য যেন একটা ডায়মণ্ডের নেকলেশ কিনে আনে।

শবনম এবার রাগের সুরে বলল ঃ সত্যি বায়রণ, তোমার এই মিরিয়ান সেক্রেটারী ভীষণ বেয়ারা। রোজ রোজ দপ্তরে এসে তোমার মন ভোলাবার চেষ্টা করবে। মিনিস্কার্ট পড়ে দপ্তরে আসে কেন? ওকে শাড়ি পড়তে বলবে। তোমার সঙ্গে যেন বেশী চলাঢলি না করে। 'স্যার' বলতে বলবে। কখনই তোমার নাম ধরে যেন না ডাকে। আর, আমি যখন তোমাকে ফোন করব মিছে কথা যেন না বলে। যখনই তোমাকে চাই, বলে তুমি দপ্তরের বাইরে গেছো।

ঃ যাক্ কাল তোমরা দুজনে আমরা চায়ের পার্টিতে আসছ তো? দীপচাঁদকে সঙ্গে করে আনবে। ওর আসা চাই। তোমাদের জন্যই কিন্তু আমি পার্টি দিচ্ছি।

শবনম্ মিষ্টি গলায় বলল—ডার্লিং তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করব। আমি অবশ্যই আসবো, দীপচাঁদও আসবে। কারণ, দীপচাঁদ তোমাকে যথেষ্ট সম্মান করে, বলে বায়রনের মতো লোক হয় না।

ঃ কাল ভোরে তোমাকে টেলিফোন করে বলব দীপচাঁদ আনতে পারবে কিনা।

দীপচাঁদ না এলে পার্টিই হবে না। দীপচাঁদই হল তোমার হবু স্বামী। তোমাদের বিয়ের জন্যই এই পার্টি দিচ্ছি। এই পার্টিতে দীপচাঁদের আসা 'মাস্ট'।

শবনম কোন চিন্তা না করেই বলল তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি আর দীপচাঁদ ঠিক বিকেল পাঁচটার মধ্যে তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হবো।

*　　*　　*

পরের দিন দপ্তরে এসে বায়রন চৌগুলেকে টেলিফোন করল। বলল ঃ ভাই আজ বিকাল পাঁচটার সময় আমার ফ্ল্যাটে একটা পার্টি আছে। আমার এক বান্ধবীর বিয়ে। সেই উপলক্ষে এই পার্টি দিচ্ছি। তোমার উপস্থিত চাই।

যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমার দু-চারজন বন্ধুকে সঙ্গে করে আনতে পারবে কী? চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন।

নিশ্চয়। তোমার বন্ধুরা আমার পার্টিতে আসবেই।

থাক্, এবার বল তোমার তদন্ত কতদূর এগোল। আমরা সামনের সপ্তাহে অরুণকে কোর্টে হাজির করব। আশা করছি আজ বিকেলের মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

ঃ আমি অবশ্য কিছু প্রমাণ করব না, বায়রন বলল। আমি কিছুই

প্রমাণ করতে চাই না। আমি শুধু সমস্ত তথ্য এবং প্রমাণ সংগ্রহ করেছি তোমার কাছে পেশ করবো। এরপর তুমি সিদ্ধান্ত নেবে অরুণদাস জাভেরী অসকার বারগাঞ্জাকে আদৌ খুন করেছে কিনা? অবশ্য কাল সকালে আমরা ছোট একটা কাজ আছে। তারপরেই ঠিক বলতে পারবো আমার তদন্ত কবে শেষ হচ্ছে।

ঃ দেখা যাক্ তুমি কী তথ্য সংগ্রহ কর? চৌগুলে জবাব দিলেন।

* * *

এরপর বায়রন মিরিয়ামকে বলল ঃ তুমি একবার অপেরা হাউসের কাছে চলে যাও। ওখানে এই নম্বরের একটা ফ্ল্যাটে শিরীন ভাট বলে একটা মেয়ে থাকে। তাকে এই চিঠি দেবে। চিঠির কোন জবাব চাই না। বায়রন শিরীনকে লিখেছিল খুনের তারিখ আজ বিকেল পাঁচটার সময়। আমার নরীম্যান পয়েণ্টের ফ্ল্যাটে। তোমার আসা চাই...চাই—

চিঠি নিয়ে মিরিয়াম চলে গেল। ঘণ্টা দুয়েক পরে মিরিয়াম ফিরে এসে বলল ঃ বলেছে আসবে তবে একটু দেরী হবে।

এরপর বায়রন দিল্লীতে আই. বী'র ডিরেক্টর মাধবন শংকর কে টেলিফোন করে বলল ঃ অপারেশনের টাইম আজ বিকেল পাঁচটা। আমার সহকারী বেঞ্জামিন ডুগডুগি সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আপনার কাছে যাচ্ছে। তবে আপনি আমার রিপোর্টের জন্য দেরী করবেন না। আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন। জাল গোটাতে বেশি দেরী করবেন না।

ঃ চমৎকার...টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে মাধবন শংকর জবাব দিলেন।

একটু পরে শবনম্ টেলিফোন করে বলল, দীপচাঁদ রাজি। বিকাল পাঁচটার সময় আমরা তোমার ফ্ল্যাটে আসব। এই টেলিফোনে কথা বলার পর বায়রন দুদিন আগের টাইস অব ইণ্ডিয়া নিয়ে বসল। একটা ক্রসওয়ার্ড পাজল তাকে শেষ করতেই হবে। ক্রসওয়ার্ড পাজল করলে তার বুদ্ধি খোলে।

চার ঘণ্টা পরে বায়রন যখন তার ক্রসওয়ার্ড পাজল শেষ করে কামরা থেকে বেরিয়ে এল তখন তার মুখে ছিল হাসি।

এবার তার সহকারী বেঞ্জামিন ডুগডুগিকে ডেকে একটি বড় ফাইল দিয়ে বলল ঃ "এটি হল একটি টপ সিক্রেট ফাইল"। আজ বিকেল চারটার প্লেনে তুমি সোজা দিল্লীতে যাবে। এই ফাইল আই. বী'র ডিরেক্টর মাধবন শংকরের তার হাতে তুলে দেবে। মনে রেখো ফাইলটি বিশেষ জরুরী।

* * *

বিকেল পাঁচটার আগে বায়রন এবং মিরিয়াম তাদের ফ্ল্যাটের বসবার ঘর সাজিয়ে নিল। খানিক পরেই অতিথিরা আসবেন। বায়রন ঘরে একটা ছোট ব্ল্যাকবোর্ডও রেখেছিল।

প্রথমে এলেন রতন বিলমোরিয়া। তিনি বললেন ঃ মিসেস জাভেরী প্রথমে আসতে চান নি। তোমার ওপর ওর অনেক রাগ আছে। বলেছেন

তোমাকে এখনও কেন তদন্তের কাজ থেকে সরানো হয় নি এই ছিল রাগের কারণ। হয়ত এই বিষয় নিয়ে আজ তিনি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন।

বায়রন হাসল, আমার কাজ শেষ হয়েছে মিঃ বিলমোরিয়া। আজকের এই পার্টির পরে আমার রিপোর্ট আপনার কাছে পেশ করবো।

এরপরে এলেন চৌগুলে। তার সঙ্গে ছিল তার আরও চারজন বন্ধু। বায়রন এদের দেখে হাসল, বলল ঃ চৌগুলে সাহেব একটা লড়াই করবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছেন।

ঠিক পাঁচটার সময় এল শবনম আর দীপচাঁদ। আজ শবনমকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। দামি শাড়ি, গয়না, শুধু তাই নয়। ফরাসী 'ওপিয়ম' সেন্টের গন্ধে সমস্ত ঘর ভরপুর হয়ে গেল। দীপচাঁদ ও খুব ভালো স্যুট, দামি টাই পড়ে এসেছিল। বায়রন মিরিয়ামকে বলল ঃ তুমি বাইরে গিয়ে ডলি জাভেরী এবং শিরীন ভাটকে অভ্যর্থনা করো। ওদের আদর আপ্যায়নে যেন কোন ত্রুটী না হয়।

শবনম বায়রনকে দেখে দৌড়ে তার কাছে ছুটে চলে এল। সবার সামনে গলা জড়িয়ে ধরে বলল ঃ মাই সুইট ডার্লিং, তুমি যে আমাদের জন্যে এই পার্টি দেবে এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি ভারী সুইট, বায়রন।

দীপচাঁদ বলল ঃ বায়রন তুমি জানো আজ রাত্রে আমরা লণ্ডনে চলে যাচ্ছি। তাই এই চা-খাবার পর্বটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ কর তাহলে খুশি হব।

বায়রন চুপ করে থেকে বলল ঃ আমার দুজন অতিথি এখনও আসেন নি। যাই হোক পার্টি শুরু করা যাক। তবে এই পার্টি শুরু করবার আগে উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই...।

এমনি সময় ঘরে ঢুকলেন ডলি জাভেরী। তিনি ঘরে ঢুকে একবার চারদিক তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। বায়রন তুমি একটা শয়তান...ডলি জাভেরী এবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। বায়রন বাঁধা দিল। বলল ঃ মিসেস জাভেরী আপনি চলে গেলে আমার পার্টি যে নষ্ট হয়ে যাবে...। আপনার কী হল? বসুন এই চেয়ারে। ডলি জাভেরীর দাঁড়াবার ক্ষমতাও ছিল না। তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন।

বায়রন এবার জোর করেই ডলি জাভেরীকে সামনের সোফা সেটে বসিয়ে দিল।

এরপরে মিরিয়াম শিরীনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একী বায়রন হাউসের প্রহসন না নাটক? তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

সেকী শিরীন তুমি এমন একচকিয়ে গেলে কেন? কোন যাত্রা কিংবা নাটক নয়। এ হল বাস্তব জীবনের নাটকের শেষ অঙ্ক...। যেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে যে প্রয়োজন হলে তুমি মানুষ খুন করতে পারো। আজ তোমাকে এখানে কেন ডেকে এনেছি জানো? একজন লোককে খুন করবার

জন্যে। পিস্তল নিয়ে তৈরী হয়ে যাও। কিন্তু এই খুন করবার আগে আমার দুটি কাজ বাকী আছে। প্রথম কাজ হল আজকের পার্টির প্রধান অতিথিদের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দে'য়া। দুই, আজ আপনাদের কাছে এমন একটি কাহিনী বলবো, সাধারণ রূপকথা নয়। বাস্তব জীবনের রূপরেখা। আমাদের দেশকে ধ্বংস করার চেষ্টা। এর পেছনে রয়েছে পাকিস্তানীদের এবং কিছু ভারতীদের সহযোগিতা।

শিরীন স্তম্ভিত হয়ে বায়রনের কথাগুলি শুনতে লাগল। বায়রন বলতে লাগল ঃ উপস্থিত মান্যবর অতিথিরা এই কাহিনীর প্রধান দুই চরিত্রের সঙ্গে আপনাদের আলাপ পরিচয় আছে। প্রথমে নায়িকার পরিচয় দে'য়া দরকার। নায়িকা হলেন আমার বান্ধবী, শবনম বোম্বাইর রূপসী মহলের 'সেক্স কুইন', আজকের কাহিনীর 'জুলিয়েট'। আপনারা হয়তো তার আসল পরিচয় জানেন, না। তিনি হলেন 'স্পাই অব দিস্ সেঞ্চুরি, মাতাহারি' অব্ ইণ্ডিয়া। অর্থাৎ এ্যান এজেন্ট ইন্ প্লেস্। স্পাই'র ভাষায় এদের বলা হয় 'মোল'।

এবার শবনম প্রতিবাদের গলায় বলে উঠল ঃ মাই ডার্লিং স্থইট হার্ট, তুমি এসব কী বলছো ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

সত্যি কথা....ওকী দীপচাঁদ তুমি কোথায় যাচ্ছো না, এখন তোমার ঘরের বাইরে যাবার কোন অধিকার নেই। কারণ, চৌগুলে এই ঘরের চারদিকে তার পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে রেখেছেন। আর তার সঙ্গে আছেন চারজন পুলিশ ইন্সপেক্টর।

...."উপস্থিত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ এবার কাহিনীর নায়কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আশাকরি, শিরীন ভাট ওরফে ইয়াসমিন আবদাল্লা তার প্রেমিক আবুমুসাকে চিনতে অসুবিধা হবে না। সেদিন তুমি যখন বোম্বাই বিমান বন্দরে তোমার প্রেমিকা আবুমুসাকে এবং তার সঙ্গে একটি ফুটন্ত গোলাপকে দেখতে পেলে তখন তুমি তাকে খুন করতে চেয়েছিলে। আজ তোমার চোখের সামনে দেখতে পাবে ঐ ফুটন্ত গোলাপ এবং তোমার প্রেমিককে।

কিন্তু তুমি ওকে খুন করবার আগে আমি উপস্থিত সবাইকে বলবো তুমি কেন ওকে খুন করতে চাও।

মিসেস্ জাভেরী আপনারও নিশ্চয় বসন্ত সাহনী কিংবা যিনি আপনার কাছে 'গোলাপ' বলে পরিচিত দিয়েছিলেন তাকে চিনতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ঘরে ঢুকেই আপনি বসন্ত সাহনীকে দেখে প্রায় বেঁহুশ হয়েগিয়েছিলেন। পরে সামলে নিয়েছিলেন। আপনি আমাকে সন্দেহ করেছিলেন বটে তবে বুঝতে পারেন নি আমি কোন্ দিক থেকে আমার আক্রমণ শুরু করবো।

এই কাহিনীর নায়িকা শবনমকে 'মাতাহারি' কিংবা যিনি ছিলেন আমার প্রধান স্পাই, তারই সাহায্য নিয়ে আমি এই তদন্ত শেষ করেছি এবং এই রহস্যের সমাধান করেছি। শবনম্ সাহায্য না করলে আমি পাকিস্তানী স্পাই আবু-মুসাকে গ্রেপ্তার করতে পারতাম না। কারণ শবনম ছিল আমার মাইক্রোফন,

অর্থাৎ দীপচাঁদ ঘরে এবং টেলিফোনে বন্ধুদের যা বলত কিংবা যা করত সব খবর আমাকে পৌঁছে দিত। মিসেস জাভেরী এবং শিরীন কিছুদিন আগে আপনাদের কাছে আমার তদন্তের কিছু বিবরণী দিয়েছিলাম। এইসব বিবরণীর তথ্য সংগ্রহ করতে আমাকে সাহায্য করেছিল শবনম, অর্থাৎ শবনম দীপচাঁদের প্রতিটি কাযকলাপের খবর আমার কানে পৌঁছে দিতে। তাই আমি শবনমকে আমার 'মাইক্রোফোন' বলেছি, কিন্তু শবনম আসলে হল 'মাতাহারি', সুপার স্পাই। আবুমুসা অর্থাৎ দীপচাঁদ শবনমকে শুধু বিছানার একজন সঙ্গী বলে ধরে নিয়েছিল। আর সেই মারাত্মক ভুল করেছিল বলেই আজ দীপচাঁদ আমার ফাঁদে পা দিল। দীপচাঁদ একবারও ভাবে নি সে শবনম হল আমার 'এজেন্ট'। তার কার্যকলাপের উপর নজর রাখবে বলেই শবনম দীপচাঁদের সঙ্গে প্রেমের নাটকের অভিনয় করেছিল. তার বিছানার সঙ্গী হয়নি। শবনম শুধু দীপচাঁদের যৌন খিদে জাগিয়ে রেখেছিল। আর শিরীন, তুমি বহুবার আবুমুসার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল, তাই তুমি জান আবুমুসার যৌন জীবন কী রকম তীব্র। তুমি ভেবেছিলে তুমি আবুমুসার চিরকালের জন্যে শয্যাসঙ্গী হবে। আবুমুসা সেই পাত্র নয়। কোন মেয়ের কাছে ধরা দেবার পাত্র সে নয়। তোমাকে এড়াবার জন্য সে একটা বড় কাজের দায়িত্ব নিয়ে ভারতে চলে এসেছিল। একাজে সফল হলে সে পাকিস্তানের আই-বীর ডিরেক্টর হতো। কিন্তু শবনম তুমি তার স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আর একটা কথা বলবো, যেদিন "লাভার্স গ্রীলে" শিরীনকে ব্যস্ত রেখে আমি তার ঘর সার্চ করে আমি তিনটি মূল্যবান জিনিস পেয়েছিলাম। একটি ছিল শিরীনের আসল পরিচয়, অর্থাৎ তার নাম হল ইয়াসমিন আবদাল্লা। দুই, অনেক কাগজের মধ্যে আবুমুসার অল্প বয়সের একটি ছবিও পেয়েছিলাম। সেই ছবির সঙ্গে আজকের আবুমুসার চেহারার খুব বেশি পার্থক্য নেই, তাই আবুমুসাকে সহজেই শনাক্ত করতে পারলাম।

প্রথম যেদিন দীপচাঁদ আমাকে বলল সে শবনমের প্রেমে পড়েছে এবং আমি যেন তার এই প্রেমের কাজ কারবারে ব্যাপারে সাহায্য করি। আমি সানন্দে এই প্রস্তাব মেনে করে নিলাম। শবনমকে ওর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলাম। শবনমকে বললাম আমার আসল শিকার হল দীপচাঁদ। জানতে চাই লোকটা কে? লোকটাকে আমি সন্দেহ করি। কিন্তু আবুমুসা তার আসল পরিচয় ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে। আমার চোখে সে ধুলো দিতে পারে নি। তাই দীপচাঁদের ঘরে এক নারী 'মাইক্রোফোন' বসালাম। তার সমস্ত খবরাখবর শবনম সাইফার কোডের মাধ্যমে আমাকে জানাতো।

এই কাহিনী আপনারা সবাই জানেন বাড়ির গোপন খবর বাইরের লোককে দেয় কে বাড়ির ঝি। আপনার স্ত্রীকে একটা গোপন কথা বলুন, তক্ষুনি সেই খবর পাড়ায় রটে যাবে। অথাৎ মহিলারাই হলেন মাইক্রোফোন।

এবার কাহিনীটি আর একটু বিস্তারিত করে বলা দরকার।

আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর খবর পেল

যে তাদের কাশ্মীরে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্ল্যানের খবর এবং সৈন্য-বাহিনী পরিচালনার খবর পাকিস্তান সরকার পাচ্ছে। নিশ্চয় কেউ ভারত সরকারের গোপন খবর পাকিস্তানী স্পাইদের কাছে বিক্রি করছে। পরে একটা খবরে জানা গেল যে, পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ বন্ধ করবার ব্যাপারে ভারত সরকার যেসব "অতি গোপনীয় কিংবা টপ সিক্রেট" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন সেইসব খবরও পাকিস্তান ও উগ্রপন্থীদের কাছে দে'য়া হচ্ছে। এইসব খবর ছাড়াও প্রতিরক্ষা দপ্তরের আর্মস কিনবার সংবাদও পাকিস্তানের এবং বিদেশি সরকারের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এখানেই দেশ-দ্রোহিতার কাজের ইতি ঘটল না। বিদেশ থেকে অতি আধুনিক অস্ত্র এবং ড্রাগস স্মাগল করে এদেশে আনা হচ্ছে। কে এই সমস্ত ড্রাগস স্মাগল করছে তার তদন্তের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী আই-বী'র ডিরেক্টর মাধবন শংকরকে দিয়েছিলেন। এবারে আমি বলবো আমি কী করে এই তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম।

কিছুদিন তদন্ত করবার পর মাধবন শংকর বুঝতে পারলেন যে, গোপনীয় খবর বিদেশ মন্ত্রনালয়ের কিংবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের কোন কর্মচারী পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করছে। এই সময়ে আর একটি খবরে মাধবন শংকর বিচলিত হলেন। ভারত সরকারের কোড সাইফারের বই নিশ্চয় কেউ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছে। ইয়াসমিন আবদাল্লা বলবেন কী করে কোড সাইফারের বই পাকিস্তানীরা চুরি করেছিল। ভারত সরকারের ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ খুলে পাকিস্তান ইনটেলি-জেন্স বিভাগ কোড সাইফারের বই, প্যাড চুরি করেছিল।

ঃ এবার আমার এই তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার কাহিনী বলছি। একদিন দিল্লীর এক কক্‌টেল পার্টিতে মাধবন শংকর, আমি এবং বোম্বাই-এর বিখ্যাত সলিসিটাস্ রতন বিলমোরিয়া উপস্থিত ছিলাম। রতন বিলমোরিয়া হলেন মাধবন শংকরের বিশেষ বন্ধু।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে তার এক ক্লায়েন্ট বোম্বাই-এর বিখ্যাত ব্যবসায়ী জমনাদাস জাভেরীর ছেলে অরুণদাস জাভেরী হালে ড্রাগস খেতে শুরু করেছে। ছেলে বাপকে নিয়মিত ভাবে ব্ল্যাকমেল করছে এবং প্রচুর টাকা আদায় করছে। এই ব্ল্যাকমেল কে করছে? রতন বিলমোরিয়া এই ব্ল্যাকমেলারদের নাম জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই কাজের দায়িত্ব আমাকে দে'য়া হল। বলা হল একাজের জন্য আমাকে সপ্তাহে পাঁচহাজার টাকা দে'য়া হবে। মিসেস জাভেরী অবশ্য আমার এই তদন্তে নিয়োগের আসল কারণ জানতেন না।

আমি তদন্ত শুরু করলাম, প্রথমে জানবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে জানবার চেষ্টা করলাম বোমম্বাই-য়ের সব চাইতে বড় ড্রাগ পেডলার কে এবং কোথায় ড্রাগস বিক্রি করা হয়।

জানতে পারলাম যে মঞ্জিল নামে এক ড্রাগ পেডলার বোম্বাই-এর ছেলে-মেয়েদের স্কুলের সামনে ড্রাগস বিক্রি করে থাকে। খোঁজ করে আরো জানতে পারলাম যে মঞ্জিল কোন এক সময়ে জমনাদাস জাভেরীর কোম্পানীতে অরুণদাস

জাভেরীর অধীনে কাজ করত। শুধু তাই নয়, মঙ্গল হল থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবের একজন অংশীদার। ক্লাবটি ড্রাগ স্মাগলারসদের আড্ডা।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটল। একদিন আমি শবনমকে নিয়ে বোম্বাই-এর মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে গিয়েছিলাম। শবনমের পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার তীব্র ক্ষমতা ছিল। তার প্রলোভনীয় চাউনি কেউ এড়াতে পারত না। ঐ রেসকোর্সে দীপচাঁদ নামে এক বড় জুয়ারীর দৃষ্টি পড়ল শবনমের উপর।

দীপচাঁদ এবার থেকে শবনমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করল। সে আকার ইঙ্গিতে বোঝালো যে সে শবনমকে ভালোবাসে। দীপচাঁদ তার সঙ্গে দু-একবার আলাপ-জমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। শেষে সে আমাকে বলল যে সে শবনমকে বিয়ে করতে চায়। এ ব্যাপারে সে আমার সাহায্য চাইল। সে জানতে পেরেছিল যে আমার উপর শবনমের অনুরাগ ছিল হঠাৎ আমার মনে হল যদি শবনমকে ইনফরমার হিসেবে ব্যবহার করি এবং শবনম যদি দীপচাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তাহলে শবনম দীপচাঁদের জীবনের অনেক গোপন তথ্য বার করতে পারবে। ঐ সব খবর আমার জানবার প্রয়োজন আছে। রেসকোর্সে দীপচাঁদ যে পরিমাণ টাকা খরচ করত তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমি ছিলাম তার মধ্যে একজন। আমার জানতে ইচ্ছা হল দীপচাঁদ লোকটি কী করে এত টাকা খরচ করে? আমি আমার সন্দেহের কথা মাধবন শংকরকে জানালাম। আরো জানালাম দীপচাঁদের সম্পূর্ণ জীবনী এবং কাজকর্ম, তদন্ত করে দেখা দরকার।

ঃ কী করে করবে? মাধবন শংকর জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ স্যার, ওর কাছ থেকে খবর বার করার জন্য একটা অভিনব পন্থা আমি অবলম্বন করেছি। এই কাজের জন্য আমি একটি মেয়েকে মাইক্রোফোন হিসেবে ব্যবহার করব। দীপচাঁদ তার দুর্বল মুহূর্তে সব গোপন কথাই মেয়েটির কাছে বলবে। সে সারাদিনে কী কাজ করে, কার সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা হয়, সব খবরই জানতে পারব।

চমৎকার আইডিয়া, তুমি তোমার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করে যাও।

আমি দীপচাদের সঙ্গে শবনমের ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেমের কাজ-কারবারে সাহায্য করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আমি তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম অরুণদাস জাভেরীর কিছু খবর।

দীপচাঁদ বলল: আমি যদি থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ক্লাবে গিয়ে অসংকার বারগাঞ্জার সঙ্গে কথা বলি তাহলে আমি জানতে পারবো অরুণ কোথায় আছে? কারণ, অসংকার বারগাঞ্জা হল বোম্বাই-এর সব চাইতে বড় শয়তান। এরমধ্যে শবনমের কাছ থেকে দীপচাঁদ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় খবর পেলাম। দীপচাঁদের কাজ-কারবার, টেলিফোনে আলাপ-আলোচনা সবই ছিল সন্দেহজনক। শবনম এইসব খবর আমাকে দিল।

ঃ তুমি কী মনে কর ? আমি শবনমকে জিজ্ঞেস করলাম।

কিছুই মনে করি না। তবে এ পর্যন্ত যে খবর পেয়েছি সেই থেকে আমার মনে হয় দীপচাঁদের অতীত জানা দরকার। তার জীবন সত্যিই রহস্য-জনক।

বললাম ঃ এ কাজ তুমিই ভাল করে করতে পারবে।

ঃ বেশ ! এই বলে শবনম দীপচাঁদের কাছ থেকে খবর বার করবার জন্যে একটি নতুন পন্থা আবিস্কার করল। সে দীপচাঁদের দেহে 'সেক্স এবং উত্তেজনা' সৃষ্টি করল কিন্তু দীপচাঁদের মনের বাসনার কোন ইচ্ছাই সে পূরণ করল না। অতএব দীপচাঁদের শবনমকে তার হাতের মুঠোয় ধরে রাখবার চেষ্টা আরো বাড়ল। কারণ, সে তার অতৃপ্ত জীবনকে শান্ত করতে চায়। আজ অবধি কোন মেয়েই দীপচাঁদের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

এবার আরো তিন-চারটি ঘটনা বলা দরকার। একদিন মাধবন শংকর একজন অপরিচিতের কাছ থেকে একটি গোপন চিঠি পেলেন। এই চিঠিতে লেখা হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনেক গোপন খবর বিদেশ সরকারের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এই পত্র লেখকের নাম ছিল "ভিক্টর"। এই "ভিক্টর" কে ? ঠিক হল এই "ভিক্টর" বোম্বাইতে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমি সে আশায় দিন গুনতে লাগলাম।

এবার অস্কার বারগাঞ্জা কে তা জানবার চেষ্টা করলাম। জানতে পারলাম অস্কার বারগাঞ্জা হল "বোম্বাই"-এর কালো বাজারের এবং রেসকোর্সের এক বড় সর্দার। গোয়ানীজ, বিভিন্ন ধরনের নোংরা কাজ করে থাকে। খুন, স্মাগলিং- ব্ল্যাকমেলিং করে থাকে। আজ অরুণ এর হাতের মুঠোয়। তার মাধ্যমে ড্রাগস বোম্বাই-য়ের বিভিন্ন স্কুলে বিক্রি করা হয়। এইসব ড্রাগস বিদেশ থেকে স্মাগল করে আনা হয়। স্মাগল করবার জন্য অস্কার বারগাঞ্জা "ডন জুয়ান" নামে একটি লাক্সারী বোট বোম্বাই শহরতলী ভিয়াণ্ডিতে রাখা হয়েছে। এই বোটে করে অস্কার বারগাঞ্জা মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে বিদেশি জাহাজ থেকে ড্রাগসের বাক্স নিয়ে আসে। পরে এইসব ড্রগস ভিয়াণ্ডির একটি পড়ো বাড়িতে রাখা হয়।

এই বাড়িতে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার সহকারী কিষেণচাঁদ নিহত হল। কিন্তু পরে আমি যখন গিয়ে কিষেণচাঁদের মৃতদেহ দেখতে পেলাম তখন তার হাতে দেখলাম একটি রুমাল যার মধ্যে "D" শব্দটি লেখা ছিল। এই "D," কার নামের আদ্যাক্ষর। দীপচাঁদের না ডলি জাভেরীর। এই ছিল আমার প্রশ্ন। এবার সমস্ত ঘটনা আরো পরিষ্কার করে বলার জন্য আমাকে জাভেরী পরিবারের সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে।

জমনাদাস জাভেরী বোম্বাইর বিখ্যাত একজন ব্যবসায়ী এবং দিল্লির সরকারের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ঘটনাচক্রে তিনি তিনি পাকিস্তানের স্পাই চক্রের হাতের শিকার হলেন, তার প্রথম স্ত্রী আশা জাভেরী মন্টিকার্লোতে

রুলেট খেলতে গিয়ে প্রচুর টাকা হেরেছিলেন। আশা জাভেরী ঐখানে বসন্ত সাহনী নামে একটি লোকের কাছ থেকে প্রচুর টাকা ধার করেছিলেন। বসন্ত সাহনী ছিলেন পাকিস্তানের একজন স্পাই। এটা ছিল তার ছদ্মনাম। আসল নাম ছিল 'আবুমুসা। জমনাদাস জাভেরী স্ত্রীর জুয়াখেলায় বাধা দিতে পারলেন না। ঐ সময়ে মণ্টিকার্লোতে রায়চাঁদ মালহোত্রা নামে ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির-এর একজন বড় সরকারী চাকুরের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হল। রায়চাঁদ মালহোত্রাও বসন্ত সাহনীর কাছ থেকেও প্রচুর টাকা ঋণ করে কাসিনোতে রুলেট খেলেছিলেন। কিন্তু তিনি সব টাকাই হেরেছিলেন।

কাসিনোতে জুয়োখেলার সময় রায়চাঁদ মালহোত্রা বসন্ত সাহনী এবং জমনাদাস জাভেরী এক যৌথ ব্যবসা শুরু করবার বিষয় দিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। রায়চাঁদ মালহোত্রা বললেন কাঁচা পয়সা বানাবার সব চাইতে সহজ উপায় হল এদেশে অস্ত্র আমদানী করে সেই অস্ত্র ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির কাছে বিক্রি করা! রায়চাঁদ মালহোত্রা জানতেন দেশের সরকারের কী ধরনের অস্ত্রের দরকার হয়, কিংবা ভবিষ্যৎ হবে। তিনি এই সব খবর জমনাদাস জাভেরীকে দেবেন এবং সেই ফর্দ অনুযায়ী এদেশে মাল আমদানী করা হবে এবং সরকারের কাছে ঐ অস্ত্র বিক্রী করা হবে। এই প্ল্যানটি আবুমুসাই রায়চাঁদ মালহোত্রার কাছে বিক্রী করেছিলেন। অস্ত্রগুলি চাঁদনীমল জুয়েলারি ফার্মের আর একটি ফার্মের নামে আমদানী করা হবে। ঐ ফার্মের প্রধান অংশীদার ছিলেন জমনাদাস জাভেরী। এ ছাড়া স্থির হল যে বিদেশ থেকে এই অস্ত্র ক্রয় এবং এদেশে আমদানি করবেন, বসন্ত সাহনী অর্থাৎ আবুমুসা। পরে বিক্রীর টাকা বসন্ত সাহনী পাবেন। অবশ্যি বিক্রীর কমিশন জমনাদাস জাভেরী পাবেন। এ ছাড়া রায়চাঁদ মালহোত্রা গোপন খবর বিক্রী করবার জন্যে রায়চাঁদ মালহোত্রাকে দেওয়া হবে। এই ভাবে এই অস্ত্র আমদানী এবং বিক্রীর কাজ করবার পুরো দায়িত্ব পাকিস্তানী স্পাইচক্রের হাতে চলে গেল। আর সেই চক্রের' একজন প্রধান নায়ক হলেন মুহম্মদ ইকবাল। কিন্তু যে কথা জমনাদাস জাভেরী কিংবা রায়চাঁদ মালহোত্রা জানতে পারলেন না যে এই অস্ত্র সরকারের প্রয়োজনের চাইতে বেশি আমদানী করা হচ্ছিল অর্থাৎ অনেক বেশি আমদানী করা হচ্ছিল। এবং কি অস্ত্র বিক্রীর টাকা দিয়ে পাকিস্তানী স্পাইচক্র ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে গোপন খবর কিনছিল।

আমরা জানি চাঁদনীমল জুয়েলার ফার্মের আরো দুজন মালিক ছিলেন রামচাঁদ খেমপ্রকাশ এবং দুলিচাঁদ নানকানী। এবং দুজনেই, রামচাঁদ খেমপ্রকাশ এবং ও দুলিচাঁদ নানকানী, ছিলেন পকিস্তানের এজেন্ট। এদের আসল নাম ছিল সুলেমান আবদাল্লা এবং আকবর আলি। আকবর আলি কিন্তু আসলে ছিলেন বৃটিশ এজেন্ট। তিনি পাকিস্তানের বড় বড় ড্রাগস এজেন্টদের কাজকর্মের খবর জানবার জন্যে পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের ভেতরে ঢুকে পড়ে তাদের কাজকর্মের খবর নিচ্ছিলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খাতায় তার নাম লেখা ছিল

"ভিক্টর।" তাকে বলা হয়েছিল বিপদ দেখলে সে যেন ভারত সরকারের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে আত্মসমর্পন করে। ভিক্টর একদিন জানতে পারলেন যে পাকিস্তানের আই-বী এবং বিদেশি ইনটেলিজেন্সের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়েছে। এরমধ্যে পাকিস্তান বিদেশ ইনটেলিজেন্সে ভারতে এক বড় হাঙ্গামা আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদের প্ল্যান করেছে। কিন্তু পাকিস্তানী আইবীর ডিরেক্টর বজলুর রহমান এই আন্দোলনের পুরো নেতৃত্ব নিতে চান।

ভিক্টর এবার পাকিস্তানের স্পাইং-র কাজ কারবারের পুরো খবর এবং ভারতের কোথায় কোথায় পাকিস্তান এজেন্টরা কাজ করছে তাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করলেন। এছাড়া ভিক্টর অর্থাৎ দুলিচাঁদ নানকানী জমনাদাস জাভেরীর কাছে সমস্ত ঘটনা এবং পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের কাহিনী খুলে বললেন। জমনাদাস জাভেরী ভীষণভয় পেলেন এই সময়ে অরুণদাস জাভেরী তার বাবাকে চিঠি লিখে অর্থাৎ ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করছিল। বলছিল নইলে তোমার সব কাজ কারবারের কথা কাগজে ছেপেদেব। অবশ্যি একাজ সে অসকার বারগাঞ্জার প্রয়োচনায় করেছিল। জমনাদাস জাভেরী কী করবেন? তিনি পাকিস্তানী স্পাইং অর্গানাইজেমনের পুরোখবর অর্থাৎ তার অজ্ঞতসারে যেসব কাজ করা হচ্ছে সেই খবর জানতে পারলেন, বিপদের আশংকায় তার শরীর ভেঙ্গে পড়ল, তিনি শয্যাশায়ী হলেন। এই সময়ে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভিক্টর মাধবন শংকরকে চিঠি লিখে জানালেন পাকিস্তানের স্পাইদের নাম ঠিকানা এবং তারা কী ধরনের খবর দিচ্ছে এই সমস্ত কিছুই তিনি ভারত সরকারের কাছে তুলে দিতে দিতে রাজি আছেন। এই সব খবর দেবার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কিংবা পদক্ষেদ নেয়া হবে না। পরে ভিক্টর যখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল তখন সমস্ত ষড়যন্ত্র অনেক দূর এগিয়ে গেছে। একদিন ভিক্টর জমনাদাস জাভেরীর কাছে দুটি বড় এটাচী কেস জমা রাখলেন। জমনাদাসকে বললেন এই এটাচী কেসে অনেক গোপনীয় কাগজ আছে। এই সব কাগজে পাকিস্তানী স্পাইদের নাম ঠিকানা লেখা আছে। প্রয়োজন হলে এটাচী কেস যেন ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়া হয়। এই সব খবরের মধ্যে কোন এজেন্টকে কত টাকা করে দে'য়া হয় তার হিসাবও দেয়া আছে। এইসব স্পাইদের মধ্যে ভারত সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আর একটি এটাচী কেসে আর্মস স্মাগলিং-র বিস্তারিত খবর এবং হিসাবপত্রের কাগজ আছে।

ইতিমধ্যে আমি তদন্ত শুরু করেছিলাম। তদন্ত করে প্রথমে জানতে পারলাম অরুণদাস কেন প্রথমে ড্রাগস খেতে শুরু করেছিল। এবং 'কে' তাকে ড্রাগস সাপ্লাই করছে। একদিন অরুণ দাসের সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখা গেল। এই সুন্দরীর নাম ছিল শিরীন ভাট। কিন্তু আসলে তার নাম ছিল ইয়াসমিন আবদাল্লা। অরুণের ড্রাগস খাবার একটি প্রধান কারণ ছিল অরুণের বান্ধবী যিনি তার প্রেমিকা ছিলেন, রাতারাতি জমনাদাসকে বিয়ে করেছিলেন। কেন কেন তিনি বিয়ে করেছিলেন তার রহস্যও আমরা জানি। জমনাদাস জাভেরীর

উদ্দেশ্য ছিল তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ডলি মালহোত্রার মুখ বন্ধ করা কারণ ডলি মালহোত্রা ভিক্টর এবং জমনাদাস জাভেরীর আলাপ-আলোচনা শুনেছিলেন। জমনাদাস জাভেরী ভেবে দেখলেন ডলি মালহোত্রাকে তিনি যদি বিয়ে করেন তাহলে তার স্ত্রী কখনই স্বামীর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারবেন না। এছাড়া তার প্রথম স্ত্রী আশা জাভেরীর মৃত্যু অনেক আগেই হয়েছিল।

ডলি মালহোত্রা এই পরিস্থিতি এবং ঘটনার প্রবাহের জন্য একেবারেই তৈরী ছিলেন না। কারণ, জাভেরী পরিবারে জমনাদাস জাভেরীর স্ত্রী হয়ে আসবার কোন স্বপ্নই তিনি কখনই দেখেননি। মনে মনে ডলি জাভেরী অরুণদাসকে ভালোবাসতেন। তিনি এবার কী করবেন ? অরুণের সন্ধানে থ্রী-মাস্কেরিয়ার্স ক্লাবে গেলেন। আর সেইখানে তিনি তার এক পুরানো প্রেমিকের দেখা পেলেন। দীর্ঘদিন ধরে ডলি জাভেরী এই ভদ্রলোক তার কাছে 'গোলাপ' নামে পরিচিত ছিলেন।

'গোলাপে'র আসল:আসল নাম কী ? এর একটু ইতিহাস আছে। ডলি মালহোত্রা কলেজে পড়ার সময় দিল্লীর 'বিউটি কুইন ছিলেন। ঐ সময়ে গোলাপ তার কাছে বসন্ত সাহনী নামে পরিচিত ছিলেন। তখন ডলি স্বপ্নেও ভাবে নি যে এই বসন্ত সাহনী ছিলেন পকিস্তানের স্পাই আবুমুসা। কিন্তু বসন্ত সাহনীর হাতের মুঠোয় ছিল ডলি মালহোত্রার বাবা রায়চাঁদ মালহোত্রা। কিন্তু রায়চাঁদ মালহোত্রা জুয়ো খেলে দেনায় জর্জরিত হয়েছিলেন। এই সময়ে বসন্ত সাহনী টাকা দিয়ে রায়চাঁদ মালহোত্রাকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এই টাকা শোধ দেবার পরিবর্তে রায়চাঁদ মালহোত্রা ডিফেন্স মিনিষ্টারের সব গোপন খবর বসন্ত সাহনীকে দিতেন।

এরপর একদিন বসন্ত সাহনী ডলিকে নিয়ে পিকনিক করতে গেলেন। তার সঙ্গে ছিল ডলির কলেজের বান্ধবী আইরিন সেন।

ঃ ঐ পিকনিক করবার সময় বসন্ত সাহনী ডলির কতগুলি 'ন্যুড' ছবি তুলবার প্রস্তাব করলেন। প্রথমে ডলি মালহোত্রা এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। বসন্ত সাহনী বললেন ঃ উহুঁ আমি তোমায় কোন বাধা শুনব না।

ঃ যদি আমি 'ন্যুড' ছবি তুলতে রাজি না হই....

তাহলে আমাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে যে তোমার বাবা ঋণের দায়ে জর্জরিত। তিনি ঋণ মেটাবার জন্যে তার দপ্তরের গুপ্ত খবর বিশেষ করে, কাশ্মীরের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর খবর বিদেশ সরকারের কাছে বিক্রি করছেন, তাহলে তুমি কী বলবে। অস্বীকার করবে এই 'ন্যুড' ছবি তোলার কথা।

অনন্যোপায় হয়ে ডলি জাভেরী 'ন্যুড' ছবি তুলতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি কল্পনাও করেন নি যে ভবিষ্যতে তিনি আবার ব্ল্যাকমেলিং-র শিকার হবেন।

এই সময়ে বসন্ত সাহনী বললেন, আমার নাম 'গোলাপ'। এখানে আর একটা কথা বলব। আমরা জানি পাকিস্তানে দুই ইনটেলিজেন্স বাহিনী এবং

সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্স বাহিনীর মধ্যে তীব্র রেষারেষি থাকার দরুন বসন্ত সাহনীকে পাকিস্তানের কাউন্টার ইনটেলিজেন্স বিভাগে বদলি করা হল। বসন্ত সাহনী অর্থাৎ আবমুসা এই বদলির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু দুই প্রতিষ্ঠানের রেষারেষির জন্য আবুমুসাকে বাধ্য হয়ে আই. বী'তে যোগ দিতে হল। অবশ্যি এরপর থেকে আবুমুসা হলেন আই. বী'র ডেপুটি ডিরেক্টর বজলুর রহমানের ডান হাত এবং জোরাব খানের প্রধান সমালোচক।

একদিন বজলুর রহমান আবুমুসাকে বললেন তোমাকে ভারতে গিয়ে জোরাব খানের এই গোপন ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত বানচাল করে দিতে হবে। এছাড়া আমরা জানতে চাই এই আর্মস ড্রাগস স্মাগলিং কী উপায়ে করা হচ্ছে। আমরা শুনেছি এর পিছনে পাকিস্তানের ড্রাগস স্মাগলাররা আছেন। এরা জিয়াউল হককে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে হটাতে চাইছেন। বসন্ত সাহনী পাকিস্ততানের কাউন্টার ইনটেলিজেন্স দপ্তরের স্পাই হয়ে ভারতে এলেন। তখন তার নাম হল দীপচাঁদ অরোরা। এই নামে কী আসে যায়? কারণ, দীপচাঁদের কাছে দিল ডলি জাভেরীর প্রথম জীবনের অনেক গুপ্ত প্রেমের কাহিনী এবং 'ন্যুড' ছবি একদিন বসন্ত সাহনীর পালায় পড়ে ডলি জাভেরী পট খেতে শুরু করেছিলেন। ডলি জানতেন না যে তিনি 'পট' খাচ্ছেন। বসন্ত সাহেনী কিংবা আবুমুসা ভেবেছিলেন ডলি জাভেরীকে ভয় দেখিয়ে ভিক্টর যে দুইটি এটাচি কেস জমনাদাস জাভেরীর কাছে রেখেছিল সেই এটাচিকেসগুলি উদ্ধার করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ভিতরের আসল পরিচয় নিয়ে পাকিস্তানের দুই ইনটেলিজেন্স বাহিনীর মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হল। ভিক্টর কে? গোলাম রসুল অস্কার বারগাঞ্জার এক ছবিকে চিহ্নিত করে বললেন: এই লোকটি হল ভিক্টর। অস্কার বারগাঞ্জার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এল।

: গোয়ার আদি এবং আসল অস্কার বারগাঞ্জা যে মৃত সেই খবর আমরা আগেই পেয়েছিলাম লোটনের কাছ থেকে। লোটনের খবরে সূত্র ছিল অলিভিয়া। অনেক আগে অলিভিয়া অস্কার বারগাঞ্জার শয্যাসঙ্গিনীহয়েছিল এবং তার বক্তব্য অনুযায়ী যে লোকটি নিজেকে অস্কার বারগাঞ্জা বলে সবার কাছে পরিচয় দিচ্ছে সেই লোকটার আসল পরিচয়হল নাদিম দিমিত্রিভ আলকাপুণ অব্ দি মিডল ইষ্ট পেশা ড্রাগ, স্মাগলিং করা ব্ল্যাকমেলিং। আরো জানা গেল যে ম্যাপটি অস্কার বারগাঞ্জা পাকিস্তান সরকারের কাছে বিক্রি করেছিলেন সেই ম্যাপটি ছিল জাল। এই ম্যাপ অনুযায়ী গোয়াতে লুকানো আর্মস খুঁজতে গিয়ে সুলেমান আবদাল্লা ছদ্মনাম রামচাঁদ খেমপ্রকাশ, যিনি আসলে ছিলেন ইয়াসমিন আবদাল্লার পতিদেবতা মারা গেলেন। তাকে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু খুনীকে জানা গেল না। নাদিম দিমিত্রিভ এই জাল ম্যাপ বিক্রি করে বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে পাকিস্তান হল সন্ত্রাসবাদীদের পৃষ্ঠপোষক এবং বে-আইনী আর্মস আমদানির সরবরাহকারী। নাদিম দিমিত্রিভের আরো উদ্দেশ্য ছিল যে পাকিস্তান সরকারের বিরোধী উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে পাকিস্তানকে বিপর্যস্ত

করে ব্ল্যাকমেল করা। নাদিম দিমিত্রিভ ইণ্টারপোলের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। কারণ, ড্রাগস স্মাগলিং-র অপরাধী হিসেবে ইণ্টারপোল নাদিম দিমিত্রিভকে অনুসন্ধান করছিল।

পাকিস্তান সরকার, বিশেষ করে জিয়াউল হক অস্কার বারগাঞ্জার কাজকর্মের খবর শুনে বিচলিত হয়েছিলেন। পাকিস্তান ড্রাগস স্মাগল করছে এই সংবাদ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও য়ুরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই দেশগুলির সংবাদপত্র দাবি করেছিল আমেরিকান সরকার পাকিস্তান সরকারকে যে অনুদান দিয়ে থাকে সেই অনুদান অবিলম্বে বন্ধ করে দে'য়া হক। এই পরিস্থিতি এবং এই সময়ে অস্কার বারগাঞ্জা যদি প্রমাণসহ পাকিস্তানের স্বার্থের বিরোধী কোন তথ্য প্রকাশিত করে তাহলে পাকিস্তান সরকার দুর্বল হবে এবং জিয়াউল হক বিপদে পড়বেন। বৃটিশ সরকারও খবর পেয়েছিল যে পাকিস্তান ড্রাগস বিক্রি করে আর্মস কিনছে। এইসব আর্মস কোথায় যাচ্ছে? সংবাদে আরো বলা হল আর্মস কাশ্মীরের গড়িলা এবং পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এই সংবাদে ভারতে আন্দোলন শুরু হল। এরপর আর কারুর মনে সন্দেহ রইল না পাকিস্তানের নীতি হল ভারতে বিশৃংখলা এবং গোলমাল সৃষ্টি করা। কীভাবে আর্মস, ড্রাগস স্মাগল করা হচ্ছে, সেই খবর ভারত সরকারকে দেবার জন্যে ভিক্টর মাধবন শংকরের কাছে চিঠি লিখল। বজলুর রহমান এবং জোরাব খান এই সংবাদ পাবার পর বিশেষ বিচলিত হলেন। বুঝতে পারলেন ভিক্টরের সঙ্গে জমনাদাস জাভেরীর একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং একে অন্যকে সাহায্য করছেন। এই কারণে পকিস্তান সরকারের ইনটেলিজেন্সের দুইটি দপ্তরই ভিক্টরের আসল পরিচয় জানবার চেষ্টা করল। ইতিমধ্যে ডলি জাভেরী ব্ল্যাকমেলিং করতে গিয়ে গোলাম রসুলের ছদ্মবেশের আবরণ খুলে গেল। ভারত সরকারের আই. বী. জানতে পারল যে দিলদার হাসান হল গোলাম রসুলের ছদ্মনাম। গোলাম রসুল বোম্বাই-য়ের পুলিশের কাছে তার আসল পরিচয় স্বীকার করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে গোলাম রসুলকে খুন করা আবশ্যক হয়েছিল। তারপর পাকিস্তানের ইনটেলিজেন্স বিভাগ অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করবার পরিকল্পনা করল। কী করে এই খুন করা সম্ভব সেই কাজের দায়িত্ব দে'য়া হল আবুমুসা অর্থাৎ দীপচাঁদকে।

ইতিমধ্যে অস্কার বারগাঞ্জা অরুণ জাভেরীকে প্রতারণা করে চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের কিছু শেয়ার হাত করে নিয়েছিলেন।

এই শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি অস্কার বারগাঞ্জার কাছে আবশ্যক ছিল। কারণ, চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের একজন পরিচালক হিসাবে অস্কার বারগাঞ্জার পক্ষে প্রমাণ করা সহজ এবং সম্ভব ছিল যে চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্ম আর্মস স্মাগল করছে এবং কোম্পানীর ডিরেক্টর মৃত রামচাঁদ খেমপ্রকাশ ছিলেন সুলেমান আবদাল্লার আর একটি নাম। সুলেমান আবদাল্লা ছিলেন পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এছাড়া পাকিস্তান

জমনাদাস জাভেরীকে টাকা দিয়ে বশ করেছে। একথা প্রমাণ করা খুব দুঃসাধ্যকর ছিল না। এইভাবে প্রমাণ সংগ্রহ করে অস্কার বারগাঞ্জা যেমন পাকিস্তানের সঙ্গে লেনদেনের চেষ্টা করছিল তেমনি পাকিস্তান বুঝতে পেরেছিল অস্কার বারগাঞ্জার দীর্ঘ আয়ু জিয়াউল হকের শাসনের আয়ুকে কমিয়ে দিতে পারে। অতএব এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে আবুমুসাকে বলা হল অস্কার বারগাঞ্জার জীবনের আয়ুর দাড়ি টানতে হবে।

ইতিমধ্যে লোটন বেনামী চিঠিতে অরুণদাসকে খবর দিল যে অস্কার বারগাঞ্জা বোম্বাই থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, এই সংবাদ অরুণদাসকে বিচলিত করল। অরুণদাস অস্কার বারগাঞ্জার সঙ্গে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে মোকাবিলা করবার জন্যে ভিয়াণ্ডিতে "ডন জুয়ান" জাহাজে গিয়ে উপস্থিত হল। অস্কার বারগাঞ্জা অরুণদাসকে ঐ সময়ে দেখবার আশা করেন নি। তাই তার মন বিচলিত হল। অরুণ অস্কার বারগাঞ্জার কাছে শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি এবং তার নামে সই জাল করে যে সব টাকার হুণ্ডি করা হয়েছিল সেই কাগজ-গুলি ফেরত চাইল। অস্কার বারগাঞ্জা অস্বীকার করল তার কাছে চাঁদনীমল জুয়েলারী ফার্মের কোন শেয়ার সার্টিফিকেট কিংবা হুণ্ডির কোন কাগজপত্র আছে। এইসব বিষয় নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে যখন বাক্‌বিতণ্ডা চলছিল তখন দীপচাঁদ গিয়ে ডন জুয়ান মোটর বোটে হাজির হল। দীপচাঁদ অস্কার বারগাঞ্জাকে সাবধান করতে গিয়েছিল এবং বলতে গিয়েছিল পাকিস্তান সরকারের বিরোধী কোন কাজ করো না। তোমার আসল পরিচয় যে নাদিম দিমিত্রিভ একথা আমরা জানি। কিন্তু ডন জুয়ান মোটর বোটে গিয়ে দীপচাঁদ অরুণদাস জাভেরী এবং অস্কার বারগাঞ্জার ঝগড়া বিবাদ থেকে সমস্ত বিষয়টি আঁচ করে নিতে তার সময় নিল না। অস্কার বারগাঞ্জার কাছে বিশেষ করে এই লাক্সারি বোটে ঐসব মূল্যবান কাগজগুলি আছে দীপচাঁদ অনুমান করতে পারল। এইসব চিন্তা করে দীপচাঁদ প্রথমে অস্কার বারগাঞ্জাকে খুন করল। এই অবস্থায় অরুণদাস জাভেরীকে জীবিত রাখা যায় না। তাকেও গুলি করা হল। অরুণ গুরুতররূপে আহত হয়েছিল। অরুণের ড্রাগসের নেশা ছিল। এই সমস্ত ঘটনা এতো তাড়াতাড়ি ঘটল যে অরুণ বুঝতে পারল না, এই হত্যাকাণ্ডে প্রথম কে গুলি চালিয়েছিল? কারণ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়া দীপচাঁদ যে তার পেছন থেকে গুলি চালিয়েছিল অরুণ তা বুঝতে পারেনি। পরে যখন তাকে বলা হল তার গুলিতে অস্কার বারগাঞ্জা মারা গেছে সে তখন তার দোষ স্বীকার করে আমার উকিলের কাছে এক বিবৃতি দিল। অরুণের উপর প্রথম গুলি চালালে তারপক্ষে গুলি চালান সম্ভব ছিল না একথা অরুণের মাথায় কখনই আসে নি।

লাক্সারি বোটে পিস্তলের গুলির আওয়াজ শুনে ভিয়াণ্ডির শিবমন্দিরের পুরোহিত বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে দীপচাঁদ লাক্সারি বোট থেকে নামছে। পরে ঐ স্থানে পুরোহিত মিসেস ডলি জাভেরীকে

ও দেখেছিলেন। তবে ওরা কে একথা পুরোহিত জানতেন না। পুরোহিত বলেছিলেন…মেয়েটিকে ভালো করে দেখতে পাই নি। তার গাড়িটা দেখেছিলাম। তবে ভদ্রলোককে দেখেছিলাম। প্রয়োজন হলে ওকে সনাক্ত করতে পারবে। পুরোহিতের এই কথার পর আমি স্থির করলাম যে পুরোহিতকে আমার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত চৌগুলের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। পুরোহিতে হাতে টাকা দিয়ে বললাম আপনি তীর্থ করতে চলে যান। পুরোহিত আমার কথানুযায়ী বোম্বাই-এর বাইরে চলে গেল।

সেদিন যখন এইসব ঘটনাগুলি ঘটছিল তখন জমনাদাস জাভেরীর অবস্থা ছিল এমনই সঙ্গীন যে, যেকোন সময়ে তার মৃত্যু হতে পারে। বীচ কাণ্ডি হাসপাতাল থেকে ডলি জাভেরীকে ফোন করে বলা হল—আপনার স্বামী মৃত্যু যে কোন সময়ে হতে পারে। আপনি এক্ষুনি হাসপাতালে চলে আসুন। টেলিফোনের পর ডলি জাভেরী আর একটি টেলিফোন পেলেন। তাকে টেলিফোন করেছিলেন আমাদের বসন্ত সাহানী, কিন্তু আজ তাকে আমরা আবুমুসা বলে জানি। বসন্ত সাহানী নিজেকে 'গোলাপ' বলে পরিচয় দিলেন।

বললেন : এক্ষুনি একবার ভিয়াণ্ডিতে ডন জুয়ান মোটর বোটে চলে আসুন।

: এখন অসম্ভব। আমার স্বামী মৃত্যুশয্যায় আমি এখন যেতে পারবো না।

: তাহলে দুদিনের মধ্যে সমস্ত বোম্বাই জানতে পারবে তুমি হলে এক "নিম্ফোম্যানিয়াক" মেয়ে। বিয়ের আগে তোমার জীবনের অনেক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর কাহিনী জানবে…।

ডলি জাভেরী লোকনিন্দাকে ভয় করতেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে 'গোলাপ' হয়ত তাকে আবার ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করবে। তিনি সমস্যায় পড়লেন কী করবেন? কোথায় আগে যাবেন? ব্রীচ কাণ্ডি হাসপাতালে? না, ভিয়াণ্ডিতে? শেষ পর্যন্ত তিনি ভিয়াণ্ডিতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ডলি জাভেরী পৌঁছালেন, তখন দীপচাঁদ বললেন আমার কুড়ি লাখ টাকার প্রয়োজন। আমি ঐ টাকা পেলে কাল-পরশু লণ্ডনে চলে যাব। আর এই টাকা পেলে আমি তোমার নোংরা ছবি গুলি এবং তোমার সব প্রেমপত্র ফেরৎ দেবো। এছাড়া তোমার স্বামী আর্মস স্মাগল করতেন এবং বাবা ডিফেন্স মিনিস্ট্রির গোপন টপ সিক্রেট বাজারে বিক্রি করে তার জুয়োর ঋণ শোধ করছেন একথা কাউকে বলব না।

কুড়ি লাখ! ডলি জাভেরী টাকার অঙ্ক শুনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

এই টাকা আমার প্রয়োজন। বোম্বাইতে রেস খেলবার জন্যে বাজারে আমার প্রচুর দেনা হয়ে গেছে। লণ্ডনে যাবার আগে আমরা এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

ডলি জাভেরী ঐ সময়ে কোন পাকা কথা দিতে পারলেন না। তিনি ভাব-

ছিলেন কখন তিনি বীচ কাণ্ডি হাসপাতালে ফিরে যাবেন।

এই আলাপ-আলোচনা নিশ্চয় হয়েছিল ভিয়াণ্ডির পড়ো বাড়িতে। পরে আমি যখন কিষেণচাঁদের হাতে একটি লেজিজ রুমাল, 'D' লেখা, তুলে দিলাম তখন আমার ধারণা বদ্ধমূল হল যে ডলি জাভেরী ছিলেন ঐ রুমালের মালিক। তাহলে ডলি জাভেরী কি এই পড়ো বাড়িতে কারুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন? কিষেণচাঁদ মারা গিয়েছিল। আমার এই সন্দেহের কথা শবনমকে বলেছিলাম এবং বললাম দীপচাঁদের কাছে কোন কোন মেয়ে টেলিফোন করে আমি তা জানতে চাই! যে দুইজন মহিলার নাম শুনতে পেলাম তারা হলেন ইয়াসমিন আবদাল্লা অর্থাৎ শিরীন ভাট এবং ডলি জাভেরী। এবার থেকে এদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে লাগলাম।

শবনম আমাকে আরো বলেছিল দীপচাঁদ শিগ্গিরই এদেশ থেকে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তবে দীপচাঁদ শবনমকে বলেছে "শিগ্গিরই আমার ভাগ্য খুলবে। হয় রেসে না হয় লটারীতে কুড়ি লাখ টাকা টাকা পাবো। পরে রতন বিলমোরিয়া যখন আমাকে বললেন ঃ ডলি জাভেরী তার ব্যাঙ্ক একাউণ্ট থেকে কুড়ি লাখ টাকা তুলবার পরিকল্পনা করেছেন তখন আমার চোখের সামনে থেকে সমস্ত কুয়াশা দূর হয়ে গেল।

কোন বিশেষ কারণে, অস্কার বারগাঞ্জার হত্যার পরও দীপচাঁদ এদেশ থেকে গেল না, কেন? কারণ, দীপচাঁদ উড়ো সূত্রে খবর পেল 'ভিক্টর' আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন। দীপচাঁদ ঠিক করল ভিক্টরকে খুঁজে বার করতে হবে। ভিক্টরকে খুঁজে বার করার জন্যে এবং তাকে হত্যা করার জন্য কিছু গুণ্ডা নিয়োগ করা হল। গুণ্ডাদের বলা হয়েছিল ভিক্টরকে খুন করতে হবে। ভিক্টরের কাছে যে ডায়েরীগুলি ছিল সেইগুলি সম্বন্ধে তাদের কোন নির্দেশ দেয়া হল না। কারণ, পাকিস্তান দীপচাঁদকে খবর পাঠিয়েছিল 'ভিক্টর' হল এক বৃটিশ এজেণ্ট এবং পাকিস্তানের ইনটেলিজেন্স বাহিনীতে ঢুকে পাকিস্তানের গুপ্ত খবর বার করবার চেষ্টা করছে। 'ভিক্টর' ভারত সরকারকে আমাদের স্পাই চক্রের খবর বিক্রি করার চেষ্টা করছে। ভিক্টরকে যেমন করে হ'ক সরাতে হবে।

একদিন রাত্রে ভিক্টরের দেখা পেলাম। ভিক্টর আমাকে তার কাছে যে ডায়েরীগুলি ছিল সেইগুলি দিল। দীপচাঁদের ভাড়া করা গুণ্ডারা তাকে হত্যা করল। আমি বেঁচে গেলাম কিন্তু ভিক্টর আমাদের যেসব মূল্যবান খবর দিয়েছিল তার উপর এবং শবনমের দে'য়া খবরকে ভিত্তি করে আজ আপনাদের কাছে এই কাহিনী দাঁড় করালাম।

আমি সজাগ ছিলাম, দীপচাঁদ শিগ্গির চলে যাবে আমি তা জানতাম। কিন্তু দীপচাঁদের মনের ভয় দূর করবার জন্যে আমি শবনমের মাধ্যমে তাকে খবর পাঠালাম অরুণদাস নিজের দোষ স্বীকার করেছে। দীপচাঁদ আশ্বস্ত হল যে কেউ তাকে সন্দেহ করেনি। কিন্তু এদেশ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে তার প্রাণ ছটফট

করতে লাগল। দেশ থেকে এমন সুষ্ঠু, সুন্দর ভাবে বেরিয়ে যেতে হবে যেন কেউ তাকে সন্দেহ না করে। তাই সে ঠিক করল যাবার সময় শবনমকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। পরে লণ্ডনে গিয়ে শবনমকে ছেড়ে দিলেই হবে।

তার পরের ঘটনাগুলি খুব দ্রুত ঘটে গেল।

একদিন শবনম এসে বলল : দীপচাঁদ তাকে বিয়ে করবে। এ বিয়ে হবে লণ্ডনে, দু-একদিনের মধ্যে তারা লণ্ডনে পাড়ি দেবে। আমি এ খবর পাবার পর আরো সাবধান হলাম।

পরে একদিন শবনমের মুখে শুনতে পেলাম দীপচাঁদ বলছে সে লটারীর টিকিট কিনেছে। যদি সে লটারীর টাকা পায় তাহলে পরশুদিন রাত্রে তারা দুজনে লণ্ডনে যাবে। ঠিক তারপরেই খবর পেলাম ডলি জাভেরী ব্যাঙ্ক থেকে কুড়ি লাখ টাকা তুলেছেন। অর্থাৎ দীপচাঁদ তার লটারীর টাকা পেয়েছে।

একদিন রাত্রে শবনম আমাকে একটি "টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া" পত্রিকা ও কিছু অঙ্ক কষা কাগজ দিয়ে গেল। বলল : পড়ে দেখো, কিছু বুঝতে পারছ কিনা? সত্যিই ঐ পত্রিকায় লটারীর টিকিট নম্বর দে'য়া ছিল। আর প্রতিটি নম্বরের পাশে ইংরাজি অক্ষরে লেখাছিল। আমার মনের সন্দেহ বাড়ল, বুঝতে পারলাম এই নম্বরগুলি হল "কোড সাইফার"।

সাইফার কোড তর্জমার পর যে খবরটি পাওয়া গেল সেই খবর ছিল এই প্রকার :

Agents of Foreign Intelligence Are Hoax. They Are Out To Cheat Us. Barganga Is Smuggler And Crook. Victor Is British Agent. Police Is Watching You. Arrest Imminent. Escape-IB.

এই লটারীর টিকিটের রহস্য বের করবার পর আমি এই ঘটনার পুরো বিবরণী মাধবন শংকর এবং চৌগুলেকে দিলাম। দুজনে মিলে স্থির করলাম একই দিনে, একই সময়ে আমরা দীপচাঁদ এবং ভারতের অন্যান্য শহরে যেসব পাকিস্তানী স্পাইরা কাজ করতে তাদের গ্রেপ্তার করব।

এবার শিরীন ভাটের দিকে তাকিয়ে বায়রন বলল শিরীন, তোমাকে ইয়াসমিন বলেই ডাকব। সেক্স তোমার জীবনে অশান্তি, এবং উশৃংখলা এনেছে। কিন্তু আজ তোমার চোখের সামনে তোমার প্রেমিক দাঁড়িয়ে আছে। তুমি সেদিন তোমার প্রেমিককে এক ফুটন্ত 'গোলাপ' মানে আমার 'মাতাহারির' সঙ্গে দেখতে পেয়েছিলে। তোমার মনে হিংসা হয়েছিল। তখন বলেছিলে যদিও একে কখনও হাতের কাছে পাও, তাহলে ওকে গুলি করে মারবে। এবার ইচ্ছে করলে তুমি ওকে গুলি করতে পার। কিন্তু চৌগুলে তোমাকে গুলি করতে দেবেন না। তিনি তার হাজতে আবুমুসাকে অতিথি ক রাখতে চান। আবুমুসা, ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইনটেলিজেন্স অব পাকিস্তান, তোমাকে বলব তোমাদের দেশের দুই

স্পাই এজেন্সীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না থাকলে তুমি আজ ধরা পড়তেন না…। স্বীকার করবো তোমরা আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক গোলমাল, সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ এবং খবর সংগ্রহ করবার জন্যে যে প্ল্যান ষড়যন্ত্র করেছিল সেই প্ল্যানটি ছিল অতি উঁচু দরের। এই প্ল্যান সফল হলে এদেশের চারদিকে রক্তের স্রোত বয়ে যেত। শিরীনের কী বিচার হবে তার সিদ্ধান্ত নেবেন বোম্বাই'র পুলিশ। তবে আমার মনে হয় না অভিযোগ গুরুত্ব। মি. চৌগুলে, মিসেস জাভেরী, আপনাকে আমার বলবার কিছু নেই। কারণ, আপনি শুধু নিজের কলঙ্ক নয়, আপনার বাবার এবং স্বামীর অপরাধজনক কাজকর্মের কথা গোপন করতে গিয়ে নিজের বিপদকে ডেকে এনেছেন। আবুমুসা আপনার কাছে বসন্ত সাহনী কিংবা আপনি যাকে 'গোলাপ' বলে ডাকতেন, তার হাতের শিকার হয়েছিলেন। বলবেন, হয়ত উপায় ছিল না। কিন্তু আপনি যদি আমার কাছে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি না করতেন তাহলে আমার তদন্তে এতো দেরী হত না।

এবার 'মাতাহারি" সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলব। শবনম আমার এই তদন্তের কাজে যে সাহায্য করেছে তার কোন তুলনা হয না। কারণ, প্রতিদিনই সে আমাকে খবর দিত দীপচাঁদ কী করছেন? আসলে শবনম ক্যাবারে গার্ল নয়। ওটা হল তার মুখচোখ। আমি তাকে 'মাইক্রোফোনে' বলেছি। কিন্তু তার নাম হওয়া উচিত ছিল 'মাতাহারি'।

শবনমকে বলেছিলাম যে তার বিয়ের জন্য একটি ডায়মণ্ডের নেকলেশ দেব। কিন্তু বিয়ে যখন হল না তখন তাকে আমি একটি রুবির নেকলেশ দিচ্ছি। আসল রুবি।

বায়রম এবার শবনমের গলায় নেকলেশ পড়িয়ে দিল। এবার শবনম তার মিষ্টি সুরেলা গলায় বলল: ডার্লিং আমি জানি তোমার সেক্রেটারী মিরিয়াম এই ডায়মণ্ডের নেকলেশ কিনতে গিয়ে একটা বিভ্রাট করেছে। ওকে না সরালে তোমার দপ্তরে কোন শান্তি ফিরে আসবে না। তুমি কালই ওকে ডিস্‌মিস্‌ করবে।

বায়রন তাকিয়ে দেখল মিরিয়াম কঠোর দৃষ্টিতে শবনমের পানে তাকিয়ে আছে। শবনম এবার বায়রনের কাছে এসে বলল: ডার্লিং লাভ মী কিস্‌ মী। 'কিস্‌' কিন্তু গালে দেবে না ঠোঁটে।

এই বলে সবার সামনেই শবনম বায়রনকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটেই চুমু খেল।